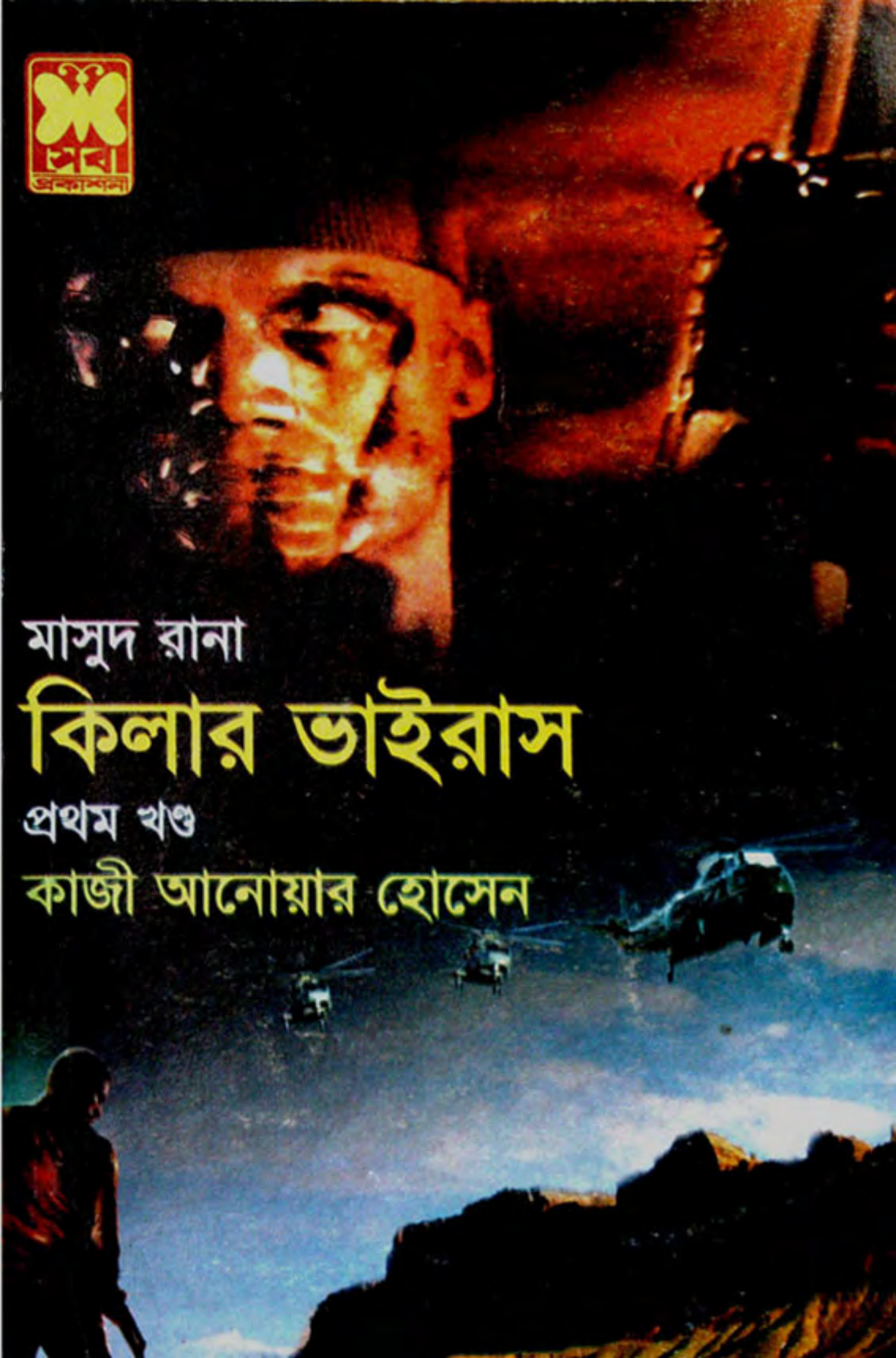

মাসুদ রানা

কিলার ভাইরাস

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪২৭

কিলার ভাইরাস

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7427-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-427
KILLER VIRUS
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তিরাশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*তপ্ত পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস।

এক

ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকা।

ক্যানসাস, লিভেনওঅর্থ।

বাইশ জানুয়ারি, রাত বারোটা।

ফেডারাল পেনিটেনশিয়ারি।

ওটাই ছিল তার জীবনের শেষ অনুরোধঃ টেলিভিশনে দেখবে ইনগিউরেশন সেরেমনি।

এ-কারণে পুরো একঘণ্টা পর টেরে হউটে পৌঁছুবে সে, কিন্তু লিভেনওঅর্থ কারাগার-কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকটার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবেন।

টেলিভিশনের কাঁপা-কাঁপা সাদা আলো পড়েছে সেলের ধূসর কংক্রিট দেয়ালে। খুদে স্পিকারে ভেসে আসছে অস্পষ্ট কণ্ঠঃ

'...ডু সোলেমলি স্ওয়্যার...'

'...ডু সোলেমলি স্ওয়্যার...'

'...দ্যাট আই উইল এক্সেকিউট দ্য অফিস অভ প্রেসিডেন্ট অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস...'

'...দ্যাট আই উইল এক্সেকিউট দ্য অফিস অভ প্রেসিডেন্ট অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস...'

খুব মন দিয়ে টেলিভিশন দেখছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি।

হয়তো দু'ঘণ্টাও নেই, তার আগেই মরবে সে, তারপরও ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে হাসি।

লোকটার জেল শার্টের উপর লেখা: 'টি-৫৫।'

বয়স তার আটান্ন, অভিজ্ঞতার ছাপ কঠোর চেহারায়, কাঁচা-পাকা চুল নেমেছে চওড়া কাঁধে। প্রকাণ্ডদেহী, প্রচণ্ড শক্তি ধরে শরীরে। ষাঁড়ের ঘাড়ের মত মোটা গর্দান। কালো চোখদুটো যেন অতল কূপ। বুঝবার উপায় নেই কী ভাবছে, অবশ্য টের পাওয়া যায়, খুবই বুদ্ধিমান মানুষ সে।

টেক্সাসের হিউস্টনে জন্ম তার, দক্ষিণ এলাকার টানে কথা বলে। সাধারণ বন্দিদের মাঝে মোটেও নিরাপদ নয়, কাজেই তাকে আনা হয়েছিল লিভেনওঅর্থের টি-উইঙে। কিন্তু দুই সপ্তাহ আগে তাকে টি-উইং থেকেও সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ঠাঁই মিলেছে প্রি-ট্রানযিটে, অর্থাৎ তাকে রাখা হয়েছে ডিপারচার লাউঞ্জে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে ওই উইঙে রাখা হয়। সময়মত ইণ্ডিয়ানার ফেডারাল পেনিটেনশিয়ারি টেরে হউটে নিয়ে লিথাল ইঞ্জেকশন দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

গৃহযুদ্ধকালীন প্রাক্তন দুর্গ লিভেনওঅর্থ। পরবর্তী সময়ে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ফেডারাল প্রিযন হিসাবে। এই কারাগারের বাসিন্দারা ফেডারাল আইন ভেঙেছে বলেই কারাবন্দি হয়েছে। ভয়ানক সব অপরাধী তারা। বিদেশি গুপ্তচর, টেরোরিস্ট, অর্গানাইযড্ ক্রাইম বস্, ইউএস আর্মড ফোর্সের গোপন তথ্য পাচারকারী, অথবা মিলিটারি থেকে পালিয়েছে— শুধু তাদেরকেই রাখা হয় এই কারাগারে।

এ কারাগার আমেরিকার সবচেয়ে নিষ্ঠুর জেলখানা। এর বন্দিরা মানব-হত্যা করেছে বা নারী-ধর্ষণ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের অন্তরে জেগে উঠেছে এক ধরনের ন্যায় বিচার।

এখানে নিয়মিত পেটানো হয় সিরিয়াল রেপিস্ট ও মিলিটারি থেকে পলাতক সৈনিক ও অফিসারদেরকে। কপাল পুড়িয়ে লিখে দেয়া হয়: 'আমি ধর্ষণকারী' বা 'মিলিটারি থেকে পালিয়েছি'।

উনিশ শ' তিরানব্বুই সালে ওঅর্ল্ড ট্রেড সেন্টার বম্বিং-এর সাজা-প্রাপ্ত টেরোরিস্টদের প্রত্যেকে এই কারাগারে এসে নানা হামলায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছে।

গুরুতর অপরাধে নিষ্ঠুর শাস্তি হয় বিশেষ এক শ্রেণীর বন্দিদের— যারা বিশ্বাসঘাতক। তাদেরকে কিছুতেই মাফ করা হয় না।

তারা বেঈমান।

লিভেনওঅর্থের আমেরিকান ইনমেটরা যতই গুরুতর অপরাধ করে থাকুক, বুকে রয়েছে জন্মভূমির জন্য সুগাঢ় ভালবাসা।

সাধারণত লিভেনওঅর্থ-এ তিনদিন কাটাবার আগেই মারা পড়ে বেশিরভাগ বেঈমান।

সিআইএ অ্যানালিস্ট বিল অ্যান্টোনিয়ো চায়নিজ আর্মির কয়েকজন জেনারেলের কাছে কিছু তথ্য বিক্রি করেছিল। তার দেয়া তথ্যের কারণে চাইনিজ চ্যাং লঞ্চ সেন্টারে ধরা পড়ে ছয়জন আমেরিকান নেভি সিল সৈনিক। আইন ভেঙে ওই ফ্যাসিলিটি থেকে ওদেরকে সরিয়ে নেয় চায়নিজ জেনারেলরা, তথ্য আদায় করতে গিয়ে সবাইকে খুন করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছে চিনা সরকার। একই কাজ করেছে আমেরিকান সরকারও। অবশ্য বিচার শেষে শাস্তি হয়েছে অ্যানালিস্ট বিল অ্যান্টোনিয়োর। সে লিভেনওঅর্থ কারাগারে পৌঁছবার দুই দিন পর নিজ সেলের ভিতর মরে পড়ে ছিল। তার তলপেট ফেড়ে টেনে বের করে নেয়া হয়েছিল নাড়ি-ভুঁড়ি, ওগুলো দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল হাত-পা। গলার উপর অংশে শক্ত করে আটকে ছিল খাটের পায়া। ওটার মাধ্যমে ভীষণ কষ্ট দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করবার চিনা আবিষ্কৃত বাঁশের পদ্ধতি ব্যবহার করেছে লিভেনওঅর্থের ইনমেটরা।

এখন সবাই জেনে গেছে টি-৫৫ এসেছে খুনের দায়ে। আরও

স্পষ্টভাবে বললে: সিনিয়র দু'জন নেভি অফিসারকে হত্যা করবার নির্দেশ দেয়ার কারণে।

ওই দুই নেভি অফিসার ছিলেন জয়েন্টস্ অভ স্টাফের অ্যাড়ভাইযার। ইউ.এস. মিলিটারি আইন অনুযায়ী টি-৫৫-কে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

সে উচ্চপদ-প্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার, কিন্তু আইন তার নিজ পথেই চলেছে, স্থির হয়েছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। অবশ্য, বিচার শেষে থাকতে দেয়া হয়েছে টি-উইঙে।

কিন্তু টি-উইঙেও পুরোপুরি নিরাপদ নয় কেউ। ওখানে থাকতে গিয়ে বারকয়েক বেদম মার খেয়েছে টি-৫৫। দু'বার তাকে এমনভাবে পেটানো হয়েছে, তাকে জরুরি ভিত্তিতে রক্ত দিতে হয়েছে।

অনেকে তাকে চিনত আর্লিং এফ ব্রুক্স্ নামে, ইউএস এয়ার ফোর্সে সে ছিল তিন তারা লেফটেন্যান্ট জেনারেল। তার আইকিউ সার্টিফাই করা হয়: ১৮৩ পয়েন্ট। অর্থাৎ সে ছিল জিনিয়াস লেভেলের মানুষ। দুর্দান্ত বুদ্ধিমান ও কৌশলী অফিসার। ক্ষুরের মত ধারাল মগজ, কাজেই এই কমাণ্ডারের কল সাইন হয়ে ওঠে: দ্য কিং।

তার চেয়ে বড় কথা, ধৈর্য হারাতে শেখেনি সে। এখন টেলিভিশনের কাঁপা পর্দার দিকে চেয়ে এই কথাগুলোই ভাবছে।

পর্দায় দু'জন লোক।

একজন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, অপরজন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। শীতের নরম রোদে ক্যাপিটল বিল্ডিঙের পশ্চিম পোর্টিকোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন তাঁরা।

নতুন প্রেসিডেন্টের একটা হাত রয়েছে বাইবেলের উপর।

'...অ্যাণ্ড উইল টু দ্য বেস্ট অভ মাই এবিলিটি...'

'...অ্যাণ্ড উইল টু দ্য বেস্ট অভ মাই এবিলিটি...'

'...প্রেযার্ভ, প্রটেক্ট, অ্যাণ্ড ডিফেণ্ড দ্য কন্সটিটিউশন অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, সো হেল্প মি গড।'

'...প্রেযার্ভ, প্রটেক্ট, অ্যাণ্ড ডিফেণ্ড দ্য কন্সটিটিউশন অভ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, সো হেল্প মি গড।'

পনেরো বছর, আপনমনে ভাবল লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুক্স্।

পুরো পনেরো বছর ধরে অপেক্ষা করছে সে।

আর এখন সত্যিই সব ঘটতে শুরু করেছে।

মোটেই সোজা ছিল না কাজ। প্রথমে ভুলভালও করেছে। একবার এক নির্বাচনে প্রায় জিতে যাওয়া এক লোককে বেছে নিয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখল বিশ্রী ভাবে হেরে গেল সে নির্বাচনে। এ ছাড়াও আরও চারজন নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারিতে সফল হয়েছিল, কিন্তু পরে তাদের পার্টি তাদেরকে সমর্থন দেয়নি।

জন গ্রিসামের মত লোকও রয়েছে। সে প্রেসিডেণ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না তা তার পার্টির লোক বুঝবার আগেই রাজনীতি ছেড়ে দিল। এসব কারণে বহু টাকা খরচা হয়েছে। আর কোনও উপায়ও তো ছিল না।

কিন্তু, এখন...

এইবার আর কোনও ভুল হয়নি...

সত্যি এবার একজনকে...

মৃদু হাসল আর্লিং এফ ব্রুক্স্। খুব সহজ সমীকরণ ব্যবহার করে যৌক্তিক থিয়োরি দাঁড় করিয়েছে সে।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমেরিকান প্রেসিডেণ্টরা আসছেন দুটো অভিজাত সংঘ থেকে: প্রেসিডেণ্টের অফিসে বসবার আগে তাঁরা ছিলেন স্টেট গভর্নর বা ফেডারাল সেনেটর।

প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আগে কেনেডি, জনসন বা নিক্সন ছিলেন সেনেটর। কার্টার, রিগ্যান বা ক্লিণ্টন ছিলেন স্টেট গভর্নর। এর

বাইরে ছিলেন শুধু জর্জ বুশ সিনিয়র এবং জেরাল্ড ফোর্ড। বুশ ছিলেন হাউস অভ রিপ্রেযেন্টেটিভের সদস্য, তিনি সেনেটর ছিলেন না। আর বিশাল বড়লোক হিসাবে ফোর্ডের ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি।

এই দুটো ব্যতিক্রম বাদ দিলে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের হিসাব ঠিকই আছে। তার জানা আছে, এই প্রতাপশালী লোকগুলো প্রত্যেকেই গুরুতর সব অসুস্থতার ভিতর দিয়ে গেছেন।

রাজনীতি করতে গিয়ে তাঁদের নানান অনিয়ম করতে হয়েছে। ভীষণ দুশ্চিন্তা, অতি ভ্রমণ, নিয়মিত ব্যায়াম না করা এসবই তাঁদের শরীরকে ক্রমেই অসুস্থ করেছে।

তাতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের কী?

তাতেই তো সব!

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার বসানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এমন সেনেটর বা গর্ভনরদের হিসাবের ভিতর রেখেছে জেনারেল। তাদের বেশির ভাগের বুকে অপারেশন হয়েছে। কেউ প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠবার আগে সহজেই তাকে বাগে পাওয়া যায়।

পরের পনেরো বছরে যে স্ট্যাটিস্টিক্স্ দেখেছে সে, তাতে নিজের উপর আরও আস্থা বেড়েছে তার।

অফিসে বসবার পর বেয়াল্লিশ ভাগ ইউএস সেনেটরের গলব্লাডার সার্জারি করতে হয়েছে। মাঝবয়সী মোটা লোকের ভিতর গলব্লাডার অপারেশন খুবই স্বাভাবিক।

অন্য আটান্ন ভাগের মাত্র চার ভাগ নিরাপদে অপারেশন এড়াতে পেরেছেন পলিটিকাল ক্যারিয়ারে।

প্রায়ই দেখা গেছে এঁদের কিডনি ও লিভার অপারেশন। বেশিরভাগ ভুগেছেন প্রস্টেট সমস্যায়। হার্ট বাইপাসও করতে হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। আর ওই অপারেশনে সবচেয়ে সহজে

বসানো যায় ট্র্যান্সমিটার ডিভাইস।

আর তারপর যাঁকে দরকার, তাঁকে পেয়ে গেছে জেনারেল।

দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় এক রাজ্যের গভর্নর উনি, অফিসে বসবার দু'বছর পর ডাক্তারদের জানালেন, তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হিউস্টনের বাইরে এক এয়ার ফোর্স বেসে তাঁর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করলেন স্টাফ সার্জেন। ধরা পড়ল ভদ্রলোকের বাম ফুসফুসে অক্সিজেন ঠিকভাবে যাচ্ছে না। এটা ঘটছে অতিরিক্ত ধূমপানের কারণে।

অপারেশন করাতে দেরি করলেন না ভদ্রলোক। স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট অপটিক ক্যামেরা ও ন্যানোটেকনোলজির ওয়ায়ার কন্ট্রোল্ড সার্জারি ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে ফুসফুসের বাধা দূর করলেন এয়ার ফোর্সের দক্ষ ডাক্তার। গভর্নরকে বলে দেয়া হলোঃ আবারও ধূমপান করলে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তিনি।

কিন্তু গভর্নর জানতেন না, অপারেশনের সময় এয়ার ফোর্সের সার্জেন তাঁর হৃৎপিণ্ডে ন্যানোটেকনোলজির মাইক্রোস্কোপিক রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বসিয়ে দিয়েছে। জিনিসটা একটা পিনের ডগার সমান। গভর্নরের হৃৎপিণ্ডের বাইরের দেয়ালে সংযুক্ত করা হয়েছে ওটা। জিনিসটা প্লাস্টিকের সেমিঅর্গানিক মেটারিয়াল দিয়ে তৈরি, কিছুদিনের ভিতর গভর্নরের হৃৎপিণ্ডের বাইরের দিকের টিশ্যুর ভিতর প্রায় মিশে যাবে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ওটা রক্তের সামান্য ক্লট— নিরাপদ। এক্স-রে ওটা খুঁজেও পাবে না। একটু বড় কিছু ব্যবহার করলে নবাগত প্রেসিডেন্টের প্রথম ফিজিক্যালেই ধরা পড়ত ওটা।

কাজেই কোনও ঝুঁকি নেয়নি জেনারেল ব্রুক্স্। গভর্নরের শরীরের ভিতর ট্র্যান্সমিটার ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। পরে ওটা চালু করবে, নইলে হোয়াইট হাউসের এএক্সএস-৭ অ্যান্টিবাগিং সিস্টেম ধরে ফেলত আনঅথারাইয্ড্ রেডিয়ো সিগনাল।

ঠিক করা হলো, ট্র্যান্সমিটারের অ্যাকটিভেশন হবে সঠিক সময়ে।

অপারেশন শেষে আরেকটি কাজ করেছে ডাক্তার। খুব মসৃণ ভাবে তৈরি প্লাস্টিকের এক মোল্ডে গভর্নরের ডানহাতের তালুর ছাপ নিয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ওই মোল্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে মনে করে এটা করা হয়েছে।

এসব ভাবতে গিয়ে আবারও মৃদু হেসে ফেলল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুক্স্।

এর দশমিনিট পর তাকে নিয়ে যেতে এল গার্ডরা। হাতে হ্যাণ্ডকাফ ও পায়ে বেড়ি নিয়ে তাদের পাশে হাঁটতে শুরু করল সে। এস্কোর্ট করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিমান চলে এসেছে নিতে।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের কারাগারে পৌঁছুল জেনারেল।

নির্বিকার ভাবে নিঃশব্দে ইঞ্জেকশন রুমে গেল।

তাকে শুইয়ে দেয়া হলো বড় একটা ইযি চেয়ারে। হাত ও পা আটকে দেয়া হলো চামড়ার ফিতা দিয়ে। শেষবারের জন্য প্রার্থনা করে নিতে বলা হলো। সে একটা কথাও বলল না। চুপ করে থাকল। মুখে দুশ্চিন্তার কোনও ছাপও নেই। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, যেন কখনও কোনও অপরাধই করেনি। ইঞ্জেকশন দেয়ার নিয়মগুলো ভাল করে দেখল সে, কিন্তু একটা শব্দ বেরুল না মুখ থেকে। বিচার শেষে নিয়ম মেনেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাকে। একবারও আপিলের কথা উচ্চারণ করেনি সে।

মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের সবাই জানত, এতই ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে, কখনও আর্লিং এফ ব্রুকস কারাগার থেকে জীবিত বেরুতে পারবে না।

ঠিকই জানত তারা।

জানুয়ারির তেইশ তারিখে বেলা ঠিক তিনটে সাঁইত্রিশ মিনিটে তার মৃত্যু কার্যকর করা হলো। চেতনা হারাতে প্রথমে তাকে দেয়া হলো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাইয়োপেন্টাল, তারপর ইঞ্জেক্ট করা হলো দশ মি.গ্রা. প্যানকিউরোনিয়াম ব্রোমাইড। ওই রিল্যাক্স্যান্টের কারণে বন্ধ হয়ে গেল শ্বাস-প্রশ্বাস। শেষে ব্রুকসের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হলো বিশ মিলিগ্রাম পটার্সিয়াম ক্লোরাইড।

এর তিন মিনিট পর রাত তিনটা চল্লিশ মিনিটে টেরে হউটের কাউন্টি করোনার যথাযথ পরীক্ষার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

যেহেতু জেনারেলের কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই, ক্রেমেশনের জন্য মৃতদেহ সমর্পণ করা হলো ইউনাইটড স্টেটস এয়ার ফোর্সের হাতে।

এর বারো মিনিট পর, বিকেল তিনটে বায়ান্ন তখন, অফিশিয়ালি মৃত ঘোষণা করা হলো জেনারেলকে। লাশ তুলে দেয়া হলো এয়ার ফোর্সের অ্যাম্বুলেন্সে, ওটা দ্রুত ছুটতে লাগল টেরে হউটের সড়ক ধরে। ততক্ষণে জেনারেলের বুকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে দুটো ডেফিব্রিলেটর প্যাডেল। দেরি না করে বিদ্যুৎ চার্জ করা হলো।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জেনারেলের দেহ, তার ভাসকিউলার সিস্টেমের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে বিদ্যুৎ।

ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম মনিটরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে এয়ার ফোর্সের মেডিকেল পারসোনেল।

ওদিকে লিভেনওঅর্থ পেনিটেনশিয়ারির ছোট এক সেলে তখনও চলছে পুরনো টেলিভিশন। সাদা-কালো পর্দা দেখাচ্ছে নতুন

প্রেসিডেন্টের হাসিমুখ।

জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন তিনি।

শিকাগো, ইলিনয়।

ও'হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

ছয় মাস পর, ৩ জুলাই।

ওরা শিকাগোর ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে দূরের খালি একটা হ্যাঙারে প্রথমবারের মত দেখল ওটা।

সকালে নিয়ম মেনে চালু করা হয়েছে ইলেকট্রম্যাগনেটিক রিডার। তখনই ধরা পড়ল দুর্বল ম্যাগনেটিক সিগনাল আসছে ওই হ্যাঙারের ভিতর থেকে।

প্রায় খালি বিশাল হ্যাঙারটা। মাঝে বসে আছে ওয়ারহেড।

দূর থেকে দেখতে বড় একটা রুপালি কোন্ আইসক্রিম। উচ্চতা পাঁচ ফুট। রাখা আছে কার্গো প্যালেটের উপর। খেয়াল করলে বিশেষজ্ঞরা বলবে, ওটা তৈরি হয়েছে কোনও ক্রুজ মিসাইলে বসাবার জন্য।

গা থেকে অসংখ্য তার বেরিয়েছে, ত্রিকোণ মাথার উপর আকাশের দিকে তাক করা ছোট একটি স্যাটালাইট ডিশে গিয়ে মিশেছে।

ওয়ারহেডের একপাশের চারকোনা জানালা দিয়ে চাইলে দেখা যায় বোমার ভিতর টলমল করছে লাল তরল।

ওটা প্লাজমা।

টাইপ-২৪০ ব্লাস্ট প্লাজমা।

ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার লিকুইড বিস্ফোরক।

অমন একটা বোমা ফাটলে মাটিতে মিশে যাবে গোটা শহর।

আরও তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল, ওই ওয়ারহেডের চারপাশে জড়িয়ে আছে একধরনের সেন্সার অ্যারে। ওটা থেকেই

আসছে ম্যাগনেটিক সিগনাল। কেউ বোমার পঞ্চাশ ফুটের ভিতর গেলেই জ্বলে উঠছে লাল বাতি। বোঝা যাচ্ছে ফাটতে তৈরি হয়ে যাচ্ছে বোমা।

একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল, ওই হ্যাঙারের মালিক ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স।

এরপর এয়ারফিল্ডের লগ-বুক থেকে জানা গেল, গত ছয় সপ্তাহের ভিতর ওই হ্যাঙারে এয়ার ফোর্সের কেউ পা রাখেনি।

স্কট এয়ার ফোর্স বেসের ট্র্যান্সপোর্টেশন কমাণ্ডে ফোন দেয়া হলো। এয়ার ফোর্স থেকে আবছা ধরনের জবাব এল। তাদের জানা নেই কী ভাবে সিভিলিয়ান হ্যাঙারে গেল ওই প্লাজমা বেজ্ড্ ওয়ারহেড। তারা জানাল, উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করবে আগে, তারপর আবারও যোগাযোগ করবে ও'হেয়ার এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

এবার একইরকম রিপোর্ট আসতে লাগল দেশের নানান এয়ারপোর্ট থেকে।

ও'হেয়ার এয়ারপোর্টের নিউক্লিয়ার বোমার মতই, একের পর এক বোমা, সঙ্গে ম্যাগনেটিক সেন্সর, মাথার উপর স্যাটালাইট ডিশ।

একইসময়ে যোগাযোগ করা হলো নিউ ইয়র্কের প্রধান এয়ারপোর্ট থেকে: জেএফকে, লা গার্ডিয়া ও নিউআর্ক হ্যাঙারে রয়েছে প্লাজমা নিউক্লিয়ার বোমা!

এর পর কল এল ওয়াশিংটন ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে।

তারপর ল্যাক্স।

স্যান ফ্রান্সিসকো। স্যান ডিয়েগো।

বস্টন। ফিলাডেলফিয়া।

সেন্ট লুইস। ডেনভার।

সিয়েটল। ডেট্রয়েট।

সব মিলে দেশের চারপাশে চোদ্দটি হ্যাঙারে রয়েছে প্লাজমা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড!

প্রতিটি আর্মড্। সব সেট করা। যে-কোনও সময়ে ফাটবে!

মাত্র একটি সিগনালের জন্য অপেক্ষা করছে ওগুলো!

দুই

ভোর ছয়টা। জুলাইয়ের তৃতীয় দিবস।

রুক্ষ, কর্কশ, হলদেটে মরুভূমির আকাশে ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলে ছুটছে তিনটি হেলিকপ্টার, খান-খান হচ্ছে ভোরের নৈঃশব্দ্য।

পরস্পরের খুব কাছাকাছি উড়ছে কপ্টারগুলো। সবসময় নিচু দিয়েই ওড়ে। টাম্বলউইডের মাথার উপর দিয়ে চলেছে। পিছনে উড়ছে বালির তুমুল টর্নেডো। ভোরের আলোয় চকচক করছে তিন কপ্টারের মোম পালিশ দেহ।

সামনের দিকে বিশাল আকৃতির সিকোরস্কি ভিএইচ-৬০এন। বরাবরের মতই দু'পাশে প্রচণ্ড শক্তিশালী দুই সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার।

ভিএইচ-৬০এনের ছাত চকচকে সাদা, দু'পাশে গাঢ় সবুজ রং। এ হেলিকপ্টারের মত অন্য কোনও কপ্টার ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার মিলিটারিতে নেই। কানেকটিকাটের সিকোরস্কি এয়ারক্রাফট প্লান্টে বিশেষ সিকিউরিটি এলাকায় তৈরি করা হয়েছে ওই কপ্টার। ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পস আগে

কখনও কোনও অপারেশনে ব্যবহার করেনি ওই বিশাল যান্ত্রিক ফড়িং। মিলিটারির মেরিন কর্পসের একটি জরুরি কাজ ওই কপ্টারের দেখভাল করা।

মাত্র একটি কাজে ব্যবহার করা হয় ওই কপ্টার। ওরকম অন্য কোনও কপ্টার অ্যাকটিভ ডিউটিতে নেই। ভিএইচ-৬০এন কপ্টারের বিশেষ সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানে শুধু সামান্য ক'জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও সিকোরস্কি এগযেকিউটিভরা। ওই কপ্টার দেখলে পশ্চিমা বিশ্বে যে-কেউ ওটা চিনে ফেলে।

ওই কপ্টারকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিসপ্লেতে দেখানো হয় এইচএমএক্স-১। ওটাই মেরিনদের হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনে প্রথম কপ্টার। অফিশিয়াল রেডিয়ো কল সাইন: 'নাইটহক'। কিন্তু বছরের পর বছর ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী কপ্টারের অন্য একটি নাম হয়েছে: মেরিন ওয়ান। খুব জরুরি প্রয়োজন না পড়লে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লন থেকে আকাশে ওঠে না ওই কপ্টার।

আজ তেমনই একটা দিন।

মরুভূমির আকাশ দিয়ে ছুটে চলেছে এইচএমএক্স-১। ইউটার বিরান দুই এয়ার ফোর্স বেসের মাঝের দূরত্ব পেরুচ্ছে ওটা তার বিখ্যাত যাত্রীকে নিয়ে। নীচে পিছনে পড়ছে হলদেটে বালির ধূ-ধূ প্রান্তর।

আর আজ ওই কপ্টারে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য রত্ন, এজেন্ট মাসুদ রানা। ওর পরনে নেভি ব্লু কোট, মিডিয়াম ব্লু ট্রাউজার্স। চকচক করছে কালো বুট। কোটের ভিতর হোলস্টারে প্রেসিডেন্টের দেয়া উপহার নিকেল-প্লেটেড এম৯ পিস্তল।

ককপিটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ও, একটু সামনে দুই পাইলট। রিইনফোর্সড ফরওয়ার্ড উইণ্ডশিল্ড দিয়ে চেয়ে আছে

দূরে। মাসুদ রানার উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, খিপ্র চিতার মত দেহ। এখন মুখ একটু গম্ভীর, সবই দেখছে কালো চোখের মণিদুটো।

'মিস্টার রানা, ককপিট সিটে বসবেন?' বামদিকের পাইলট জানতে চাইল।

'না, ধন্যবাদ।'

যতদূর চোখ যায় হলদেটে বালি, উপরে ম্লান নীল আকাশ। ধুলোময় প্রান্তর পিছিয়ে চলেছে তীব্র গতিতে। বহু দূরে দেখা গেল নিচু পাহাড়শ্রেণী। ওটাই ওদের সবার গন্তব্য। পাথুরে পাহাড়ের পায়ের কাছে দীর্ঘ রানওয়ের শেষে বেশ কয়েকটা একতলা দালান। ধূসর ভোরের আলোয় ঝিকঝিক করছে ক্ষুদে সব বাতি। বড় দালান বলতে বিশাল এক এয়ারোপ্লেন হ্যাঙার। দেখলে মনে হয় অর্ধেক চাপা পড়েছে পাহাড়ের নীচে। আর ওটাই ইউনাইটড স্টেট্স্ এয়ার ফোর্স স্পেশাল (রেসট্রিকটেড) এয়ার বেস যিরো নাইন।

আজ আরেকটি এয়ার বেস পরিদর্শন শেষে এয়ার বেস যিরো নাইন দেখতে এসেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে আসতে হয়েছে রানাকেও। সঙ্গে আরও কয়েকজন।

বিস্তৃত মরুভূমির দিকে চেয়ে আছে রানা। মনে পড়ছে গত ক'দিন আগের কথা।

ওরা ব্যস্ত ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় বাংলাদেশ আর্মির স্পেশাল কমাণ্ডো ট্রেনিঙে। ওটা শেষ হতেই বেশিরভাগ অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসার ফিরে গেল দেশে। আর সেদিন হোটেলে ফিরতেই ওদের ক'জনের জন্য এল হোয়াইট হাউস থেকে আমন্ত্রণ-পত্র ও বিমানের টিকিট।

রানা একবার ভেবেছিল হঠাৎ পাওয়া ওই আমন্ত্রণ রক্ষা করবে না। পরে যোগাযোগ করল বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল

(অব.) রাহাত খানের সঙ্গে।

ওর বক্তব্য শেষে উনি বললেন, 'যাও, ঘুরে এসো। জরুরি কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া ডাকছেন না তিনি।'

এরপর আপত্তি করেনি রানা। বিমান অফিসে যোগাযোগ শেষে হোয়াইট হাউসের রিসেপশনে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে, ওরা ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হবে মাঝ সকালে।

সেদিন সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির ও রানা এসে নামল ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে। ভেবেছিল কোনও হোটেলে উঠবে, কিন্তু লাউঞ্জে বেরিয়ে আসতেই তালগাছের মত উঁচু এক লোককে দেখল। সে গলা থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে বড়সড় বোর্ড। তাতে ওদের নাম লেখা।

লোকটার সামনে গিয়ে নিজেদের নাম বলতেই সে জানাল, ওদেরকে হোটেলে উঠতে হবে না। এরপর সোজা হোয়াইট হাউসের গেস্ট কোয়ার্টারে ওদেরকে নিয়ে তুলল লোকটা। ওদের জন্য নতুন ক্যাডিলাক গাড়ি দেয়া হলো। দরকার পড়লে যাতে ওয়াশিংটন শহর ঘুরতে যেতে পারে। বলে দেয়া হলো, আগামী পাঁচ দিন ওরা অতিথি হিসাবে হোয়াইট হাউসে থাকলে প্রেসিডেন্ট খুব খুশি হবেন।

সেদিন রাতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। এবং ডিনার শেষে অনানুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে অবশ্য আন্তরিক ভাবেই, ওদের ছোট্ট দলটিকে উইলকক্স আইস স্টেশনের যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্য পরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেশনাল মেডেল অভ অনার (ক্লাসিফায়েড)।

কাজেই কাউকে বলবার উপায় রইল না।

অবশ্য, কাউকে বলতেও যেত না ওরা।

এরপর নিজের ওভাল অফিসে ওদেরকে নিয়ে গেলেন তিনি। ভদ্রলোককে খুব চিন্তিত মনে হলো রানার। ওরা সবাই বসবার পর কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আমি খুশি আপনারা এসেছেন। সম্ভব হলে আনুষ্ঠানিকভাবেই সবার সামনে মেডেল পরিয়ে দিতাম। কিন্তু...'

তিনি থেমে যেতে রানা বলেছে, 'সমস্যা নেই, আমরা কেউ কোনও পুরস্কার আশা করিনি।'

এরপর ওদের প্রত্যেকের ভালমন্দের খোঁজ-খবর নিলেন প্রেসিডেন্ট। এক পর্যায়ে বললেন, 'আসলে আপনাদের কাছ থেকে আরেকটা সহায়তা চাইছি আমি।'

'সেটা কী ধরনের, স্যর?' জানতে চাইল তিশা।

রানা দেখল, থমথম করছে ভদ্রলোকের মুখ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আসলে সিকিউর ফিল করছি না আমি।'

কোনও মন্তব্য করেনি রানা।

চুপ থেকেছে নিশাত, তিশা ও খবির।

ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার দুর্দান্ত পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট, যাঁর কথায় কান ধরে উঠছে-নামছে দুনিয়া, সেই তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন?

ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়েছে ওদের কাছে।

এরপর উনি বললেন, 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার নিজ দেশের মিলিটারির উপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। সিক্রেট সার্ভিস থেকে বিব্রতকর রিপোর্ট আসছে। কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না, তা-ও জানি না। খারাপ কিছু ঘটে গেলে হয়তো অ্যাকশন নিতে পারব। কিন্তু তেমন কিছু কখন ঘটবে সেজন্য বসে থাকতে পারি না। শিডিউল মেনে চলতে হয় আমাকে। আজ থেকে চারদিন পর জরুরি ভিত্তিতে দুটো এয়ার

ফোর্স বেস পরিদর্শন করতে হবে। অথচ সিক্রেট সার্ভিস থেকে বলছে, ওখানে গেলে আমাকে মেরেও ফেলা হতে পারে।'

রানা এবং ওর দলের সবাই নীরব থেকেছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছেন প্রেসিডেন্ট, 'আমি এই পরিস্থিতিতে এয়ার ফোর্স বেসের ইন্সপেকশন পিছিয়ে দিতে পারি না। তা যদি করতাম, সবাই ভাবত আমি কাপুরুষ। সামান্যতম সম্মান থাকত না আমার। ...এখন, আমি চাইছি, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। আপনাদের বিষয়ে বিশদ খোঁজ-খবর নিয়েছি। মনে হয়েছে, কয়েকজন বিশ্বস্ত সিক্রেট সার্ভিস স্পেশাল এজেন্ট এবং আপনারা সঙ্গে থাকলে মস্ত কোনও বিপদ হবে না আমার।'

এবার মুখ খুলেছে রানা, 'আমাদেরকে বিশ্বাস করেছেন, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' একটু চুপ থেকে তারপর বলেছে, 'কিন্তু আমি বা আমার দলের কেউ চাইলেও আপনার পাশে থাকতে পারব না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের চাকরি করি, কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দিলে...'

'জানতাম এ কথাই বলবেন,' বাধা দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আর সেজন্য আপনার বসের সঙ্গে আজ বিকেলে কথা বলেছি।'

রানার ভুরু কুঁচকে গেল।

লাল ল্যাণ্ড ফোনের রিসিভার তুললেন প্রেসিডেন্ট, ডায়াল করে স্পিকার বাটন টিপলেন। ওদিকে কেউ রিসিভার তুলতেই বললেন, 'হ্যালো, মিস্টার খান, আপনাকে আবারও বিরক্ত করছি, সেজন্য দুঃখিত। আমি ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলছি।'

'বলুন,' স্পিকার-ফোনে ভেসে এল রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

'মিস্টার রানার সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি মৌখিক অনুমতি দিলে উনি দায়িত্বটা নেবেন।'

'রিসিভারটা ওকে দিন,' বললেন রাহাত খান।

বাটন টিপে স্পিকার অফ করে রানার হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'জী, স্যর,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, রানা,' খুকখুক করে কাশলেন রাহাত খান। 'জরুরি কিছু আলাপ সেরে নেয়া যাক। ...দু' দিন আগে চায়নিজ সিক্রেট সার্ভিস থেকে ফোন এসেছিল। লিউ ফু-চুং জানিয়েছেঃ ওদের ধারণা আমেরিকান মিলিটারির কারণে আবারও মস্ত বিপদে পড়তে চলেছে গোটা দুনিয়া। এবং যে-কোনও সময়ে হঠাৎ করে খুন হবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।'

চিফ থেমে যেতে চুপ করে অপেক্ষা করেছে রানা।

একটু বিরতি নিয়ে আবারও খেই ধরেছেন রাহাত খানঃ 'শুনেছি বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বায়োলজিকাল এজেন্ট চায়নার তৈরি ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস চুরি করে এখন নিজেরাই অদ্ভুত এক ভ্যাকসিন তৈরি করেছে আমেরিকান মিলিটারির একদল বিজ্ঞানী। আপাতত ওটা আছে আমেরিকার হাতে। এবং ক'দিন পর ওটার প্রয়োগ দেখতে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। ...ওঁর সঙ্গে ওই এয়ার বেসে যাওয়ার সুযোগ যখন মিলছে, তোমার ওখানে যাওয়াই উচিত। ...তবে মনে রেখো, কাজটা অত্যন্ত কঠিন। সম্ভব হলে ওই ভাইরাসের নমুনা ও অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো। ওই ভাইরাসের বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে। উনি জোর দিয়ে বলেছেন, ওটা টপ সিক্রেট কোনও ল্যাবে সরিয়ে দেবেন। ...কিন্তু তা করতে হলে তাঁকে আগে বেঁচে থাকতে হবে। এখন তোমাদের মূল কাজ তাঁকে বিপদমুক্ত রাখা। ...এদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও আর্মি চিফের কাছ থেকে অন্যদের জন্যও অনুমতি পাওয়া গেছে। আমি চাই তোমরা প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি ডিটেইলে যোগ দেবে।'

জবাবে বলেছে রানা, 'সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই যাব, স্যর।'

রাহাত খান চুপ করে আছেন, প্রেসিডেন্টের হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিয়েছে রানা।

বিসিআই চিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রাখবার পর আরও দশ মিনিট ওদের সঙ্গে আলাপ করেছেন প্রেসিডেন্ট।

পরের তিনদিন হোয়াইট হাউস ঘুরে দেখেছে ওরা, প্রাণ ভরে ঘুরেছে গোটা শহর।

আর গত রাতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রওনা হয়েছে।

'অ্যাডভান্স টিম টু, নাইটহক ওয়ান থেকে বলছি, ফাইনাল অ্যাপ্রোচ করছি এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে। দয়া করে ভেন্যু স্ট্যাটাস কনফার্ম করুন।'

এম ওয়ান কপ্টারের পাইলট মেরিন কর্নেল পিট ক্যামেরনের কথায় চটকা ভেঙেছে রানার। হেলমেট মাইকে কথা বলছে লোকটা।

ওদিক থেকে কোনও জবাব এল না।

'আবারও বলছি, অ্যাডভান্স টিম টু, রিপোর্ট করুন।'

কোনও সাড়া নেই।

'জ্যামিং সিস্টেমের কারণে এমন হচ্ছে,' বলল কো-পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা গ্যানন। 'এয়ার বেস যিরো এইটের রেডিয়ো অপারেটার বলেছিল, এমনই হবে। এসব বেস লেভেল-সেভেন ক্লাসিফায়েড, কাজেই সারাক্ষণের জন্য স্যাটালাইট-জেনারেটেড রেডিয়োস্ফেয়ারের আড়ালে থাকে। শুধু শর্ট-রেঞ্জ ট্র্যান্সমিশন কাজ করবে। অন্য কোনওভাবে তথ্য পাঠাতে পারবেন না।'

ভোরের আগে এয়ার বেস যিরো এইট পরিদর্শন করেছেন প্রেসিডেন্ট। ওটা এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে মাত্র বিশ মাইল

পুবে।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিল নয়জনের সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বেস ঘুরে দেখেন প্রেসিডেন্ট। ওই বেসে রাখা হয়েছে বিশেষ একটি বিমান। ওটা দেখতে পায়নি রানা এবং ওর দলের কেউ। তার আগেই দুর্ব্যবহার শুরু করল সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলো। বেসে রানার দলের সবাইকে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে তারা। আরেকটু হলে তাদের দলের দু'জনের সঙ্গে হাতাহাতি হতো খবিরের।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট রানাকে অনুরোধ করেন, যেন তাঁর কপ্টারে মেরিনদের সঙ্গে অপেক্ষা করে ওরা।

তখন রানার মনে হয়েছে, ভদ্রলোক অসহায় বোধ করছেন, আশপাশের সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলোর উপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

রানার আরও মনে হয়েছে, ওদেরকে দাওয়াত করে এনে সহায়তা চেয়ে, আবার তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তখনই ঠিক করেছে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওদেরকে পাশে থাকতে না বললে ওরা তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও বেসে গোপনীয় কোনও সিকিউরিটি এলাকায় ঢুকবে না।

এয়ার বেস যিরো এইটের রানওয়ের উপর অপেক্ষা করছিল সিক্রেট সার্ভিসের দুই কপ্টার, সামনে চুপ করে পড়ে ছিল প্রেসিডেন্টের এয়ার ফোর্স ওয়ান, বিশাল এক ৭৪৭ বিমান।

এয়ার বেস যিরো এইটের প্রধান, জেনারেল টমসন হায়েন্সও বেসের ভিতর রানা এবং ওর দলকে ঢুকতে দিতে চাননি। এসব কারণে তিক্ত হয়ে আছে রানার মন। ফিরে গিয়েছিল ওরা মেরিন কপ্টারের সামনে।

সদাহাস্যরত এক নিগ্রো মেরিন সার্জেন্ট গল্প করছিল ওখানে।

যুবকের নাম রিক বাটারফিল্ড। নিজ নাম বলল, মাইকেল জ্যাকসন। একটু গানও গেয়ে শোনাল। ভয়াবহরকম খারাপ গায় সে। অন্যরা ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। ওই লোকই ওদেরকে বলেছে, সে শুনেছে হ্যাঙারের ভিতর রাখা হয়েছে লিজেণ্ডারি লো অরবিট স্পাই প্লেন। ওটার গতি মাক নাইন। সর্বকালের সবচেয়ে দ্রুতগামী বিমান এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ডের তিনগুণ গতি ওটার।

কয়েকজন বলল তারা শুনেছে, দ্রুত সরতে বা চলতে পারে এমন গোটা এক স্কোয়াড্রন এফ-৪৪ ফাইটার রাখা হয়েছে ওই বেসে। ওগুলোর ডানা বি-২ স্টেলথ বম্বারের অনুকরণে তৈরি।

অন্যরা বলল, তারা শুনেছে একটা চায়নিজ স্পেস শাটল লঞ্চ করা হয়েছে গত দু'দিন আগে। আর ওটা ফেলে দেয়ার জন্য বেসে রাখা হয়েছে এক্স-৩৭ শাটল। ওটা লঞ্চ করা হবে একটা ৭৪৭ বিমান থেকে। ওই প্রজেক্ট আসলে নাসা ও একে-র, এক্স-৩৭ হবে সত্যিকারের প্রথম ফ্লাইট-কেপেবল স্পেস ভেহিকেল। ওটা একটা অ্যাটাক শাটল।

এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়নি রানা। অবশ্য ধারণা করেছে, ওই বেসে টপ-সিক্রেট কোনও বিমান সত্যিই আছে। একে ফোর্স ইঞ্জিনিয়াররা ভালভাবেই সব লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কালো বিটুমেন অতিদীর্ঘ রানওয়ে অনেক কথা জানিয়ে দিয়েছে। রানওয়ের আগে এবং শেষে যোগ করা হয়েছে বাড়তি দুই হাজার গজ টারমাক। সব ঢেকে দেয়া হয়েছে বালির এক ইঞ্চি নীচে, এখানে-ওখানে টাম্বলউইড। কিন্তু রানা জানে, ওই বাড়তি রানওয়ে লাগে শুধু স্পেস শাটল লঞ্চ করতে।

পনেরো মিনিট পর হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। পাঁচ মিনিট পর আবারও রওনা হলো ওরা। প্রেসিডেন্ট বরাবরের মত চেয়েছিলেন এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে এয়ার বেস যিরো

নাইনে যাবেন, তাতে সময় কম লাগত। কিন্তু দেখা গেল, ওই বিমানের ডান ডানার ফিউয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে।

বাধ্য হয়ে মেরিন ওয়ানে উঠেছেন উনি। এ ধরনের জরুরি সময়ের জন্য সর্বক্ষণ তৈরি থাকে ওই কপ্টার।

এখন উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে এয়ার বেস যিরো নাইন দেখছে রানা। ভোরের ধূসর আলোয় ক্রিসমাস গাছের মত ঝলমল করছে এয়ার বেস। ওদিকে চেয়ে কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে রানা। গপ্পবাজ মেরিনরা ওই বেসের বিষয়ে একটা কথাও বলেনি। যেন কেউ জানে না ওখানে কী আছে। সামান্যতম গুজব নেই ওই বেস নিয়ে। কেউ জানে না ওখানে ওদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে।

ককপিট থেকে বেরিয়ে মেইন কেবিনে ফিরল রানা।

ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টের চারপাশ ঘিরে রেখেছে একদল লোক, অতিব্যস্ত। এদের দেখে রানার ধারণা হয়েছে, প্রত্যেকে এরা মনে করে, সে না থাকলে পৃথিবী চলত না। এই সংক্ষিপ্ত সফরে খেয়াল করেছে, কমপক্ষে তিনজন লোক সর্বক্ষণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে প্রেসিডেন্টের।

প্রথমে রয়েছে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব স্টাফ। এদের ভঙ্গি দেখে মনে হয়, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছে, তাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জগতে নেই। ভাবতেই পারে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট তাদের সহায়তা চেয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের স্থানীয় পলিসি স্থির করবার জন্য। এরাই সাংবাদিকদের সামলে রাখে, তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। রানা টের পেয়েছে, এরা সবাই চায় যেন প্রেসিডেন্ট চলবার পথে থাকেন, সবার চোখের সামনে উপস্থিত হন।

দ্বিতীয়দল উল্টো কাজে ব্যস্ত। প্রেসিডেন্টের কান হিসাবে কাজ করছে তারা। এরা সিক্রেট সার্ভিস। তাদের নেতা স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। তার বড় কাজ হোয়াইট হাউসের

ধান্দাবাজ স্টাফদের ছ্যা-ছ্যা করে বিদায় করা। অফিশিয়ালি ওয়েইনডেনবার্গ চিফ অভ দ্য ডিটেইল। তার কাজ সর্বক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখা। একদল লোক প্রেসিডেন্টের পা চাটবার জন্য ব্যাকুল, তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা তার দায়িত্ব। লোকটার ক্রু কাট চুলগুলো ধূসর রঙের, চোখও ছাইয়ের মত, সর্বক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না; কখনও কখনও ধমকে উঠে বিদায় করছে স্টাফদের।

তৃতীয় দল মেরিন ফোর্স। তারা তেমন কোনও পাত্তা পাচ্ছে না কারও কাছ থেকেই।

আর চতুর্থ দল রানা এবং ওর সঙ্গের কয়েকজন। এয়ার বেস যিরো এইট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, এর পর রানার মনে হচ্ছে, ওরাই এখানে সবচেয়ে অবহেলিত দল। প্রেসিডেন্টের পলিটিকাল পলিসি অ্যাডভাইযারের বয়স উনত্রিশ বছর, পেট-মোটা এক লোক, নিউ ইয়র্ক থেকে আসা এক উকিল— একটু আগে ওই লোক আঙুল তাক করে রানাকে নির্দেশ দিয়েছিল ডাবল হুইস্কি এনে দেয়ার জন্য।

উল্টো আঙুল তুলে কেবিনেট দেখিয়ে দিয়েছে রানা, দরকার হলে নিজে গিয়ে নিয়ে আয় শালা!

রানা পাত্তা না দেয়ায় মহা খেপা খেপেছে লোকটা।

এদিকে অন্য এক কারণে সিক্রেট সার্ভিসের সবাই ক্ষুব্ধ। সর্বক্ষণের জন্য এইচএমএক্স-১-এ মেরিন ফোর্সের কমপক্ষে ছয়জন মেরিন সদস্য থাকে। যাত্রা শুরু করবার আগে তাদের নেতা হিসাবে রানার নাম ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট। এর আগে হোয়াইট হাউসে ওই মেরিনদের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এবং তারাও খুশিমনে রানাকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে।

ভোরের দিকে এয়ার বেস যিরো এইটে যা ঘটেছে, সবাই জেনে গেছে। তারপর থেকেই সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলোর

সঙ্গে অস্বস্তিকর নীরব লড়াই চলছে মেরিনদের। তা ছাড়া, মেরিন ওয়ানে প্রেসিডেন্ট উঠলে তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব থাকে মেরিনদের হাতে।

এ কারণেও অস্বস্তিতে পড়েছে সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের নেতা স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। বাধ্য হয়ে তার লোকদেরকে তুলতে হয়েছে অন্য দুই কপ্টারে। ওয়েইনডেনবার্গ ও ক'জন এজেন্ট উঠতে পেরেছে প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে।

সেজন্য অন্তর পুড়ছে লোকটার। অবশ্য, প্রেসিডেন্ট একবার মাটিতে নামলে তাঁর দেখভালের দায়িত্ব আবারও ফিরে পাবে সে।

দু'বার পায়চারি করে আবারও ককপিটের দরজায় এসে দাঁড়াল রানা।

হেলমেট মাইকে পাইলট কর্নেল পিট ক্যামেরন বলল, 'নাইটহক থ্রি, নাইটহক ওয়ান বলছি। যাও, আমার হয়ে দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিমকে চেক করে এসো। আমাদের লং-রেঞ্জ কমিউনিকেশনের বারোটা বাজাচ্ছে ওই রেডিয়োস্ফেয়ার। ওদের অল ক্লিয়ার বিকন দেখছি, কিন্তু ভয়েস কন্ট্যাক্ট হচ্ছে না। এতক্ষণে তাদের একসিট ভেন্টের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। যদি পজিশনে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তুমি এয়ার বেস যিরো এইটের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবে। জেনে নেবে এয়ার ফোর্স ওয়ানের মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে কি না।'

'কপি দ্যাট, নাইটহক ওয়ান,' শর্ট-ওয়েভে বলল একজন। 'আমরা রওনা হচ্ছি।'

দুই পাইলটের পিছন থেকে দেখল রানা, ডানদিক দিয়ে সামনে বাড়তে শুরু করেছে এক সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার। মরুভূমি পিছনে ফেলে দ্রুত ছুটে চলেছে।

মেরিন হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনের অন্য দুই কপ্টার স্বাভাবিক গতিতে চলেছে।

কোথাও অন্ধকার এক ঘরে নীল ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন রেডিয়ো অপারেটার হেডসেট পরে বসে আছে জ্বলজ্বলে কম্পিউটার মনিটরের সামনে।

তাদের একজন নিচু স্বরে র‍্যাপারাউণ্ড মাইক্রোফোনে বলল: 'ইনিশিয়েটিং প্রাইমারি স্যাটালাইট সিগনাল টেস্ট... এবার...'

সামনের কন্সোলের একটা বাটন টিপে দিল সে।

নিজ এয়ারপিসে আঙুল রাখল কো-পাইলট এলসা গ্যানন। বিড়বিড় করে বলল, 'আরে, এটা আবার কী?'

'কী বললে?' জানতে চাইল কর্নেল পাইলট পিট ক্যামেরন।

'জানি না,' সুইভেলিং চেয়ার ঘুরিয়ে নিল তার সঙ্গিনী। 'এইমাত্র মাইক্রোওয়েভ ব্যাণ্ডে ছোট একটা স্পাইক দেখলাম।'

মাইক্রোওয়েভ ডিসপ্লে স্ক্রিনের দিকে চাইল মহিলা। ওখানে ওঠানামা করছে গ্রাফ। আস্তে করে মাথা নাড়ল সে। 'মনে হলো কোনও মাইক্রোওয়েভ সিগনাল এল, তারপর ছিটকে চলে গেল।'

'আজ ভোরে অ্যান্টিবাগিং করা হয়েছে,' বলল পাইলট। 'তা-ও আবার দু'বার করে।'

মেরিন ওয়ান এবং যাত্রীদের উপর দিয়ে প্রতিদিন অ্যান্টিবাগিং ডিভাইস বুলিয়ে নেয়া হয়। কাজেই কোনও লিসেনিং ডিভাইস থাকবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একইভাবে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় প্রেসিডেন্টের বিমান।

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা, একটু পর বলল, 'ওই সিগনাল খুব ছোট ছিল, কিন্তু মনে হলো কেউ নিশ্চিত হতে চাইল আমরা এখানেই আছি।' প্রশ্ন নিয়ে কর্নেলের দিকে চাইল কো-পাইলট।

প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টারের পাইলট পিট ক্যামেরন ভুরু

কোঁচকাল। 'ওটা বোধহয় রেডিয়োস্ফেয়ারে আচমকা কোনও কম্পন। ছিটকে গেছে কোনও মাইক্রোওয়েভ সিগনাল। তা যাই হোক, আমরা কোনও ঝুঁকি নেব না।' রানার দিকে ঘুরে চাইল সে। 'মিস্টার রানা, কিছু মনে না করলে বলব, আপনার বোধহয় জরুরিভাবে এয়ারক্রাফট তল্লাশী করা দরকার। এই কাজ এখন আমাদের নেতা হিসাবে আপনার উপর বর্তায়।'

মৃদু মাথা দুলিয়ে পাশের ছোট এক কাবার্ড থেকে ম্যাজিক ওয়াণ্ড নিল রানা।

তিন

'রিটার্ন সিগনাল পেয়েছি,' অন্ধকার ঘরের কন্সোল অপারেটার বলল। 'প্রাইমারি সিগনাল টেস্ট সফল। ডিভাইস এখন অপারেশনাল। রিপিট করছি, ডিভাইস এখন অপারেশনাল। আবারও ফিরছি ডরম্যান্ট মোডে। সবই ঠিক আছে। এবার সেকেণ্ডারি সিগনাল...'

মেরিন ওয়ানের কেবিনে এসে ঢুকেছে রানা, চালু করেছে হাতের এএক্সএস-৯ ডিজিটাল স্পেকট্রাম অ্যানালাইযার। দেয়াল, সিট, সিলিং ও মেঝে সবই পরখ করে দেখছে ওটা দিয়ে। কোথাও কোনও সিগনাল থাকলে জাদুর দণ্ড তা ঠিকই ধরবে।

সাধারণ মানুষ যেমন ধারণা করে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিলাসবহুল ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টারের

ভিতরটা। মেঝেতে গাঢ় লাল পুরু কার্পেট, তার উপর দূরে দূরে চামড়া দিয়ে মোড়া দামি সিট। মনেই হয় না এটা কোনও মিলিটারি কপ্টার, ভিতর অংশ যেন কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারের ফার্স্ট সেকশনের মত। কেবিনে বারোটা সিট, প্রতিটার উপর প্রেসিডেন্টের ঝিকমিকে সিল-মোহর। প্রতিটি সিটের দু'পাশে প্রশস্ত আর্ম রেস্ট। কেউ যেন ভুলে না যায় কার সামনে উপস্থিত হয়েছে, সেজন্য প্রতিটি স্কচ গ্লাস, কফি মগ, প্রতিটি জিনিসে প্রেসিডেন্টের সিল-মোহর দেয়া।

কপ্টারের মাঝের এলাকা পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্মড্ মেরিন প্রহরীরা। কোনওভাবে তাদেরকে পিছনে ফেলতে পারলে মেহগনি কাঠের তৈরি পালিশ করা এক বড়সড় দরজা।

ওটা প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট অফিস।

ছোট কিন্তু অভিজাত, প্রতিটি জিনিস নিখুঁতভাবে সাজানো। ডেস্কের উপর এক সারিতে ফোন, ফ্যাক্স ও টিভি। প্রেসিডেন্ট আকাশেই থাকুন বা মাটিতে, সর্বক্ষণ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর চোখ রাখতে পারবেন।

অফিসের পিছনে রয়েছে প্রেশার সিল করা ছোট দরজা, ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ হলে তখন ওটা ব্যবহার করবেন প্রেসিডেন্ট। ওদিকে রয়েছে একজনের জন্য ইজেকশন ইউনিট। ওটার নাম দেয়া হয়েছে: এস্কেপ পড।

ফার্স্ট সেকশনের সিটগুলোর উপর দিয়ে স্পেকট্রাম অ্যানালাইযার বুলিয়ে নিল রানা, এদিকে কোথাও ছারপোকা নেই। এখানে বসেছে ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ এবং তার পাঁচ এজেন্ট। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল লোকগুলো। ঠিক করেছে পাত্তা দেবে না রানাকে।

রানাও তাদেরকে পাত্তা দিল না, নাকের সামনে দিয়ে ম্যাজিক ওয়াণ্ড ঘুরিয়ে আনল।

পিছনে রয়েছে আরও দু'জন প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডভাইযার। তাঁরা ডেপুটি চিফ অভ স্টাফ ও কমিউনিকেশন ডিরেক্টর। পুরু ম্যানিলা ফোল্ডার থেকে মুখ তুললেন না তাঁরা।

মেইন কেবিনে তাঁদের দু'পাশে দুটো একসিট ডোর। ওখানে পিঠ-খাড়া দুটো চেয়ারে বসেছে দু'জন মেরিন প্রহরী।

মেইন কেবিনের পিছনে রয়েছে আরও একজন।

গর্দানহীন এক লোক, পরনে ইউএস আর্মির ইউনিফর্ম, চুপ করে বসে আছে প্রেসিডেন্টের অফিসের সবচেয়ে কাছে।

মাথার চুলগুলো গাজর রঙের, পুরু গোঁফ কমলা। তাকে দেখলে কোনও বিশেষজ্ঞ মনে হয় না। আসলেও সে গুরুত্বপূর্ণ কোন লোকও নয়।

সে আর্মির একজন ওয়ারেন্ট অফিসার। নাম হ্যাঙ্ক ডিক্সন। তার বিশেষ কোনও গুণ আছে তা-ও নয়, কিন্তু অন্য কারণে প্রেসিডেন্ট যেখানেই যান না কেন, তাঁর সঙ্গে লেজের মত ঝুলে থাকে সে। সর্বক্ষণ তার ডান কবজির সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফে ঝুলতে থাকে স্টেইনলেস-স্টিলের একটা ব্রিফকেস। ওটার ভিতর রয়েছে জরুরি কিছু কোড এবং আমেরিকার নিউক্লিয়ার আর্সেনালের সুইচ। অনেকেই জানেন, ওই ব্রিফকেসের নাম হয়ে উঠেছে: দ্য ফুটবল।

সার্চের কাজ শেষ করেছে রানা, প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

কিছুই পাওয়া যায়নি।

হেলিকপ্টারে কোনও ছারপোকা নেই।

আবারও ককপিটে ফিরে এল, শুনতে পেল কর্নেল পিট ক্যামেরন তার মাইকে বলছে: 'বুঝলাম, নাইটহক থ্রি। ধন্যবাদ। এবার ভেন্ট পর্যন্ত চলে যাও।'

সুন্দরী কো-পাইলটের দিকে চাইল সে। 'এয়ার ফোর্স ওয়ান

মেরামত হয়েছে। সামান্য ভাল্‌ভ্‌ লিক করেছিল। এয়ার বেস যিরো এইটে অপেক্ষা করবে। এয়ার বেস যিরো নাইন দেখা হলে প্রেসিডেন্টকে বিমানের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ...মিস্টার রানা?'

'ছারপোকা নেই,' বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল। 'বোধহয় চারপাশের রেডিয়োস্ফেয়ারের কারণে অমন হচ্ছে। তা-ও খুঁজে দেখার জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।'

হঠাৎ হেলমেট স্পর্শ করল কর্নেলের ডানহাত, বোধহয় কোনও মেসেজ আসছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

'আমাদের সাধ্যমত করব, কর্নেল,' বলল। 'তবে কোনও কথা দিতে পারছি না।' মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিল সে। আরেকবার মাথা নেড়ে বলল, 'হারামজাদা চাক কোসলোস্কি।' রানা ও কো-পাইলটকে দেখে নিল সে। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমাদের অতিপ্রিয় উৎসাহী হোয়াইট হাউস লিয়াসন অফিসার বলেছে: আমরা অনেক বেশি ধীরে যাচ্ছি, কাজেই গতি বাড়াতে হবে। বিকেলে ওয়াশিংটনের মহিলাদেরকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। এভাবে দেরি করলে তাঁর শিডিউল এলোমেলো হয়ে যাবে।' ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল ক্যামেরন। 'শালা যে নিজেকে কী মনে করে, ও-ই জানে!'

এইচএমএক্স-১-এর মেরিনের সমস্ত দায়িত্বে রয়েছে হোয়াইট হাউসের লিয়াযন অফিসার মেরিন কর্নেল চাক কোসলোস্কি। গত তিনবছর এই দায়িত্ব পালন করছে। বেয়াল্লিশ বছর বয়স তার, দীর্ঘ, হিলহিলে শরীর, নাকের নীচে পেন্সিলের মত সরু গোঁফ। আচরণ অতি পরিশীলিত। অবশ্য মেরিন ওয়ানের সৈনিক ও অফিসাররা বলে, ওই লোক মই বেয়ে উপরের পদে যাওয়ার জন্য

সর্বক্ষণ পাগল হয়ে আছে। সে নাকি অফিস-পলিটিক্সের ব্যাপারে বেজায় দক্ষ রাজনীতিক, কাঁধে তারা পাওয়ার জন্য উন্মাদ। মেরিন ফোর্স নিয়ে তার কোনও মাথা-ব্যথা নেই, কার কী হলো তাতে তার কিছুই যায় আসে না। অবশ্য, মেরিন কর্পসের উপরের অফিসাররা এমন ভাবেন না। নিয়মিত প্রমোশন পাচ্ছে সে। গত কয়েকদিনে রানাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে লোকটার মিথ্যা-অহম দেখে। আগেও এ ধরনের মানুষ দেখেছে রানা, এরা ক্ষমতার খুব কাছে থাকতে চায়, মনে করে তা হলেই সবাই তাকে সম্মান করবে। মেরিনের মাঝারি পদের অফিসাররা তার নাম দিয়েছে: মাথা-মোটা চাটা। প্রতিটি নিয়ম ও প্রটোকল মেনে চলবার নেশা আছে তার, তাতে মস্ত কোনও ভুল হোক পরোয়া নেই।

রানা যখন প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে কথাগুলো ভাবছে, ওই একই সময়ে একাকী এক সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার নামতে শুরু করেছে মরুভূমির কর্কশ বালিময় মেঝেতে।

ওই কপ্টার নাইটহক থ্রি। রোটরের বাড়ি খেয়ে নীচে ছিটকে সরছে ধুলোবালি। পশ্চিমে আধ মাইল দূরে নিচু পাহাড়শ্রেণী। ওখানে ঘাপটি মেরে আছে এয়ার বেস যিরো নাইন।

প্রকাণ্ড কপ্টারের মোটা চাকা মরুভূমি স্পর্শ করবার দশ সেকেণ্ড পর পুরো কমব্যাট ইউনিফর্ম পরা চারজন মেরিন লাফ দিয়ে নেমে গেল। এদিকের জমিন পাথুরে, একটু সামনে সরু এক ট্রেঞ্চ। ওটার দিকে ছুটতে শুরু করেছে তারা।

ওই ট্রেঞ্চ এয়ার বেস যিরো নাইনের ইইভি— ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্ট। মাটির নীচ দিয়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ এসে উঠেছে ওই ভেন্টে। আজ স্থির হয়েছে, এয়ার বেস যিরো নাইনে প্রেসিডেন্টের কোনও বিপদ হলে, বেস থেকে বেরুতে প্রয়োজনে ওই এস্কেপ রুট ব্যবহার করা হবে।

দলের নেতা হিসাবে আগে ছুটতে শুরু করেছে এক মেরিন লেফটেন্যান্ট। এই কপ্টার পাইলটের নাম পওলস ম্যাকআর্থার। সবাইকে নিয়ে ধুলোময় গর্তের দিকে চলেছে। দলের সবার হাতে উঠে এসেছে এমপি-৫/১০। কখনও ওটাকে বলা হয় এমপি-১০। আসলে ওটা হেকলার অ্যাণ্ড কচ কোম্পানির ১০এমএম ভার্শান।

ইয়ারপিসে কয়েকবার বিপ-বিপ আওয়াজ শুনল লেফটেন্যান্ট ম্যাকআর্থার। দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিম জানিয়ে দিয়েছে, কোথাও বিপদ নেই। আসলে এ-সি বিকন ব্যবহার করবার সময় কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা যায় না। ওটা শক্তিশালী ডিজিটাল সিগনাল, দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিম কোনও বিপদ বা অ্যাম্বুশের শঙ্কা করলে ওই দলের নেতা সুইচ টিপে অল ক্লিয়ার বিকন বন্ধ করে দিত। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেনশিয়াল অন্টোরায জেনে যেত সামনে বিপদ। কপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেত তারা। কিন্তু বিকন থাকবার কারণে এখন বোঝা যাচ্ছে, কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

ট্রেঞ্চের ধারে পৌঁছে গেল লেফটেন্যান্ট পওলস ম্যাকআর্থার এবং তার দলের তিনজন। নীচে চাইল সবাই।

'হায় ঈশ্বর!' শ্বাস আটকে ফেলল লেফটেন্যান্ট।

অন্য দুই প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে রেসট্রিকটেড এরিয়া, এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে।

'মিস্টার রানা,' সিটে একটু ঘুরে বসল কর্নেল পিট ক্যামেরন। এরই ভিতর রানার সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে তার। 'আপনার হারেম কোথায়?' দুষ্টু হাসছে কর্নেল। নিশাত সুলতানা ও তিশা করিমের কথা বলছে সে।

'দুই নম্বর মাইটহকে।'

'খুব মিস করছি। আমি তো ভেবেছিলাম প্রাচীন আমলের

রাজার মত ওদেরকে জিতে নেব।'

'একজনের হাতে প্রচণ্ড জোর, আরেকজনের পায়ে,' বলল রানা।

'তাতে আমার কী?'

'বেদম চড় ও লাথি খেতেন।'

'খেতেও পারতাম,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল কর্নেল। রানার দলের বিষয়ে বেশকিছু তথ্য শুনেছে সে হোয়াইট হাউসে। শীতল, ধবল অ্যান্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশনে ওই দল জাদু দেখিয়েছে। এবং মেরিন ফোর্স খুশি যে রানা এবং ওর দল ওদের পক্ষেই ছিল। প্রায় সবাই রানাদেরকে নিজেদের লোক বলে মনে করছে।

নিশাত সুলতানা ও তিশা করিমের সঙ্গে আলাপও হয়েছে পিট ক্যামেরনের। ওদেরকে ভালমানুষ মনে হয়েছে তার। গল্প করবার সময় জানতে পেরেছে, কী ভাবে এক লিফটের নীচে আটকা পড়েছিল নিশাত। আর পাতাল-গুহায় তিশা। ওরা মাত্র কয়েকজন মিলে ঠেকিয়ে দিয়েছিল বিদেশি মিলিটারির ভয়ঙ্কর হামলা। পরে সংবাদপত্রে বেশ লেখালেখি হয়েছিল ওদেরকে নিয়ে।

অবশ্য মাসুদ রানার দলের কর্পোরাল নাজমুল বাংলাদেশ আর্মির চাকরি থেকে অবসর নেয় পরে, গ্রামে গিয়ে চাষ-বাসে মন দেয়। হোয়াইট হাউস থেকে তাকেও আমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু বাংলাদেশের আমেরিকান এম্বেসিতে ফোন করে সে জানিয়ে দিয়েছে, মাঠ থেকে ফসল তুলবার কাজে ব্যস্ত, কোথাও যেতে পারবে না।

তার মেডেলটা রানার হাতে তুলে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

কপ্টারের উইণ্ডশিল্ড দিয়ে এয়ার বেস যিরো নাইন দেখছে রানা। ক্রমেই এগিয়ে আসছে কমপ্লেক্সের বিশাল হ্যাঙার-ডোর। ওটা খুলে গেছে। ভিতরে ঝলমল করছে উজ্জ্বল সাদা আলো।

হেলমেট মাইকে বলল কর্নেল পিট ক্যামেরন, 'নাইটহক টু, নাইটহক ওয়ান থেকে বলছি, আমরা নামতে শুরু করেছি।'

নাইটহক টু-র পেটের ভিতর ক্যানভাস জাম্পসিটে গুটিসুটি মেরে বসে আছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম। কোলের উপর বাংলাদেশি পেপারব্যাক বই। মন দিয়ে পড়ছে এক গুপ্তচরের জীবনের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনি।

নাইটহক ওয়ানের মত নয় নাইটহক টু, ভিতরে রোটরের বিকট আওয়াজ, ধাঁ-ধাঁ লেগে যায় কানে। প্রেসিডেন্ট কখনও এই কপ্টারে ওঠেন না, কাজেই বিলাসের কিছুই নেই এখানে। সিটে আপহোলস্ট্রি নেই, আর্মরেস্টেও এমব্রয়ডারি নেই।

আজ তিশা করিমের জন্মদিন, চব্বিশ বছর আগে মাত্র ছয় ঘণ্টা আগে দুনিয়ার বুকে ল্যাণ্ড করেছিল।

মন একটু খারাপ ওর, চব্বিশ হয়ে গেল বয়স! বড্ডো বেশি!

হালকা-পাতলা সুঠাম দেহ ওর, কুচকুচে কালো দুই চোখে অদ্ভুত মায়া, যেন হরিণীর ভাসা ভাসা চাহনি। জোর করে বইয়ে মন দিতে চাইছে। হঠাৎ গুনগুন করে ওঠা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল:

'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...

হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...

হ্যাপি বার্থডে, ডিয়ার লেফটেন্যান্ট তি...শা...

হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।'

মুখ তুলে চাইল তিশা। আস্তে করে শ্বাস ফেলল।

ওর পাশের খালি সিটে বসে পড়েছে প্রেসিডেন্টের ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার হফসন নিরো। সুদর্শন লোক সে, দেখলে মনে হয় ইউরোপিয়ান নায়ক। মেয়েদের মত কালো ভুরু, ত্বক জলপাই রঙা। অবশ্য, পুরুষ মডেলদের মতই সুঠামদেহী। আজ তার পরনে তিন হাজার ডলারের আরমানি সুট। ওটা থেকে

আরমানি কোলনের গন্ধ আসছে।

সুবাসটা দারুণ ভাল, কিন্তু একটু কুঁচকে গেল তিশার নাক। অবশ্য পরক্ষণে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল চেহারা।

সুন্দর করে মোড়ানো ছোট এক প্যাকেজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে হফসন নিরো।

'চব্বিশ, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে,' বলল লোকটা।

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা। গত কয়েকদিন ধরে ওর পিছু নিয়েছে এই লোক।

'আমাকে হফ বলে ডাকতে পারো।' মাথা তাক করে উপহারটা দেখাল সে। 'কই, নিয়ে খোলো?'

উপহারটা নিল তিশা, বিরক্তি চেপে ফিতা খুলতে লাগল। র‍্যাপিং পেপার খুলতেই দেখা গেল সবুজ পান্না রঙের ছোট বাক্স। আস্তে করে ঢাকনি খুলল। ভিতরে শুয়ে আছে ঝিকমিক করা রুপালি হোয়াইট গোল্ডের নেকলেস। ওটা ছোট এবং সরু। নেকলেসের শেষে এক ফোঁটা অশ্রুর মত দামি হীরা।

'ওটা টিফ্যানি থেকে কিনেছি,' বলল মিস্টার নিরো। 'তোমার জন্য। মনে হলো আজ রাতে যখন তোমাকে নিনো'র ওখানে নিয়ে যাব, তখন এটা পরলে দারুণ লাগবে তোমাকে দেখতে।'

নিনোর রেস্টুরেন্ট জর্জটাউনে, ওয়াশিংটনের অভিজাত ও মস্ত ধনীরা ওখানে যায়। সব খাবার দশগুণ দিয়ে কিনতে হয়।

'আজ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনার আছে আমার,' চাপা শ্বাস ফেলল তিশা।

একটু মিথ্যা বলেছে। গত কয়েক মাস ধরেই মাসুদ রানার সঙ্গে গল্প করছে, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ হলো রানা যেন বুঝতে শুরু করেছে, ওর সত্যি ভাল লাগে তিশাকে। হোয়াইট হাউসে পৌঁছবার পরের দিন ওরা দু'জন বেড়াতে গিয়েছিল। ওটাকে প্রায় ডেটও বলা যেতে পারে।

'না-না-না,' নাটকীয়ভাবে মাথা নাড়ল নিরো। 'আমি সবই শুনেছি। মাসুদ রানার সঙ্গে তোমার কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই। তা ছাড়া, মাত্র একটা ডেট মানেই সম্পর্ক নয়।'

চারদিন ধরে ফেউয়ের মত পিছনে লেগেছে, ভাবল তিশা। জানালা দিয়ে আসা রোদে নেকলেসটা তুলে ধরল, 'জানেন, ঠিক এমন একটা নেকলেস দেখেছিলাম লণ্ডনে।'

'তাই? ভেরি গুড।'

'লণ্ডন' শব্দটা উচ্চারণ করা মানেই নিশাত সুলতানা বা ওর সঙ্গে অন্যরা বুঝে নেবে, তিশাকে ত্যক্ত করছে কেউ।

নিশাতের এসব নিয়ে ভাবতে হয় না, মুখের উপর যা বলবার বলে দেয় সে।

'ওরে বাবা, এত দেখি দারুণ জিনিস!' হফসন নিরোর কানের কাছে বলে উঠল মোটা নারী কণ্ঠ।

'আরে, চলে এসেছেন, আপা,' ইংরেজিতেই বলল তিশা।

ঘাড় কাত করে নিশাতকে দেখল নিরো। বিরক্ত হলেও সামলে নিল রাগ।

'বার্থডে, তিশা,' বলল নিশাত। চওড়া হাসছে।

নিশাত সুলতানা ঝাড়া ছয় ফুট উঁচু, ওজন দুই শ' পাউণ্ডের বেশি। যেন তিশার ঠিক বিপরীত, মোটেই আর্কষণীয় নয়। তার উপর অ্যান্টার্কটিকার মিশনে কিলার ওয়েইল ওর হাঁটু কেটে নিয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ পুরুষ ওকে এড়িয়ে চলে। কিলার ওয়েইল হাঁটু কেটে নিলেও ওটাকে মরতে হয়েছিল মগজে বুলেট খেয়ে।

এখন নিশাতের বাম পায়ের জায়গায় রয়েছে স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট প্রসথেটিক অঙ্গ। অবশ্য সেজন্য ওর নড়াচড়া-মোটেও আড়ষ্ট হয়নি। টাইটেনিয়াম-অ্যালয় দিয়ে তৈরি হাড়ে রয়েছে দুরন্ত হাইড্রলিক সিমুলেটার পেশি। ওটা এতই নিখুঁত, মালিক সামান্য

নড়তে চাইলেও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়। ওই নকল হাড়ের ভিতর রয়েছে ইন্টারনাল প্রলোজিক কমপিউটার চিপ, সঠিক সময়ে নিশাতের নার্ভের নির্দেশ মত বাম পা-র যা করবার কথা, ঠিক তাই করে ওটা।

চকচকে টিফ্যানির নেকলেস মন দিয়ে দেখছে নিশাত। একটু পর বলল, 'বাহ্, দারুণ।' হফসন নিরোর দিকে চাইল। 'মনে হচ্ছে এটা কিনতে গিয়ে কয়েক বছরের বেতন খরচ করেছেন।'

'বেতন যা পাই, তার সামান্য অংশ ব্যয় করেছি,' ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল লোকটা।

'আমি সারাবছরেও এত বেতন পাই না।'

'তা হতেই পারে।'

লোকটাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না নিশাত, ঘুরে চাইল তিশার দিকে। 'যাই হোক, তিশা, তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি, কিন্তু ক্যাপ্টেন বললেন একটু পর মাটিতে নামবেন।'

'ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

উঠে দাঁড়াল তিশা, নেকলেস ও বাক্স হফসনের হাতে ধরিয়ে দিল। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস্টার নিরো, আপনার এই উপহার নিতে পারছি না। আপনি জানেন, একজনের সঙ্গে ডেট করছি।'

বিটের মত লাল হয়ে গেল লোকটার মুখ, বুঝতে পেরেছে, কেলে ব্যাটা মাসুদ রানার কাছে বাজে ভাবে হার হয়েছে তার।

তাকে পাশ কাটিয়ে ককপিটের দিকে চলল তিশা।

চার

বালি-ভরা গভীর ট্রেঞ্চের ধারে থেমেছে লেফটেন্যান্ট পওলস ম্যাকআর্থার, ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের দিকে চেয়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

নীচের দৃশ্যটা গা শিউরে উঠবার মত।

সিক্রেট সার্ভিসের দ্বিতীয় অ্যাডভান্স টিমের নয়জন, সবাই এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে ট্রেঞ্চের বালির উপর। বুক-পেট-ও মুখে গুলির আঘাত। ক্ষতগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ হলো-পয়েন্ট অ্যামিউনিশন ব্যবহার করেছে। বুলেট শরীরে ঢুকেই ছড়িয়ে গেছে। বাঁচবার উপায় ছিল না কারও। বিশেষ করে গুলি লাগা মুখের দিকে চাওয়া যায় না, প্রায় উড়ে গেছে নাক-মুখ-চোখ-কপাল। চারপাশে শুধু রক্ত, আর আঁশটে গন্ধ। এখন লাল তরল শুঁষে নিচ্ছে বালি।

সিক্রেট সার্ভিস টিমের নেতাকে দেখতে পেল ম্যাকআর্থার। লোকটার নাম বব জনসন। হাঁ করে আছে মুখ, দুই চোখ বিস্ফারিত, উড়ে গেছে কপালের বাটি। শেষ চেষ্টা করেছিল, অল-ক্লিয়ার বিকন সুইচ অফ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, তখনই হামলা শুরু হয়েছে।

জনসনের পিছনে ট্রেঞ্চের দেয়ালে পুরু স্টিলের দরজা। মনে হলো কবাট বন্ধ।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকআর্থার, হাত চলে গেল কোমরে। রেডিয়ো সেট নিয়ে যোগাযোগ করবে, তারপর দৌড়ে

গিয়ে উঠবে নাইটহক থ্রিতে।

'নাইটহক ওয়ান!'

রেডিয়ো খড়মড় আওয়াজ করছে।

'ধূশ্‌শালা! নাইটহক ওয়ান! আমি...

ঠিক তখনই জীবন্ত হয়ে উঠল চারপাশের মরুভূমি।

বালির মেঝেতে নড়াচড়া, সরছে ক্যানভাসের তৈরি চাদর। ম্যাকআর্থার টের পেল, ওদেরকে অ্যাম্বুশ করছে কারা যেন! পরক্ষণে মেরিনদের দু'পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল কমপক্ষে বারোজন লোক। প্রত্যেকের হাতে সাবমেশিনগান। এক সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করল তারা।

পাশ থেকে ম্যাকআর্থারের মগজে ঢুকল নাইন এমএম রুপালি বুলেট। ভিতরে ঢুকেই ফেটে গেল হলো-পয়েন্ট প্রজেক্টাইল, ফলে বিস্ফোরিত হলো গোটা মাথা।

পওলস ম্যাকআর্থার দেখবার সুযোগ পেল না কে তাকে খুন করল।

তার জানবার উপায় থাকল না মরুভূমির মেঝে থেকে উঠে আসা ওই ইবলিশের দল দুই সেকেণ্ডে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তার তিন সঙ্গীকে।

পড়ে থাকল চারটে লাশ।

রক্ত পিশাচগুলোর দু'জন গিয়ে উঠল কপ্টারের ককপিটে। ওটা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল এয়ার বেস যিরো নাইনের হ্যাঙারের সামনে।

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ অভ আমেরিকার এয়ার ফোর্স স্পেশাল এয়ার বেস যিরো (রেসট্রিক্‌টেড) নাইনের প্রকাণ্ড মেইন হ্যাঙারের সামনে নামতে শুরু করেছে দুই প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টার।

খুলে গেছে হ্যাঙারের বিশাল দুই কবাট, ভিতরে জ্বলজ্বল

করছে উজ্জ্বল বাতি।

নিচু পাহাড় খুঁড়ে নীচে জায়গা করে নিয়েছে হ্যাঙার। ভিতরে চারপাশে চারটে চৌকো দালান।

দুই কপ্টার রানওয়ে স্পর্শ করতেই দুই নম্বর নাইটহকের পেট থেকে লাফিয়ে নেমে গেল সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলো। চারপাশ থেকে মেরিন ওয়ানকে ঘিরে ফেলল তারা।

রানওয়ের মুখে হ্যাঙারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অভ্যর্থনা কমিটি। ভোরের শীতল হাওয়া বইছে চারপাশে। পিছনে জোরালো আলো বলে লোকগুলোর মুখ দেখা গেল না।

অভ্যর্থনা কমিটির সামনে দাঁড়িয়েছে দু'জন অফিসার। একজন কর্নেল, অন্যজন মেজর।

তাদের পিছনে চার কলামে সম্পূর্ণ সশস্ত্র দশজন করে কমাণ্ডো দাঁড়িয়েছে, পরনে কমব্যাট গিয়ার। কালো ইউনিফর্ম, কালো বডি আর্মার, কালো হেলমেট। প্রত্যেকের সঙ্গে হাই-টেক বেলজিয়ান পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। বুকের উপর কোনাকুনি ভাবে ধরেছে।

মেরিন ওয়ানের ককপিট উইণ্ডশিল্ড দিয়ে তাদের ইনসিগনিয়া এক পলকে চিনল রানা। এদেরকে প্রায় কখনও দেখাই যায় না ইউএস মিলিটারি এক্সারসাইজে। এই ইউনিটকে গোপনে দূরে রাখা হয়, ভয়ঙ্কর কঠিন কোনও মিশন থাকলে তখন এরা মাঠে নামে।

এরা ইউএস এয়ার ফোর্সের এলিট গ্রাউণ্ড ইউনিট। বিখ্যাত নাইন্থ স্পেশাল অপারেশন্স স্কোয়াড্রন।

কোল্ড-ওয়ারের সময় ওই দল ছিল পশ্চিম জার্মানিতে, অফিশিয়ালি তাদের কাজ ছিল ইউএস এয়ারফিল্ডে সোভিয়েত স্পেত্স্‌ন্যায ইউনিটের হামলা ঠেকানো। কিন্তু আসলে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত এরা। এই দল ইউক্রেনের পাহাড়ি

এলাকায় এক গোপন বেস থেকে উদ্ধার করে আনে বিশ্বাসঘাতক পাঁচজন সিনিয়র সোভিয়েত নিউক্লিয়ার মিসাইল স্পেশালিস্টকে। এরপর উনিশ শ' নব্বুই সালে চ্যান্সেলার মিখাইল গর্বাচেভকে মেরে ফেলবার আগেই কেজিবির অপারেশন্স চিফ ভ্লাডিমির নাকোভকে খুন করে। পরে উনিশ শ' সাতানব্বুই-এ দুর্গম এক চিনা কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনে সিআইএর ফার ইস্টার্ন ব্যুরোর চিফ চার্লস নাথানকে।

ইউনিটের সবার মুখে কমব্যাট ইআরজি-৬ গ্যাস মুখোশ। জিনিসটা কালো, দেখতে অনেকটা হকি মাস্কের মত। মুখ-নাক ঢাকা লোকগুলো যেন একেকজন বুনো পশ্চিমের জেসি জেম্‌স্‌।

নাইন্থ স্কোয়াড্রন সদস্যদের একটু সামনে রানওয়েতে দাঁড়িয়েছে আরও তিনজন লোক। এদের পরনে মাড় দেয়া সাদা ল্যাব কোট। এরা বিজ্ঞানী।

নাইটহক টু'র মেরিন ও সিক্রেট সার্ভিস সদস্যরা পজিশন নেয়ার পর একটা এয়ারস্টেয়ার লাগানো হলো মেরিন ওয়ানের বাম পাশে।

প্রথমে কপ্টার থেকে নেমে এল দু'জন মেরিন, মইয়ের দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল। খাড়া করে রেখেছে পিঠ, চোখ সামনে।

এর পর কপ্টার থেকে নেমে এল স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ, একহাত হোলস্টারের উপর। সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে নিল সে। সিক্রেট সার্ভিস কাউকে বিশ্বাস করে না। এমন কী ইউএস এয়ার ফোর্সকেও নয়। যে-কোনও সময়ে কোনও খ্যাপা সৈনিক প্রেসিডেন্টের উপর গুলি চালাতে পারে।

স্পেশাল এজেন্ট ওয়েইনডেনবার্গের পর নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট। পিছনে তাঁর স্টাফরা।

সবার শেষে নামল রানা এবং তরুণ এক কর্পোরাল।

নিয়ম অনুযায়ী কপ্টারে তৈরি থাকবে দুই পাইলট, কর্নেল

পিট ক্যামেরন ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা গ্যানন, কোনও বিপদ হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উড়াল দেবে।

ভোরের কচি লালচে রোদে রানওয়ের উপর মুখোমুখি হলো দুই দল। এক দলে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর অন্টোরায়, ওদিকে এয়ার ফোর্স ডিটাচমেন্ট।

সবাইকে জড়িয়ে বইছে ধুলো-ভরা হাওয়া। রেডিয়োতে বলেছে, আজ সকাল গড়িয়ে গেলে তুমুল বালিঝড় আসবে।

এয়ার ফোর্সের তরুণ এক ক্যাপ্টেন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে গেল কর্নেল এবং কমাণ্ডোদের সামনে।

কর্নেল গম্ভীর চেহারার এক লোক, মাথার চুল ও পুরু গোঁফে ধূসর রং ধরেছে। এক পা সামনে বাড়ল সে, খটাস্ করে স্যালিউট দিল কমাণ্ডার-ইন-চিফকে।

'গুড মর্নিং, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলল সে। 'আমার নাম কর্নেল বার্নটন ডানকান। আমিই ইউএস এয়ার ফোর্স মেডিকেল অ্যাণ্ড সার্জিকাল কমাণ্ড, এবং এয়ার ফোর্স স্পেশাল এরিয়া বেস যিরো (রেসট্রিকটেড) নাইনের কমাণ্ডিং অফিসার। আর ইনি মেজর জন স্কল্ট, এই বেসের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার। স্যর, আপনার অন্য দুই সিক্রেট সার্ভিস অ্যাডভান্স টিম বেসের ভিতর অপেক্ষা করছে। খুবই খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন, স্যর। ওয়েলকাম টু এয়ার বেস যিরো নাইন।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' জবাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আসতে পেরেছি সেজন্য আমি খুশি। ...এবার পথ দেখান।' একবার চারপাশ দেখলেন তিনি। যেন আশা করছেন, বিশেষ কেউ সঙ্গে আসবে।

ওঁর জানা নেই, অপমানিত রানা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নিজ থেকে না বললে তাঁর সঙ্গে যাবে না ওরা।

কয়েক সেকেণ্ড পর দ্বিধা কাটিয়ে কর্নেলের সঙ্গে রওনা হলেন

প্রেসিডেন্ট। বিশাল হ্যাঙারের দিকে চলেছেন। দু'জনের পিছু নিল উঁচু পর্যায়ের আমলারা।

এদিকে রানার সামনে এসে দাঁড়াল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মেজর জন স্কল্ট। দৈর্ঘ্যে সে ছয় ফুট এক ইঞ্চি, ন্যাড়া মাথা, মুখ ভরা চিকেন পক্সের দাগ।

এই লোককে আগেও দেখেছে রানা। নিশ্চিত হতে পারল না সে ওকে চিনতে পেরেছে কি না। কয়েকবছর আগে ফোর্ট লওডারডেলে নেভির স্পেশাল কমাণ্ড ও লিডারশিপ কোর্সে স্কল্ট গিয়েছিল। ওখানে রানাও ছিল ওঁর দল নিয়ে। সেবার কয়েকজন সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর পক্ষে প্রতিযোগিতায় ভাল করা সম্ভব হয়নি। জন স্কল্ট দুর্দান্ত ট্যাকটিক্স ও বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে পুরস্কার জিতে নেয়। নরম স্বরে কথা বলে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর উপর নিষ্ঠুর ভাবে নাঙ্গা খড়্গ নামিয়ে আনতে জানে।

লোকটা গত কয়েক বছরে একটুও বদলায়নি, ভাবল রানা। পিঠের পিছনে শক্ত করে চেপে রেখেছে দুই হাত। চোখ যেন ক্ষুরের মত ধারাল। শক্তিশালী লোক, আত্মবিশ্বাসী। যুদ্ধ করেছে নিজ দেশের জন্য।

'এক্সকিউজ মি, মেজর,' দক্ষিণের সুরে বলল সে। রানার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা কাগজ। 'আপনার রেকর্ডের জন্য, আমাদের পারসোনেল লিস্ট।'

তালিকা নিল রানা, বদলে স্কল্টের হাতে আরেকটা কাগজ ধরিয়ে দিল। এ কাজ করবার কথা মাথা-মোটা চাটা চাক কোসলোস্কির, কিন্তু সম্মান দেখাতে কাজটি ওকে দিয়েছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট।

নিয়ম অনুযায়ী এই তালিকা-বিনিময় হবে প্রেসিডেনশিয়াল পরিদর্শনের সময়। এর ফলে প্রেসিডেন্টের পক্ষের লোক পরে দেখতে পারবে বেসে কারা উপস্থিত ছিল। এদিকে প্রেসিডেন্টের

দলের তরফ থেকে বেসের সবাইকে দেয়া হয় তাদের তালিকা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের লিস্টের দিকে চাইল রানা। পাতার উপর অংশে লেখা:

ইউনাইটেড স্টেট্স্ এয়ার ফোর্স
স্পেশাল এরিয়া (রেসট্রিকটেড) এয়ার বেস যিরো নাইন
অন-সাইট পারসোনেল
ক্লাসিফিকেশন: টপ সিক্রেট

নীচে দুই সারিতে অর্থহীন কিছু নাম— মানুষ ও ইউনিটের। এ থেকে কারও কিছু বুঝবার নেই। তবে বোঝা গেল, প্রথমেই লেখা হয়েছে কর্নেল বা সিও-র নাম— বার্নটন ডানকান। তার পর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, মেজর জন স্কল্ট। তারপর রয়েছে চারজন লোকের নাম। এরা অন্য চার ইউনিটের প্রধান।

তালিকার শেষে সিভিলিয়ান স্টাফদের নাম:

ডক্টর বয়েস ইংগিল্স্, মেডি
ডক্টর তাই লি, মেডি
ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস, মেডি

অন্য আরেকটা বিষয় খেয়াল করল রানা।

এই তালিকায় অনেক বেশি নাম। কিন্তু টারমাকে এতজন নেই। রানওয়েতে চল্লিশজন কমাণ্ডো, কিন্তু তালিকায় রয়েছে পঞ্চাশজন লোকের নাম। রানা ধারণা করল, অন্য দশজন বেসের ভিতর কোথাও আছে।

তালিকার দিকে চেয়ে আছে রানা, এমন সময় মেজর জন স্কল্ট বলে উঠল, 'মেজর, আপনি কিছু মনে না করলে...'

'কী সমস্যা, মেজর?' রানার পিছন থেকে বলে উঠল একটি কণ্ঠ। 'মেজর রানাকে নিয়ে ভাবতে হবে না আপনার। আমিই এই দলের কমাণ্ডার, যা বলার আমাকে বলুন।'

হোয়াইট হাউসের লিয়াসন অফিসার, চাক কোসলোস্কি। একবার পেন্সিলের মত ইংলিশ গোঁফে তা দিয়ে নিল সে। জন স্কল্টের সঙ্গে সব কিছুতেই তার অনেক ব্যবধান।

জবাব দেয়ার আগে একবার লোকটাকে আপাদমস্তক দেখে নিল স্কল্ট। মনে হলো না পাত্তা দেয়ার মত কাউকে দেখছে।

'আমি শুনেছি আপাতত মেরিন ওয়ানের কমাণ্ড তুলে দেয়া হয়েছে মেজর রানার হাতে,' বলল স্কল্ট। শীতল মনে হলো তার কণ্ঠ।

'আঁ, হ্যাঁ... আসলে টেকনিকালি... সে-ই কমাণ্ডে,' বলল কোসলোস্কি। 'কিন্তু হোয়াইট হাউস লিয়াসন অফিসার হিসাবে আমার দায়িত্ব এসব হেলিকপ্টার দেখভাল করা। আমার অনুমতি ছাড়া কিছুই সরিয়ে নেয়া যাবে না।'

বরফ-ঠাণ্ডা চোখে লোকটার দিকে চাইল স্কল্ট। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'একটু আগে বলতে চাইছিলাম, প্রেসিডেন্ট বেস পরিদর্শন করতে গেছেন, কাজেই মেজর তার কপ্টারগুলো মেইন হ্যাঙারে রাখবে কি না। আমরা চাই না শত্রু স্যাটালাইট দেখুক বিগ বস এখানে এসেছেন। ...আপনি কী বলেন, কর্নেল?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমরা চাই না কেউ দেখুক,' বলল চাক কোসলোস্কি। 'মিস্টার রানা, এ কাজটা শেষ করুন।'

'বেশ,' শুকনো স্বরে বলল রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করল মেজর স্কল্ট।

দুই মিনিট পর তিনটে ছোট টো মেশিন এল। দুনিয়া জুড়ে এয়ারপোর্টে এই জিনিস দেখা যায়।

পাঁচ মিনিট পেরুবার আগেই কপ্টারগুলোকে টেনে নিয়ে

যাওয়া হলো হ্যাঙারের ভিতর।

রানা এবং ওর সঙ্গের সবাই এসে ঢুকল হ্যাঙারে। মেরিনরা ওদের পাশেই থাকল। পিছনে বিকট বুম্ আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো বিশাল হ্যাঙারের প্রকাণ্ড দুই কবাট।

মেরিন ওয়ানের পাশের দুই কপ্টারের রোটর ব্লেড গুটিয়ে নেয়া হলো। এসব প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টার বিশালাকৃতির, কিন্তু দৈত্যাকার গুহার মত হ্যাঙারে ঢুকে ওগুলো যেন বামন হয়ে গেছে।

তদারকির কাজ শেষে হ্যাঙারের মাঝে এসে দাঁড়াল একাকী রানা, ওর মনে হলো চারপাশে শুধু শূন্যতা। অবশ্য হেলিকপ্টারগুলোর আশপাশে ভিড়ছে বিশজন পুরুষ ও নারী। তারা মেরিন যোদ্ধা, ওর নিজ দলের তিনজন এবং সিক্রেট সার্ভিসের জুনিয়র এজেন্ট। এদেরকে পাত্তা না দিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গেছে সিনিয়র এজেন্টরা। এখন অনেকের হাতে কাগজের কফি মগ। হ্যাঙার ডোরের উল্টো দিকের অফিস সংলগ্ন কফি মেশিন থেকে এসেছে ওগুলো।

প্রকাণ্ড হ্যাঙারের আকার দেখে বিস্মিত হয়েছে রানা। আগে কখনও এত বিশাল হ্যাঙার দেখেনি।

ছাতে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল সাদা হ্যালোজেন বাতি। ঝলমল করছে চারপাশ। রানা ধারণা করল, এ হ্যাঙার কমপক্ষে তিন শ' ফুট চলে গেছে পাহাড়ের নীচে। পুরো ছাতে রয়েছে রেল লাইনের মত চওড়া ইস্পাতের ট্র্যাক। আপাতত হ্যাঙারের পিছন-ছাতে রেল থেকে ঝুলছে কাঠের বিরাট দুটো ক্রেট।

রানওয়ের দিকে মুখ করা হ্যাঙার-ডোরের উল্টো পাশে দোতলা দালান। হ্যাঙারের গোটা পিছন-দেয়াল জুড়ে ওটা। দোতলায় ঢালু কাঁচ দিয়ে তৈরি কন্ট্রোল রুমের জানালা। ওখান থেকে চাইলে গোটা হ্যাঙার পরিষ্কার চোখে পড়বে। নীচে ছোট

পারসোনেল এলিভেটার। ওটা হ্যাঙারের উত্তর দিকের দেয়ালে।

আপাতত প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টার ছাড়া হ্যাঙারে আর কোনও উড়োজাহাজ নেই। মেঝেতে এখানে-ওখানে বড় কয়েকটা সাদা গাড়ি। প্রকাণ্ড সব বিমানকে টেনে আনে ওগুলো।

এখন পর্যন্ত এই বিশাল হ্যাঙারে চোখে পড়ার মত কিছু দেখেনি রানা। অবশ্য, হ্যাঙারের মেঝেতে রয়েছে প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

ওটা এতই বড়, বিস্মিত হতে হয়। আগেও এমন হাইড্রলিক এলিভেটার দেখেছে রানা আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে। অবশ্য এটা চারকোনা প্ল্যাটফর্ম, হ্যাঙারের ঠিক মাঝে।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কমপক্ষে দু'শো ফুট করে চওড়া হবে। এয়ার ফোর্স যে তিরিশ ফুট বৃত্তাকার রোটোডোমওয়ালা রেইডার ডিটেকটিং বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে গর্বিত, অনায়াসে ওই বিমানের পুরো ওজন নেবে এই প্ল্যাটফর্ম।

হ্যাঙারের মাঝে অদৃশ্য হাইড্রলিক লিফটের উপর ভর করে অপেক্ষা করছে প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম। পারসোনেলদের কাজের গতি বাড়াতে উত্তর-পুব কোণে ছোট এক ডেটাচেবল সেকশন। ওটা আলাদাভাবে লিফটের মত ব্যবহার করা যায়। তার জন্য দেয়ালে রয়েছে রেললাইনের মত ইস্পাতের ট্র্যাক। মস্ত প্ল্যাটফর্মের ভিতর যেন আরেকটা ছোট প্ল্যাটফর্ম ওই লিফট।

আজ এয়ার বেস যিরো নাইনের পারসোনেলরা প্রেসিডেন্টের পরিদর্শনের জন্য সবই উন্মুক্ত রেখেছে।

চৌকো এলিভেটার শাফটের পাশে থেমে নীচে প্রেসিডেন্টকে দেখতে পেল রানা। তাঁর সঙ্গে নয়জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। এয়ার ফোর্সের কর্নেল এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী সবাইকে নিয়ে ডেটাচেবল প্ল্যাটফর্মে চেপেছে।

একটু পর অনেক নীচে চলে গেল প্ল্যাটফর্ম।

পাঁচ

হ্যাঙারের মাঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, চিন্তিত। জানবার কথা নয়, এয়ার বেস যিরো নাইনের অন্ধকার কন্ট্রোল রুমের কাঁচের ওপাশ থেকে কেউ চেয়ে আছে ওর দিকে। লোকটা গম্ভীর, চারপাশে ইউনিফর্ম পরা চারজন রেডিয়ো অপারেটার, হেডসেটের মাইক্রোফোনে নিচু স্বরে কথা বলছে।

'পাইথন ইউনিট, আপনারা থার্ড লেভেলের কমন-রুম কাভার করুন...'

'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট আপনাদেরকে জানাচ্ছে, তারা নাইটহক থ্রি-র তদন্তকারী মেরিনদেরকে ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের সামনে খতম করেছে। তারা এখন ওই কপ্টার নিয়ে হ্যাঙারের বাইরে অপেক্ষা করছে। কাজ শেষে এসে ঢুকবে হ্যাঙারে...'

'কোবরা ইউনিট এবং ওয়াং ইউনিট, মেইন হ্যাঙারে অবস্থান নিন...'

'ক্রেট ইউনিট জানিয়ে দিয়েছে তারা পজিশনে...'

'লেভেল সিক্সে তাদের প্রাইমারি অ্যাডভান্স টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে সিক্রেট সার্ভিস। এখন পর্যন্ত ওখান থেকে অল-ক্লিয়ার সিগনাল আসছে। কিন্তু...'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পাশে চলে এল মেজর জন স্কল্ট। 'স্যর, এইমাত্র লেভেল ফোরে পৌঁছে গেছে প্রেসিডেন্ট এবং তার ডিটেইল। আমাদের প্রতিটি ইউনিট পজিশনে।'

'গুড।'

'স্যর, আমরা কি এবার কাজ শুরু করব?'

'না। তার আগে পরিদর্শন করুক।' মুখ ফেরাল না গম্ভীর লোকটা। 'অপারেশন শুরু করবার আগে আরেকটা কাজ সেরে নিতে হবে।'

'তা হলে চলেই এলাম।'

পাশ ফিরে চাইল রানা। মৃদু হাসছে তিশা।

ওর বামে নিশাত সুলতানা। হাসি-হাসি মুখ।

'তোমাদের সবার খবর কী?' হালকা সুরে বলল রানা।

'বাবা বলেছে, আরেক দান দাবা খেলতে পারলে হেরে যাওয়ার শোধ নিতে পারত,' বলল নিশাত।

'কই, সেদিন তো ড্র হয়েছিল...'

'বাবা ভাল করেই জানে, আপনি ছাড় দিয়েছেন।'

ওর বাবা বেঁটেখাটো মানুষ, মুখটা পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল, সব বিষয়ে উৎসাহ তাঁর। ড্রাইভার রাখলে চুরি করে, তাই নিজের ট্রাক নিজে চালিয়ে দেশের একমাথা থেকে আরেকমাথায় চলে যান মালপত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য। এ ছাড়া কাবাব-পরোটার দোকানও আছে। মাসখানেক আগে সবাইকে নিয়ে তাঁর দোকানে গিয়েছিল রানা। দারুণ সুস্বাদু কাবাব-পরোটা খেয়ে বিল দিতে যেতেই আপত্তি তুললেন ভদ্রলোক। 'না, না! অসম্ভব! আপনারা আমার মেয়ের কলিগ, আপনাদের কাছ থেকে দাম নিতে পারব না।' মুহূর্ত পর রানার দিকে চেয়ে বলেছেন, 'কিন্তু নিশাতের কাছে শুনেছি আপনি ভাল দাবা খেলেন। ...একদান খেলবেন নাকি আমার সঙ্গে?'

রানা রাজি হতেই কাউন্টারের ওদিক থেকে বের করেছেন বোর্ড ও গুটি। ওদের দু'জনকে ঘিরে খেলা দেখেছে অন্যরা।

ভালই খেলেন তিনি, কিন্তু করুণভাবে হেরে যেতেন, চের বুদ্ধি খাটিয়ে ম্যাচ ড্র করেছে রানা।

ভদ্রলোক বোধহয় টের পেয়েছেন, তাঁকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে, তাই সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

'দেশে ফিরে আরেক দান, ঠিক আছে?' নিশাতকে বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আপনার পায়ের কী খবর, আপা? ঠিকমত চেক করিয়ে নিয়েছেন?'

'এককথায় দারুণ,' বলল নিশাত। 'পুরো মুভমেন্ট ফিরেছে। আবার আগের মত দৌড়াতে পারছি। ডাক্তাররাও খুশি, কোথাও সামান্যতম সমস্যা নেই। গত সপ্তাহে পাঁচ মাইল সাঁতার কেটেছি সাগরে। বলতে পারেন, স্যর, আমি এখন মেশিনের অংশ।'

'ভেরি গুড,' মৃদু হাসল রানা।

'স্যর, আপনার সঙ্গে আবারও বাজাবাজি করেছে মাথা-মোটা চাটা?' গম্ভীর সুরে বলল তিশা।

'প্রথম থেকেই বিরক্ত করছে, নতুন কিছু না,' বলল রানা। 'আর তিশা, হ্যাপি বার্থডে।'

'ধন্যবাদ,' লাজুক হাসল তিশা।

'তোমার জন্য...' কোটের পকেটে হাত ভরল রানা। 'জিনিসটা তেমন কিছু না...' ভুরু কুঁচকে গেল ওর। অন্য পকেটে চাপড় দিল। 'আরে, রাখলাম কই? রয়ে গেল কপ্টারে?'

'দয়া করে ব্যস্ত হবেন না,' নরম স্বরে বলল তিশা।

আজকাল ওরা একা থাকলে পরস্পরকে তুমি করেই বলতে শুরু করেছে। কিন্তু অন্যদের সামনে তিশা রানাকে আপনি করেই বলে।

'ঠিক আছে, তিশা, তা হলে পরে...'

'নিশ্চয়ই।'

প্রকাণ্ড হ্যাঙারের চারপাশ দেখছে নিশাত। 'এই জায়গাটা

আসলে কী? দেখে মনে হয় যেন ফোর্ট নক্স।'

'তার চেয়েও বেশি কিছু,' বলল রানা।

'বুঝলাম না, স্যর,' বলল নিশাত।

'হ্যাঙার-ডোরের ভিতর দিকের মেঝে দেখুন।'

ওদিকে চাইল নিশাত ও তিশা। মেঝেতে একসারিতে চৌকো সব গর্ত চলে গেছে কবাট ধরে। একেকটা গর্ত তিন ফুটের বেশি গভীর।

'এবার উপরে দেখুন।'

রানার কথা শুনে উপরে চাইল ওরা। ছাতের কাছে খোঁচা-খোঁচা পুরু সব ধাতব দাঁত। জিনিসগুলো মেঝের গর্তে নেমে এলে পুরো বন্ধ করে দেবে প্রকাণ্ড ধাতব দরজা।

'পিস্টন ড্রিভেন আর্মার্ড ডোর,' মন্তব্য করল রানা। 'নিমিৎয্-ক্লাস ক্যারিয়ারে এমন থাকে। জাহাজে আগুন ধরলে বা বিস্ফোরণ হলে ওই দরজা আড়াল দেয় হ্যাঙার বে-কে। এবার খেয়াল করুন, এই হ্যাঙারে আর কোনও আর্মার্ড দরজা নেই। তার মানে, ওই দরজাই একমাত্র প্রবেশ-পথ।'

'বিষয়টা বুঝলাম না, স্যর,' ভুরু কুঁচকে গেল নিশাতের।

'ধরে নিতে পারেন, এই কমপ্লেক্সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে।'

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নেমে চলেছে চওড়া এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর থেমে গেল প্রকাণ্ড এক স্টিলের দরজার সামনে।

কবাটের উপর কালো রঙে লেখা: '৪'।

উপরে চেয়ে সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল দেখল, তারা অনেক নেমে এসেছে। জায়গাটা খাড়া টানেলের মত, কমপক্ষে তিন শ' ফুট উপরে চৌকো সাদা ফোকর। উপরের ওই হ্যাঙার থেকে

উজ্জ্বল আলো আসছে। আপাতত তিনদিকে ধূসর সিমেন্ট দেয়াল।

এলিভেটার থেমে যেতেই স্টিলের বিশাল দরজা গুড়গুড় আওয়াজ তুলে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

প্রেসিডেন্টকে পথ দেখাল কর্নেল বার্নটন ডানকান। হাঁটতে শুরু করবার ফাঁকে দ্রুত বলতে লাগল: 'আগে এ ফ্যাসিলিটি ছিল নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমাণ্ডের— বা নোরাডের। পরে আরও আধুনিক ফ্যাসিলিটি তৈরি হলে তারা উনিশ শ' পঁচাত্তর সালে চলে গেছে কলোরাডোর শাইয়্যান পর্বতে। দুই ফুট টাইটেনিয়াম দেয়াল দিয়ে ঘেরা আমাদের এই কমপ্লেক্স। নীচে নিরেট গ্র্যানিট পাথর, তার ভিতর নেমেছে এক শ' ফুট টাইটেনিয়াম দেয়াল, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। শাইয়্যান পর্বতের কমপ্লেক্সের মত এটাও, সরাসরি থারমোনিউক্লিয়ার মিসাইল লাগলেও এই কমপ্লেক্স তা সইবে।'

প্রেসিডেন্টের হাতে কয়েকটা কাগজ ধরিয়ে দিল কর্নেল। তার একটার ভিতর রয়েছে এই পাতাল-ফ্যাসিলিটির স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম।

ডায়াগ্রামের শুরুতেই হ্যাঙার। নিচু পাহাড় ঘেরা হ্যাঙারটা জমিনের সমতলে। তারপর দেখা যাচ্ছে বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার, নেমে গেছে পাহাড়ের গভীরে। থেমেছে ছয়তলা পাতাল-কমপ্লেক্সে গিয়ে।

'স্ট্রাকচারের প্রথম দুটো লেভেল ওয়ান ও লেভেল টু,' বলল কর্নেল। 'ওখানে রাখা হয়েছে হাই-রিস্ক এয়ারক্রাফটগুলো। আজ এয়ার বেস যিরো এইটে যেসব বিমান দেখেছেন, এখানেও সেসবই আছে। এরপর তৃতীয় লেভেলে নামলে কমিউনিকেশন ও স্টাফ লিভিং কোয়ার্টার। পঞ্চম লেভেলে জেলখানা। আর ষষ্ঠ লেভেলে এক্স-রেল সিস্টেম।

'প্রতিটি লেভেল নানা ভাবে পরস্পর যুক্ত। বায়ুবাহিত জীবাণু বা রেডিয়েশন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। পুরো ফ্যাসিলিটি বন্ধ করে দিলেও নিজস্ব অক্সিজেনের কারণে তিরিশ দিন অনায়াসে টিকতে পারবে ভেতরের সবাই। লেভেল থ্রিতে স্টোরেজ এরিয়া। লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে রাখা হয়েছে এক শ' মিলিয়ন গ্যালন পানি ভরা ট্যাঙ্ক।'

সামান্য ঢালু করিডোর ধরে উপরে চলেছে দলটি। কিছুক্ষণ পর সবাই থামল পোক্ত চেহারার এক ধাতব দরজার সামনে। ওটা যেন বিশাল কোনও সিন্দুকের ডালা। তড়িঘড়ি করে দরজা খুলতে শুরু করেছে এয়ার ফোর্সের এক পারসোনেল।

'পাঁচবছর আগে প্রথম যখন এমব্রিয়ো ম্যাচিউর করল, প্রজেক্ট গুড লাক তখন এখানে সরিয়ে আনা হয়,' বলল কর্নেল ডানকান। 'আর এখন ওটা ব্যবহার করার পর্যায়ে পৌঁচেছে।'

দরজার সামনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে খুলছে তিন ফুট পুরু দরজা।

প্রেসিডেন্টের পিছনে দাঁড়িয়েছে তাঁর পার্সোনাল ডিটেইল। বিপদের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ এবং তার আর্ট এজেন্ট একদম চুপ, গম্ভীর, যেন অদৃশ্য। প্রতি তিন মিনিট পর পর ইয়ারপিসে অ্যাডভান্স টিমের অল ক্লিয়ার বিকন শুনছে। পরিষ্কার সাড়া দিচ্ছে বিকন। কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

আরও কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল পুরু দরজা, ওদিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। বিড়বিড় করে বললেন, 'তা হলে...'

নিজ চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসেছে নিগ্রো মেরিন সৈনিক রিক বাটারফিল্ড, মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওটা কোনও সুপারবম্ব।'

হ্যাঙার-ডোরের পাশে কাঁচ-ঢাকা অফিসে বসেছে বাটারফিল্ড,

নিশাত, তিশা ও রানা।

একটু আগে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মেরিন ওয়ানের দুই পাইলট, কর্নেল পিট ক্যামেরন ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলসা গ্যানন। তাদের সঙ্গে চলে এসেছে অন্য তিন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

এদের মনে হয়েছে, হোয়াইট হাউসের লোকগুলো মোটেও মিশতে চায় না। তাদের কেউ কেউ অন্যসব কাঁচ ঢাকা অফিসে গিয়ে বসেছে। বাকিরা এখনও তাদের কপ্টারে বসে কাজ করছে। দু'একজন বলেও ফেলেছে, তাদের কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সাধারণ এয়ার ফোর্সের অফিসে বসে আড্ডা দেয়ার সময় নেই।

ওই একই কথা তিশাকে বলেছে হফসন নিরো, মেয়েটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে মেরিন ওয়ানে তার সঙ্গে বসবার জন্য। লোভ দেখিয়েছে, ওখানে ভাল কফি আছে। কফির মেশিনটাও নতুন।

লোকটাকে পাত্তা দেয়নি তিশা, রানা ও অন্যদের পাশে এসে বসেছে।

ওদিকে চাক কোসলোস্কি রয়ে গেছে হোয়াইট হাউসের লোকগুলোর সঙ্গেই।

'এ হতেই পারে না,' বার্নি বেনেট নামের এক কর্পোরাল বলে উঠল। ছোটখাটো লোক সে, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। মস্ত নাক। ঘাড়টা বকের গলার মত বাঁকা। 'সুপারবম্ব বলতে কিছুই নেই।'

মেরিনরা তার নাম দিয়েছে বৈজ্ঞানিক। সবাই মেনে নিয়েছে, এই তরুণের আছে ফটোগ্রাফিক মেমোরি।

'আরে ধুর, তোমার আবার কথা,' বলল রিক বাটারফিল্ড ওরফে জ্যাকসন ওরফে গায়ক। 'ডারপা ওটা তৈরি করেছে সেই নব্বুইয়ের দশকে। তাদের পাশে কাজ করেছে নেভির...'

'কিন্তু ওরা জিনিসটা তৈরি করতে পারেনি। ওদের দরকার ছিল একটা গ্রহাণুর বিশেষ ধাতু।'

'তোমরা যা-খুশি বিশ্বাস করো, তাই না?' নিচু স্বরে বলল একজন। এইমাত্র এসেছে সে। সবাই ঘুরে চাইল।

রানাও চুপ করে দেখছে তরুণকে।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ আর্মির কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে যোগ দিয়েছে ছেলেটা। সঙ্গীদের ধারণা হয়েছিল, যে কারণেই হোক, ওদের সবার উপর খেপে আছে সে। ঝোপের মত ঘন দুই ভুরু। জ্বলজ্বলে খয়েরি মণি। খুব কম কথা বলে। প্রয়োজন ছাড়া মুখ খোলে না হোসেন আরাফাত খবির।

ওর বাবা হোসেন আরাফাত দবিরকে সবাই ডাকত 'লেখক' বলে। ভাল করেই চিনত রানা তাকে— যেমন সৎ, তেমনি সাহসী। মানুষ হিসাবে তুলনা ছিল না তার। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে ওরা বহু ফ্রন্টে।

অ্যান্টার্কটিকায় কঠিন এক মিশনে গিয়ে করুণভাবে মারা পড়ে সে। পরে তার ছেলেকে একই ইউনিটে পেয়ে অন্যরা তার নাম রেখেছে লেখক নাম্বার টু। কেউ কেউ 'খবির' 'লেখক', 'নাম্বার' সব উড়িয়ে দিয়ে শুধু 'টু' বলে।

গম্ভীর চোখে গায়ক ও বৈজ্ঞানিককে দেখে নিল খবির। 'তোমাদের ধারণা, সত্যিই ডারপা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবার মত বোমা তৈরি করেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল বাটারফিল্ড।

'না,' বলল বার্নি বেনেট।

'বোমা তাদের থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে,' বলল খবির, 'কিন্তু একটা খবর তোমরা জানো না। তোমাদের দেশের এয়ার ফোর্স তাদের নিউক্লিয়ার বোমা রেখেছে সাধারণ সব হ্যাঙারে। প্রতিটি বড় এয়ারপোর্টে। যুদ্ধ লাগলে ব্যবহার

করবে। ...জানো এসব?'

'না,' স্বীকার করল কুচকুচে কালো বাটারফিল্ড।

নীরবতা নামল ঘরে।

চারপাশ দেখে নিল রানা। কুঁচকে গেছে ভুরু। আপন মনে বলল, 'ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন কোথায় গেল?'

অবাক হয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট।

সামনে প্রকাণ্ড একটি হলঘর। ছাত অনেক উঁচু। ঘরের মাঝে পুরু কাঁচের মত কিছু দিয়ে তৈরি আরেকটা ঘর। ওটার ছাত বড় ঘরের ছাতের চেয়ে অনেক নীচে। দু'পাশে 'এল' শেপের অবযার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম।

ওই ঘরে অন্য এক দৃশ্য নজর কেড়ে নিয়েছে তাঁর।

'এই ঘর তৈরি করা হয়েছে হাই-টেনসিল পলিফাইবার দিয়ে, আলাদাভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়,' বলল কর্নেল ডানকান। 'পুরো এয়ারটাইট। যদি দেয়াল বা ছাতে ফাটল ধরে, ঘরের এয়ার-প্রেশার আপনা-আপনি বাড়বে। বাইরের কোনও জীবাণু ঢুকবে না।'

তিন বিজ্ঞানীর একজনকে দেখাল সে। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, পরিচয় করিয়ে দিই ডক্টর বয়েস ইংগিল্‌স্‌-র সঙ্গে। এঁর কারণেই এত দ্রুত সফল হয়েছে প্রজেক্ট গুড লাক।'

বিজ্ঞানীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন প্রেসিডেন্ট।

বয়েস ইংগিল্‌স্‌ মোটা ও টাক পড়া লোক। বয়স হবে ষাট। উচ্চারণ দক্ষিণ-আফ্রিকার ইংরেজদের মত। 'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'ডক্টর ইংগিল্‌স্‌ এসেছেন...'

'জানি ডক্টর কোথা থেকে এসেছেন,' বললেন প্রেসিডেন্ট। কণ্ঠে যেন সামান্য তিরস্কার। 'গতকাল তাঁর ফাইল পড়েছি।'

আগে দক্ষিণ-আফ্রিকার সশস্ত্রবাহিনীর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মেডিকেল ব্যাটালিয়নে কাজ করত বয়েস ইংগিল্‌স্‌। অনেকে জানে না, উনিশ শ' আশির দশকে দক্ষিণ-আফ্রিকা বিপুল পরিমাণে বায়োলজিকাল অস্ত্র মজুদ করে। ওই কাজে তারা রাশার পর দ্বিতীয় স্থানে ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিপুল কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর উপর ওসব অস্ত্র প্রয়োগ করবে।

কিন্তু এরপর একদিন পাল্টে গেল পট। বর্ণবাদী সরকারের পতন হলো। এর মাত্র একদিন পর বয়েস ইংগিল্‌স্‌ বুঝল, তার আর চাকরি নেই। এবার তাকে দাঁড় করানো হবে ট্রুথ অ্যাণ্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনের সামনে।

কাজেই পালিয়ে গেল সে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসি বিজ্ঞানীদের মত করেই উনিশ শ' ছিয়ানব্বুই সালে তাকে খাতির করে আনা হলো আমেরিকায়। ইংগিল্‌স্‌ যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়ে খুব কম লোক এত দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। কাজেই আমেরিকান সরকারের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না তাকে তোষণ না করে।

লোকটার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'তা হলে ওই ভ্যাকসিন...'

'জী, স্যর,' হাসি-হাসি মুখে বলল ইংগিল্‌স্‌।

'টেস্ট করা হয়েছে?' ঘুরে চাইলেন না প্রেসিডেন্ট।

'জী।'

'সেরাম-হাইড্রেট ফর্মে?'

'জী।'

'নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে?'

'ওই ভাইরাস গতকাল পৌঁছতেই বিকেলে ৮.২-র বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে।'

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলল কর্নেল ডানকান। 'আপনি চাইলে

আমরা ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে পারি।'

গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। তাই করুন।'

'লোকটা গেছে কোথায়?' হ্যাঙারের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। ওর পাশে তিশা করিম।

দ্য ফুটবলের দায়িত্বে রয়েছে ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন। তাকে দুই প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে পাওয়া যায়নি। হ্যাঙারের দু'পাশের কোনও অফিসেও নেই। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে জানা গেছে, সে লোক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যায়নি।

কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কঠোর প্রটোকল অনুযায়ী যে-কোনও জায়গায় যেতে পারে না ওই লোক। নিয়ম অনুযায়ী, সে যদি প্রেসিডেন্টের আশপাশে না থাকে, তাকে থাকতে হবে মেরিন ওয়ানের খুব কাছাকাছি।

'আমাদের অভ্যর্থনা কমিটির দিকে চেয়ে দেখো,' চোখের ইশারায় নাইন্থ স্কোয়াড্রনকে দেখাল তিশা। হ্যাঙারের তিন জায়গায় অবস্থান নিয়ে পি-৯০ হাতে অপেক্ষা করছে তিনটে দল।

ক্র্যাক এয়ার ফোর্স ট্রুপ গম্ভীরভাবে দেখছে ওদেরকে।

'এদের দেখে খুব নিষ্ঠুর লোক মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল তিশা।

'কোনও ধরনের ড্রাগ দেয়া হয়েছে,' বলল রানা।

'সত্যিই?'

'ওদের চোখের মণির চারপাশ দেখো। হলুদ হয়ে আছে।'

'স্টেরয়েড?'

'হুঁ।'

'এজন্যেই খেপার মত লাগছে,' বলল তিশা। 'আমাদের গায়ক এদেরকে একেবারেই পছন্দ করে না। বলছিল, কোথায় যেন পড়েছে, এরা ভীষণ বর্ণবাদী। খেয়াল করো, ওই দলে কোনও ব্ল্যাক আমেরিকান নেই।'

রানাও লক্ষ করেছে। অবশ্য, তাদের ভিতর রয়েছে দু'তিনজন চিনাম্যান। 'আরও কিছু আপত্তিকর কথা শুনেছি,' বলল ও। 'আমেরিকার নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মত স্পেশাল ফোর্সগুলো কৃষ্ণাঙ্গদেরকে অপমান করে বা শারীরিকভাবে নির্যাতন করে মন ভেঙে দেয়।'

রানা ও তিশা চেয়ে দেখল, তিরিশজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তিনভাগে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে।

তাদের নেতাদেরকে চেনা যাচ্ছে। এদের হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল নেই। কাঁধের পিছনে হোলস্টারে ঝুলছে সাবমেশিনগান।

'তিশা, তুমি কি জানো মিলিটারি এক্সারসাইজে নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিটগুলোকে কী নামে ডাকা হয়?'

'না, জানি না। ...কী?'

'চার বিপজ্জনক সাপের নামে। অপর ইউনিটের নাম অবশ্য সাপের নামে নয়। এই গোটা স্কোয়াড্রনের নেতা মেজর জন স্কল্ট, তার সঙ্গে থাকে দশজনের টিম। ওটা পাইথন ইউনিট। অন্য ইউনিটগুলোর দায়িত্বে একজন করে ক্যাপ্টেন। তাদের নাম, রোলেণ্ড, ক্যাটেলো, কিনকেড ও ওয়াং। শুনেছি এরা সত্যিকারের দক্ষ যোদ্ধা। ব্র্যাগে ইন্টারসার্ভিস কমব্যাট এক্সারসাইজ হলে তারা প্রতিযোগিতায় সবসময় প্রথম হয়। একবার সিলদের তিনটে ডিফেন্সিভ টিমকে একাই হারিয়ে দিয়েছিল নাইন্থ স্কোয়াড্রন টিমের এক ইউনিট। সেবার এদের সঙ্গে ছিল না জন স্কল্ট।'

'সাপ বলা হয় কেন?' জানতে চাইল তিশা।

'প্রতিযোগিতায় হেরে হিংসা থেকে এসব বলতে শুরু করেনি সেনাবাহিনীর অন্য ইউনিটের কমাণ্ডাররা। আসলে নাইন্থ ফোর্সের কমাণ্ডারদেরকে তিন কারণে সাপ বলা হয়। প্রথম কারণ, এদের সঙ্গে সাপের আচরণের মিল আছে। এরা হঠাৎ করেই সর্বশক্তি দিয়ে হামলা করে, বুকে কোনও মায়া থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, এরা প্রত্যেকে ঠাণ্ডা-মাথার লোক। সার্ভিসের অন্য কোনও দলের সঙ্গে মিশতে চায় না।' চুপ হয়ে গেছে রানা।

'আর তৃতীয় কারণ?' জানতে চাইল তিশা।

'কারণ তাদের নাম বিপজ্জনক সব সাপের নামে।'

'অজগর কি বিপজ্জনক?' শুকনো স্বরে আপত্তি তুলল তিশা।

'তোমার বোধহয় মনে নেই, পার্বত্য-চট্টগ্রামে এক অজগর পুরো গিলে নিয়েছিল একটা মেয়েকে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল তিশা।

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে ওরা। প্রসঙ্গ পাল্টাল তিশা: 'রানা, গত শনিবার রাতে চমৎকার কেটেছে সময়টা।'

'তাই?' পাশ থেকে রূপসী মেয়েটাকে দেখল রানা।

'তোমারও কি ভাল লেগেছে আমার সঙ্গ?'

'হ্যাঁ।'

'আসলে... বিদায় নেয়ার সময়... মনে হলো তুমি সুযোগ পেয়েও...'

'আরে,' হঠাৎ বলে উঠল রানা। চিন্তিত মনে হলো ওকে। 'মনে হচ্ছে গোলমাল...' চুপচাপ চারপাশ দেখতে শুরু করেছে।

'কী হয়েছে, রানা?' জানতে চাইল তিশা।

হ্যাঙারের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। একটা স্কোয়াড পাহারা দিচ্ছে সাধারণ এলিভেটার। দ্বিতীয় দল গিয়ে দাঁড়িয়েছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের পাশে। তৃতীয় দল দোতলা কন্ট্রোল দালানের দরজার কাছে হ্যাঙারের দক্ষিণ-পুব

কিনারে সরে গেছে।

ঠিক তখনই তৃতীয় নাইন্থ ইউনিটের পিছনে দরজাটা চোখে পড়ল, হঠাৎ করেই মনের চোখে রানা দেখল, কী ঘটতে চলেছে।

'তিশা, জলদি!' হ্যাঙারের একপাশের দালান লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা।

ছয়

'স্যর, আর্মিং কোড দেয়া হয়েছে,' বলল মেজর জন স্কল্ট। 'ফুটবল এখন তৈরি। ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সনকে বলব...'

কন্ট্রোল রুমে রেডিয়োম্যানরা তথ্য আদান-প্রদান করছে:

'ইমার্জেন্সি সিলিং সিস্টেম রেডি...'

'সেল্‌ফ্‌-কন্টেইণ্ড অক্সিজেন সাপ্লাই তৈরি...'

'মেজর স্কল্ট,' রেডিয়োম্যানদের একজন বলল, 'আমি এখনও নয় নম্বর সেক্টারের বাইরে তাপের প্রবাহ দেখছি। জায়গাটা ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের কাছে।'

'সাইজ?'

'আগের মতই। বারো থেকে সতেরো ইঞ্চি। স্যর, আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু মনে হচ্ছে আরও কাছে চলে আসছে।'

অসম্পূর্ণ কথা শেষ না করে স্যাটালাইট ইমেজ দেখল স্কল্ট। মেইন কমপ্লেক্সের পুবে ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্টের তিন শ' গজ দূরে কালো-সাদা মরুভূমি। ওখানে ডাণ্ডার মত চব্বিশটা সাদা চিহ্ন।

'বারো থেকে সতেরো ইঞ্চি,' মন দিয়ে ইমেজ দেখছে স্কল্ট। 'মানুষ হতে পারে না। সে তুলনায় অনেক ছোট। বোধহয় মরুভূমির একপাল ইঁদুর। স্যাটালাইট ব্যবহার করে আরও বড় ইমেজ আনো। চোখ রাখো ওগুলোর উপর।'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ফিরে চাইল জন স্কল্টের দিকে। 'প্রেসিডেন্ট এখন কোথায়?'

'লেভেল চার-এ, টেস্টিং ল্যাবে।'

'ডানকানের সঙ্গে যোগাযোগ করো। জানিয়ে দাও, আমরা তৈরি। বলতে ভুলো না, মিশন শুরু হয়ে গেছে।'

'প্রথম সাবজেক্টকে ভ্যাকসিন দিয়ে ইমিউনাইয করা হয়নি,' নিরাসক্ত সুরে বলল ডক্টর বয়েস ইংগিল্‌স্‌।

এখন লেভেল চার-এ অন্ধকার এক অংশে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। একটু দূরে উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়েছে পাশাপাশি দুই টেস্ট চেম্বারের উপর।

ওগুলোর ভিতর দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দু'জন লোক। মুখে গ্যাসের মুখোশ। বুকে সেঁটে দেয়া হয়েছে কয়েকটা ইলেকট্রোড।

'প্রথমজন দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ওজন এক শ' ষাট পাউণ্ড। বয়স ছত্রিশ। মুখে অ্যান্টি কনটেজিয়ান গ্যাস মাস্ক। এবার এজেন্ট রিলিজ করছি।'

হিসহিস আওয়াজ শুরু হয়েছে। প্রথম লোকের চেম্বারের ভিতর চারপাশে হলুদ রঙের অ্যারোসল ছড়িয়ে পড়ছে।

চেম্বারের ভিতর লোকটা ভীত চোখে চারপাশ দেখছে। গ্যাসের মত অ্যারোসলে ভরে উঠছে চেম্বার।

'আপনারা এই ভাইরাস কোথা থেকে পেয়েছেন?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'হুয়াং ল্যাবোরেটরি থেকে,' বলল ইংগিল্‌স্‌।

মাঞ্চুরিয়ার উত্তরে ছোট এক শহরের গবেষণাগার ওটা। বরাবরের মত চিনা সরকার অস্বীকার করেছে, চায়নিজ আর্মির কোনও বায়োলজিকাল ওয়েপন্স টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ওখানে নেই। অন্যান্য দেশ ধারণা করে: চিনা রাজনৈতিক বন্দি বা বিদেশি গুপ্তচরদেরকে ওখানে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমারা যত কথাই বলুক, ওই একই কাজ করে তারাও তাদের গবেষণাগারে।

উলঙ্গ লোকটা গ্যাস চেম্বারের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশ দেখছে।

'সেকেণ্ডারি ইনফেকশন হবে রোমকূপ, ত্বক বা কাটা ক্ষতের মাধ্যমে,' নির্বিকার স্বরে জানাল ইংগিল্‌স্‌। 'সঠিক ভ্যাকসিন না দিলে ত্রিশ মিনিটের ভিতর মৃত্যু। তা ছাড়া, সরাসরি শ্বাস না নিলেও নার্ভ এজেন্টের কারণে মরতে হবে।'

প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল ইংগিলস। চেম্বারের দিকে আঙুল তুলল। 'আর সত্যি যদি সরাসরি শ্বাস নেয়...' পাশের এক ইন্টাকমের সুইচ টিপল সে। চেম্বারের লোকটার উদ্দেশে বলল, 'এবার মুখোশ খুলে ফেলো।'

জবাবে ডানহাতের সাহায্যে নোংরা ইঙ্গিত করল লোকটা।

হতাশ ভঙ্গি করে প্রেসিডেন্টকে দেখল ইংগিল্‌স্‌, তারপর পাশের কন্সোলে একটা বাটন টিপল।

বুকে বসানো ইলেকট্রোড ভয়ঙ্কর শক মারল লোকটাকে।

হাসি-হাসি সুরে বলল ইংগিলস, 'এবার মুখোশ সরাবে?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখোশ খুলল লোকটা।

পরক্ষণে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। হামলা করেছে ভাইরাস। দুই হাতে পেট খামচে ধরল সে, তারপর যক্ষ্মারোগীর মত বেদম কাশতে শুরু করল।

'আমি আগেই বলেছি, সরাসরি শ্বাস নিলে মৃত্যু আসে দ্রুত,'

বলল ইংগিল্‌স্‌।

দুই ভাঁজ হয়ে গেছে বন্দি। যেন পানির ভিতর খাবি খাচ্ছে।

'গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল ইরিটেশন শুরু হয় দশ সেকেণ্ড পর।'

লোকটার মুখ থেকে বিস্ফোরণের মত ছিটকে বেরুচ্ছে বাদামি-সবুজ বমি। বুথের চারপাশে ছিটকে পড়ছে।

'তিরিশ সেকেণ্ডে জেলির মত হয়ে যাবে পাকস্থলী...'

দুই হাঁটুর উপর ভর করে বসেছে লোকটা। মস্ত হাঁ করেছে শ্বাস নেয়ার চেষ্টায়। ঠোঁটের কষা বেয়ে থকথকে লাল কী যেন পড়ছে। দুই হাতে বুথের কাঁচ ধরতে চাইল। একবার করুণ চোখে চাইল ডক্টর ইংগিলসের দিকে।

'লিভার ও কিডনি গলবে এক মিনিটে...'

মানব গিনিপিগের মুখ থেকে ছিটকে এসে কাঁচে লাগছে কালচে-লাল কী যেন। তারপর ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা। থরথর করে কাঁপছে।

'নব্বুই সেকেণ্ডে টোটাল অর্গ্যান ফেলিয়ার। মৃত্যু দু'মিনিটের আগেই।'

কিছুক্ষণ পর চেম্বারের মেঝেতে বিদঘুটে ভঙ্গিতে পড়ে রইল লোকটার লাশ।

পুরো দৃশ্য দেখেছেন প্রেসিডেন্ট। এখন বমি আসছে তাঁর।

এই নিষ্ঠুরতার কোনও তুলনা হয় না। ভয়ঙ্কর কষ্টকর মৃত্যু হয়েছে লোকটার। ওই লোকের মত একজন নরপিশাচেরও এভাবে মরা উচিত নয়।

নিজের মনকে সামলে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট স্মরণ করলেন, বিচার হওয়ার আগে ওই লোক কী করেছে। সে এবং তার এক বন্ধু মিলে তাদের ভ্যানের পিছনে তোলে একে একে নয়জন তরুণী মেয়েকে। ওরা বারবার করে মাফ চেয়েছিল, কাকুতি-মিনতি করেছিল, কিন্তু হাসতে হাসতে তাদেরকে ধর্ষণ করেছে

এরা, তারপর মেরে ফেলেছে গলা টিপে। প্রতিটি দৃশ্য ওরা আবার ভিডিয়োও করেছিল। ওসব টেপ প্রেসিডেন্ট দেখেছেন।

আদালত থেকে ক্রিশচান রেনশওকে চার শ' বায়ান্ন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এ জীবনে কারাগার থেকে বেরুতে পারত না, কাজেই পাঁচ বছর জেলের ভিতর অন্যান্য কয়েদির মারধর খেয়ে সে ঠিক করেছিল, টেস্ট সাবজেক্ট হিসাবে নিজেকে তুলে দেবে এয়ার বেস যিরো নাইনের বিজ্ঞানীদের হাতে।

'সাবজেক্ট টু,' নরম স্বরে বলল ডক্টর ইংগিলস। 'তাকে তিরিশ মিনিট আগে সেরাম-হাইড্রেট ফর্মের ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। পানির সঙ্গে সেরাম মেশানো ছিল। সাবজেক্ট শ্বেতাঙ্গ। ছয় ফুট আট ইঞ্চি। বয়স বত্রিশ। এবার এজেন্ট ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।'

আবারও হিসহিস আওয়াজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় চেম্বারের ভিতর ভাসতে শুরু করেছে হলদে অ্যারোসল কুয়াশা।

চেম্বারে গ্যাস ঢুকতে দেখেছে লোকটা, কিন্তু প্রথমজনের মত প্রতিক্রিয়া দেখাল না। প্রথম সাবজেক্টের চেয়ে অনেক শক্তিশালী সে। চওড়া বুক, ফুলে আছে বাইসেপ। মুঠো দুটো অস্বাভাবিক বড়। দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট।

মুখে মুখোশ, সরাসরি চেয়ে আছে সে টেস্ট চেম্বারের কাঁচের ওপাশ থেকে। ভাব দেখে মনে হলো মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় নেই তার।

কাশছে না সে। বমি নেই। মুখে মুখোশ, এখনও তার উপর হামলা করেনি ভাইরাস।

ইন্টারকমের সুইচ টিপল ইংগিলস। 'মাস্ক খুলে ফেলো।'

কথাটা মানল প্রকাণ্ডদেহী লোকটা। খুলে ফেলল মুখোশ।

প্রথমবারের মত লোকটার মুখের দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস আটকে ফেললেন।

একে বারবার দেখেছেন টেলিভিশনে। নিউজ পেপারেও। ওর

মুখে উল্কি আঁকা। ডেভিল ডেভিডসন। ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার। আমেরিকা জুড়ে নাম হয়েছিল: 'লাসভেগাসের সার্জেন।'

এই লোক বত্রিশজন পুরুষ ও নারীকে খুন করেছে। তাদের বেশিরভাগই ছিল হিচহাইকার। সাত সাল থেকে শুরু করে এগারো সাল পর্যন্ত ফিনিক্স ও লাসভেগাসের ইন্টারস্টেট সড়কে মানুষগুলোকে কিডন্যাপ করেছিল। তার একটা নিয়ম ছিল, যেখান থেকে শিকার ধরত, সেখানে ওই মেয়ে বা লোকের কোনও আঙটি বা গহনা ফেলে রাখত।

তাকে মেডিকেল স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এরপর শিকার ধরতে শুরু করে। ফিনিক্সে নিজ বাড়িতে নিয়ে যেত। একে একে কেটে নিত হতভাগ্যদের হাত-পা, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ওই কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত। এর পর যখন সে ধরা পড়ল, এফবিআই দেখল তার বেসমেন্ট জুড়ে রক্তের দাগ ও মানুষের হাড়গোড়। ওখান থেকে জীবিত দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। খুনি লোকটা একজনের পা খেয়ে নিয়েছিল, অন্যজনের হাত। আমেরিকার জনগণ শিউরে উঠেছিল ডেভিল ডেভিডসনের নৃশংসতা দেখে।

এখন এই বন্দি অবস্থাতেও লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন খোদ ইবলিস। মুখের গোটা বামপাশে কালো উল্কি। তার ভিতর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক নারীকে। তার ত্বক ছিঁড়ে নেয়া হচ্ছে। উপড়ে আসছে মাংস। গলগল করে রক্ত পড়ছে। দৃশ্যটা দেখলে বুক শুকিয়ে যাবে সবার।

হতবাক হয়ে তাকে দেখছেন প্রেসিডেন্ট। অবযার্ভেশন উইণ্ডোর ওদিক থেকে ভীষণ শীতল হাসি দিল ডেভিল ডেভিডসন। বারকয়েক হাত তুলে নাড়ল। পুরু দুই ঠোঁট সরে যেতেই বেরিয়ে এল হলুদ বড় বড় দাঁত।

হঠাৎ প্রেসিডেন্ট টের পেলেন, ওই লোক মাস্ক খুলেছে, কিন্তু

এয়ারবোর্ন ভাইরাস তাকে খুন করছে না।

'আগেই বলেছি,' তুষ্টি নিয়ে বলল ডক্টর ইংগিলস। 'ফুসফুসে সরাসরি ভাইরাস গেলেও কিছুই হবে না। কোনও ইনফেকশন হবে না। এই সেরাম-হাইড্রেট ফর্মের ভ্যাকসিন প্রায় নিখুঁত। সম্পূর্ণ ঠেকিয়ে দেবে ভাইরাসকে।' খুশি মনে মাথা দোলাল সে। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি দেখলেন বায়োটেকনোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের অভূতপূর্ব উন্নতি। প্রথমবারের মত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড বায়োলজিক্যাল ওয়েপন। এ জিনিস পুরোপুরি সিনথেটিক এজেন্ট। কোনও প্রাকৃতিক উপাদান নেই যে এর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। আগে কখনও এমন কিছু তৈরি করা যায়নি। অন্যান্য ভাইরাস এত দ্রুত মৃত্যু হানে না। এটা সম্পূর্ণ মানবসৃষ্ট ভাইরাস। এবং কয়েক বছর খেটে তৈরি করেছে চিনারা।'

কেন যেন বুক শুকিয়ে গেল প্রেসিডেন্টের, একবার শিউরে উঠলেন।

বলে চলেছে ডক্টর ইংগিলস, 'এটাকে সত্যিকারের এথনিক বুলেট বলতে পারেন। এটা ব্যবহার করলে অন্য জাতি ঝাড়ে বংশে শেষ হবে। আর আমরা এখানে যে ভ্যাকসিন তৈরি করেছি, ভবিষ্যতে ওটা আরও নিখুঁত করা হবে। ভাইরাসের পরের ধাপ হবে: সাদা ত্বকের এনযাইমের পিগমেন্ট চিনবে ওটা। ভ্যাকসিন দিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে শ্বেতাঙ্গরা। ...মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চিন এবং অন্যান্য বহু দেশ এ ধরনের ভাইরাস ও ভ্যাকসিন তৈরি করতে চেয়েছে, আজও সফল হয়নি কেউ।'

গম্ভীর মুখে চুপ করে আছেন প্রেসিডেন্ট।

'দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার এই ভাইরাসই চেয়েছিল। যাতে কুচকুচে নিগারগুলো শেষ হয়। কিন্তু আমাদের গবেষণা সফল হয়নি তখন। ...কিন্তু এবার এই ভাইরাস জাদু দেখাবে।

চাইলে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদেরকেও অনায়াসে মেরে সাফ করতে পারবেন। বা আরও ভাল: হয়তো দুনিয়ায় থাকল শুধু শ্বেতাঙ্গরা। অন্যরা সবাই...'

'আমরা এসব নিয়ে ভাবছি না,' কঠোর স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনার বোধহয় জানা নেই, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে দেশের আপামর জনগণকে রক্ষা করা।'

বিন্দুমাত্র বিব্রত হলো না ইংগিলস, নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'মহাচিনের এই ভাইরাসের নাম: "ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস।"'

সাত

'আপনি বোধহয় বিপদের গুরুত্ব বুঝছেন না, কর্নেল,' গম্ভীর স্বরে বলল মাসুদ রানা।

'অযথা চিন্তা করছেন, মেজর,' রানার কথা হাতের ইশরায় উড়িয়ে দিল মাথা-মোটা চাটা চাক কোসলোস্কি। 'আজকাল বোধহয় বেশি কমিকের বই পড়ছেন?'

'আপনার তাই মনে হচ্ছে? ...তা হলে কোথায় গেল ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন?'

'বোধহয় টয়লেটে গেছে।'

'প্রতিটি টয়লেট চেক করেছি,' বলল রানা। 'আর নাইটহক থ্রি? জবাব দিচ্ছে না কেন মেরিন পাইলট পওলস ম্যাকআর্থার?'

ভোঁতা চোখে রানার দিকে চাইল কর্নেল কোসলোস্কি।

'খেয়াল করুন, নাইন্থ স্কোয়াড্রন সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিয়েছে।'

রানা, তিশা এবং চাক কোসলোস্কি আছে হ্যাঙারের দক্ষিণ দালানে। একটু দূরে হোয়াইট হাউসের কয়েকজন কর্মকর্তা বসেছে। জানালা দিয়ে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদেরকে দেখল কোসলোস্কি। তারা ছড়িয়ে পড়েছে হ্যাঙারের চারপাশে।

'ওরা প্রতিটা এণ্ট্রান্স পাহারা দিচ্ছে,' বলল কোসলোস্কি। 'যাতে ওদিকের সিকিউরিটি এলাকায় যে-কেউ ঢুকতে না পারে।'

'আপনি ভুল ভাবছেন,' বলল রানা। 'আরও মনোযোগ দিলে দেখবেন, একটা গ্রুপ উত্তরদিকের রেগুলার এলিভেটার পাহারা দিচ্ছে। মাঝের দল পাহারা দিচ্ছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার। এই দুই দলকে দেখলে মনে হয় সব ঠিকই আছে। কিন্তু খেয়াল করুন কণ্ট্রোল দালানের দলের দিকে। ওরা আছে দরজার কাছে।'

'হ্যাঁ... কিন্তু তাতে...'

'ওরা স্টোরেজ ক্লজিট গার্ড দিচ্ছে।'

একবার রানার দিকে চেয়ে আবারও এয়ার ফোর্স কমাণ্ডোদের দিকে চাইল কোসলোস্কি। মাসুদ রানা ঠিকই বলেছে। লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে 'স্টোরেজ' লেখা এক দরজার সামনে।

'ভেরি গুড, মেজর রানা, পরে হয়তো আপনার এই অবযার্ভেশনের কথা রিপোর্টে লিখব।' মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে হাতের কাগজে মন দিল কোসলোস্কি।

'বলুন তো, কর্নেল, কখনও যোগ দিয়েছেন যুদ্ধে?' বলল রানা।

কাগজ থেকে মুখ তুলল কোসলোস্কি। 'আপনার কথার সুর ভাল লাগছে না আমার, মেজর রানা। আপনি সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে বেয়াড়াপনা করছেন।'

'আপনার জানার কথা, আমি আমেরিকান মিলিটারির চাকরি

করি না,' বলল রানা। 'কথার জবাব দিন: কখনও যুদ্ধে গেছেন?'

'এত কথা বলবেন না। আমি সৌদি আরবে ডেযার্ট স্টর্মে যোগ দিয়েছিলাম।'

'নিজে লড়াই করেছেন?'

'তা অবশ্য করিনি। আমি এম্বেসি স্টাফ ছিলাম।'

'এবার মন দিয়ে শুনুন, কখনও লড়লে পরিষ্কার বুঝতেন, এয়ার ফোর্সের ওই তিন কমাণ্ডো গ্রুপ ডিফেন্সিভ পজিশনে দাঁড়িয়েছে। ওটাকে আবার অফেন্সিভ পজিশনও বলা যায়। যে-কোনও সময়ে এদিকের অফিসে হামলা করবে ওরা।'

'না-জেনে কথা বলবেন না, মেজর!'

কর্নেল কোসলোস্কির হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল রানা একটা কাগজ। পরক্ষণে লোকটার কলম চলে এল ওর হাতে। কয়েক সেকেণ্ডে খসখস করে এঁকে ফেলল হ্যাঙারের ডায়াগ্রাম।

'আমরা এখানে,' ডায়াগ্রামের এক জায়গায় টোকা দিল। তিন জায়গায় তিনটে বড় ফোঁটা তৈরি করেছে।

'টুয়েল্‌ভ্ ও'ক্লক, টেন ও'ক্লক আর ফোর ও'ক্লক। কিন্তু এরা যদি এভাবে মুভ করে...' ডায়াগ্রামে কয়েকটা তীর আঁকল রানা।

'এর মানেই, মস্ত বিপদে পড়ছি আমরা। মেরিন এবং সিক্রেট সার্ভিসের সবাই আছে উত্তরদিকের দালানে। এখন যদি হামলা শুরু হয়, হোয়াইট হাউসের লোকগুলো দক্ষিণের অফিস থেকে বেরিয়ে ছুটবে এদিকে। সোজা গিয়ে পড়বে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তৃতীয় দলের খপ্পরে।'

একমুহূর্ত রানার ডায়াগ্রাম দেখল কোসলোস্কি। তারপর বলল, 'এমন বিদঘুটে পরিকল্পনা জীবনেও দেখিনি, মেজর। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওরা আমেরিকান সার্ভিসমেন।'

'কর্নেল, আপনার বোধহয় সবাইকে সতর্ক করা উচিত।'

'কান খাড়া করে আমার কথা শুনুন, মেজর,' এবার কর্কশ

স্বরে বলে উঠল কোসলোস্কি। 'জানি আপনি কে। শুনেছি উইলকক্স আইস স্টেশনে ভালই করেছেন। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না আপনার কথায় নাচতে শুরু করব আমরা। ভাবছেন, কোথা থেকে এসে ষড়যন্ত্রের থিয়োরি দেবেন আর আমরা বলতে থাকব: আপনি সত্যি দারুণ এক হিরো! ...না, তা হবে না। আমি বাইশ বছর ধরে মেরিন কর্পসে চাকরি করছি, নিজ যোগ্যতা দিয়ে উঠে এসেছি এখানে। ফকিরা এক দেশের অশিক্ষিত মেজর যা খুশি বলবে আর আমার মত একজন সুযোগ্য কর্নেল...'

'যে কি না কলম পিষে পিষে কর্নেল হয়েছে,' তার বক্তব্য কেড়ে নিয়ে কথা শেষ করল রানা, 'তাকে মানবে না সবাই?'

রাগে বারকয়েক খাবি খেল চাক কোসলোস্কি। টকটকে লাল হয়ে গেল চেহারা। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে, চেঁচিয়ে উঠল, 'যথেষ্ট শুনেছি, মেজর! সম্ভব হলে কোর্ট মার্শাল করতাম! দূর হয়ে যান আমার চোখের সামনে থেকে!'

অযোগ্য লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রেগে গেছে রানা নিজেও, গটমট করে বেরিয়ে এল ওই অফিস থেকে। বুঝে গেছে, যা করবার ওর নিজেরই করতে হবে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চিন থেকে ডুমস্ ডে ভাইরাস নিয়ে এসেছিল এরাই,' বলল কর্নেল ডানকান। লেভেল ফোর-এ সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে প্রেসিডেন্টকে।

সবাই এসে থেমেছে তিরিশ ফুট দীর্ঘ বিশাল এক কোয়ারেনটাইন চেম্বারের সামনে। রিইনফোর্সড্ চেম্বারের এক পাশে ছোট কাঁচের জানালা। ওদিক দিয়ে প্রেসিডেন্ট দেখলেন ভিতরে চারজন লোক। নীল আলট্রাভায়োলেট আলোর ভিতর সবাই সোফায় বসে টেলিভিশন দেখছে। প্রেসিডেন্ট ধারণা করলেন, এদের পূর্ব-পুরুষ চিন থেকে এসেছে।

তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে চারজনের দু'জন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ওরা নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ক্যাপ্টেন লি ওয়াং ও...'

হঠাৎ সেল ফোন বেজে উঠেছে কর্নেল ডানকানের পকেটে।

'এক্সকিউজ মি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলে ফোন বের করল সে, একটু দূরে গিয়ে কল রিসিভ করল।

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এই দেশ গর্বিত আপনাদের পেয়ে।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'ধন্যবাদ আপনাদেরকে।'

হঠাৎ করেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসলেন প্রেসিডেন্ট, 'কতদিন আপনাদেরকে ওখানে থাকতে হবে?'

'আর বোধহয় দু'এক ঘণ্টা, স্যর,' বলল ক্যাপ্টেন ওয়াং। 'গতকাল নতুন স্ট্রেইন দেয়া হয়েছে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পর পরীক্ষা করার কথা। এই চেম্বার আসলে টাইম লক দিয়ে অপারেটেড। সকাল আটটায় তালা খুলবে। তারপর বোঝা যাবে আমাদের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে কি না।'

'সকাল আটটা পর্যন্ত থাকব না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু কয়েক দিনের ভিতর আমার তরফ থেকে উপহার ও পুরস্কার পৌঁছে যাবে।'

'সেজন্য অনেক ধন্যবাদ, স্যর।'

'জী, স্যর, ধন্যবাদ,' পাশের লোকটা বলল।

ফোনে আলাপ শেষে আবারও ফিরেছে কর্নেল ডানকান। নরম স্বরে বলল সে, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের ট্যুর। এবার আসুন, আপনাকে অন্য একটা জিনিস দেখাব।'

সবাইকে নিয়ে সামনে বাড়ল কর্নেল।

কয়েকটা দরজা পেরুবার পর সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলো দেখল, পিছনে একে একে বন্ধ হচ্ছে ভারী ও পুরু সব দরজা।

একটা করিডোরে এসে সিঁড়ি দেখা গেল।

হাতের ইশারা করল কর্নেল।

আগে উঠতে বলছে প্রেসিডেন্টকে।

এয়ার বেস যিরো নাইনের তিন নম্বর লেভেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। উপরের লেভেলে রয়েছে লিভিং কোয়ার্টার।

সিঁড়ি শেষে তাঁকে আনা হলো চওড়া কিন্তু নিচু সিলিঙের এক বড় ঘরে। নতুন করে সতর্ক হয়ে উঠেছে নয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

ঘরের চারপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আরামদায়ক কাউচ। একটু দূরে দূরে কফি টেবিল। দু'পাশে দুটো কিচেনেট। এই ঘরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস দেয়ালে ঝুলন্ত মস্ত এক প্যানাসনিক টিভি।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল কর্নেল। 'একটু পর কেউ এসে আপনাকে উপরে নিয়ে যাবে।'

কাউকে কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই ওই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কর্নেল ডানকান।

মেরিন ওয়ান কপ্টারের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও তিশা। ওদের সঙ্গে মেরিন সৈনিক বৈজ্ঞানিক। সে বসেছে কপ্টারের কমিউনিকেশন কন্সোলে, দ্রুত কি বোর্ড টিপছে।

'নাইটহক থ্রি বা অন্য দুই অ্যাডভান্স টিম সম্পর্কে কিছু জানলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাইটহক থ্রি থেকে কোনও সাড়া নেই,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'অবশ্য সিক্রেট সার্ভিস বিকনগুলো শুনছি।'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, 'আমরা কি এয়ার বেস যিরো নাইনের লোকাল নেটওঅর্কের সঙ্গে কানেকটেড?'

'জী, মেজর। ইচ্ছা করলে সিকিওর ল্যাণ্ড লাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন প্রেসিডেন্ট।'

'ঠিক আছে। দেখো তো এই কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি ক্যামেরার ছবি আসে কি না।'

'সহজেই পারব।'

দশ সেকেণ্ড পর মেরিন ওয়ানের কমিউনিকেশন বে'র কালো-সাদা মনিটর প্রাণ ফিরে পেল। প্রতিটি মনিটরে দেখা গেল এয়ার বেস যিরো নাইনের সিকিউরিটি ক্যামেরার নানান দৃশ্য।

'আমরা কন্ট্যাক্ট পেয়েছি,' বলল বৈজ্ঞানিক।

নানা অ্যাঙ্গেলে বেশ কয়েকটা স্টেয়ারওয়েল দেখতে পেল রানা। মেইন হ্যাঙার দেখে মনে হলো কোনও সাবওয়ে স্টেশন। কাঁচ ঢাকা কয়েকটা অফিস। একটার ভিতর রয়েছে মেরিন সোলজার ও সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের কয়েকজন। বিশেষ একটা দালানের ভিতর হোয়াইট হাউসের স্টাফ। কালো-সাদা এক মনিটরে এক এলিভেটারের ভিতর অংশ দেখা গেল। ওখানে চোখ পড়তেই থমকে গেল রানা।

এলিভেটারের ভিতর কমপক্ষে দশজন কমাণ্ডো, পুরোপুরি সশস্ত্র। প্রত্যেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সদস্য।

একটু দূরের আরেকটা মনিটরের দৃশ্য বদলে গেছে। ওদিকে নড়াচড়া চোখে পড়তেই ওদিকে মন দিল রানা।

কোনও স্টেয়ারওয়েল ক্যামেরা থেকে ওই দৃশ্য আসছে। সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের গতিতে নামছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের আরেকদল কমাণ্ডো।

'মস্ত বিপদে পড়লেন প্রেসিডেন্ট,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'আমরাও,' মন্তব্য করল তিশা।

দেরি না করে মেরিন ওয়ান থেকে নেমে পড়ল রানা।

ওর পর পর কপ্টার থেকে নামল তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

মনেই হলো না হ্যাঙারের ভিতর কোথাও অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে।

কিন্তু ওরা তিনজন টের পেল, পলকে পাল্টে গেছে পরিস্থিতি।

যে-কোনও সময়ে হামলা শুরু হবে।

বিশাল হ্যাঙারের তিন জায়গায় নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ট্রুপ। যে-কোনও সময়ে মুভ করবে।

তাদের দ্বিতীয় দলের নেতাকে বামহাতে কান স্পর্শ করতে দেখল রানা। লোকটার কাছে রেডিয়ো করা হয়েছে।

'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'জী,' বলল বৈজ্ঞানিক।

'রানা,' বাংলায় আস্তে করে বলল তিশা।

'কিছু বলবে, তিশা?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না। যাই হোক, আমরা সবসময় পাশে থাকব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। মেরিন ওয়ানের কাভার থেকে বেরিয়ে এল। দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে। চলেছে উত্তর দিকের কাঁচ ঢাকা অফিস লক্ষ্য করে।

অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, এমন সময় শুরু হলো মহাবিপদ।

বুম!

ভয়ানক বিকট আওয়াজ। তালা ধরে গেল কানে।

প্রকাণ্ড মঞ্চের পর্দার মত নেমে এসেছে ভারী পিস্টন চালিত টাইটেনিয়াম দরজা। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল জোরালো প্রতিধ্বনি।

হ্যাঙারের সাধারণ কবাটের পিছনে দাঁতওয়ালা পুরু ধাতব দরজা বুজে দিয়েছে বাইরে যাওয়ার পথ।

এবার আর শান্ত ভাবে হাঁটতে গেল না রানা, একবার চারপাশ দেখে নিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল।

পরক্ষণে নরক হয়ে উঠল হ্যাঙার।

টুয়েল্‌ভ্‌ ও'ক্লক এবং টেন ও'ক্লকে-র নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা কাঁধে তুলে নিয়েছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল।

চারপাশে শ্‌-শ্‌ আওয়াজে ছুটছে তপ্ত বুলেট।

কখন যেন ডানা গজিয়েছে রানার, উড়ে চলেছে আড়াল নেয়ার জন্য।

আট

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে, এখনও প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর অন্টোরাজের জন্য কেউ আসেনি। অধৈর্য হয়ে উঠছে সবাই।

লেভেল থ্রি-র কমনরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর চারপাশে নীরবে অপেক্ষা করছে প্রটেকটিভ ডিটেইল।

'ম্যাক্স,' ডিটেইলের চিফকে ডাকলেন প্রেসিডেন্ট। 'দেখুন তো দেরি করছে কেন!'

হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল বিশাল টেলিভিশন।

চরকির মত ঘুরে ওটার উপর চোখ রাখলেন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর ডিটেইলের সবাই।

কে যেন বলে উঠল, 'কোন্‌ শালা...' মিইয়ে গেল তার কণ্ঠ।

টিভি স্ক্রিনে বড় বড় করে হলদেটে ইনসিগনিয়া ফুটে উঠেছে।

ওটা ব্যবহার করা হয় জাতীয় সংকটের সময়। তখন সাধারণ সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী দেশের প্রতিটি টিভি স্টেশন ওই বার্তা প্রচার করতে বাধ্য। দুই সেকেণ্ড পর বিবিএস সিম্বল মিলিয়ে গেল। ওখানে দেখা দিল এক লোকের মুখ।

'আরে এসব কী, এরা...' থেমে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

পর্দার মানুষটা মারা গেছে কয়েক মাস আগে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল লোকটার, সে দণ্ড কার্যকরও করা হয়েছিল।

কেন দেখানো হচ্ছে ওই লোকের মুখ?

লোকটা ছিল ইউএস এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল, নাম: আর্লিং এফ ব্রুক্স্। কল সাইন ছিল: দ্য কিং!

নড়ে উঠল মানুষটা। পাপড়ি ফেলল চোখের।

মরা মানুষ কীভাবে যেন আবার বেঁচে উঠেছে! না কি কোনও রকম দৃষ্টিবিভ্রম?

এয়ার বেস যিরো নাইনের প্রতিটি টেলিভিশনে দেখা দিল গম্ভীর মুখটা। মুহূর্ত পর বক্তৃতা দিতে শুরু করল:

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনাদেরকে স্বাগতম আমার এয়ার বেস যিরো নাইনে। আমি ইউনাইটেড স্টেট্সের এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'কি করে বাঁচলাম? ভাল করেই জানতাম, হৃৎপিণ্ড শরীরে অক্সিজেন দিতে না পারলে তখনই মৃত্যু ঘটবে। ফুসফুসের কাজ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রক্তের ভিতর অক্সিজেন পৌঁছে দেয়া। ওই অক্সিজেনেটেড রক্ত যাবে দেহের শিরা-উপশিরায়। আর্টারির ভিতর রিঅক্সিজেনেটেড রক্ত আমাকে ঠিকই বাঁচিয়ে রাখবে। আমি যখন মৃত, তখনও শরীরের ভিতর ছিল অক্সিজেনে পূর্ণ লোহিত কণিকা। সে-কারণে পনেরো মিনিট অনায়াসে সুস্থ ছিল মগজ ও অন্যান্য সমস্ত ভাইটাল অর্গান।

'লিভেনওঅর্থ কারাগারে বেদম মার খাওয়ার পর আমাকে দু'বার জরুরিভাবে রক্ত দেয়া হয়েছে।

'মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে বলা হয়েছে, জীবিত অবস্থায় ফেডারাল কাস্টডি থেকে বেরুতে পারব না। তাই তো হয়েছে।

'...আমরা বহু দিন ধরে দেখছি, এই দেশকে কুরে কুরে খাচ্ছে ঘুণ পোকা। এবং আজ থেকে মেরে সাফ করা হবে এসব ঘুণ পোকা।'

নিচু স্বরে বলছে সে। ইংরেজির উচ্চারণ টেক্সানদের মত।

'আমাদের ফেডারাল এবং স্টেট্স্ পর্যায়ের জন-প্রতিনিধিদের সত্যিকারের নেতৃত্ব দেয়ার সামর্থ্য নেই। এদিকে আজকাল আর দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে না আমাদের সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলগুলো। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না এদেশের। ...যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ দেশের জন্য লড়াই করেছেন, বা যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সবার মাথা হেঁট করে দিয়েছে অযোগ্য সব রাজনীতিক।

'ভবিষ্যতে এমন আর হতে দেয়া হবে না।'

কমন-রুমে বিশাল টেলিভিশনের স্ক্রিনে চেয়ে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

'এবং এ কারণেই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি এবং আপনার সরকারের সবাইকে বলছি: আজ আপনাদের সঙ্গে জুয়া খেলব আমরা সত্যিকারের দেশ-প্রেমিকরা।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চারবছর আগে আপনার বাম ফুসফুসে অপারেশনের সময় হৃৎপিণ্ডে রাখা হয়েছে রেডিয়ো ডিভাইস। ওটা আছে কার্ডিয়াক পেশির বাইরের অংশে...'

ঝট্ করে প্রেসিডেন্টের দিকে ঘুরল ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা।

'এবার ওই রেডিয়োর সিগনাল চালু করব,' বলল জেনারেল।

অ্যান্টেনাওয়ালা ছোট এক রিমোট কন্ট্রোল তুলে ধরল। ওটার ভিতর লাল রঙের বাটনে আঙুল রেখেছে।

চট করে কোট থেকে ডি-বাগিং ম্যাজিক ওয়াণ্ড নিল স্পেশাল এজেন্ট ওয়েইনডেনবার্গ। ওটা স্পেকট্রাম অ্যানালাইযার। যে-কোনও সিগনাল ধরবে। বাটন টিপে প্রেসিডেন্টের উপর দিয়ে বোলাতে শুরু করল জিনিসটা।

পা বা উরু ঠিক আছে।

কোমর ও পেট ঠিক।

বুক...

পাগল হয়ে উঠেছে ওয়াণ্ডের কাঁটা।

ওদিকে টিভিতে বলে চলেছে জেনারেল ব্রুকস: 'আপনার সঙ্গে খুব সহজ বাজি ধরছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনার জানা আছে: এ দেশের প্রধান সব এয়ারপোর্টে কমপক্ষে তিনটি করে হ্যাঙার আছে এয়ার ফোর্সের। ওখানে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয় বম্বার, ফাইটার এবং অর্ডন্যান্স।

'এখন এই মুহূর্তে চোদ্দটা এয়ারপোর্টের হ্যাঙারে রয়েছে একটা করে টাইপ-২৪০ ব্লাস্ট প্লাজমা ওয়ারহেড।

'এসব এয়ারপোর্টের ভিতর রয়েছে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি, নিউআর্ক ও লা গার্ডিয়া, ওয়াশিংটনে ডালেস, শিকাগোতে ও-হেয়ার, লস অ্যাঞ্জেলেসে ল্যাক্স— স্যান ফ্রান্সিসকোর এয়াপোর্ট, স্যান ডিয়েগো, সিয়েটল, বস্টন, ফিলাডেলফিয়া ও ডেট্রয়েট— প্রতিটি এয়ারপোর্টে রয়েছে একটা করে বোমা।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এসব প্লাজমা ওয়ারহেডের ব্লাস্ট রেডিয়াস ষোলো মাইল। ডেটোনেট হলে নব্বুই মেগাটন শক্তিতে বিস্ফোরিত হবে।'

লেভেল থ্রি-র কমন-রুমে নীরব হয়ে গেছে সবাই।

'আর এসব বোমার ডেটোনেশন ঠেকাতে পারেন শুধুমাত্র

আপনি,' মুচকি হাসল জেনারেল। 'হ্যাঁ, আপনি রক্ষা করতে পারেন ওই শহরগুলোকে। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, মনে রাখবেন, যেভাবে হোক চালু রাখতে হবে আপনার হৃৎপিণ্ডকে। ওই চোদ্দটা ওয়ারহেড একটিমাত্র স্যাটালাইটের সিগনাল নেবে। ওই স্যাটালাইট আছে এই বেসের অনেক উপরের মহাকাশে।

'এখন, মিস্টার প্রেডিডেন্ট, ওখান থেকে একটা সিগনাল আসছে আপনার হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটারে, আবার ফিরছে আকাশে। কিন্তু হঠাৎ করেই যদি আপনার হৃৎপিণ্ড থেমে যায়, বন্ধ হবে ট্র্যান্সমিটার, আর তখন স্যাটালাইটের সিগনাল ফিরবে না বোমার সেন্সারে। সেক্ষেত্রে সবকটা এয়াপোর্টের বোমা ডেটোনেট করবে।

'মনে রাখবেন, যদি বন্ধ হয় আপনার হৃৎপিণ্ড, বর্তমানের ঘুণে ধরা আমেরিকাও মরবে। সোজা কথায়, যতক্ষণ আপনি বাঁচবেন, বাঁচবে আমেরিকার এই পচে যাওয়া সরকার পদ্ধতি।

'আপনি ফুরিয়ে আসা এক সংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধি, স্যর। এমন এক রাজনীতিক, যে শুধু ক্ষমতা-দখলের জন্য কাজ করেছেন। যারা আপনার মত, তারা ভাল করেই জানে, দেশের জন্য কখনও যুদ্ধে যেতে হবে না তাদেরকে। তারা আপনার মতই, এই নোঙরা সমাজ-পদ্ধতির সুযোগে ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছে। আপনাদের মত লোক বহুকাল ধরেই নিজেদেরকে সরিয়ে রেখেছে নিরাপদে। মরলে মরেছে দেশ-প্রেমিক সৈনিক ও অফিসার। কিন্তু আজকের পর থেকে সবই পাল্টে দেয়া হবে।

'জীবনে প্রথমবারের মত আপনাকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: কয় ফোঁটা রক্ত দিয়েছেন দেশের জন্য? দেশের জন্য কী ত্যাগ করেছেন আপনি? ...কিছুই না। ...আপনার মত লোক সবসময় কাপুরুষই হয়।

'কিন্তু সত্যিকারের দেশ-প্রেমিকের মতই আমরা আপনাকে এবং পচে যাওয়া সমাজের লোকগুলোকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।

নিজেদের সাহস ও দেশপ্রেম প্রমাণ করুন! আজকে এ দেশের মানুষ দেখবে আপনারা কী ধরনের কেঁচো। টিভির বার্তায় জানবে কীভাবে মরছেন আপনারা। বরাবরের মত নিজেদের পিঠ বাঁচাবার সুযোগ আপনাদেরকে আর দেয়া হচ্ছে না।

'আপনাদের মত কাপুরুষরা সবসময় পিছিয়ে গেছে। কিন্তু এবার মনে রাখবেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার যদি মৃত্যু হয়, কাপুরুষদেরও হারতে হবে। মরতে হবে তাদেরকেও।

'জেনে রাখুন, এই ফ্যাসিলিটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কোনও নিউক্লিয়ার বোমা পড়লেও টিকবে এই কমপ্লেক্স। এখান থেকে বেরুবার কোনও উপায় নেই। ফ্যাসিলিটির ভিতর রয়েছে দেশের সেরা পঞ্চাশজন নাইন্থ স্পেশাল অপারেশন্স স্কোয়াড্রন সোলজার। এদেরকে বলে দেয়া হয়েছে: প্রথম সুযোগে আপনাকে মেরে ফেলতে হবে।

'আপনার সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল নিয়ে লড়বেন আপনি। এই লড়াই চলবে আমৃত্যু। যে দল জিতবে, এই দেশ হবে তাদের।

'এরপর থেকে ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেম ব্যবহার করব আমরা। আমেরিকার জনতা প্রতি ঘণ্টায় জানবে, কোন্ দল কী অবস্থানে লড়ছে। জানিয়ে দেয়া হবে প্রেসিডেন্টের দল কেমন করছে।'

কাছের সিকিউরিটি ক্যামেরার দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। নিচু স্বরে বললেন, 'লোকটা সত্যি পাগল। নিশ্চয়ই চাইলেই...'

'*করবিন ট্যাট*, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' টিভি স্ক্রিনে প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বলল জেনারেল ব্রুকস।

একদম স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

অন্য সবাই চুপ মেরে গেছে।

'আপনার নীরবতা থেকে বুঝতে পারছি, আপনি দেখেছেন

এফবিআই ফাইল,' বলল জেনারেল।

হ্যাঁ, ওই ফাইল দেখেছেন প্রেসিডেন্ট।

ওই প্রাক্তন সেনেটর মারা পড়েন আলাস্কায়, ঠিক একই সময়ে বোমায় উড়ে যায় তার ওয়াশিংটনের বিশাল বাড়ি, ধ্বংস হয়ে যায় সব। কোনও অপরাধীকে ধরা যায়নি। এ ধরনের ঘটনা খুব কমই হয়। সরকাররের অনুরোধে সংবাদ মিডিয়াগুলো ওই মৃত্যুকে প্রায় ধামাচাপা দিয়েছে।

আসলে ভদ্রলোকের বিষয়ে প্রায় কোনও তথ্যই দেয়া হয়নি। প্রাক্তন মৃত সেনেটরের রক্তে পাওয়া গেছে অতিরিক্ত লোহিত কণা। খুব কম ছিল অ্যালভেওলার ও আর্টারিয়াল ফসফেট। এ থেকে জানা গেছে, মানুষটা মারা যাওয়ার আগে খুব হাঁপিয়েছেন। দৌড়ে পালাতে গিয়ে এক পর্যায়ে হতক্লান্ত হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে গুলি করা হয় মাথার পিছনে। সোজা কথায়, তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে।

এখন সবই বুঝছেন প্রেসিডেন্ট।

তাঁর বুকের ট্র্যান্সমিটারের মতই সেনেটর করবিন ট্যাটের বুকে আরেকটা ডিভাইস বসানো ছিল। অন্য কেউ প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে, ট্যাটকে আর লাগবে না, কাজেই শেয়ালের মত তাড়িয়ে নিয়ে খুন করা হয়েছে। তারপর যখন হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়েছে, তাঁর বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

প্রেসিডেন্টের চটকা ভাঙল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের কথা শুনে:

'প্রাক্তন সেনেটর হঠাৎ করেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিলে আমাদের হাতে রয়ে গেল বাড়তি একটা ট্র্যান্সমিটার। কাজেই তাকে গিনিপিগ করা হলো। আজকের এই অপারেশনের আগে পরীক্ষা করে দেখে নেয়া হয়েছে ওতে কাজ হবে কি না।'

পরস্পরের দিকে চাইলেন ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ ও

প্রেসিডেন্ট।

'ভাল কথা, মনে রাখবেন, ভুলেও পালাতে চাইলে...' এবার স্টেইনলেস স্টিলের ব্রিফকেস তুলে ধরে দেখাল জেনারেল।

ওটা থাকত ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সনের কাছে।

ব্রিফকেসের হাতলে এখনও রয়ে গেছে হ্যাণ্ডকাফ। এখন আর কোনও কবজি ধরে নেই ওটার হাতল। মেখে আছে থকথকে লাল রক্ত।

সন্দেহ নেই, ওই ব্রিফকেস সত্যিই প্রেসিডেন্টের ফুটবল।

ওটা খোলা।

ভিতরে দেখা গেল কাঁচের তৈরি পাম-প্রিন্ট অ্যানালাইযার ও কিপ্যাড। অ্যানালাইযারে বিশেষ প্রোগ্রাম চলছে। ওটা চিনবে প্রেসিডেন্টের হাতের তালু। আমেরিকার থারমোনিউক্লিয়ার আর্সেনাল প্রোগ্রাম অ্যাকটিভেট বা ডিঅ্যাকটিভেট করবার কথা শুধু তাঁরই।

কিন্তু যেভাবেই হোক, তাঁর হাতের তালুর ছাপ জোগাড় করেছে জেনারেল ব্রুক্স্, শুধু তা-ই নয়, তার কাছে আর্মিং কোডও আছে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার তো আছেই, ওসব এয়ারপোর্টের ওয়ারহেডের সঙ্গে নেটওয়ার্ক করা আছে এই ব্রিফকেস। নব্বুই মিনিটের টাইমার চলছে।

'আপনি দেখেছেন ফুটবলের ডিসপ্লে স্ক্রিন। পাম প্রিন্ট অ্যানালাইযারের অ্যাপলিকেশন ব্যবহার করে নব্বুই মিনিট পর পর প্লাজমা ওয়ারহেডের টাইমার রিসেট হবে। তা যদি না করা হয়, একইসঙ্গে বিস্ফোরিত হবে চোদ্দটা নিউক্লিয়ার বোমা।

'কাজেই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ভুলেও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার সুবিধার জন্য জানিয়ে দিচ্ছি, ফুটবল রাখা হবে মেইন হ্যাঙারে।

'আজকের দিনটা চিরকালের জন্য কোহিনূর হীরার মত জ্বলজ্বল করবে মানব-ইতিহাসে। আজ আপনাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার দিন। কাল এই দেশের স্বাধীনতা দিবস, জুলাইয়ের চতুর্থ দিন। দেখা যাক, আগামীকাল ঘুম থেকে উঠে নতুন মহান কোনও আমেরিকা দেখি কি না। ...তা যাই হোক, গুড লাক, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন!'

লোকটা হঠাৎ করে নাটকীয় ভাবে থেমে যেতেই দড়াম করে খুলে গেল কমন-রুমের দরজা, ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। তাদের নেতৃত্বে মেজর জন স্কল্ট। লোকটার মুখে ভীতিকর ইআরজি-৬ গ্যাস মাস্ক। আগেই তার দলের সবাই কাঁধে তুলে ফেলেছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, এক সেকেণ্ড লাগল না গুলিবর্ষণ শুরু করতে।

শুরু হয়েছে সত্যিকারের জীবন রক্ষার লড়াই!

নয়

সকাল সাতটা। জুলাই তিন।

রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মেইন হ্যাঙার।

পিছনের মেঝেতে এসে বিঁধছে অজস্র বুলেট।

কাঁচ-ঢাকা উত্তর দালানের দরজায় পৌঁছে গেছে রানা, চট্ করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। 'মেরিন! সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট্স্! সবাই ছড়িয়ে পড়ুন!'

আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না রানা, হাজারো টুকরো

হলো পাশের জানালার কাঁচ।

মেঝের উপর ডাইভ দিল রানা, পরক্ষণে ঘুরে গেল, ক্রল শুরু করেছে দুই প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টার ও ওগুলোকে টেনে আনা ভেহিকেল লক্ষ্য করে।

ক্রলের ফাঁকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক'জন মেরিন। এক সেকেণ্ড পর কী যেন ঢুকল ছোট দালানের ভিতর। পরক্ষণে কাঁধ থেকে লঞ্চ করা প্রেডেটর মিসাইল বিস্ফোরিত করল সব। ওই দালান যেন তাসের বাড়ি, বাইরের দিকে কাত হয়ে গেল চার দেয়াল। নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা কাঁচ। হঠাৎ কমলা আগুনের মস্ত এক কুণ্ডলী উপরে উঠেই আবারও দপ্ করে নিভে গেল।

আগে কখনও এত দ্রুত ক্রল করেনি রানা। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল মেরিন ওয়ানের নীচে। ওখানে ঠাঁই নিয়েছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

চারপাশে তুমুল গোলাগুলি। রানা তার ভিতর দিয়ে শুনতে পেল এক কণ্ঠ। হ্যাঙারের লাউডস্পিকারে বলা হচ্ছে: 'গুড লাক, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন!'

'হায় ঈশ্বর,' কাতরে উঠল বৈজ্ঞানিক। শুনতে পেয়েছে সবই।

'ওদিকে চলো!' তাড়া দিল রানা। বিশাল কপ্টারের নীচে ক্রল করছে।

সাত ফুট যেতেই মেঝের ভিতর বড় চৌকো গ্রিল দেখল। ওটা সহজেই উঠে এল। নীচে চওড়া এয়ার ভেন্ট। স্টিল দিয়ে তৈরি, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে অনেক নীচে। ভিতরে শুধু অন্ধকার।

'এসো!' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে নির্দেশ দিল রানা।

ঠিক তখনই মেরিন ওয়ানের নীচে একটা ধাতব প্যানেল খুলে গেল। আরেকটু হলে চাপা পড়ত রানা। এক সেকেণ্ড পর ওর

পাশে ধুপ করে নামল কে যেন। তার হাতে এম-১৬। অস্ত্র তাক করেছে রানার কপালের দিকে।

'ধুশ্‌শালা! আপনি, স্যর!' এইমাত্র কপ্টারের ইমার্জেন্সি এস্কেপ হ্যাচ খুলে উদয় হয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। চট্ করে তিশাকে দেখে নিল। 'সত্যিই হ্যাপি বার্থডে, কী বলো?' রূপসী মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল সে এমপি-১০ মেশিন পিস্তল'। 'আর, স্যর, আমি দুঃখিত, আপনার জন্য কিছু দিতে পারছি না। কপ্টারের বেসিক আর্মস কেবিনেটে আর কিছুই নেই। সামনের আর্মারিতে বহু কিছুই থাকবে। কিন্তু ওটার চাবি মেরিন কর্নেল পাইলট বা তার কো-পাইলটের কাছে।'

'লাগবে না,' বলল রানা। 'এখন প্রথম কাজ এখান থেকে সরে যাওয়া। কোথাও গিয়ে জড় হতে হবে। তারপর বুঝতে হবে, কীভাবে এদেরকে মোকাবিলা করা যায়। ...এবার নেমে পড়ো সবাই এদিক দিয়ে।'

'টেলিভিশনে কিছু দেখেছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত। ভেন্টের পাশে থেমেছে সে।

চওড়া পাইপের ভিতর প্রথমে নেমে গেল তিশা ও বৈজ্ঞানিক। পাইপের দু'দিকের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে পিছলে নামছে।

'কিছুই দেখিনি,' বলল রানা। 'গুলি এড়াতে ব্যস্ত ছিলাম।'

নিশাতের পর পাইপে নেমে পড়ল রানা।

'তা হলে অনেক কিছু বলার আছে আমার,' বলল নিশাত।

আগে কখনও এত দ্রুত চলতে হয়নি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে। মেঝে প্রায় স্পর্শ করছে না তাঁর দুই পা।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা ঝড়ের গতিতে কমন-রুমের ভিতর ঢুকতেই তাঁর নয়জনের প্রটেকটিভ ডিটেইল পাল্টা গুলি শুরু করেছিল।

দেরি না করে প্রেসিডেন্টের সামনে ডিফেন্সিভ পজিশন নিয়েছে তাদের চারজন। এক পলকে কোটের ভিতর থেকে বের করেছে উযি সাবমেশিনগান। ওগুলো প্রতি মিনিটে ছয় শ' রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। জোরালো গুঞ্জন শুরু করেছিল আগ্নেয়াস্ত্রগুলো।

সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের অন্য পাঁচজন ক্র্যাশ-ট্যাকল করেছে প্রেসিডেন্টকে, প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে কাছের ফায়ার এস্কেপের ভিতর। নিজেদের শরীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাঁকে।

পিছনে দড়াম করে আটকে দিয়েছে ফায়ার স্টেয়ারের ধাতব দরজা। কিন্তু তার আগে ওরা দেখেছে, নানাদিকের কাউচে, দরজা বা কাবার্ডের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। দু'জন দু'জন করে লিপ-ফ্রগ করে সামনে বাড়ছে। এরই ভিতর ছেঁড়া পুতুলের মত লুটিয়ে পড়েছে সিক্রেট সার্ভিসের চার এজেন্ট। পিছনে উযির আর কোনও আওয়াজ নেই। থাকবার কথাও নয়।

মিনিটে ছয় শ' রাউণ্ড গুলি করে উযি, কিন্তু বেলজিয়ামের এফএন হার্সটাল কোম্পানির পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল প্রতি মিনিটে নয় শ' রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। গোলচে হ্যাণ্ড গার্ডের ভিতর ব্লোব্যাক সিস্টেম, ব্যারেলের উপরে থাকে এক শ' রাউণ্ডের ম্যাগাযিন। ওটা যেন সায়েন্স ফিকশন সিনেমা থেকে ধার নেয়া কিছু।

'সিঁড়ি বেয়ে নীচে! জলদি!' চিরে গেল স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গের কণ্ঠ। ফায়ার ডোরের ওদিকে লাগছে অসংখ্য বুলেট। 'অন্য দিকের একসিট!'

প্রেসিডেন্টকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে নামতে শুরু করল অবশিষ্ট সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। একেকবারে সিঁড়ির চার ধাপ পার করছে। বাঁক ঘুরে তীরের মত নামছে। প্রেসিডেন্ট ছাড়া অন্য সবার হাতে উযি, সিগ সাওয়ার এবং অন্যান্য অস্ত্র।

প্রেসিডেন্টের মনে হচ্ছে ওঁকে দুধভাত করা হয়েছে এই খেলায়, বোকার মত দৌড়ে চলেছেন এদের সঙ্গে। পিছনে তেড়ে আসছে বডিগার্ডরা।

'অ্যাডভান্স টিম *টু*! কাম ইন!' দৌড়ের ফাঁকে কবজির মাইক্রোফোনে চেঁচাল ওয়েইনডেনবার্গ।

ওদিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

'অ্যাডভান্স টিম *ওয়ান*! কাম ইন! আমরা স্যরকে নিয়ে একসিট ওয়ানের সামনে পৌঁছে যাচ্ছি। আমাদেরকে জানান ওটা খোলা আছে কি না।'

কারও কোনও জবাব এল না।

•

মেইন হ্যাঙারে লেখক-টু খবিরের মনে হচ্ছে, ও আছে নরকের ভিতর। চারপাশের মেঝেতে এসে লাগছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। ঝরঝর করে মাথার উপর পড়ছে ভাঙা কাঁচ।

মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে উত্তরদিকের দালানের বাইরে আটকা পড়েছে ও। অফিসের কোনা এবং হ্যাঙারের আর্মার্ড দরজার ফাঁকে প্রায় গুঁজে আছে দু'জন। কিছুক্ষণ আগে বুলেটের আঘাতে ভেঙে পড়েছে জানালা, তখন ওখান থেকে ঝাঁপিয়ে বাইরে এসেছে। পরক্ষণে অফিসের ভিতর গিয়ে ঢুকল প্রেডেটর মিসাইল।

হ্যাঙারের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিরিশজন কমাণ্ডো। প্রতিটা পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত। ঝড়ের গতিতে সরছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কপ্টারগুলো এড়িয়ে বাঁক নিচ্ছে, টপকে যাচ্ছে লাশ। কাঁধে উদ্যত রাইফেল, ব্যারেল বরাবর চোখ।

হ্যাঙারের উল্টো পাশে চাইল খবির। ওদিকের কাঁচ ঢাকা অফিস থেকে ছিটকে বেরুতে শুরু করেছে হোয়াইট হাউসের

সদস্যরা। সংখ্যায় দশজন হবে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। পাগলের মত চারপাশ দেখছে। তাদের কেউ জানে না এখন কী করা উচিত।

এতক্ষণ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল পুবে অবস্থান নেয়া নাইন্থ স্কোয়াড্রন। এইমাত্র অফিস থেকে বেরিয়েছে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা, জায়গায় দাঁড়িয়েই ঝাঁঝরা হয়ে গেল সবাই। মেয়েদেরকেও দয়া করা হলো না। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট লাগতেই থরথর করে কেঁপে উঠল দেহ, পরক্ষণে ছিটকে পড়ল পিছনে মেঝেতে।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনল খবির, মুখ তুলে চাইল। এইমাত্র উত্তরদিকের দালানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক লোক, প্রচণ্ড রাগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাতে নিকেল-প্লেটেড বেরেটা। পিস্তল তুলেই গুলি শুরু করল সে। অবশ্য, এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো তার বুক। ছিটকে বেরুল টকটকে লাল রক্ত। একইসময়ে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দুই কমাণ্ডো গুলি করেছে তাকে।

এক মুহূর্ত কাঁপল লোকটার দেহ, তার আগেই মারা পড়েছে। ছিটকে পিছনে চলে গেল লাশ, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ল হুড়মুড় করে।

'একেই বলে গুরুতর পরিস্থিতি!' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল গায়ক। 'এখান থেকে বেরুবার কোনও পথ নেই!'

'ওদিকটা দেখো!' হ্যাঙারের উত্তরদিকের রেগুলার এলিভেটার দেখাল খবির। 'ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু ওখানে যাব কী করে?'

'আমরা গাড়ি চালিয়ে রাজার মত যাব,' বলল খবির। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল মস্ত এক সাদা টোয়িং ভেহিকেল। ওটার লেজে প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টার— নাইটহক টু। কিন্তু ওখানে যেতে হলে

মাঝের দশ গজ পেরুতে হবে।

এয়ার বেস যিরো নাইনের কন্ট্রোল রুমে ব্যস্ত হয়ে কথা বলছে চারজন রেডিয়োম্যান।

'...কোবরা উইনিট, উত্তর দালানের কাছের শত্রুদের শেষ করুন। তারপর...'

'...প্রেসিডেনশিয়াল ডিটেইলের পিছু নিয়েছে পাইথন ইউনিট। পুব দিকের সিঁড়ি বেয়ে...'

'...ওয়াং ইউনিট, মেইন হ্যাঙার থেকে সরতে শুরু করুন। এইমাত্র দেখলাম, চারজন মেরিন রওনা হয়েছে প্রাইমারি এয়ার ভেন্ট লক্ষ্য করে। তাদেরকে...'

'...ক্রেট ইউনিট, ধৈর্য ধরুন, আগের জায়গায় থাকুন...'

'তাই, আপা? প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বসিয়েছে?' খাড়া ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে সাবধানে নামছে রানা। রুপালি স্টিলের দেয়ালে চেপে রেখেছে দুই পা ও হাত।

পনেরো ফুট নীচে তিশা ও বৈজ্ঞানিক। ওদের মনে হচ্ছে, নরকের দিকে চলেছে। অনেক নীচে শুধু হাঁ করা অন্ধকার।

'যদি হার্ট বন্ধ হয়, ওইসব এয়ারপোর্টের বোমা ফাটবে, আমেরিকার বড় বড় শহর মিশে যাবে ধুলায়,' বলল নিশাত।

'তাই?' ছোট্ট করে বলল রানা।

'প্রতি নব্বুই মিনিটে একবার করে ফুটবলের টাইমার রিসেট করতে হবে। তা যদি না করা যায়, তা হলেও সেই বুম!'

'প্রতি নব্বুই মিনিট?' ডিজিটাল ক্যাসিয়ো ঘড়িতে টাইমার চালু করল রানা। ৮৫:০০ মিনিট থেকে টিকটিক শুরু করেছে টাইমার।

৮৫:০০...

৮৪:৫৯...

৮৪:৫৮...

হঠাৎ উপরে জোরালো খট-খটাং আওয়াজ শুনল রানা। ঝট করে মুখ তুলে চাইল ওদিকে।

তালা লেগে গেল কানে।

চারপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একপশলা গুলি।

'কাঁধে লেগে ছিটকে গেছে একটা,' রেগে গিয়ে বলল নিশাত। সাধারণ পোশাকের নীচে মেরিনদের আর্মার পরেছে।

একই কাজ করেছে রানা, তিশা ও খবির।

আবারও উপরে চাইল রানা। খাড়া শাফটের নীচের দিকে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেলের ব্যারেল তাক করেছে এক লোক। তাকে দেখা গেল না। তবে ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরেছে তার আঙুল।

নানাদিকে ছুটছে বুলেট।

'স্যর!' দশ ফুট নীচ থেকে বলল তিশা। প্রধান শাফট থেকে সমান্তরাল ছোট এক টানেল পেয়ে ঢুকে পড়েছে। বসে আছে গুটিসুটি মেরে। 'স্যর, এখানে নেমে আসুন!'

'আপা! জলদি! নামুন!' তাড়া দিল রানা।

পাইপের দেয়াল থেকে হাত-পা সরিয়ে নিয়েছে নিশাত ও রানা, সরসর করে নামতে শুরু করেছে খাড়া শাফটের ভিতর দিয়ে।

হুশ্ করে নেমে এল ওরা পাঁচ ফুট নীচে। আবারও পাইপের দেয়ালে চার হাত-পায়ের চাপ তৈরি করল।

সরু, খাড়া পাইপে বিঈং-বিঈং আওয়াজ তুলে পিছলে যাচ্ছে বুলেট।

দু' সেকেণ্ড পর সমান্তরাল টানেলে পৌঁছে গেল নিশাত। দেরি না করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কিন্তু বেকায়দাভাবে পিছলে গেছে রানা। সাঁৎ করে পেরিয়ে

গেল ফোকর। অবশ্য শেষ মুহূর্তে দুই হাত তুলে খপ্ করে ধরে ফেলেছে টানেলের মুখ।

শত শত ফুট নীচে রানার জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যু!

ওদিকে সমান্তরাল টানেলে ঘুরে বসেছে নিশাত, বুঝে ফেলেছে পিছনে স্যর আসছেন না।

খপ্ করে রানার দুই কবজি ধরল সে, পিছাতে শুরু করেছে। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে টানেলের ভিতর তুলে আনল রানাকে।

দু' সেকেণ্ড পর কী যেন নেমে গেল প্রধান শাফট ধরে।

খাড়া শাফটের ভিতর র‍্যাপলিং দড়ি ফেলেছে কেউ!

এবার নেমে আসবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

সমান্তরাল টানেলে উঠে দাঁড়াল রানা ও নিশাত, ঘুরেই দেখল দৌড় শুরু করেছে তিশা। ওর পিছনে বৈজ্ঞানিক।

রুপালি রঙের টানেল বড়জোর পাঁচ ফুট ব্যাসের। পিঠ-কুঁজো বুড়ির মত দৌড় শুরু করেছে নিশাত ও রানা।

সামনে বাঁক নিয়েছে টানেল।

পাখির মত উড়ে চলেছে তিশা, উপরে আলো দেখতে পেল, ছুটবার গতি আরও বাড়ল ওর। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে যেতে চাইল। তাল সামলে নিতে চাইছে দু'পাশের দেয়াল ধরে।

আরেকটু হলে ওর পিঠে হুমড়ি খেত বৈজ্ঞানিক। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিল সে।

সত্যি যদি ধাক্কা লাগত, অনেক নীচে গিয়ে ছিটকে পড়ত ওরা। এক শ' আশি ফুট নীচে মেঝে।

'এই মরণ টানেল বানিয়েছে কোন্ চুতিয়া...' বিড়বিড় করল বৈজ্ঞানিক।

'তোমরা আবার থামলে কেন?' পিছন থেকে জানতে চাইল নিশাত। এইমাত্র পেরিয়ে এসেছে বাঁক। দুই সেকেণ্ড পর বলল

'আরিব্বাপরে...'

পিছনে থেমে গেছে রানা। একপাশ থেকে উঁকি দিল।

এই টানেল গিয়ে মিশেছে মেইন এলিভেটার শাফটে।

ওদের সামনে দুই শ' ফুট চওড়া ধূসর সিমেন্টের দানবীয় এক খাদ।

সরাসরি সামনে চাইতে দেখা গেল, ওদিকে স্টিলের বিশাল এক দরজা। কালো রঙে লেখা: ওয়ান। ওটা কোনও ধরনের হ্যাঙারের দরজা।

প্রায় দুই শ' ফুট নীচে চতুর্থতলায় থেমেছে চওড়া হাইড্রলিক এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

'এখন যদি মেরিনদের ম্যাগহুক থাকত,' আফসোস করল নিশাত।

ম্যাগহুক একধরনের গ্র্যাপলিং হুক। সঙ্গে থাকে হাই-পাওয়ার্ড ম্যাগনেট। মেরিন রিকন ইউনিট এ জিনিস ব্যবহার করে কঠিন মিশনে।

'নাইটহক টু-তে কয়েকটা আছে,' বলল তিশা।

'তাতে কাজ হতো না,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'মাঝের দূরত্ব অনেক বেশি। ম্যাগহুকের দড়ি বড়জোর দেড় শ' ফুট যায়। আর এই খাদ কমপক্ষে দুই শ' ফুট।'

'ভেবেচিন্তে কিছু বের করতে হবে,' বলল তিশা। ঘুরে চাইল রানার দিকে।

পিছনে সরসর আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। নেমে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

কংক্রিটের প্রকাণ্ড খাদের দিকে চেয়ে আছে রানা। নিয়মিত ব্যবহার করা হয়, ভাবছে। কালিঝুলি ও গ্রিজ লাগানো।

পাথুরে দেয়াল জুড়ে নালার মত কী যেন। গভীরতা বড়জোর ছয় ইঞ্চি, প্রকাণ্ড এলিভেটার শাফট পুরো ঘুরে নেমেছে। ওদিকে

চেয়ে আছে রানা। এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম নামতে-উঠতে যাতে সমস্যা না হয়, কাজেই তার এবং কেবল গেছে এসব নালার ভিতর দিয়ে।

কিন্তু আপাতত এসব জেনে কোনও লাভ হবে না।

এখান থেকে সরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

ধুম! ধুম! ধুম! ধুম!

চরকির মত ঘুরে গেল রানা। ধাতব মেঝের উপর জোরালো আওয়াজ তুলছে ভারী বুট।

ক্রস-টানেলের মুখ থেকে ছুটে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

দশ

এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা কুঁজো হয়ে তেড়ে যাচ্ছে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। দলে চারজন তারা, পরনে কালো কমব্যাট গিয়ার: হেলমেট, গ্যাস মাস্ক ও বডি আর্মার।

এ দলের জানা নেই কোন্ ক্রস-টানেলে ঢুকেছে শত্রু। প্রধান শাফট বেয়ে অন্য লেভেলের টানেল খুঁজতে গেছে ইউনিটের অন্যরা।

এই ক্রস-টানেলের বাঁক ঘুরল সামনের দুই কমাণ্ডো। ওখানেই থমকে গেল তারা।

একটু দূরে শেষ হয়েছে ভেন্ট। ওপাশে বিশাল এলিভেটারের শাফট। ফাঁকা পড়ে আছে টানেলের শেষ অংশ। কেউ নেই।

এখানে আসেনি শত্রুরা।

ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট কোথাও গেলে, অনেক আগেই কমপক্ষে তিনটি একসিট রুট খুঁজে বের করে সিক্রেট সার্ভিস। যাতে প্রয়োজনে সেসব রুট ব্যবহার করে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নেয়া যায়।

তার পরও যে বিপদ হয় না, তা নয়। ইরাকের এক সাহসী সাংবাদিক জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের দিকে।

অবশ্য, এসব ছোটখাটো সমস্যা।

কিন্তু বড় শহরের হোটেলে গেলে কমপক্ষে কয়েকটা দিক কাভার করতে হয়। যেমন: পিছন দরজা, কিচেন এন্ট্র্যান্স, বা ছাতের দরজা।

সিক্রেট সার্ভিস আগেই এয়ার বেস যিরো নাইনে দুটো অ্যাডভান্স টিম পাঠিয়েছে। তাদের কাজ নির্দিষ্ট একসিট পাহারা দেয়া। প্রয়োজন পড়লে ওদিক দিয়ে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নেবে।

তাদের আজকের একসিট রুট রয়েছে এই বেসের নীচতলায়। ওটা লেভেল সিক্স-এ। ওদিকে রয়েছে আট শ' গজ দৈর্ঘ্যের ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট। ওটা গিয়ে উঠেছে মরুভূমির ভিতর। পিছনে পড়ে থাকবে নিচু পাহাড় ও এয়ার বেস।

বেসের লেভেল সিক্স-এ ছিল প্রথম সিক্রেট সার্ভিস অ্যাডভান্স টিম।

ওদিকে ভেন্টের মুখে ছিল মরুভূমির ভিতর দ্বিতীয় দল।

এখন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ফায়ার স্টেয়ার বেয়ে নীচে নামছে পাঁচজনের ডিটেইল। চারপাশ দিয়ে ছুটছে তপ্ত বুলেট। দৌড়ের ফাঁকে পাল্টা গুলি পাঠাচ্ছে সিক্রেট এজেন্টরা।

পিছনে তেড়ে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। পাইথন ইউনিটের নেতৃত্বে আছে জন স্কল্ট।

একটা ফায়ারডোরের সামনে পৌঁছে গেল সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল।

দরজার উপর লেখা:

লেভেল ৪: ল্যাবোরেটরি ফ্যাসিলিটি।

দরজা পাশ কাটাল সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। আবারও নামতে শুরু করেছে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে। পরের লেভেলে নেমে এল। পাশে আরেকটা দরজা।

উপরে বড় করে লেখা:

লেভেল পাঁচ: অ্যানিমেল কনটেইনমেন্ট এরিয়া
নো এন্ট্রি
দিস ডোর ফর ইমার্জেন্সি ইউয ওনলি।
এন্টার ভায়া এলিভেটার অ্যাট আদার এণ্ড অভ ফ্লোর

এই দরজাও পাশ কাটিয়ে উড়ে নামছে সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল। বাছুরের মত্ত করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে প্রেসিডেন্টকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেয়ারওয়েলের নীচে পৌঁছে গেল তারা।

একটু দূরের দরজায় লেখা:

লেভেল ছয়:
এক্স-রেল স্টেশন।

এখন সবার আগে ছুটছে স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ। দরজার সামনে পৌঁছে গেল সে, জোর টান দিয়ে খুলে ফেলল কবাট। ঠিক তখনই এল অজস্র গুলি!

ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ওয়েইনডেনবার্গের মুখ-বুক। স্টেয়ারওয়েলের ভিতর ছিটকে ফিরে এল লাশ হয়ে। তার পিছনের লোকটার কপাল বিস্ফোরিত হলো।

জেসিকা গোল্ডিং নামের এক তরুণী এজেন্ট ঝাঁপিয়ে সামনে বাড়ল, দড়াম করে বন্ধ করে দিল লোহার দরজা। তার আগে ভীতিকর দৃশ্য দেখেছে সে। এই কমপ্লেক্সের নীচতলায় সাবওয়ে স্টেশন। দরজার কাছেই অতি চওড়া রেললাইন। পাশে কোমর সমান প্ল্যাটফর্ম। ওখানে শুয়ে ফায়ার এস্কেপের দরজা লক্ষ্য করে পি-৯০ দিয়ে গুলি করছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

তার চেয়েও বড় কথা, তাদের সামনে প্ল্যাটফর্মে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সিক্রেট সার্ভিসের নয়জন এজেন্ট। কোনও সুযোগ না দিয়েই খুন করা হয়েছে অ্যাডভান্স টিমের সবাইকে।

ফ্যাকাসে মুখে ঘুরে চাইল স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং।

'জলদি!' হাঁফ ধরা স্বরে তাড়া দিল। 'আবারও উপরে উঠতে হবে!'

মেইন হ্যাঙারে কন্ট্রোল রুমে বলে উঠল এক রেডিয়োম্যান, '...প্রতিটি ইউনিট, সতর্ক থাকুন। শত্রুদের সঙ্গে লড়তে শুরু করেছে ক্রেন্ট ইউনিট। আবারও বলছি, ক্রেট ইউনিট লড়ছে শত্রুদের বিরুদ্ধে...'

শ্বাস আটকে ফেলেছে রানা। বিন্দুমাত্র নড়ছে না। মনে মনে নিজেকে বলে চলেছে: কোনও আওয়াজ যেন না হয়! খবরদার! কমাণ্ডোরা একবার কিনারায় এসে উঁকি দিলেই...

এলিভেটারের বিশাল খাদের ভিতর, ক্রস-টানেলের মুখ থেকে তিনফুট নীচে রানা, দুই হাতের আঙুলের জোরে কেবলের নালার কিনারা ধরে ঝুলছে।

মাত্র ক' সেকেণ্ড আগে নেমে এসেছে প্রায় টিকটিকির মত করে।

এখন ক্রস টানেলের বাঁকে থেমেছে চারজন সশস্ত্র কমাণ্ডো।

ঘাড় কাত করে চাইল রানা। ওর মত করেই কেবলের নালা ধরে ঝুলছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, লেফটেন্যান্ট তিশা করিম ও মেরিন সোলজার বৈজ্ঞানিক।

উপর থেকে আওয়াজ পেল ওরা।

হেলমেট মাইকে বলে উঠল নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো, 'ওয়াং সিক্স, আমি ওয়াং টু, ওরা লেভেল ওয়ানের ক্রস-ভেন্টে নেই। আমরা ফিরছি।'

ভারী বুটের পদধ্বনি শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর বুটের কোনও আওয়াজ থাকল না।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা।

'এবার কী, স্যর?' জানতে চাইল বৈজ্ঞানিক।

'এবার ওদিকে,' স্টিলের প্রকাণ্ড হ্যাঙার ডোরের দিকে থুতনি তাক করল রানা। ওটা এলিভেটার শাফটের আরেক দিকে।

'তুমি তৈরি?' গুলির বিকট আওয়াজের উপর দিয়ে বলল খবির।

গায়ক মাইকেল জ্যাকসন মাথা দোলাল। 'রেডি!'

দশগজ দূরে সাদা বড়সড় ভলভো টোয়িং ভেহিকেলের দিকে চাইল খবির।

ওই মেশিনের পিছনে নাক গুঁজেছে নাইটহক টু। অতিরিক্ত বড় চাকাওয়ালা নিচু গাড়িটার কেবিনে বসতে পারে দু'জন। যানটা দেখতে ঠিক বিশাল এক তেলাপোকার মত। দুনিয়াজুড়ে এয়ারপোর্টের কর্মীরা ওটার নাম দিয়েছে: কক্‌রোচ।

নাইটহক টু বা তেলাপোকা তাক করা আছে হ্যাঙারের বন্ধ দরজার দিকে। একটু আগে ভয়ঙ্কর আওয়াজে নেমে এসেছে

প্রকাণ্ড টাইটেনিয়াম কবাট।

দুটো নিকেল-প্লেটেড বেরেটা উঠে এসেছে খবিরের হাতে। একটা নিজের, অন্যটা সংগ্রহ করেছে কাছে পড়ে থাকা এক মৃত মেরিনের কাছ থেকে। জ্যাকসনের উদ্দেশে চেঁচাল ও, 'তুমি স্টিয়ারিঙে থাকবে! অন্যদিকের দরজা দিয়ে ঢুকব আমি!'

'জো হুকুম, হুজুর!'

'দৌড় দাও! এক্ষুণি!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা, ছিটকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, উড়ে চলেছে তেলাপোকা লক্ষ্য করে।

ওদের পায়ের পিছনে মেঝেতে লাগছে একসারি বুলেট, খামচি দিয়ে তুলে নিতে চাইছে বুটের গোড়ালি।

প্রায় ডাইভ দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল গায়ক, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

যাত্রী সিটের দিকে ছুট দিয়েছে খবির, কিন্তু সামনে থেকে একপশলা গুলি আসতেই বুঝে গেল, দরজা খুলে সিটে উঠতে পারবে না। আর কোনও উপায় না দেখে ডাইভ দিল নিচু গাড়ির সমতল ছাতে। ওর কণ্ঠ চিরে আওয়াজ বেরোল: 'জ্যাকসন! রওনা হও!'

ইগনিশনের চাবির কান মুচড়ে দিয়েছে বাজে গায়ক। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ছয় শ' হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন। গিয়ার ফেলেই অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল মেঝেতে।

কিঁচ্-কিঁচ্ আওয়াজ তুলে পিছলে গেল টোয়িং ভেহিকেলের রাবারের চাকা, ছিটকে সামনে বাড়ল গাড়িটা। সোজা চলেছে আর্মার্ড দরজা লক্ষ্য করে। পিছনে টেনে নিল বিশাল সিএইচ৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন ট্র্যান্সপোর্ট নাইটহক টু কপ্টারটাকে।

মেইন হ্যাঙারে রয়ে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের বিশজন কমাণ্ডো, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল তারা, অস্ত্র হাতে তেড়ে আসছে

দ্রুতগামী তেলাপোকার দিকে। তাদের সুপারচার্জড্ বুলেট এসে লাগছে ভলভো গাড়ির পাশে।

বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল সার্জেন্ট বাটারফিল্ড, দ্রুত বাঁক নিতে শুরু করেছে গাড়ি। সোজা চলেছে কাঁচ ঢাকা দক্ষিণ দালান লক্ষ্য করে।

গাড়ির ছাতে এক হাঁটুর উপর ভর করে উঠে বসল সার্জেন্ট খবির। ছুটে আসা নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে গুলি শুরু করেছে দুই পিস্তল থেকে।

এক সেকেণ্ড পর বুঝল, পিস্তল দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। এয়ার ফোর্সের ঘাতক সংখ্যায় অনেক। ওর মনে হলো, গোলিয়াথ বা এক ব্যাটারি প্যাট্রিয়ট মিসাইলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে ডেভিডের মত গুলতি হাতে। ঝট্ করে তেলাপোকার কেবিনের পিছনে বসে পড়ল। ওদিক থেকে আসছে অজস্র গুলি।

'শালার কপাল!' কেবিনের ভিতর জোরে বলে উঠেছে বাটারফিল্ড।

মুখ তুলে চাইল খবির।

তিরিশ গজ দূরে ওই যে একাকী কমাণ্ডো! ঠিক ওদিক দিয়ে ছুটবে গাড়ি! তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু লোকটা কাঁধে তুলে নিয়েছে প্রেডেটর অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার!

এক সেকেণ্ড পর ট্রিগার টিপে দিল লোকটা।

লঞ্চারের মুখ দিয়ে ভুস্ করে বেরুল ধোঁয়া, ব্যারেলের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ছোট সিলিণ্ডারের মত কী যেন। গতি অস্বাভাবিক। বাষ্পের মত ধোঁয়া পিছনে ফেলে রেখার মত আসছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল বাটারফিল্ডের হাতে, একমাত্র করণীয় যা ছিল তাই করল— বনবন করে বামে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল।

বাঁক নিতে শুরু করেছে বিশাল ভলভো টোয়িং ভেহিকেল,

ডানদিকের চাকাগুলো মেঝে ছাড়ল। কয়েক মুহূর্ত মনে হলো গাড়ি সোজা গিয়ে পড়বে এলিভেটার শাফটের ভিতর।

এখনও বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। জোরালো কিঁচ-কিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকা। আবারও উত্তরদিকে ফিরছে গাড়ি। পাশে গভীর শাফট রেখে পেরিয়ে গেল। আরেকদিকে প্রেসিডেন্টের মেরিন ওয়ান।

কিন্তু নাইটহক টু-র কপাল অত ভাল নয়।

টোয়িং ভেহিকেলের পিছনে টলতে টলতে ছুটছিল ওটা। বাটারফিল্ড হঠাৎ মোড় নিতে শুরু করতেই সোজা কপ্টারের রিইনফোর্স্ড্ কাঁচওয়ালা ককপিটে গিয়ে লাগল রকেট।

দৃশ্যটা হলো দেখবার মত।

মাত্র এক সেকেণ্ডে সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়নের সামনের অংশ বিস্ফোরিত হলো। পিছনের এলাকা ভরে উঠল অসংখ্য কাঁচের টুকরোয়। মুচড়ে গেল ধাতব দেহ। গোল ককপিটের ভিতর রইল বিশাল এক কালো গর্ত!

রকেটের আঘাতে ভেঙে পড়েছে কপ্টারের নাকের নীচে ল্যাণ্ডিং হুইল। নাক ঘষ্টে টোয়িং ভেহিকেলের পিছু পিছু আসছে বিধ্বস্ত কপ্টার। ওটার নাকের ঘষায় মেঝে থেকে উঠতে শুরু করেছে হলুদ-নীল-সবুজ-লাল ফুলকি।

'জ্যাকসন!' চেঁচিয়ে উঠল খবির। 'এলিভেটারের দিকে যাও! রেগুলার এলিভেটার!'

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে চলেছে দ্রুতগামী তেলাপোকা, পিষে গিয়ে মরবার আগেই ডাইভ দিয়ে সরে গেল সামনের কমাণ্ডোরা। মোড় নিতে গিয়ে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে গায়ক।

অবশ্য, ডানদিকে দেখতে পেয়েছে এলিভেটারের দরজা। দেরি না করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে বাটারফিল্ড। এবার সাড়া দিল তেলাপোকা, ডানদিকে বাঁক নিচ্ছে। এলিভেটার

শাফটের কিনারার কাছে গিয়েও ঘুরে গেল। এক সেকেণ্ডের জন্য খবির দেখল, ওদিকে বিশাল এক শূন্যতা।

অনেক নীচে কিছুই নেই!

তিন সেকেণ্ড পর পিছনে বিধ্বস্ত কপ্টার নিয়ে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল তেলাপোকা।

ওরা চলে এসেছে হ্যাঙারের উত্তরদিকের এলিভেটারের পাশে।

ভলভোর ছাত থেকে লাফ দিয়ে নামল খবির, লিফটের বাটন টিপে দিল। এক মুহূর্ত পর ওর পাশে হাজির হলো বাটারফিল্ড। আর ঠিক তখনই ওরা চোখের কোণে দেখল, ছেড়ে আসা ভলভোর ছাতে উঠে পড়েছে দুই লোক, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

চরকির মত ঘুরে গেল খবির, পিস্তল তুলেই চাপ দিতে শুরু করেছে ট্রিগারে।

'আরে বাবা দাঁড়াও-দাঁড়াও!' মাথার উপর পিস্তল তুলল দু'জনের একজন।

'গুলি কোরো না, সার্জেণ্ট,' শান্ত স্বরে বলল দ্বিতীয়জন। 'আমরা তোমাদের দলের লোক।'

ট্রিগারের উপর থেকে চাপ সরাল খবির।

ছাত থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল দুই মেরিন।

প্রথমজন সার্জেণ্ট রেড গ্র্যাণ্ট, ভয়ানক কুৎসিত এক লোক। মোটা জোড়া-ভুরু, খুদে দুই চোখ, সিঙাড়ার মত গোল নাক, বেশিরভাগ সময় এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত হাসি থাকে তার। নাটবল্টুর মত গাঁট্টাগোট্টা ও খাটো। কোনও মেয়ে ঘুরেও চায় না ওর দিকে, কিন্তু মেরিন দলে ঠাট্টা করে তার নাম রাখা হয়েছে: 'বিজয়ী প্রেমিক'। সংক্ষেপে 'প্রেমিক'।

মাইকেল জ্যাকসন ওরফে রিক বাটারফিল্ড এবং সে একই বয়সী। একইসঙ্গে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। দারুণ দোস্তি

দু'জনের।

প্রেমিকের ঠিক উল্টো দ্বিতীয় মেরিন। দীর্ঘ, সুদর্শন, নাম গ্রেগ ক্লেটন। পঁচিশ বছর বয়সী এক ক্যাপ্টেন। বুদ্ধিমান ও যুদ্ধে কৌশলী। নিয়মিত প্রোমোশন পাচ্ছে। তার চেয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন লেফটেন্যান্টকে টপকে ক্যাপ্টেন হয়েছে। আড়ালে তাকে ডাকা হয়: 'রুপা অ্যাড'। দেখতে নায়কের মত বলে নয়, ইণ্ডিয়ান রুপা আণ্ডারওয়্যারের বিজ্ঞাপনের লোকটার সঙ্গে তার চেহারায় অনেক মিল।

'হায় যিশু, রিক,' বলল প্রেমিক। 'এমন ড্রাইভিং কোথা থেকে শিখলে?'

'আমার বাপের কাছ থেকে। তোমরা কোথা থেকে এলে?' জানতে চাইল জ্যাকসন।

'আবার কোথায়, হাঁদা! আমরা ছিলাম নাইটহক টু-র ভিতর! মিসাইল আসছে দেখেই ঝাঁপ দিয়েছি। তার আগে লুকোচুরি ভালই লাগছিল। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে ফেললে মিসাইলের মুখে। তখন...'

চমকে থেমে গেল সে। ওদের মাথার উপরের দেয়ালে লেগেছে অন্তত দশটা গুলি।

চওড়া হ্যাঙারের ভিতর তেড়ে আসছে কোবরা ইউনিটের দশজন কমাণ্ডো।

'এখানে আসার আগে নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা ছিল তোমার, সার্জেন্ট?' খবিরকে বলল ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

ঠিক তখনই নিঃশব্দে খুলে গেল লিফটের ধাতব দরজা। কপাল ভাল, ভিতরে শত্রুদের কেউ নেই।

'এটাতে করে নীচে নামব,' বলল খবির। 'এটাই ছিল প্ল্যান।'

'ভাল প্ল্যান,' সায় দিল ক্যাপ্টেন।

হুড়মুড় করে এলিভেটারের ভিতর উঠে পড়ল ওরা সবাই।

সরে গিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে থামল খবির। টিপে দিল ডোর ক্লোজ বাটন।

দু'পাশের কবাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। কিন্তু হিস্ আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল একটা বুলেট, বিঁধল পিছন-দেয়ালে।

'জলদি করো তো, বাপু!' তাড়া দিল গায়ক।

ওদের মনে হলো অতি ধীরে বন্ধ হচ্ছে দরজা।

বাইরে তেলাপোকার ছাতে বুটের ধুপধাপ আওয়াজ। খটাং করে অ্যাসল্ট রাইফেলের বোল্ট টানা হলো। এবার...

এক সেকেণ্ড পর বুজে গেল দু'পাশের কবাট। ওপাশে এসে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট।

নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে এলিভেটার।

শুধু দশ আঙুলের জোরে অনেক বেশি সময় লাগছে ওদের। কেবলের অগভীর নালা ধরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরছে।

গভীর এলিভেটারের শাফট পাড়ি দিতে হবে।

দেয়ালে ওরা যেন টিকটিকি।

সমান্তরাল নালা ধরে একসময় পৌঁছে গেল ওদিকের চওড়া হ্যাঙার-ডোরের সামনে।

ডানহাতে ঝুলছে রানা, বামহাতে হ্যাঙার-ডোরের কন্ট্রোল প্যানেলের বাটন টিপল। গুড়গুড় আওয়াজ ছাড়ল স্টিলের প্রকাণ্ড দরজা। উপরের দিকে খুলছে কবাট।

সবার আগে সমান মেঝেতে উঠে এল রানা, ঝট করে বের করেছে পিস্তল। চারদিক দেখে নিল, আশপাশে শত্রু-সেনা নেই। ঘুরে দাঁড়াল, একে একে অন্যদেরকে উঠে আসতে সাহায্য করল।

প্রায় একইসময়ে ঘুরে চাইল ওরা গভীর গহ্বরের দিকে।

'ওরে বাপরে!' আস্তে করে শ্বাস ফেলল নিশাত।

অনেক নীচে শুধু অন্ধকার!

'কবর থেকে উঠে এলাম,' নিচু স্বরে বলল তিশা।

'এসো,' তাড়া দিল রানা। পিস্তলের বাঁট শক্ত করে ধরেছে।

সামনে বিশাল কোনও গুহা যেন, আসলে প্রকাণ্ড এক পাতাল এয়ারক্রাফট হ্যাঙার।

এয়ার বেস যিরো নাইনের মেইন হ্যাঙার। কন্ট্রোল রুমের ভিতর চলছে অসংখ্য সাদা-কালো মনিটর। প্রতিটি পর্দায় একটা করে দৃশ্য। সবই পাতাল কমপ্লেক্সের।

একটা মনিটরে দেখা গেল: সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠছে জেসিকা গোল্ডিং এবং প্রেসিডেন্ট।

দ্বিতীয় মনিটরে অন্য দৃশ্য: হোসেন আরাফাত খবির, রুপা অ্যাডের গ্রেগ ক্লেটন, প্রেমিক এবং গায়ক বাটারফিল্ড আছে রেগুলার এলিভেটারের ভিতর। সরিয়ে ফেলেছে ছাতের হ্যাচ, একে একে উঠে এল ছাতের উপর।

তৃতীয় মনিটরে: মাসুদ রানা এবং ওর সঙ্গের সবাই নেমেছে পাতাল হ্যাঙারের মেঝেতে।

'ঠিক আছে, ওয়াং ইউনিট, ওদেরকে দেখা গেছে। এরাই এক নম্বর হ্যাঙারের ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে নীচে নেমেছে। আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হলো তাদেরকে।'

'কোবরা ইউনিট, আপনাদের টার্গেট উঠে গেছে পারসোনেল এলিভেটারের ছাতে। তাদেরকে আর দেখা যাচ্ছে না। আপনাদের নিজেদের শাফট ডোর ছাড়া অন্য এলিভেটার শাফট ডোর বন্ধ করে দিন। ...হ্যাঁ, ঠিক আছে। বন্ধ হয়ে গেছে সব। এবার ওদেরকে খতম করুন।'

'স্যর, র‍্যাটলস্নেক ইউনিট পুরো মেইন হ্যাঙার পরিষ্কার করেছে। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'ওদেরকে বলো ওয়াং ইউনিটকে সাহায্য করতে,' বলল

প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস। মাসুদ রানা যে মনিটরে আছে, সেখানে স্থির হলো তার চোখ। 'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট, কন্ট্রোল রুম থেকে বলছি। লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে ওয়াং ইউনিটের সঙ্গে যোগ দাও।'

'পাইথন ইউনিট, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে প্রেসিডেন্টের ডিটেইল। সরাসরি আপনাদের সামনে পড়বে।'

'ক্রেট ইউনিট, খোলা অবস্থায় পড়ে আছে লেভেল সিক্সের ফায়ার-ডোর। এবার সিঁড়িঘরে ঢুকতে পারেন। পিছন থেকে উঠে আসুন।'

এগারো

এই পাতাল-গুহার মত হ্যাঙারকে শুধু প্রকাণ্ড বললে বোঝানো যাবে না কিছুই। উপরের হ্যাঙারের সমানই হবে। অথবা তার চেয়েও বড়।

এই পাতাল হ্যাঙারের ভিতর রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা এয়ারক্রাফট।

বিশাল ঘরে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান। ওটার পিঠে ফ্লাইং-সসারের মত রোটোডোম। একপাশে কয়েকটা ভয়ঙ্কর নীচ চেহারার বি-২ বম্বার বিমান। চকচক করছে কালো রেইডার-অ্যাব্‌সর্বেন্ট রং। ওটা দেখলে দূর-ভবিষ্যতের কোনও উড়োজাহাজ মনে হয়। খোদাই করা কোঁচকানো ভুরুর মত ককপিট-জানালা যে-কাউকে ভয় লাগিয়ে দেবে।

স্টেলথ বম্বারের সামনে লকহিড এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড—

দুনিয়া-সেরা দ্রুতগামী এয়ারক্রাফট। দীর্ঘ ফিউজেলাজের শেষে টুইন থ্রাস্টার।

রানা এবং ওর দলের সবার মনে হচ্ছে, বিশাল এসব বিমানের সামনে ওরা একেকজন খুদে বামন।

'এবার কী করব আমরা, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, টুঁ শব্দ করল না রানা। অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে চেয়ে আছে। উড়োজাহাজের নাক এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'আগে বুঝতে হবে, সত্যিই প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার আছে কি না।'

ফায়ার স্টেয়ারের ভিতর নানাদিকে ছুটছে তপ্ত বুলেট।

বাতাসে বারুদ পোড়া গন্ধ।

প্রেসিডেন্টের ডিটেইলের সদস্য-সংখ্যা আরও কমেছে। ভদ্রলোককে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে মাত্র তিনজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। এদের হাতে উদ্যত উযি, সিগ-সাওয়ার ও গোড়ালির হোলস্টার থেকে বের করা রিভলভার।

আপাতত টিম পেরন নামের এক যুবক এজেন্ট সবার আগে ছুটছে। উযি দিয়ে গুলি ছুঁড়ছে উপরের সিঁড়ির দিকে। পাত্তা দিচ্ছে না কাঁধে লাগা গুলিটাকে।

টিম পেরনের পর স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং। ওর ধারণা: এ মুহূর্তে প্রোটোকল পানি দিয়ে গিলে খেলে কোনও লাভ হবে না, আসলে ডিটেইলের কমাণ্ড চলে এসেছে ওর হাতে। কাজেই প্রেসিডেন্টকে সবসময় নিজের পিছনে রাখছে।

জীবিত ডিটেইলের তৃতীয় এবং শেষ এজেন্টের নাম শ্যন ডাব্লিউ বেইন্স, পিছনদিক কাভার করছে সে। কয়েক গজ যেতে না যেতেই নীচের দিকে গুলি পাঠাচ্ছে।

জেসিকা গোল্ডিং প্রেসিডেন্টের ডিটেইলে সবচে' কমবয়সী। মাত্র ক'দিন আগে পঁচিশ হলো ওর। কিন্তু অন্য দুই এজেন্ট এরই ভিতর ভরসা করতে শুরু করেছে ওর উপর।

জেসিকা একইসঙ্গে ক্রিমিনোলজি এবং সাইকোলজির উপর ডিগ্রি নিয়েছে নামকরা এক ইউনির্ভার্সিটি থেকে। ১৩.৯ সেকেণ্ডে এক শ' মিটার পেরুতে পারে। তুলনাহীন ম্যার্কস্‌উওম্যান। ওর বাবা আমেরিকান-স্কটিশ গাড়ি ব্যবসায়ী, জাপানি মা সে দেশের নামকরা এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। একইসঙ্গে আট ভাষায় কথা বলতে পারে জেসিকা। ঘন করে জ্বাল দেয়া ঘি-র মত ত্বক, একটু বেশি দৃঢ় চোয়াল। কাঠ-বাদামের মত খয়েরি রঙের মণি। কোমর ছুঁই-ছুঁই করছে কুচকুচে কালো মসৃণ চুল। ওর হাসি দেখলে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে পারে না কেউ।

'পেরন, দেখতে পেলেন?' গোলাগুলির উপর দিয়ে জানতে চাইল জেসিকা।

একটু আগে ভয়ানক রক্তাক্ত দৃশ্য পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। ছয় তলায় নামতেই ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গ এবং অন্য এক এজেন্ট।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মাঝে স্যাণ্ডউইচের পুর হয়েছে ওরা।

এখন নীচে এবং উপরে ভয়ানক নিষ্ঠুর একদল কমাণ্ডো। তারা লেভেল সিক্স থেকে উঠে আসছে। আবার লেভেল থ্রি-র কমন-রুম থেকে যারা ধাওয়া করেছিল, তারাও আসছে উপর থেকে নীচে।

এখন বাধ্য হয়ে ছুটছে জেসিকাদের ছোট্ট ডিটেইল। লেভেল সিক্স এবং লেভেল থ্রি-র মাঝের কোনও লেভেলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নীচ থেকে আসছে গুলি, আবার উপর থেকেও।

'হ্যাঁ! দেখতে পেয়েছি!' পাল্টা চেঁচাল পেরন। 'আসুন!'

পেরনের পাশে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছল জেসিকা। পিছনে রেখেছে প্রেসিডেন্টকে।

উপরের সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। চারপাশের দেয়ালে এসে লাগছে বুলেট।

সবচে' কাছের দরজার দিকে চাইল জেসিকা।

উপরে বড় করে লেখা:

লেভেল পাঁচ: অ্যানিমেল
কনটেইনমেণ্ট এরিয়া

নো এণ্ট্রি
দিস ডোর ফর ইমার্জেন্সি
ইউয ওনলি।

এণ্টার ভায়া এলিভেটার
অ্যাট আদার এণ্ড অভ
ফ্লোর

'এটা ইমার্জেন্সি,' বলল জেসিকা, সিগ-সাওয়ারের তিন গুলিতে উড়িয়ে দিল তালা। একলাথিতে খুলে ফেলল কবাট, পাশে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ঢুকে পড়ল লেভেল পাঁচ-এ।

রেগুলার এলিভেটার।

শাফটের উপরের দিকে চাইল লেখক-টু খবির। পঞ্চাশ ফুট উপরে গ্রাউণ্ড-লেভেলে হ্যাঙার ডোর।

পারসোনেল এলিভেটারের ছাতে উঠেছে ওরা কয়েকজন—হোসেন আরাফাত খবির, ক্যাপ্টেন গ্রেগ ক্লেটন, গায়ক জ্যাকসন

বাটারফিল্ড ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। চারপাশে কংক্রিটের ধূসর দেয়াল। পনেরো ফুট পর পর ফ্লোরেসেন্ট বাতি জ্বলছে।

'এলিভেটার থেকে এখানে উঠে আসতে হলো কেন?' জানতে চাইল বাটারফিল্ড।

'ক্যামেরার কারণে,' বলল খবির। 'ওখানে থাকলে...'

'ভিতরে থাকলে যে-কোনও সময়ে খাঁচার ভিতর গুলি খেয়ে মরতে হবে,' বলল রুপা গেঞ্জির নায়ক ক্যাপ্টেন ক্লেটন। এবার গম্ভীর স্বরে বলল, 'শোনো, র‍্যাঙ্কিং অফিসার হিসাবে নিজ হাতে কমাণ্ড তুলে নিচ্ছি।'

'আপনার প্ল্যান কী, স্যর?' জানতে চাইল প্রেমিক।

'আমরা সরতে...' মাত্র বলতে শুরু করেছিল ক্লেটন, কিন্তু ঠিক তখনই দড়াম করে খুলে গেল উপরের এক দরজা, ওদিক থেকে তাক করা হলো পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। এক সেকেণ্ড পর কয়েকটা মাযল থেকে ছিটকে এল উজ্জ্বল হলদে আগুনের শিখা।

এলিভেটারের চারপাশে এসে লাগছে গুলি।

প্রায় উবু হয়ে চরকির মত ঘুরল খবির, এলিভেটারের পাশে শাফটের দেয়ালে এক সারিতে ভার্টিকাল কাউন্টারওয়েইট কেবল দেখেছে।

'কেবল্ল ধর্!' চেইন অভ কমাণ্ড ভুলে গলা ফাটাল খবির। লাফ দিয়ে চলে গেল দেয়ালের পাশে, সরসর করে নামতে শুরু করেছে কেবল বেয়ে। 'সবাই, জলদি!'

লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে অ্যাওয়্যাক্স বিমানে উঠেছে রানা এবং ওর দলের সবাই। দেরি না করে চলে এসেছে সামনের কেবিনে।

'বৈজ্ঞানিক,' নিচু স্বরে ডাকল রানা।

গত কয়েকদিনে হোয়াইট হাউসে মেরিনদের সবার সঙ্গে

পরিচিত হয়েছে ও, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে কে কী কাজে দক্ষ। বৈজ্ঞানিক ওরফে বার্নি বেনেট মেরিনের চাকরি নেয়ার আগে বাবার ইলেকট্রনিক্সের দোকানে কাজ করত। ওর শখ ছিল সমস্ত মেশিনপত্র খুলে ঘেঁটে দেখা।

'কাজে নেমে পড়েছি, স্যর,' ফিউজেলাজের সামনের দিকে চলেছে সে।

'আপা, দরজা বন্ধ করে দিন,' বলল রানা।

সবার শেষে বিমানে উঠেছে নিশাত।

বৈজ্ঞানিকের পিছনে হাঁটছে রানা। সাধারণ কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারের মতই অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভিতর অংশ। অবশ্য কোনও প্যাসেঞ্জার সিট নেই। সে জায়গায় আছে একের পর এক কন্সোল। একটা কন্সোলের সামনের সিটে বসে পড়ল বৈজ্ঞানিক, পাওয়ার বাটন টিপে দিতেই গুঞ্জন শুরু করল মেশিনারি।

পাশের সিটে বসল রানা।

বিমানের দরজা বন্ধ করে দু'পাশের ডোর উইণ্ডোর সামনে চলে গেছে নিশাত ও তিশা, উঁকি দিল বাইরে।

কন্সোলে বসে টাইপ করতে শুরু করেছে বৈজ্ঞানিক।

'আপা বলেছেন ওটা মাইক্রোওয়েভ সিগনাল,' বলল রানা। 'স্যাটালাইট বিম নামছে প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের রেডিয়ো চিপে, আবারও ওখান থেকে উপরে ছুটছে সিগনাল।'

দ্রুত টাইপ করছে বৈজ্ঞানিক। 'হতেই পারে। এই বেসের রেডিয়োস্ফেয়ার ভেদ করতে পারবে শুধু মাইক্রোওয়েভ। কিন্তু সেজন্য লাগবে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি। ওটাকে আমরা বলতে পারি ট্র্যাপডোর ফ্রিকোয়েন্সি।'

'ট্র্যাপডোর ফ্রিকোয়েন্সি?'

টাইপ করছে বৈজ্ঞানিক। 'এই গোপন বেসের উপরের রেডিয়োস্ফেয়ার মস্ত এক ছাতার মত, বিশাল গম্বুজ তৈরি করেছে

উপরে। ওটার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি ছিটকে দিচ্ছে অন্য সব সিগনালকে। আসলে এই ছাতা একটা মিশ্র এনার্জি। আর ওটাই এই বেসে আনঅথারাইয্ড্ সিগনালকে ভিতরে ঢুকতে, বা বেরুতে দিচ্ছে না।

'কিন্তু ভাল সব জ্যামিং সিস্টেমে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। ওটা ব্যবহার করবে অথোরাইয্ড্ ট্র্যান্সমিশন পাঠানো লোকটা। ...ওটাই ট্র্যাপডোর। রেডিয়োস্ফেয়ার ভেদ করে বেরুতে পারবে ওই ফ্রিকোয়েন্সি, আবার বাইরে থেকেও আসবে— জ্যামিং সিগনেচার কোনও সমস্যা করবে না। ব্যাপারটা মাইন ফিল্ডে গোপন পথের মত।'

'তার মানে ওই স্যাটালাইটের সিগনাল আসছে ট্র্যাপডোর ফ্রিকোয়েন্সিতে?' জানতে চাইল তিশা।

'আমার তাই মনে হয়,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'আমি এখন অ্যাওয়্যাক্সের রোটোডোম ব্যবহার করে বেসের ভিতরের মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজব। এই বিমানে দুনিয়ার সেরা ডিটেকশন সিস্টেম আছে। প্রায় সব ব্যাণ্ড ধরবে। বড়জোর এক মিনিট লাগবে... হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।'

খটাস্ করে এন্টার টিপল সে।

মনিটরে নতুন স্ক্রিন ভেসে উঠল।

'এবার কী পেলাম?' স্ক্রিনে আঙুল তাক করল বৈজ্ঞানিক। 'এটা সাধারণ রিবাউণ্ডিং সিগনেচার। মনিটরের খাড়া স্পাইকগুলো সব ধনাত্মক। একেকটা দশ গিগাহার্টযের। আর মাটিতে আছেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর কাছ থেকে পাল্টা সিগনাল আসছে। এগুলো নীচের নেগেটিভ স্পাইক।'

প্রিন্টআউট বের করেছে বৈজ্ঞানিক। কলম দিয়ে কাগজে কয়েকটি গোল দাগ দিল। কয়েকটা স্পাইককে ঘিরে দিয়েছে। 'সার্চ এবং রিটার্ন,' গম্ভীর স্বরে বলল। 'ইন্টারফেয়ারেন্স বাদ দিলে

ফিরতি সিগনেচার দেখে মনে হচ্ছে, এটা ঘটছে পঁচিশ সেকেণ্ড পর পর। স্যর, মিথ্যা বলছে না এয়ার ফোর্সের জেনারেল। বেসের ভিতর ট্র্যান্সমিটার আছে, বহু দূরের কোনও স্যাটালাইটে মাইক্রোওয়েভ সিগনাল পাঠাচ্ছে।'

'শিয়োর তুমি? ওটা বিকন বা অন্য কিছু নয় তো?' জানতে চাইল রানা।

'অনিয়মিত, তাই বুঝতে পারছি বিকন নয়, স্যর,' বলল বৈজ্ঞানিক। 'একইরকম সিকোয়েন্সে চলছে না। দেখুন, মধ্যম সাইজের স্পাইক। মাঝের সার্চ ও রিটার্ন স্পাইক এক রকম নয়।' কালির দুই বৃত্তের ভিতর মাঝারি স্পাইক দেখাল ও।

'এ থেকে কী বুঝব?' জানতে চাইল রানা।

'ওগুলো ইণ্টারফেয়ারেন্স সিগনেচার। এ থেকে বুঝবেন, স্যর, সিগনাল রিটার্ন দেয়া জিনিসটা নড়াচড়া করছে।'

'তা হলে সত্যিই প্রেসিডেন্টের বুকে...' থেমে গেল নিশাত।

'তার চেয়েও খারাপ খবর আছে,' বামদিকের এস্কেপ ডোরের সামনে থেকে বলল তিশা। 'স্যর, একবার এদিকে আসুন।'

খুদে জানালার সামনে গিয়ে উঁকি দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নামছে ঠাণ্ডা স্রোত।

তারা কমপক্ষে বিশজন!

হ্যাঙারের বাইরে থেকে ছুটে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। মুখ ঢেকে রেখেছে ইআরজি-৬ মুখোশ দিয়ে। বিশাল বৃত্ত তৈরি করে ঘিরে ফেলছে লোকগুলো অ্যাওয়্যাক্স বিমানটাকে!

বারো

নাকে এসে লাগল বোটকা পাঁশুটে দুর্গন্ধ।

এমন বদবু থাকে অপরিষ্কার চিড়িয়াখানায়। বন্ধ জায়গায় ঘুরছে মল-মূত্র ও কাঠের গুঁড়োর বাজে ঘ্রাণ।

লেভেল পাঁচ-এ সবার আগে ঢুকেছে জেসিকা গোল্ডিং, পিছনে প্রেসিডেন্ট। তাঁর পিছনে দুই এজেন্ট, পিছনে বন্ধ করে দিল স্টেয়ারওয়েল দরজা।

প্রায়ান্ধকার এক বিশাল ঘরের ভিতর ঢুকেছে সবাই। তিন দিকে একের পর এক খাঁচা, আদিম আমলের মনে হলো। চারপাশে শিকের দেয়াল, মেঝে কংক্রিটের তৈরি। অবশ্য ঘরের চতুর্থ দিক আধুনিক মনে হলো। এসব খাঁচা পরিষ্কার, মেঝে মসৃণ সিমেন্টের, চারদেয়াল ফাইবারগ্লাসের। ভিতরে কুচকুচে কালো পানি। ভিতরে কী আছে বুঝতে পারল না জেসিকা। অবশ্য ছল-ছলাৎ আওয়াজ আসছে ভিতর থেকে। নড়ছে কিছু।

হঠাৎ ঘোঁৎ আওয়াজ পেয়ে চরকির মত ঘুরল জেসিকা।

ডানদিকে আদিমকালের খাঁচার ভিতর কী যেন। ছোট্ট ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল জেসিকা। বিশাল আকৃতির কী যেন সরে গেল। কর্কশ রোম ওটার। কালো রঙের। খাঁচার পিছন থেকে খচস্-খচস্ আওয়াজ এল। কেউ ব্ল্যাকবোর্ডে নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে এমন আওয়াজ হয়। একবার শিউরে উঠল জেসিকা।

স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স খাঁচার সামনে চলে গেল, তার

হাতের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি গিয়ে পড়ল ভিতরে।

'সাবধান, বেইন্স, বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল জেসিকা।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে এজেন্ট।

রক্ত হিম করা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়ল বিশাল এক কালো মূর্তি। মাথাভরা ঝট পাকানো লোম। উন্মাদের মত ঘুরছে লালচে দুই চোখ। ঝিক করে উঠল ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ দাঁত। দানবটা ছুটে এল খাঁচার সামনে, বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত। আঁকড়ে ধরতে চাইল এজেন্ট বেইন্সকে।

চমকে গিয়ে কাত হয়ে শিকের দেয়ালের উপর পড়ল বেইন্স। দুই থাবায় ওকে ধরতে চাইল জানোয়ারটা, কিন্তু ঘন শিকের ভিতর দিয়ে বের করতে পারল না হাত।

অ্যাম্বুশ হয়নি, বড় করে শ্বাস ফেলে এবার জানোয়ারটাকে ভাল করে দেখল জেসিকা।

ওটা বিশাল। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে নয় ফুট। সারাশরীর জুড়ে ঘন কালো রোম। এই পাতাল কয়েদখানার ভিতর ওটাকে একেবারেই বেমানান লাগছে।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল জেসিকা।

এয়ার ফোর্স বেসের ভিতর রাখা হয়েছে ভালুক!

ভীষণ খেপা খেপেছে। রোম ঝট পাকানো, জায়গায় জায়গায় দড়ির মত ঝুলছে, ঘামের কারণে খয়েরি। দাঁত খিঁচিয়ে জেসিকাকে ভয় দেখাতে চাইল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থলচর মাংসাশী প্রাণী এই ভালুক, দেখে মনে হলো হরর সিনেমা থেকে উদয় হয়েছে।

উত্তর পাশের খাঁচায় আরও কয়েকটা। চারটে মাদী, সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

'যিশু...' বিড়বিড় করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এরা এখানে কী করছে?' ফিসফিস করে বলল টিম পেরন।

'যা খুশি করুক, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, এটাই মূল কথা,' বলল জেসিকা।

খপ্ করে প্রেসিডেন্টের ডানহাত ধরল ও, আরেকপ্রান্তে ভারী এক ধাতব দরজা, ওদিকে টানতে শুরু করেছে ভদ্রলোককে।

থমথম করছে লেভেল ওয়ানের হ্যাঙার বে, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

বিশাল হ্যাঙারের মাঝে প্রকাণ্ড অ্যাওয়্যাক্স বিমান। ওটাকে ঘিরে ফেলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

বিড়বিড় করল রানা, 'ওরা আমাদেরকে খুঁজে পেল কী করে?'

'এ ধরনের বেসের চারপাশে থাকে অসংখ্য ক্যামেরা,' কন্সোল থেকে মুখ তুলে বলল বৈজ্ঞানিক।

'তাই আসলে,' বলল রানা। ভাবতে শুরু করেছে, কী করবে।

'আপনারা কী নিয়ে আলাপ করছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'ক্যামেরা,' বলল রানা। 'সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা। বেসের ভিতর কোনও ঘরে বসে একের পর এক মনিটর দেখছে কয়েকজন অপারেটার। নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে কোথায়...'

ধুপ!

বাইরে থেকে ভারী আওয়াজ এল।

এস্কেপ ডোরের জানালা দিয়ে বাইরে চাইল তিশা। 'হায় আল্লা! ডানার উপর উঠেছে!'

'তার মানে দরজা খুলতে চাইছে,' তিশাকে বলল রানা।

'একবার ভিতরে ঢুকতে পারলে...' চুপ হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইল সবাই।

এটা যেন কোনও খেলনা বিমান, আর উঠে আসছে পিলপিল করে একগাদা পিঁপড়ে।

বোয়িং ৭০৭-এর ডানার উপর এখন বেশ কয়েকজন।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড লেফটেন্যান্ট কিম শাং দাঁড়িয়েছে হ্যাঙারের মেঝেতে। খেয়াল করে দেখছে, তার লোক উঠেছে অ্যাওয়্যাক্সের ডানায়।

'অ্যাভেঞ্জার দুটো উঠে আসছে,' রিপোর্ট করল মাস্টার সার্জেন্ট।

চুপ করে থাকল কিম শাং, কোনও জবাব দিল না।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের পিছনদিকের প্যাসেজওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে রানা। আগে নিশ্চিত হতে হবে বিমানের পিছন-দরজা লক করা।

এদিকে অস্ত্র হাতে দু'পাশের জানালায় দাঁড়িয়েছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

'এদিকে কেউ নেই!' বিমানের পিছন থেকে জানাল রানা। ওখানে রয়েছে দুটো ইমার্জেন্সি দরজা। 'তিশা!'

'বামদিকের ডানার উপর চারজন,' পাল্টা চেঁচাল তিশা।

'ডানদিকেও সমান!' জানাল বৈজ্ঞানিক।

'আপা!' গলা ছাড়ল রানা।

জবাব নেই নিশাতের তরফ থেকে।

গেল কোথায়?

'আপা!'

ফিরতি পথ ধরল রানা, মেইন কেবিন পেরিয়ে অবাক হলো।

সত্যিই কোথাও নেই নিশাত সুলতানা!

বিমানের সামনের দিকে একটা দরজা, ওদিকের ককপিটে

রয়েছে বেইল-আউট ডোর, সিলিং থেকে নীচে খোলে, বেরুতে পারে পাইলটদের ইজেকশন সিট— এসবই পাহারা দেয়ার কথা নিশাতের।

গেল কোথায় সে?

হন হন করে হাঁটছে রানা। তারই ফাঁকে একবার পাশের জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

বাম ডানার উপর সশস্ত্র কমাণ্ডো।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ওখানে কী করছে লোকগুলো?

ডানার ছোট দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

বিমানের ভিতর থেকে পিস্তলের গুলিতে এক এক করে লোকগুলোকে ফেলে দিতে পারবে ওরা।

কথাটা মাত্র ভেবেছে রানা, হঠাৎ দেখল বিমানের জানালার ওপাশে দুই অ্যাভেঞ্জার।

হ্যাঙারের পুব দিকের র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এসেছে মেঝেতে।

দ্য অ্যাভেঞ্জার আসলে এয়ার ডিভেন্স ভেহিকেল। এক ধরনের মডিফায়েড হামভি। চওড়া চেসিসের যান, পিঠে দুটো চারকোনা পড। প্রতিটির সঙ্গে চারটে করে সার্ফেস-টু-এয়ার স্টিংগার মিসাইল। শুধু তাই নয়, পডের নীচে একজোড়া পঞ্চাশ ক্যালিবারের মেশিনগান। অত্যন্ত শক্তিশালী, হাইলি মোবাইল এয়ারোপ্লেন কিলার।

'এখন জানি ওরা কী করবে,' মনে মনে বলল রানা।

স্টিংগার মিসাইল এসে পড়বে, আর সেই গোলমাল ও ধোঁয়ার ভিতর বিমানে এসে ঢুকবে কমাণ্ডোরা।

ভাল পরিকল্পনা, স্বীকার করে নিল রানা। এবার আর বাঁচবার কোনও উপায় রইল না ওদের।

হ্যাঙারের শুরু থেকেই দু'দিকে রওনা হয়েছে দুই হামভি।

একটা পৌঁছতে চাইছে অ্যাওয়্যাক্সের ডানদিকে, অন্যটা বামদিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর খুদে জানালার কারণে ওগুলোকে আর দেখতে পেল না রানা।

এবার কী করবে, ভাবতে শুরু করেছে। ঠিক তখনই চমকে উঠল।

'ভ্রুউউউম্‌ম্‌ম্‌!'

গর্জে উঠেছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ডানার ইঞ্জিনগুলো। বদ্ধ হ্যাঙারের ভিতর বিকট আওয়াজটা হলো কান ফাটানো।

ঝট্‌ করে ঘুরে চাইল রানা। এক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপা!'

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দু'পাশে এসে থেমেছে দুই অ্যাভেঞ্জার। কিন্তু গড়াতে শুরু করেছে বিশাল ৭০৭ বোয়িঙের চাকা। হ্যাঙারের ভিতর তুমুল ঝড়, বিকট আওয়াজ তুলছে ইঞ্জিনগুলো।

হঠাৎ বিমান নড়ে উঠতেই ডানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আট কমাণ্ডো।

অ্যাওয়্যাক্সের ককপিটের দিকে ছুট দিল রানা। ঝড়ের গতিতে দরজা পেরুতেই দেখল, ক্যাপ্টেনের সিটে নিশাত সুলতানা।

'স্যর, কী বুঝলেন?' ভয়ঙ্কর আওয়াজের উপর দিয়ে বলল নিশাত। 'একটু ঘুরে আসবেন আমার সঙ্গে?'

'আগে কখনও বিমান... আপা?' জানতে চাইল রানা।

'জেম্‌স্‌ বণ্ড সিনেমায় রজার মুরকে বিমান চালাতে দেখেছি। আর তা ছাড়া, বাবার ট্রাকের চেয়ে কতই বা কঠিন হবে, বলুন?'

ঠক-ঠকা-ঠক!

একপশলা গুলি লাগল ককপিটের উইণ্ডশিল্ডে। চুরচুর হয়ে গেল পুরু কাঁচ। সব ছিটকে পড়েছে রানা ও নিশাতের উপর। নীচ থেকে গুলি করছে বলে বুলেট এসে বিঁধছে সিলিঙে।

হুলুস্থুলের ভিতর রানা দেখল, বিমানের বামদিকে এসে স্কিড করে থেমেছে এক হামভি। ওটার একটা পড উপরের দিকে তাক

করছে মিসাইল। এবার ককপিটে এসে পড়বে মিসাইল!

চিৎকার করে বলল রানা, 'আপা! জলদি! বামে সরুন!'

'কী বললেন, স্যর?' বামে গেলে সোজা অ্যাভেঞ্জারের উপর চড়াও হবে বিমান।

'যা বলছি করুন!' ডানদিকে কো-পাইলটের সিটে এক লাফে উঠল রানা। পরক্ষণে প্যাডেল অপারেটেড স্টিয়ারিং কন্ট্রোল ব্যবহার করল। প্রায় লাট্টুর মত বামে সরল বিমান। একইসময়ে সামনে ঠেলে দিল বিমানের থ্রাস্টার।

ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ড অ্যাওয়্যাক্স।

দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে গতি, প্রকাণ্ড হ্যাঙারের ভিতর একটু কাত হয়ে বামে সরছে। সরাসরি চলেছে অ্যাভেঞ্জার লক্ষ্য করে।

ট্রাকের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকগুলো বুঝে গেছে কী ঘটতে চলেছে।

বিমানের উপর মিসাইল লক করবার কথা ভুলে গেল, একেকজন একেক দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাক ছেড়ে। তার তিন সেকেণ্ড পর বোয়িঙের সামনের বিশাল চাকা উঠল অ্যাভেঞ্জারের উপর। জিপটা যেন মুড়ির টিন, মুড়মুড় করে ছোট হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। ওটাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলেছে বিমান।

'বোঝ এবার!' হুঙ্কার ছাড়ল নিশাত।

তুবড়ে যাওয়া টিনের মগের মত কয়েকটা ডিগবাজি দিল বিধ্বস্ত জিপ, তারপর ওটাকে ডিঙিয়ে এগুতে লাগল বিমান।

'আরও একটা আছে!' বলল রানা। 'তিশা! অন্য অ্যাভেঞ্জারটা কোথায়!'

এখনও অ্যাওয়্যাক্সের মেইন কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক, পাহারা দিচ্ছে ডানার দুই দরজা। তিশার হাতে এমপি-১০, বৈজ্ঞানিকের হাতে বেরেটা।

'আমাদের বামে, পিছনে!' চিৎকার করে জানাল তিশা।

জানালা দিয়ে দেখল, হ্যাঙারের মেঝের বাইরে, উত্তর দেয়ালের কাছে ওই হামভি। এরই ভিতর মিসাইলের পড উঁচু করেছে, সম্পূর্ণ তৈরি। মাত্র এক সেকেণ্ড পর পড থেকে ছিটকে বেরুল ধোঁয়া।

'মিসাইল!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা। 'শক্ত করে কিছু ধরুন!'

একইসময়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। থরথর করে কেঁপে উঠল প্রকাণ্ড বিমান। মেঝে থেকে ছিটকে উঠল পিছনের চাকাগুলো।

ভুস্ করে মেইন কেবিনে ঢুকল কটুগন্ধী ধোঁয়া, সামনের দিকে ছুটে গেল। এক সেকেণ্ড পর ধুপ করে মেঝেতে নামল বিমানের পিছন অংশ। সাসপেনশনের উপর ভীষণ দুলতে শুরু করেছে।

'আমাদের বিমানের লেজে লেগেছে!' জানাল তিশা।

পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক খারাপ।

দ্বিতীয় হামভির মিসাইল ছারখার করে দিয়েছে ৭০৭ বিমানের টেইল সেকশন, ওখানে ধোঁয়ার ভিতর দেখা গেল মস্ত এক গর্ত।

হ্যাঙারের মেঝের উপর পড়ে আছে ভাঙা উঁচু লেজ, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিমান থেকে।

বিরাট এক চক্কর তৈরি করতে শুরু করেছে অ্যাওয়্যাক্স, দ্রুত গড়াচ্ছে বিশাল চাকা, ওদিকে বিমানের দিকে আসছে অসংখ্য গুলি।

যেন কমিকের বইয়ের দৃশ্য— সামান্য কাত হয়ে বাঁক নিচ্ছে বিমান। এতই দ্রুত, দেখলে মনে হয় বদ্ধ কোনও উন্মাদ ওটা চালাতে চাইছে।

এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে এসেছে অ্যাওয়্যাক্স, ওটার ডানদিকের ডানা দড়াম করে লাগল এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ডের পিছনে। হড়কে গেল কালো বিমান। যেখান থেকে রওনা হয়েছিল অ্যাওয়্যাক্স, আবারও নাক ঘুরিয়েছে সেদিকে। এখন পিছন দিক

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। কিন্তু গুলির তোড় কমল তাদের। ডানার উপর টিকে আছে আট কম্যাণ্ডো। তাদেরকে এড়িয়ে গুলি করতে হবে।

মাঝের কেবিনের সিলিং ও দেয়ালে লাগছে অসংখ্য বুলেট। বাধ্য হয়ে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিশা ও বৈজ্ঞানিক। চারপাশ থেকে ভাঙা প্লাস্টিক ও প্লাস্টারের টুকরো ঝরঝর করে পড়ছে ওদের উপর।

'ধুশ্‌শালা!' বিরক্ত হয়ে আপত্তি তুলল বৈজ্ঞানিক। 'ইউএস আর্মির প্যারিস আইল্যাণ্ডে কোনও শালা আমাদেরকে এসব শেখায়নি!'

রেগুলার এলিভেটার শাফটে ভার্টিকাল কাউন্টারওয়েইট কেবল বেয়ে সড়সড় করে নামছে লেখক-টু খবির। ওর পর পর নেমে আসছে ক্যাপ্টেন ক্লেটন, সার্জেন্ট রাটারফিল্ড ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট।

এলিভেটারের ছাতে গুলি শুরু হতেই খাড়া শাফট বেয়ে নামতে শুরু করেছে ওরা, কিন্তু যতদ্রুত সম্ভব বেরুতে হবে এই ফাঁদ থেকে। এলিভেটারের ছাতে নামবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোক, এদিকে নীচে চলে আসবে আরেকটা দল। মাঝখানে আটকা পড়লে মরতে হবে নির্ঘাত।

শাফটে ঢুকবার লিফটের একটা দরজার সামনে থামল খবির। বড় করে কালো রঙে কবাটে লেখা: লেভেল ওয়ান। ওদিকে গোলাগুলির হালকা আওয়াজ। ব্রাশ ফায়ার করছে কারা যেন। বিকট 'বুম!' আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হলো কিছু। ওদিকে বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিঁচকিঁচ শব্দ তুলছে কোনও যানের দ্রুতগতির চাকা।

'এই দরজা দিয়ে ঢুকব না,' বলল ক্যাপ্টেন ক্লেটন। খবিরের

পাশের কেবল ধরে ঝুলছে। 'পরের দরজার দিকে নামো!'

চারকোনা কূপ বেয়ে নেমে যেতে লাগল ওরা চারজন।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ককপিটে স্টিয়ারিং পেডাল পাম্প করতে শুরু করেছে রানা। 'আপা! মেইন কেবিনে ফিরে যান! লেজের দিকে খেয়াল রাখুন! কেউ যেন ঢুকতে না পারে! আমি একাই ড্রাইভ করতে পারব!'

'গায়ের জোরে আমার খেলনা কেড়ে নিল দুষ্টু ভাইয়াটা,' বিড়বিড় করল নিশাত। পাশ থেকে খপ করে তুলে নিয়েছে এম-১৬, দৌড় দিল মেইন কেবিনের দরজার দিকে।

নিশাত যেতে না যেতেই ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে উত্তর দেয়ালের কাছে দ্বিতীয় হামভি দেখল রানা। তীর গতি তুলে সামনে থেকে সরে গেল ওটা, তৈরি হয়ে গেছে মিসাইল ছুঁড়তে।

বিমানের ইন্টারকমে বলে উঠল রানা, 'বৈজ্ঞানিক!' স্পিকারের কারণে গমগম করে উঠল কণ্ঠ। 'এনগেজ করো ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজারগুলো!'

মেইন কেবিনে রানার কথা শুনতে পেয়ে মুখ তুলল বার্নি বেনেট। 'ঠিকই বলেছেন, স্যর! মনেই ছিল না!'

'তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ?' জানতে চাইল তিশা। একই সময়ে মেইন কেবিনে এসে ঢুকেছে নিশাত।

ওদিকে খেয়াল নেই বৈজ্ঞানিকের, লাফ দিয়ে গিয়ে পড়েছে এক কন্সোলের সামনে। সিটে বসেই কি বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে।

নিজের দরজার কাঁচ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল তিশা। হ্যাঙারের ওদিকটা বাইরের দিকে গেছে। এইমাত্র ওখানে পৌঁচেছে দ্বিতীয় হামভি, মিসাইল ছুঁড়তে পুরো তৈরি।

'আবার মিসাইল মারবে!' গলা উঁচু করল তিশা।

'বৈজ্ঞানিক...' স্পিকারে ভেসে এল রানার কণ্ঠ।

ঝড়ের গতিতে টাইপ করছে বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট। স্ক্রিনে ফুটে উঠল:

'এনগেজ এমএফ স্ক্র্যাম্বলার।'

'শক্ত করে কিছু ধরুন সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা।

হামভির দুই পড থেকে ছিটকে বেরুল মেঘের মত ধোঁয়া, আর ওই একইসময়ে এন্টার কি টিপেছে বৈজ্ঞানিক।

হামভির পড থেকে ছিটকে বেরিয়েছে দুই মিসাইল, পিছনে ছাড়ছে ঘন ধূসর ধোঁয়া। সোজা অ্যাওয়্যাক্স বিমানের সামনের অংশ তাক করেছে।

যেন দুই যমজ ভাই, পাশাপাশি।

কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ করেই পাগল হয়ে উঠল দুই স্টিংগার।

এসব মিসাইল হিট-সিকার, কিন্তু অ্যাওয়্যাক্সের শক্তিশালী অ্যান্টি-মিসাইল কাউন্টারমেজার ঠিকই কাজ করছে। স্টিংগারের চিপগুলোর ইলেকট্রনিক্স ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হলো, পাগল হয়ে উঠেছে ইন্টারনাল লজিক সিস্টেম। আসলে প্রকাণ্ড রোটোডোমের কারণে বিমানের বাইরে চলছে অদৃশ্য ইলেকট্রনিক আওয়াজের বিপুল ঢেউ। যেন নাকে থাবড়া খেল দুই মিসাইল।

বোধহয় অপমানিত হয়েই, ব্রেনের একটা নার্ভ স্রেফ ছিঁড়ে গেল ওগুলোর।

ফর্মেশন ভেঙে গেল, আদেশ ভুলে ছুটল দু'দিকে। বাঁক নিয়ে ডানে রওনা হলো একটা, অন্যটা বামে। বিমানের পেটের নীচ দিয়ে গেল ডানদিকের মিসাইল, অন্যটা গেল মাথার অনেক উপর দিয়ে।

অ্যাওয়্যাক্সের ককপিট থেকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা। একটা মিসাইল বাঁক নিয়ে ফিরছে আশ্রয়দাতা হামভির দিকেই!

মাত্র এক সেকেণ্ড পর হামভির পিছন-দেয়ালে নাক গুঁজল

মিসাইল। ওখানে মেঝে থেকে দশ ফুট উপরে চারকোনা মত বড় কমপার্টমেণ্ট। মিসাইল ডেটোনেট করতেই ভাঙা কংক্রিট ছিটকে গেল নানাদিকে। কমপার্টমেণ্টের স্টিলের চওড়া দরজা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল, ভেঙে পড়েছে কবজা, তুবড়ে যাওয়া কবাট ছিটকে চলে গেল হ্যাঙারের মাঝে। মস্ত সব কংক্রিটের চাঁই নামল মিসাইলবাহী হামভির উপর।

কে জানে ওই কমপার্টমেণ্টে কী ছিল, ভাবল রানা। ভিতরের যন্ত্রপাতি ছাতু হয়ে যাওয়ার কথা। আর ভাবতে গেল না ও। হ্যাঙারের ভিতর চক্কর কাটছে দ্বিতীয় মিসাইল!

ওটা চরকির মত ঘুরে এল অ্যাওয়্যাক্সের পিছন অংশের দিকে। নানাদিকে ছুটবার মতলব ওটার। দুই সেকেণ্ড পর মনস্থির করল, সোজা ফিরে চলেছে উত্তরদিকের হ্যাঙারের দেয়াল লক্ষ্য করে। ওখানে আছে রেগুলার এলিভেটার ডোর।

দেয়াল বিস্ফোরিত হলো মিসাইলের আঘাতে। মস্ত সব চাঁই নানাদিকে ছুটতে লাগল।

অবশ্য, কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে পড়তেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখল রানা।

ওদিকের মস্ত গর্ত থেকে ছিটকে বেরিয়েছে মোটা ধারায় পানির ফোয়ারা। হ্যাঁ, পানির! ওই জলধারার প্রচণ্ড ধাক্কা খেলে বিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো দশ টনী ট্রাকও উল্টে পড়বে।

'ব্যাপারটা কী?' মনে মনে ভাবল রানা।

তেরো

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে রেগুলার এলিভেটার শাফট।

একহাতে কেবল ধরে লেভেল থ্রি-র আউটার ডোরের বাইরে ঝুলছে হোসেন আরাফাত খবির। নেমে আসবার সময় দেখেছে, লেভেল টু-র দরজা বন্ধ। বাধ্য হয়ে আরেক তলা নেমেছে ওরা। ঝট্ করে মুখ তুলল খবির।

উপরে চাইতেই দেখল বিস্ময়কর দৃশ্য।

লেভেল ওয়ানে শাফটের উপর কংক্রিট দেয়াল— পুরো ষাট ফুট— বিস্ফোরিত হয়েছে বোমার মত। গভীর এই কূপে পড়তে শুরু করেছে কংক্রিটের ছোট-বড় চাঁই। এক সেকেণ্ড পর খবির দেখল, ওদিক দিয়ে নামতে শুরু করেছে বিপুল পরিমাণ পানি।

উপরের ভাঙা দেয়াল থেকে বলকে বেরুচ্ছে, জোরালো গর্জন ছাড়ছে সরু এলিভেটার শাফটে পড়তেই।

মুহূর্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ওরা। যেন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কোনও হোস পাইপ ওটা— ওরা খুদে সব পিঁপড়ে, আর ওদেরকে পানির ধাক্কা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে কেউ কেবল থেকে!

প্রাণের ভয়ে কেবল ধরে ঝুলতে থাকল ওরা।

কিন্তু খবির বুঝল, বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড টিকবে ওরা, তারপর পানির ভারী ধারার কারণে নীচে গিয়ে পড়বে।

শত শত ফুট নীচে কংক্রিটের মেঝে!

'প্রতিটি ইউনিট, সতর্ক হোন। লেভেল ওয়ানের লং টার্ম ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে। আবার বলছি: লেভেল ওয়ানের পানির ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে।'

'রেগুলার এলিভেটারের শাফটে গিয়ে পড়ছে ট্যাঙ্কের পানি।'

'ইনিশিয়েট করো কাউন্টারমেজার,' শান্ত স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'সিল করে দাও শাফট। ওখানে জমতে থাকুক পানি।'

'ইয়েস, স্যর!'

সবার আগে হাত ফস্কে গেল প্রেমিক রেড গ্র্যান্টের।

রুদ্র জলধারার প্রচণ্ড তোড়ের মুখে কাউন্টারওয়েইট কেবল থেকে খসে পড়েছে তার দুই হাত। পরের সেকেণ্ডে খবিরকে পাশ কাটাল সে, সোজা নেমে যেতে লাগল বহু নীচের মেঝের দিকে।

বেচারা পড়ছে, কিন্তু খবিরের মনে হলো স্লো-মোশনের সিনেমা দেখছে ও। এইমাত্র সামনেই চোখ বিস্ফারিত করল যুবক, হাঁ হলো মুখ, কিন্তু চিৎকার দিতে পারল না— বানের তুমুল গর্জন চাপা দিল অন্য সব আওয়াজকে। প্রেমিক এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল নিকষ কালো গহ্বরের ভিতর।

'শালার কপাল!' আফসোস করল খবির। পরক্ষণে স্থির করে নিল কর্তব্য।

'সার্জেন্ট! না!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন ক্লেটন, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সে।

কেবলের উপর হাতের বজ্র-আঁটুনি সরিয়ে নিয়েছে খবির, মুহূর্তে বুলেটের মত রওনা হয়ে গেছে প্রেমিকের পিছনে। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল অন্ধকার শাফটের ভিতর।

চারপাশে কুচকুচে কালো আঁধার, আর কিছুই নেই। হঠাৎ

করেই নিভে গেছে বেশিরভাগ বাতি। খবিরের মনে হলো দীর্ঘক্ষণ ধরে নীচে পড়ছে। মুখের পাশে সাঁই-সাঁই সরছে কাউন্টারওয়েইট কেবল। ফস্কা ভাবে ধরেছে কেবল, এতদ্রুত নামছে, সাদা গ্লাভসের ভিতর জ্বলতে শুরু করেছে দুই হাত। যেন আগুন ধরে গেছে কেবলে।

তারপর হঠাৎ করেই ঝপাস্ করে পানিতে পড়ল ও। শীতল পানির গভীরে নেমে চলেছে, কয়েক সেকেণ্ড পর মেঝের কংক্রিট স্পর্শ করল দুই পা।

এমনই হবে, আশা করেছিল খবির।

বর্গাকারে দশফুট হবে এলিভেটার শাফট। একসিট ডোরগুলো সব বন্ধ, লেভেল ওয়ানের টাঙ্কির পানি এসে পড়ছে। বেরুবার উপায় নেই, জমছে চৌকো এই কূপের মেঝেতে। খুব দ্রুত গভীর হয়ে উঠছে পানির পুল।

সাঁতরে ভেসে উঠল খবির। পাশেই পেল প্রেমিককে। হাঁ করে খাবি খাচ্ছে, সে-সঙ্গে বেদম কাশি। মনে হলো না আহত।

'ঠিক আছ?' জানতে চাইল খবির।

'তাই তো মনে হয়!'

কিছুক্ষণ পর কাউন্টারওয়েইট কেবল বেয়ে নেমে এল ক্যাপ্টেন ক্লেটন ও সার্জেন্ট বাটারফিল্ড। বজ্রের মত আওয়াজ তুলে উপর থেকে পড়ছে পানি, নীচে পড়েই ছিটকে উপরে উঠছে আবারও।

'ঠিক আছে, রুপা অ্যাডের... ইয়ে... ক্যাপ্টেন,' থতমত খেল বাটারফিল্ড, দুই সেকেণ্ড পর বলল, 'এখন আমাদের নিরাপদ কূপ ভরে উঠছে, এবার কী করব?'

দ্বিধান্বিত মনে হলো ক্যাপ্টেনকে।

কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই খবিরের, হাত তুলে কয়েক ফুট উপরের আউটার ডোর দেখিয়ে দিল। 'কাজটা সোজা। আমরা

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব ডাকাতের মত।'

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের মেইন কেবিনের শেষপ্রান্তে এসে ডাক দিল বৈজ্ঞানিক, 'আপা! বলুন তো কীসে চড়ে কোথায় চলেছি আমরা?'

পারসোনেল এলিভেটারের ফাটল থেকে আসছে তীব্র জলধারা, গালিচার মত ছড়িয়ে পড়ছে হ্যাঙারের মেঝের উপর।

'আমাদের স্যরের সঙ্গে কোথাও গেলে বিপদ হবে না, এমন হতেই পারে না,' মৃদু হেসে বলল নিশাত।

নিজ ডোর-উইণ্ডো দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে তিশা। 'আরে, ডানার লোকগুলো গেল কোথায়?'

পাশের দুই জানালা দিয়ে উঁকি দিল নিশাত ও বৈজ্ঞানিক।

দুই ডানায় কেউ নেই।

কোথাও দেখা গেল না নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকগুলোকে।

অবশ্য দশ সেকেণ্ড পর শোনা গেল ছাতের উপর বুটের পদধ্বনি।

হ্যাঙারের ভিতর আগের মতই ঘুরছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান। মেঝের উপর এক ইঞ্চি গভীর পানির স্রোত।

প্রায় এক চক্কর কেটে এসেছে বিমান, এখন নাক তাক করেছে হ্যাঙারের খালি এক অংশের দিকে। ওদিকে বিশাল চওড়া এক ফাটল, ওই পথে এয়ারক্রাফট এলিভেটারে ওঠে বিমান।

স্টিয়ারিং প্যাডেল পাম্প করতে শুরু করেছে রানা, নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে ক্ষ্যাপা বিমানটাকে। সরাসরি সামনে এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট। এ মুহূর্তে ওদিক থেকে আসছে মিহি জলকণা। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তোড়ের মত বিকট আওয়াজ তুলে শাফটের ভিতর পড়ছে বিশাল ট্যাঙ্কের পানি।

এই মস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ভাল পথ হতে পারে ওই প্রকাণ্ড হাইড্রলিক এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু শেষবার রানা যখন

দেখেছে, ওটা ছিল অনেক নীচে।

কীভাবে এই ফাঁদ থেকে বেরুবে, ভাবতে শুরু করেছে রানা। হঠাৎ ওর মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো সিলিং, চারপাশে ছিটকে গেল লাল-নীল-হলুদ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ।

ককপিটের ছাত ধসে যায়নি, অবশ্য খুলে গেছে ব্লাস্ট হ্যাচ। পাইলটের ইজেকশন সিট অ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে ওটা খুলে যায়।

হ্যাচ উড়ে যেতেই উপরের ওই গোল গর্ত থেকে এল অসংখ্য গুলি, ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে লাগল বিমানের ড্যাশবোর্ড, চুরচুর হচ্ছে গজ ও ডায়াল।

প্রথম দফা গুলি থামতে না থামতেই শুরু হলো দ্বিতীয় দফা, ছিন্নভিন্ন হলো বামদিকে পাইলটের সিট। একটু আগে ওখানে বসেছিল নিশাত সুলতানা।

এবার কী ঘটবে, বুঝে গেছে রানা। সিট থেকে ঝাঁপিয়ে নামল ও, শরীর গড়িয়ে দিয়েছে সামনের সংকীর্ণ মেঝেতে।

এক সেকেণ্ড পেরুল না, তার আগেই সিলিঙের গর্ত দিয়ে নেমে এল একজোড়া বুট। ধুপ করে নামল পাইলটের সিটে। লোকটার মুখের একপাশ দেখল রানা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডো, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

ঝট্ করে ঘুরল লোকটা, কাঁধে তুলে ফেলেছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। ককপিটের পিছন দিক কাভার করেছে। কিন্তু ওখানে কেউ নেই। চরকির মত ঘুরল এবার, চোখ ফেলল নীচের মেঝের দিকে। পলকের জন্য বিস্ফারিত হলো চোখ, মেঝেতে পড়ে আছে অসহায় শিকার। ঠোঁটে ফুটে উঠল ভয়ঙ্কর হাসি।

এত তাড়াহুড়োর ভিতর পিস্তল বের করতে পারেনি রানা, কোনওভাবেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। মুখোশ পরা কমাণ্ডোর কালো গ্লাভসের আঙুল চাপ দিতে শুরু করেছে ট্রিগারে।

শেষ চেষ্টা হিসাবে ডান পা ছুঁড়ল রানা।

কমাণ্ডোর হাঁটুতে লাথি দেয়ার জন্য নয়, লোকটার ফ্লাইট সিটের নীচে রয়েছে ইজেকশন লিভার।

খটাস্ করে রানার পা লাগল লিভারের উপর।

ঝটকা দিয়ে উপরে উঠল ওটা।

জোরালো ধাতব আওয়াজ হলো, পরক্ষণে হুউউউস্ আওয়াজ তুলল পাইলটের ইজেকশন সিট— সোজা রকেটের মত উঠে গেল গর্তের দিকে। কোলে করে নিয়ে চলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোকে!

ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড কিম শাং হতবাক হয়ে গেছে, এইমাত্র অবিশ্বাস্য গতিতে ককপিট থেকে ছিটকে বেরিয়েছে পাইলট ইজেকশন সিট নিয়ে তাদের এক কমাণ্ডো। চমকে গেছে ইউনিটের সবাই।

চেয়ার নিয়ে বুলেটের মত উপরে উঠেছে কমাণ্ডো, তারপর থ্যাচ্ করে বাড়ি খেয়েছে কংক্রিটের ছাতে। হ্যাঙারের ভিতর বিমানের আওয়াজের উপর দিয়ে শোনা গেছে খুলি ভাঙবার অসুস্থকর কড়-কড়াৎ আওয়াজ।

মুহূর্তে মরেছে লোকটা, তিন শ' পাউণ্ড ওজনের ইজেকশন সিট কাঠির মত ভেঙে দিয়েছে মেরুদণ্ড। একপলক ছাতে সেঁটে ছিল লাশ, তারপর ধপাস্ করে মেঝেতে এসে পড়েছে।

এক সেকেণ্ড পর কোমর থেকে ঝট্‌কা দিয়ে বেরেটা পিস্তল বের করেছে রানা, উড়ে যাওয়া পাইলট সিটের সামনে ড্যাশবোর্ডে পিঠ দিয়ে বসেছে। ককপিটের ছাত লক্ষ্য করে গুলি শুরু করেছে। যে-কোনও সময়ে নেমে আসবে ওই কমাণ্ডোর সঙ্গীরা।

তিন সেকেণ্ড পেরুবার আগেই ফুরিয়ে গেল ম্যাগাযিন, ধড়মড়

করে উঠে দাঁড়াল রানা, ঘুরে চাইল ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে। বেদম চমকে গেল, প্রকাণ্ড এলিভেটার শাফট লক্ষ্য করে ছুটছে বিমান!

বিড়বিড় করে কপালকে দোষ দিল ও। হাতে কয়েক সেকেণ্ড, তার আগেই সমাধান বের করতে হবে এই সমস্যার— শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুমগুম আওয়াজ তুলে বিশাল, গভীর গহ্বরের দিকে চলেছে বিমান!

অনেক নীচে অপেক্ষা করছে ইস্পাতের প্ল্যাটফর্ম!

বিমানের ছাতে ও হ্যাঙারের নানাদিকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোক!

কেবিনের ভিতর নিশাত সুলতানা, তিশা ও বৈজ্ঞানিক।

এই সমস্যার সমাধান কী?

সহজ কোনও পথ চাই, ভাবল রানা।

আগে বেরিয়ে যেতে হবে হ্যাঙার থেকে।

কিন্তু কোথাও যাওয়ার নেই!

ওরা আছে বিমানের ভিতর, এখন যদি নেমে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হবে!

কিন্তু ওরা যদি বিমান নিয়েই হ্যাঙার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে?

হ্যাঁ, ওই পথে...

লাফ দিয়ে কো-পাইলটের সিটে বসল রানা, দেরি না করে দুই হাতে নিয়ন্ত্রণ নিল বিমানের। অসংখ্য গুলি লেগেছে, কিন্তু এখনও কাজ করছে কন্ট্রোলগুলো।

সামনের দিকে কালেকটিভ ঠেলে দিল রানা, গতি আরও বাড়তে শুরু করেছে ৭০৭ বোয়িং বিমানের। ইস্পাতের বিশাল দরজার দিকে এখনও নাক। কবাট খোলা, ওপাশে গভীর খাদ।

'লোকটা আসলে করছেটা কী...' বিড়বিড় করল ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড কিম শাং।

দেখতে না দেখতে গতি বাড়ছে প্রকাণ্ড বিমানের। ইঞ্জিনের গুমগুম আওয়াজ তুলে হ্যাঙারের ভিতর সোজা চলেছে এলিভেটার শাফট লক্ষ্য করে।

হঠাৎ করেই হাড়ে হাড়ে টের পেল ছাতের কমাণ্ডোরা, গতি সত্যিই খুব বাড়ছে। মুখ তুলে সামনের দিকে চাইল তারা, মুহূর্তে বুঝে গেল বিমান কোথায় চলেছে। ভয়ে বিস্ফারিত হলো সবার চোখ।

'লোকটা নিশ্চয়ই পাগল না?' নিজেকে বলল কিম শাং। আস্তে করে শ্বাস ফেলল। কমাণ্ডোরা জান হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বিমান থেকে!

বিমান সোজা চলেছে খোলা গভীর গহ্বরের দিকে!

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ককপিটে কো-পাইলটের চেয়ারে বসে সিটবেল্ট আটকে নিয়েছে মাসুদ রানা। দ্রুতহাতে ইন্টারকম চালু করেছে, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমি আপনাদের ক্যাপ্টেন বলছি। দেরি না করে কোনও চেয়ারে বসে সিটবেল্ট আটকে নিন! আমরা যে-কোনও মুহূর্তে টেকঅফ করব!'

কথা শুনে মেইন কেবিনের ভিতর চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সবাই। ককপিটের দরজা খোলা, ওরা দেখতে পেল বিমানের সামনে হাঁ করে এগিয়ে আসছে খোলা এলিভেটার শাফট!

'আমি যা ভাবছি, স্যর কি সেটাই...' নিশাতের দিকে চাইল তিশা।

'তাই তো মনে হয়!' শ্বাস আটকে ফেলল নিশাত।

পরক্ষণে কাছের সিটগুলোর দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা।

লেজহীন কনভার্টেড বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান বিকট

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে চলেছে পাতাল হ্যাঙারের ভিতর দিয়ে। পিছনে ফেলছে ভেজা মেঝে। সামনে গভীর এলিভেটার শাফট।

কে ঠেকাবে রানাকে, সাত সেকেণ্ড পর ডোরওয়ে পেরুল ছুটন্ত বিমান, বেমক্কা ধাক্কা খাওয়া লোকের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল শাফটের ভিতর। এক পলকে উধাও হয়েছে হ্যাঙার থেকে ।

সাঁই-সাঁই করে এলিভেটার শাফট বেয়ে পড়ছে অ্যাওয়্যাক্স। নাক তাক করেছে নীচে— কেউ দেখলে ভাবত, জাপানিদের পাগলা কামিকাজি ফাইটার হয়ে উঠেছে বিমানটা, নামছে জাহাজের চোঙের ভিতর সুইসাইড মিশন নিয়ে!

সুপ্রশস্ত কংক্রিট শাফট ভরে উঠল ইঞ্জিনের জোরালো আওয়াজে। কয়েক সেকেণ্ড পেরুল, তারপর এক শ' আশি ফুট নীচে লেভেল চার-এ দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড হাইড্রলিক এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল অ্যাওয়্যাক্স।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই প্রথমে ভচকে গেল ওটার খাড়া নাক। নানাদিকে ছিটকে গেল অসংখ্য পার্টস্। একেকটা যেন হয়ে উঠেছে শ্র্যাপনেল। বিমানের দুই জেট ইঞ্জিন কিক খাওয়া ফুটবলের মত আকাশে উঠল, অনেক দূরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল।

কিন্তু মনে হলো নাকের উপর ভর করে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান্। তারপর অ্যালিউমিনিয়াম ও ইস্পাতের কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো। গুঙিয়ে উঠল বিমান, বিশাল ক্যালিফোর্নিয়ান রেডউডের মত ধুম্ আওয়াজ তুলে বাম ডানার উপর ভর করে পড়ল। খট্টাং আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল পলকা ডানা, পরক্ষণে প্ল্যাটফর্মের উপর বজ্রের জোরালো গুড়ুম আওয়াজ তুলে নামল বিধ্বস্ত বিমান।

বামদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে রয়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

নিশাত, তিশা ও বৈজ্ঞানিক যেন কমিকের চরিত্র, সিটে ভালভাবেই স্ট্র্যাপ আটকানো। কিন্তু একপাশে কাত হয়ে ঝুলছে।

ওরা সিটবেল্ট খুলতে শুরু করেছে, এমন সময় ককপিট থেকে ব্যস্ত পায়ে মেইন কেবিনে এসে ঢুকল রানা।

'সবাই জলদি,' তাড়া দিল। নিশাতের বেল্ট খুলতে সাহায্য করছে। 'আমরা এখানে থাকতে পারব না। যে-কোনও সময়ে নেমে আসবে ওরা।'

'আমরা কোনদিকে যাব, স্যর?' জানতে চাইল তিশা। এইমাত্র সিট থেকে ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

গম্ভীর মুখে বলল রানা, 'আগে প্রেসিডেন্টকে খুঁজতে হবে।'

চোদ্দ

'যিশু! শালা পাগল নাকি! বিমান নিয়ে গিয়ে ফেলেছে ওই...'

'গুয়াং ও র‍্যাটলস্নেক ইউনিট, ওদের ধাওয়া শুরু করুন!'

'প্রেসিডেন্ট আছে লেভেল পাঁচ-এ। কনফাইনমেন্ট এরিয়ার দিকে চলেছে। ক্রেট ইউনিট, ঢুকে পড়ুন জানোয়ারদের...'

'কপি করলাম, কোবরা ইউনিট। হ্যাঁ, শাফটের নীচে পানি জমছে। ভাল হয় যদি...'

'জর্জ বোলেণ্ডের ইউনিট কী করছে?' জানতে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'উনি আছেন পারসোনেল এলিভেটারের ছাতে, স্যর। শাফটে এলিভেটার নামিয়ে নেবেন। নীচের ওই লোকগুলো চেপ্টে মরবে।

আর যদি পাশ দিয়ে উঠতে চায়, গুলি করে মারা হবে।'

রেগুলার এলিভেটার শাফট।

প্রতি মুহূর্তে পানির উচ্চতা বাড়ছে কূপের। সাঁতার কেটে ভাসছে হোসেন আরাফাত খবির, ক্যাপ্টেন ক্লেটন, বাজে গায়ক বাটারফিল্ড এবং প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট।

ওদের মাথার উপর নামছে ভারী তুমুল বর্ষণ। একেকজন যেন পড়েছে টাইফুনের ভিতর। পানি পড়বার গতি কমছে না। পানির সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে ওরা, একটু পর নাগালে আসবে আউটার ডোরের কবাট।

হঠাৎ পানি পড়বার জোর আওয়াজের উপর দিয়ে এল ধাতব ক্ল্যাং-ক্ল্যাং আওয়াজ। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শাফটের ভিতর। পরক্ষণে মেশিনের জোরালো গুঞ্জন শুরু হলো।

মুখ তুলে উপরে চাইল খবির।

হঠাৎ করেই তুমুল বৃষ্টি পড়া থেমে গেছে।

বা বলা উচিত এখন আর মাথায় পড়ছে না, শাফটের দেয়াল ও কাউন্টারওয়েইট কেবল বেয়ে স্রোতের মত নামছে।

'কী হলো?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল প্রেমিক।

এর এক সেকেণ্ড পর দেখতে পেল খবির।

ওই যে, গাঢ় অন্ধকারে সামান্য আলো। ওই আলো আসছে চারদেয়ালের ফাঁক চুয়ে। আর মাঝখানে বড় এক জায়গা জুড়ে নেমে আসছে বাক্সের মত কী যেন!

ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে ওই বাক্স!

'ওটা কী?' আনমনে বলল ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

'সর্বনাশ!' ফোঁস করে দম ফেলল খবির। 'এলিভেটার নামিয়ে আনছে শালারা আমাদেরকে পিষে দিতে!'

শাফট বেয়ে নামছে পারসোনেল এলিভেটার। ওটার ছাতের

উপর ঝমাঝম পড়ছে পানি। চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত নামছে।

কিন্তু তার চেয়েও অনেক খারাপ খবর আছে খবিরের কাছে।

এলিভেটারের অনেক উপরে শাফটের মুখে, মেঝেতে শুয়ে পড়েছে দুই নাইন্থ স্কোয়াড্রন স্নাইপার, কাঁধে নাইট-স্কোপওয়ালা রাইফেল। মাযল তাক করেছে এলিভেটারের ছাত ও নীচের শাফট লক্ষ্য করে। এলিভেটার ও শাফটের মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে কেউ উঠে এলে তাকে গুলি করে ফেলে দেবে তারা।

'পরিস্থিতি ভাল নয়!' গম্ভীর স্বরে বলল খবির। 'মোটেই ভাল নয়!'

এলিভেটার নামলে পানির নীচে শ্বাস আটকে মরবে ওরা, নইলে পাশের ফাঁক দিয়ে ছাতে গিয়ে উঠলে গুলি খেয়ে...

কমাণ্ডোরা ওদের জন্য অপেক্ষা করবে রাইফেল কাঁধে।

আবারও চট্ করে উপরে চাইল খবির। দু'ফুট উপরে আউটার ডোরের দুই কবাট। আবছা আলোয় ওটার উপর কালো কালিতে লেখা: লেভেল পাঁচ।

এই লেভেলে কী আছে, ভাবতে চাইল খবির। এক সেকেণ্ড পর হাল ছেড়ে দিল। কে জানে কী আছে! আর জেনেই বা কী করবে? বেরুতে হলে ওই দরজা দিয়েই যেতে হবে! আর কোনও উপায় নেই!

সাঁতার বাদ দিয়ে কাউন্টারওয়েইট কেবল ধরল ও, বাঁদরের মত বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর পা রাখল দরজার বাইরের অংশে। এক ইঞ্চি বেড়ে আছে এদিকটা। ঝরঝর করে ওর মাথার উপর নামছে ভারী বৃষ্টি।

এই এলিভেটার শাফটের অন্য দরজাগুলোর মতই দুই কবাট শক্ত করে বন্ধ, এয়ার সিল করা।

খবিরের মাথা লক্ষ্য করে ধীরে নেমে আসছে এলিভেটার!

এদিকে পানি উঠে এসেছে লিফটের দরজার নীচের অংশে,

ছলাৎ করে লাগছে খবিরের বুটের সোলে। ক্রমেই বাড়ছে কূপের পানির গভীরতা।

খবিরের পাশে চলে এসেছে ক্যাপ্টেন ক্লেটন। অসহায় মনে হলো তাকে। 'সার্জেন্ট, এই দরজা খুলব কী করে?'

খবির ধারণা করছে, এদিকের দেয়ালে দরজার রিলিজ মেকানিযম থাকবে।

'কোথাও দেখছি না!' গলা উঁচু করল ও। 'বোধহয় দেয়ালের ওপাশে!'

অনেক নেমে এসেছে এলিভেটার, এখন মাত্র একতলা উপরে। গতি খুব ধীর, কিন্তু নামছে নিশ্চিত ভঙ্গিতে।

চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত ঝরছে পানি।

তখনই ওটা দেখতে পেল খবির— লিফটের দরজার ডান পাশের কংক্রিট থেকে বেরিয়েছে পুরু এক ইনসুলেটেড কেবল, নেমে গেছে নীচের পানির ভিতর।

'হ্যাঁ, ঠিক!' উৎসাহ নিয়ে বলল খবির।

ইমার্জেন্সি রিলিজ এই লেভেলে থাকবার কথাও নয়, থাকবে উপরে অথবা নীচে। নইলে কেন ঠিক জায়গায় খুলবে লিফটের দরজা?

এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করল না খবির, বড় করে দম নিয়েই ঝুপ করে নেমে পড়ল গভীর পুলের ভিতর। এক মুহূর্ত পর বুঝল, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

থমথম করছে চারপাশ।

নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে খবির, দশ আঙুলে হাতড়ে চলেছে দেয়ালে পুরু কালো কেবল। গেল কই?

নয় ফুট নেমে যাওয়ার পর দেয়ালের বুকে বাক্স পেল। ওটার ডালা খুলল খবির, ভিতরে ছয়টা লিভার। বাম থেকে এক এক করে গুনল ও, তারপর পঞ্চম লিভার ধরে টান দিল।

প্রায় একইসময়ে জোরালো হুউস্! আওয়াজ পেল।

উপরে রিলিজ খুলে গেছে কোনও প্রেশার ডোরের!

দ্রুত হাত-পা চালিয়ে ভেসে উঠল খবির, কানের কাছে শুনল, 'খবির! জলদি! জলদি!'

উন্মুক্ত দরজার কয়েক ফুট দূরে ও, সামনেই দেখল ওদিকের মেঝেতে ক্যাপ্টেন রুপা অ্যাড ও গায়ক বাটারফিল্ড। দরজার পাশে প্রায় ঝুলে আছে প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওকে সরিয়ে নেয়ার জন্য।

একবার উপরে চাইল খবির।

আর মাত্র তিন ফুট উপরে এলিভেটার!

ওটার গতি অনেক বেশি মনে হলো!

ঝট্ করে সামনে বাড়ল খবির, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

খপ্ করে ওর হাত ধরল প্রেমিক, এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল দরজার সামনে। পানি থেকে টেনে তুলতে শুরু করেছে। এবার গ্র্যান্টের কোমর জড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেন ক্লেটন। এদিকে বন্ধুর ঘাড় পেঁচিয়ে ধরেছে বাটারফিল্ড, গায়ের জোরে পিছিয়ে যেতে চাইছে ওরা দু'জন।

এলিভেটার নেমে এল, অবশ্য তার দু' সেকেণ্ড আগে দুই ফুটি ফাটল দিয়ে ছেঁচড়ে ভিতরে এল খবির। ওকে আছাড় খেতে হলো না, কিন্তু অন্য তিনজন হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে।

ওদিকে খোলা দরজার সামনে থামছে এলিভেটার!

প্রাণের ভয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা।

বরফের মূর্তির মত জমে গেছে।

সবার আগে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল খবির।

এলিভেটারের ছাতের চারপাশ থেকে নামছে পানি। ওই বাক্সের কারণে প্রায় বুজে গেছে শাফট, লেভেল পাঁচের মেঝে ভেসে যেতে শুরু করেছে।

এলিভেটার প্রায় থেমে গেছে, যে-কোনও সময়ে ওদিক থেকে বেরিয়ে আসবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা, গুলি শুরু করবে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে।

সাহসী মায়ের দুধ খাওয়া বাঙালি সৈনিক আমি, জানের ভয় কীসের, ভাবল মস্ত মনের খবির। অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করল ও শত্রুসেনা শেষ করতে।

পুরো থেমে গেল এলিভেটার, দু' দিকের মেঝে সমান হতেই খুলে গেছে দরজা।

এলিভেটারে কেউ নেই।

আপাতত কোনও বিপদ হলো না ওদের।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর চোখ বোলাল খবির। মেঝের উপর বইতে শুরু করেছে পানির স্রোত।

সামনের এই ঘর কোনও অ্যান্টি-রুম।

কাঠের কয়েকটা ডেস্ক, লেক্সান গ্লাসের কেবিনেট ভরা শটগান ও রায়ট গিয়ার। এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটা কয়েদ-ঘর।

ভুরু কুঁচকে গেল খবিরের।

বিদেশি সিনেমায় এমন ঘর দেখেছে।

সেগুলো ছিল জেলখানার রিসেপশন রুম।

'বেসের এদিকে কী?' আনমনে বলল ও।

পনেরো

লেভেল পাঁচ: অ্যানিমেল কনটেইনমেন্ট এরিয়া।

এই তলার একপাশে এসে থমকে গেছে স্পেশাল এজেন্ট

জেসিকা গোল্ডিং ও ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। চোখের সামনে দেখছেন সত্যিকারের নরক কেমন হয়।

জেসিকার মনে হয়েছিল জানোয়ারের ঘর নোংরা, খামোকা অন্ধকারে কষ্ট দেয়া হচ্ছে প্রাণীগুলোকে।

কিন্তু এদিকের অবস্থা আরও ঢের খারাপ।

জানোয়ারগুলোর খাঁচা পাশ কাটিয়ে পশ্চিমদিকে ভারী এক দরজা খুলে এখানে এসেছে ওরা। এই ঘর যেন ভুতুড়ে।

প্রায়ান্ধকার, চওড়া, নিচু সিলিঙের বিশাল ঘর। প্রতি তিনটে বালবের একটা মাত্র জ্বলছে। পুরো ঘরে মৃদু আলো। যেন লুকিয়ে রাখতে চাওয়া হয়েছে কিছু। কিন্তু আসলে আড়াল করা হয়নি কোনও কিছুকে।

ঘরের ভিতর একের পর এক খাঁচা।

জং-ধরা শিক, মেঝে শেওলা পড়া কংক্রিটের, আবছা আলোয় কারাগারটা আদিম আমলের মনে হলো। শিকের ওপাশ থেকে গোঙানির আওয়াজ। ফিসফিস করছে কারা যেন। কখনও কর্কশ স্বরে কিছু বলে উঠছে কেউ।

একবার শিউরে উঠল জেসিকা।

এগুলো আসলে জানোয়ারের খাঁচা নয়!

কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে, এসব খাঁচার ভিতর আটকে রাখা হয়েছে মানব-সন্তানকে!

দড়াম করে ভারী দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছে তারা।

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সেলের পাশ দিয়ে ছুটছে জেসিকা এবং ওর দুই সঙ্গী।

'আরে জাদু! আয় একটু জড়িয়ে ধরি!' চেঁচিয়ে উঠল দাঁতহীন ফোকলা এক লোক। শিকের বাইরে বাড়িয়ে দিয়েছে দুই হাত,

খপ্ করে ধরতে পারলে নিজের দিকে টেনে নেবে জেসিকাকে।

ছুটবার ফাঁকে সিগ-স্যাওয়ার পিস্তল দিয়ে লোকটার হাত সরিয়ে দিল জেসিকা, অন্যহাত পিছনে, টেনে নিয়ে চলেছে প্রেসিডেন্টকে।

'পেরন, পিছন দরজাটা বন্ধ করে আসুন!'

জানোয়ারের খাঁচা-ঘরের আগে দেয়ালে একসারি স্টিলের লকার, সামনের তিনটে দড়াম করে দরজার সামনে ফেলল টিম পেরন, তৈরি করছে ব্যারিকেড। কাজ শেষে পিছু নিল জেসিকার।

হৈ-হৈ করে উঠেছে সেলের লোকগুলো। একের পর এক চিৎকার আসছে খাঁচার ভিতর থেকে।

অন্য সব প্রাণীর মতই, ভয়ের ছোঁয়া লেগেছে অনুপ্রবেশ-কারীদের বুকে। আর ওই ভয়কে আরও বাড়িয়ে তুলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এরা। জঘন্য সব গালির পর গালি দিয়ে চলেছে। অন্যরা পানির মগ দিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তুলছে শিকের উপর। আ-আ-আ-আ-আহ! কান ফাটানো চিৎকার করছে কয়েকজন।

যেন দুঃস্বপ্নের ভিতর ছুটছে জেসিকা। থমথম করছে মুখ। একটু ডানে সামান্য ঢালু এক র‍্যাম্প দেখতে পেল। ওটার সামনে শিকের তৈরি বড় দরজা। মনে হলো, ওই র‍্যাম্প বেয়ে উঠলে পরের লেভেলে ওঠা যাবে। ওদিকে রওনা হয়ে গেল জেসিকা।

'আরে, জানের জান! আমার ওপর উঠবি নাকি!'

চোখ বিস্ফারিত করে ওদিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। চারপাশ থেকে আসছে নোংরা গালাগালি। লোকগুলোর পরনে নীল ডেনিম ইউনিফর্ম। মুখ ভরা দাড়ি, হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ধরতে চাইছে প্রেসিডেন্টের কাঁধ।

'অ্যাই বুড়ো শালা! তোর নরম পাছায়...'

'আসুন, স্যর!' প্রেসিডেন্টের হাত ধরে টানতে শুরু করেছে

জেসিকা।

শিকের দরজার সামনে পৌঁছে গেল ওরা।

সেল-ব্লকের ফটকের মতই, ভারী ও মজবুত তালা দরজায়। গুলি করে ভাঙা যাবে না ওটা।

'বেইন্স!' গলা উঁচু করল জেসিকা। 'লকপিক!'

স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স হাঁটু গেড়ে বসল দরজার সামনে, কোট থেকে বের করল হাই-টেক লকপিকিং ডিভাইস। ছোট নোটবইয়ের মত, লক পিকারের উপর অংশ সরিয়ে দিল সে।

চারপাশে চোখ বোলাল জেসিকা।

খাঁচার ভিতর নড়াচড়া করছে লোকগুলো, শিকের ওপার্শ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত। সেইসঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার: 'আ-আ-আ-আ-আ!'

মনে হলো না কারাবন্দিরা প্রেসিডেন্টকে চিনতে পেরেছে।

বিকট চিৎকারে যেন ফুর্তি প্রকাশ পাচ্ছে। নতুন লোকগুলোর বুকে আতঙ্ক ধরিয়ে দিতে চাইছে তারা।

ঠিক তখনই পিছন থেকে জোরালো আওয়াজ এল।

পিস্তল হাতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল জেসিকা।

ওই লোক কোনও মেরিন সৈনিক, পুরোপুরি ভেজা ইউনিফর্ম, রেমিংটন পাম্প-অ্যাকশন শটগান বাগিয়ে তেড়ে আসছে।

প্রথম লোকটার পিছনে আরও তিন মেরিন। প্রত্যেকে ভেজা।

সামনে জেসিকা ও প্রেসিডেন্টকে দেখে কাঁধ থেকে শটগান নামিয়ে নিল প্রথম লোকটা।

'ঠিক আছে! আমরা আপনাদের দলের!' বলে উঠল খবির। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। অ্যান্টি রুমের কেবিনেট থেকে অস্ত্র নিয়ে এসেছে।

খবিরকে পাশ কাটাল ক্যাপ্টেন ক্লেটন, থমথমে স্বরে বলল, 'এখানে কী হচ্ছে?'

'আমাদের ছয়জন শেষ!' আড়ষ্ট স্বরে জানাল জেসিকা। 'আর এয়ার ফোর্সের কুকুরের দল পাশের ঘরে! যে-কোনও সময়ে এখানে ঢুকবে!'

ওর পিছনে দরজার তালায় লক পিকার ঢুকিয়ে দিয়েছে স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স, একটা সবুজ বাটন টিপে দিল।

জ্-জ্-জ্-জ্-জ্!

গুঞ্জন শুরু করেছে ডিভাইস। দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে এ ধরনের বিশ্রী আওয়াজ শোনা যায়।

এক সেকেণ্ড পর খট্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল তালা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল বেইন্স।

'এবার কোথায় যেতে চান, এজেন্ট জেসিকা?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

'এমন কোথাও, যেখানে কমাণ্ডোরা নেই,' বলল জেসিকা। 'আমাদের প্রথম কাজ র‍্যাম্প বেয়ে ওঠা। চলুন, রওনা হয়ে যাই।'

প্রথমে র‍্যাম্প বেয়ে উঠতে লাগল স্পেশাল এজেন্ট বেইন্স ও পেরন। তাদের পর ক্যাপ্টেন ক্লেটন। এরপর প্রেসিডেন্ট ও জেসিকা। ওদের পর গায়ক বাটারফিল্ড ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট।

জেসিকার পাশে চলে গেল খবির।

র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে পাশাপাশি, এমন সময় চিৎকার-হৈ-চৈয়ের ভিতর শুনতে পেল:

'আমি বন্দি নই! বিজ্ঞানী! চিনি এই ফ্যাসিলিটি! সাহায্য করতে পারব!'

একইসঙ্গে ঘুরে চাইল জেসিকা ও খবির।

কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল কার কণ্ঠ ওটা।

র‍্যাম্প থেকে তিন খাঁচা দূরে ডান দিকের সেল তার।

শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য বুনো লোকগুলোর মতই মনে হলো তাকে।

কিন্তু কাছ থেকে অনেক তফাৎ দেখা গেল। এর পরনে নীল ডেনিম ইনমেট ইউনিফর্ম নেই। শার্টের উপর সাদা ল্যাব কোট। গলা থেকে ঝুলছে ফস্কা টাই।

তাকে হিংস্র মনে হলো না। বরং উল্টো, শান্ত ভঙ্গি আছে চেহারায়। বেঁটে লোক, চোখে ভারী চশমা, পাতলা হয়ে এসেছে সোনালী চুলগুলো। প্রতিদিন আঁচড়ে নেয়া হয়।

ওই সেলের সামনে দাঁড়াল জেসিকা ও খবির।

'কে আপনি?' চারপাশের আওয়াজ ছাপিয়ে জানতে চাইল স্পেশাল এজেন্ট।

'আমার নাম জুলিয়ো কার্টিস,' জবাবে বলল লোকটা। 'আমি একজন ডক্টর, ইমিউনোলজিস্ট! আজ ভোর পর্যন্ত ওই ভ্যাকসিনের উপর কাজ করছিলাম! তারপর এয়ার ফোর্সের লোকগুলো এখানে এনে আমাকে ভরে দিল!'

'এই ফ্যাসিলিটির চারপাশ চেনেন?' পাল্টা চেঁচাল খবির।

পিছনে ফেলে আসা ভারী দরজার দিকে চট্ করে চাইল জেসিকা। ওখানে আছে মস্ত সব ভালুক। আরও খারাপ কেউ থাকতে পারে। হয়তো পৌঁছে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

'হ্যাঁ, চিনি সবই!' বলল ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস।

'আপনার কী মনে হয়?' জানতে চাইল খবির।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জেসিকা, তারপর র‍্যাম্পের দিকে ফিরে ডাক দিল: 'বেইন্স! ফিরে আসুন! আরেকটা দরজা খুলতে হবে!'

দু'মিনিট পর র‍্যাম্প বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। এখন ওদের সঙ্গে রয়েছে শান্তশিষ্ট চেহারার ডক্টর কার্টিস।

ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে সবাই। পরের তলায় উঠবার সময় কেউ দেখল না র‍্যাম্পের নীচে ছল-ছলাৎ আওয়াজ তুলছে বানের পানি।

বিশাল অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে আসবার পর রানা খেয়াল করেছে, এটা ফ্যাসিলিটির লেভেল ফোর। ঠিক একঘণ্টা আগে এখান থেকে রওনা হয়েছে প্রেসিডেন্টের অন্টোরাজ।

এখন প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর ছিটিয়ে পড়ে আছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের নানান যন্ত্রাংশ। বিমান পড়বার সময় একেক দিকে গেছে চাকাগুলো। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিমান। একেবারে বোঁচা হয়ে ভিতরে ঢুকেছে নাক। মাঝ থেকে দু' টুকরো হয়েছে বামদিকের ডানা। বিমান পড়বার সময় ওটা ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু অ্যাওয়্যাক্স বিমানের তিরিশ ফুট বৃত্তের ফ্লাইং সসার আকৃতির রোটোডোম ঠিক আছে। টোকাও পড়েনি ওটার উপর।

ভাঙা বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে রানা। ওর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা ও মেরিনদের বৈজ্ঞানিক। জঞ্জাল থেকে সরে যাওয়ার পর দৌড় শুরু করেছে ওরা, চলেছে লেভেল চারের প্রকাণ্ড দরজা লক্ষ্য করে।

ওই বিশাল ফটকের বুকে ছোট এক ইস্পাতের দরজা। ওটা সহজেই খুলে গেল।

ওরা মাত্র ভিতরে ঢুকেছে, এমন সময় পিস্তল তুলেই গুলি করল রানা— একপাশের দেয়ালের সিকিউরিটি ক্যামেরার লেন্স বিস্ফোরিত হলো। ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ আওয়াজ তুলে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বেরুল নষ্ট যন্ত্রটা থেকে।

'কোনও ক্যামেরা চাই না, এদিকে খেয়াল দেবে সবাই,' হাঁটতে শুরু করেছে রানা। 'ক্যামেরার কারণে আমাদের পিছু ছাড়ছে না কমাণ্ডোরা।'

সামান্য ঢালু এক করিডোর বেয়ে উঠতে শুরু করেছে ওরা। শেষমাথায় পোক্ত চেহারার স্টিলের বড় এক দরজা।

পৌঁছে গিয়ে ওটার ফ্লাইহুইল ঘোরাতে শুরু করল নিশাত, পাঁচ সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

সবার আগে নিকেল প্লেটেড পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল রানা।

এদিকটা কোনও ল্যাবোরেটরি। দেয়ালের লম্বা তাকে সাজানো একের পর এক সুপার কমপিউটার, টিপটিপ করছে মনিটার। কি বোর্ড, ডেটা স্ক্রিন আর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের এক্সপেরিমেণ্ট বক্স রয়েছে তাকের অবশিষ্ট জায়গায়।

কেউ নেই ল্যাবোরেটরির ভিতর।

থমথম করছে চারপাশ।

কিন্তু ঠিক তখনই, গুলির আওয়াজ হলো!

গুড়ুম!

আরেকটা গুলি চলল!

তিশা, কানা করে দিয়েছে দুটো সিকিউরিটি ক্যামেরাকে।

বিশাল ঘরের ভিতর চোখ বোলাল রানা।

ওরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে, তার ঠিক উল্টোদিকে একটা জানালা।

এগিয়ে গিয়ে কাঁচ ঢাকা অবযার্ভেশন উইণ্ডো দিয়ে উঁকি দিল রানা। ভিতরে মস্ত এক চারকোনা ঘর।

ওটার ছাত মূল ঘরের অনেক নীচে। দুই স্তরে ভাগ করা হয়েছে ওই অ্যাপার্টমেণ্ট। নীচতলা ও ওপরতলা— ডুপ্লেক্স।

বাইরের এই প্রকাণ্ড ঘরের একপাশে কাঁচের চারকোনা ওই ঘর। ভিতরে কয়েকটা ক্যাটওয়াক দেখল রানা, উপরে উঠেছে ওগুলো।

ওর চোখ পড়ে আছে চারকোনা ঘরের ভিতর।

ওটা বড় কোনও লিভিং রুমের সমান। ভিতরে স্বাভাবিক সব

ফার্নিচার। একটা কাউচ, টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা বড়সড় টিভি— ওটার ভিতর জিওগ্রাফিক চ্যানেল চলছে। একপাশে ছোট খাট, চাদরের উপর ডরিমন কার্টুনের চরিত্রগুলোর প্রিন্ট।

কাঁচের তৈরি লিভিং রুমে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য খেলনা। মেঝেতে ম্যাচবক্স গাড়ি। একপাশে সুপারম্যানের ছোট পোশাক। কয়েকটা ছবির বই।

অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা।

সামনে ওটা বাচ্চা কোনও ছেলের ঘর!

ঠিক তখনই কাঁচের ঘরের বাসিন্দা বেরিয়ে এল একপাশের পর্দা ভেদ করে। ওদিকটা বোধহয় টয়লেট।

অবাক হয়ে গেছে রানা। আনমনে বলল, 'ওই ছেলে এখানে কী করছে?'

ল্যাবোরেটরির উঁচু উত্তরদিক থেকে চারকোনা ঘরের ভিতর নেমেছে এক সিঁড়ি। ওটার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। সিঁড়ি পেরিয়ে নামল ঘরের সামনে। পাশে নেমে এসেছে তিশা।

অবযার্ভেশন ল্যাবে রয়ে গেছে নিশাত ও বৈজ্ঞানিক।

কাঁচের ওপাশে চোখ বোলাল রানা ও তিশা।

ওদেরকে নেমে আসতে দেখেছে ছেলেটা। কাঁচের কাছে এসে থামল। ওদের মাঝে পুরু কাঁচের পাত। ঘাড় একটু কাত করল ছেলেটা, রিনরিনে কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই যে, স্যর!'

ষোলো

'স্যর, লেভেল চারের ল্যাবোরেটরির ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে। ওরা গুলি করে উড়িয়ে দিচ্ছে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা।'

'এটা বুঝতে ওদের এতক্ষণ লাগল, অবাক লাগছে,' বলল আর্লিং এফ ব্রুক্স্। 'আর প্রেসিডেন্ট কোথায়?'

'লেভেল পাঁচের কাছে। লেভেল চারের র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে।'

'আর আমাদের ছেলেরা?'

'পাইথন ইউনিট পজিশনে, লেভেল চারে ডিকমপ্রেশন এরিয়ায়। এদিকে লেভেল পাঁচে ক্রেট ইউনিট, অ্যানিমেল কনটেইনমেন্ট এরিয়ায়।'

মৃদু হাসল আর্লিং এফ ব্রুক্স্।

আপাতত অপেক্ষা করছে ক্রেট ইউনিট। এর জোরালো যুক্তি আছে। তারা প্রেসিডেন্টকে কমপ্লেক্সের ভিতর তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। উল্টোদিকে অপেক্ষা করছে পাইথন ইউনিট।

'ক্রেটকে বলো দরজা পেরিয়ে র‍্যাম্পে উঠুক। প্রেসিডেন্টের পিছিয়ে আসা ঠেকিয়ে দিতে হবে।'

ছেলেটার বয়স বড়জোর পাঁচ বছর। মাথা-ভর্তি সোনালি চুল। প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে চোখ। পরনে ডিজনিল্যাণ্ডের টি-শার্ট ও নীল জিন্স। পায়ে দামি স্নিকার। আমেরিকার লাখ লাখ বাচ্চাদের মতই, গোলগাল মুখ।

অন্য বাচ্চার সঙ্গে তফাৎ, এই ছেলে আছে ইউএস এয়ার ফোর্সের টপ সিক্রেট প্রজেক্টের এক কাঁচের ঘরে।

'কী করো তুমি?' বাইরে থেকে জানতে চাইল রানা।

'আপনারা ভয় পেয়েছেন কেন?' হঠাৎ করেই জানতে চাইল ছেলেটা।

'ভয় পেয়েছি?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা।

'হ্যাঁ। খুব ভয় পেয়েছেন। বলবেন, কেন ভয় পেয়েছেন?'

'তুমি জানলে কী করে যে ভয় পেয়েছি?'

'আমি জানি,' সংক্ষেপে বলল ছেলেটা।

এতই নিশ্চিতভাবে বলেছে, রানার মনে হলো সব জেনেশুনেই বলছে ছেলেটা।

'আপনার নাম কী, স্যর?' জানতে চাইল।

'মাসুদ রানা। বন্ধুরা রানা বলে ডাকে।'

'আমিও আপনাকে রানা বলে ডাকতে পারি?'

'পারো। ...তোমার নাম কী?'

'পল।'

'নামের আগে পরে কিছু নেই?'

'আগে-পরে অন্য নাম থাকে?' জানতে চাইল ছেলেটা।

একটু থমকে গেল রানা। দু' সেকেণ্ড পর বলল, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ, পল?'

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। 'আমি বোধহয় সবসময় এখানেই ছিলাম। আগে তো কোথাও ছিলাম না। ...একটা কথা শুনবেন?'

'নিশ্চয়ই শুনব, বলো।'

'আমাকে প্রতিদিন ঠিক সময়ে দারুণ সব খাবার দিয়ে যায় ওরা।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। গিরগিটিগুলোও ভাল খাবার পায়। কিন্তু ওরা পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে খুব অস্বস্তির ভেতর পড়ে। ...জানেন বিজ্ঞানীরা কী বলে?'

'না, জানি না তো?'

'ভূমিকম্প হওয়ার অনেক আগেই টের পায় গিরগিটিগুলো। এমন কী এনবিসি নিউজ চ্যানেল আগে থেকে সেসব বলতে পারে না।'

'তাই নাকি?' চট্ করে তিশাকে দেখে নিল রানা।

ঠিক তখনই শুরু হলো জোরালো মেকানিক্যাল আওয়াজ। পরক্ষণে দপ্ করে নিভে গেল সব বাতি।

লেভেল চারের র‍্যাম্প বেয়ে লেভেল পাঁচের দিকে উঠছেন প্রেসিডেন্ট। চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে অন্যরা। সবার পিছনে আসছে পণ্ডিত চেহারার বিজ্ঞানী।

র‍্যাম্পের উপর অংশে চারকোনা বড় একটা গ্রিল। নীচের দেয়ালে সুইচ, ওটা টিপে দিল জেসিকা। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করেছে গ্রিলের দরজা। ওদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

লেভেল চারের ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের একজন রেডিয়োতে ফিসফিস করল, 'ওরা র‍্যাম্প ডোর খুলছে!'

উপরের লেভেলে পাইথন ইউনিটের অন্য নয় কমাণ্ডো লুকিয়ে পড়েছে ফ্ল্যাটের পুবদিকে। প্রকাণ্ড ঘরের মাঝে উঠেছে র‍্যাম্প। ওটার উপর অস্ত্র তাক করেছে তারা। গ্যাস মাস্কের কারণে অর্ধেক মুখ ঢাকা, চোখে নাইট-ভিশন গগলস। কেউ দেখলে ভাবতে পারে, এরা একদল হিংস্র পোকা, নিরীহ পোকা শিকার করতে বেরিয়েছে।

খুব ধীরে উঠছে গ্রিলের দরজা। অন্ধকার ঘরের ভিতর এসে

পড়ল জোরালো বাতি। তারপর সরে গেল ফ্ল্যাশলাইট।

'ওরা সবাই উঠে আসুক, তার আগে কাভার থেকে বেরুবে না কেউ,' বলল মেজর জন স্কল্ট। 'একটাও যেন বাঁচতে না পারে।'

ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয় প্রথমে মেঝেতে উঠল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট টিম পেরন ও শ্যন বেইন্স। দু'জনের হাতে উদ্যত উযি ও সিগ-সাওয়ার। এরপর উঠল ক্যাপ্টেন ক্লেটন এবং বাটারফিল্ড।

ওদের পর জেসিকা গোল্ডিঙের পাশে মেঝেতে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, হাতে ছোট সিগ-সাওয়ার পি-২২৮। বেকায়দা ভাবে ধরেছেন। যে-কোনও সময়ে লাগতে পারে বলে ওটা প্রেসিডেন্টের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে জেসিকা।

এই দু'জনের পর উঠে এল বিজ্ঞানী, জুলিয়ো কার্টিস। শেষে লেখক-টু খবির ও প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। ওদের হাতে পাম্প-অ্যাকশন শটগান।

আবছা আলোয় উঠে অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে খবির। চারপাশে সব কালো আকৃতি। ডানে, বিশাল ঘরের দক্ষিণ দিকে দীর্ঘ একটা ছয়কোনা চেম্বার। উল্টো দিকে ম্লান আলো। অস্পষ্ট দেখা গেল কয়েকটা ক্যাটওয়াক, মেঝে থেকে শুরু করে বিশ ফুট উপরে উঠেছে, থেমেছে গিয়ে ছাতে। ওদিকে আরেকটা তলা।

খবির সরতেই নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। একটু দূরে মেঝের এক সুইচ টিপেছে ক্যাপ্টেন ক্লেটন।

অজান্তে ঢোক গিলল খবির। ওই দরজা খোলা থাকলেই বেশি খুশি হতো। লেভেল পাঁচের অ্যান্টিরুম থেকে ভারী পুলিশ ফ্ল্যাশলাইট এনেছে, শটগানের নীচে ওটা জ্বেলে নিল। চারপাশে আলো ফেলছে।

'আপনারা দু'জন,' ফিসফিস করে বেইন্স ও পেরনকে বলল

ক্যাপ্টেন ক্লেটন। ধরেই নিয়েছে দলের নেতৃত্ব তার হাতে। 'ওই দুই টেলিফোনের মত বুদের পিছন থেকে ঘুরে আসুন। কাজটা শেষে স্টেয়ারওয়েল দরজার সামনে থামবেন। গ্র্যান্ট, বাটারফিল্ড, খবির— তোমরা ডিকমপ্রেশন চেম্বারের চারপাশ ঘুরে এসো। কাজ শেষে ওদিকের দরজা সিকিউর করবে।' জেসিকার দিকে চাইল ক্লেটন। 'জেসিকা, আপনি বসের সঙ্গে থাকুন।'

টেস্ট চেম্বারের দিকে গেল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট পেরন ও বেইন্স। কিছুক্ষণ পর চলে গেল স্টেয়ারওয়েলের শেষে।

'এখানে কেউ নেই,' জানাল টিম পেরন।

ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ওদিকে খবির, গ্র্যান্ট ও বাটারফিল্ড। ওখানে সরু এক জায়গা আছে। কেউ নেই।

'এদিকেও কেউ নেই,' জানিয়ে দিল খবির। এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ছয়কোনা চেম্বারের ওদিক থেকে।

ইনডোর এনগেজমেন্টের স্ট্যাণ্ডার্ড ট্যাকটিক্স ব্যবহার করছে ক্যাপ্টেন ক্লেটন। এ লেভেলে আর কেউ নেই। প্রতিটি একসিট সিকিউর করা হয়েছে। কাজেই নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

কিন্তু মস্ত ভুল করেছে সে।

পিছিয়ে যাওয়ার পথ খোলা রাখেনি।

আর একইসময়ে এই ফ্লোরে উঠেছে মেজর জন স্কল্ট। এমনই হবে, জানত সে।

এদিকে তিরিশ ফুট দৈর্ঘ্যের ডিকমপ্রেশন চেম্বারের কাছে চলে গেছে বাটারফিল্ড, গ্র্যান্ট ও খবির। চারপাশে আলো ফেলেছে ওরা। চেম্বারটা প্রকাণ্ড। শেষমাথায় ছোট কাঁচের পোর্টহোল। ভিতরে আলো ফেলে চমকে গেল খবির।

কাঁচের ওদিকে ওর দিকে চেয়ে আছে এক চায়নিজ চেহারা। খুশি মনে হাসছে সে। আঙুল তুলে ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ছাতের দিক দেখিয়ে দিল।

উপরে চাইল খবির, ভীষণভাবে শিউরে উঠল। ডিকমপ্রেশন চেম্বারের উপর দাঁড়িয়েছে নাইট-ভিশন গগলস ও গ্যাসমাস্ক পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের এক কমাণ্ডো!

হোসেন আরাফাত খবির বাঁচল তার মূল কারণ ওর হাতে ফ্ল্যাশলাইট জ্বলছে। ওটার আলো পড়তেই অন্ধ হয়ে গেছে কমাণ্ডো। তবে বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড পাবে খবির।

আলো থেকে ঝট্ করে সরে গেছে গগলস পরা কমাণ্ডো।

সুযোগটা নিল খবির, বুম্ করে উঠল ওর শটগান। চুরমার হয়ে গেল লোকটার গগলস, ধপাস করে নীচে এসে পড়ল লাশ।

সামান্য বিজয় পেয়েছে খবির, কিন্তু একইসময়ে ডিকমপ্রেশন চেম্বারের উপর থেকে হামলা শুরু করেছে কালো পোশাক পরা নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। টেলিফোনের বুদের মত টেস্ট চেম্বারের ছাতেও তারা। একদম অসহায় অবস্থায় ঘরের মাঝে আটকা পড়েছে তাদের শত্রুপক্ষ।

স্টেয়ারওয়েল দরজার কাছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেলের তোড়ে পড়ল টিম পেরন ও শ্যন বেইন্স। যেখানে ছিল ওখানেই শেষ হয়ে গেল। মেঝের উপর পড়ে রইল রক্তাক্ত লাশ।

প্রেসিডেন্টকে ক্র্যাশ-ট্যাকল করল জেসিকা, ছিটকে নিয়ে গিয়ে ফেলল ডিকমপ্রেশন চেম্বারের পাশে।

ওদের মাথার উপর দিয়ে গেল একপশলা গুলি।

ক্যাপ্টেন ক্লেটন অতটা সৌভাগ্যবান নয়।

দু'দিকের ক্রস ফায়ারে উড়ে গেল তার মাথার খুলি। হঠাৎ করে ঝটকা দিয়ে সোজা হলো লাশ, তারপর হাঁটু গেড়ে ধুপ করে পড়ল। চোখের হতবাক দৃষ্টি নিভে গেছে।

পাশেই দুই হাতে কান চেপে শুয়ে আছে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। হিসহিস আওয়াজ তুলে চারপাশে ছুটছে বুলেট।

হ্যাঁচকা হাতে প্রেসিডেন্টকে দাঁড় করিয়ে দিল জেসিকা,

শত্রুদের দিকে গুলি করছে, অন্যহাতে টেনে নিয়ে চলল ভদ্রলোককে ওদিকের দেয়ালের দিকে। তারই ফাঁকে দেখল ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ছাতে এক কমাণ্ডো, অস্ত্র তাক করেছে প্রেসিডেন্টের মাথা লক্ষ্য করে!

ঝট্ করে পিস্তল ঘোরাল জেসিকা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওর!

বুম্ করে উঠল আরেকটা অস্ত্র!

বিস্ফোরিত হলো নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকটার মাথা। পিছন দিকে ঝটকা খেল তার ঘাড়। ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ছাত থেকে ধুপ করে নীচে এসে পড়ল লাশ।

কে সাহায্য করছে?

ঘুরে চাইল জেসিকা।

কাউকে দেখা গেল না।

খবির, বাটারফিল্ড ও গ্র্যান্ট একইসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ল্যাব বেঞ্চের পিছনে। পাটাতনের উপর দিয়ে তোড়ের মত গেল অসংখ্য গুলি।

পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে ওরা। টেস্ট বুদের কাছে তিন এয়ার ফোর্স কমাণ্ডো, প্রায় একইসময়ে মারা পড়ল খবির, বাটারফিল্ড ও গ্র্যান্টের গুলিতে।

অবশ্য, কয়েক মুহূর্ত পর বোঝা হয়ে গেল, শটগান বা পিস্তল দিয়ে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের পি-৯০র বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ওরা।

ভারী বুলেটের আঘাতে নানাদিকে ছুটছে চারপাশের তাক ও বেঞ্চ। একটা বেঞ্চের নীচ থেকে গলা ফাটিয়ে বলল বাটারফিল্ড, 'ধুশ্‌শালা! আমরা এবার শেষ!'

'তাই তো মনে হয়!' সায় দিল খবির। ঝট্ করে উঠে বসল ও, পাম্প অ্যাকশন শটগান তুলেই গুলি করবে, এমন সময় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল।

আবছা আলোয় একপশলা গুলি খেয়ে পিছনে ছিটকে পড়ল তিনজন নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো!

থেমে গেছে তাদের অস্ত্র। ওদিকে কেউ নেই যে গুলি করবে।

'হচ্ছেটা কী?' আনমনে বলল খবির।

স্টেয়ারওয়েল ডোরের কাছে নিজ পজিশন থেকে সবই দেখেছে পাইথন ইউনিটের নেতা জন স্কল্ট।

'সাবধান!' মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এই ফ্লোরে আমাদের বাইরে আরও কেউ আছে! ওই শুয়োরের বাচ্চারা এক এক করে আমাদেরকে খতম করছে!'

হঠাৎ স্কল্টের কাছেই মাথায় গুলি খেল এক কমাণ্ডো। উড়ে গেছে অর্ধেক কপাল। চারপাশে ছিটকে গেল রক্ত ও মগজ।

'হারামির বাচ্চারা!' বিড়বিড় করল স্কল্ট। ওর ধারণা ছিল এখানে বড়জোর দু'জন কমাণ্ডোকে হারাবে। কিন্তু এরইভিতর সাত-আটজন মরেছে। 'পাইথন ইউনিট! পিছাতে শুরু করো! স্টেয়ারওয়েলে ঢুকে পড়ো! ইমার্জেন্সি ইভ্যাকুয়েশন! জলদি!'

ঝটকা দিয়ে স্টেয়ারওয়েলের দরজা খুলল সে, আর তখনই একপশলা গুলি এসে লাগল চারপাশের দেয়ালে। আরেকটু হলে জন স্কল্টের খুলি উড়ে যেত। ঝড়ের গতিতে তাকে পাশ কাটাল দলের অন্যরা। ঢুকে পড়েছে সবাই পুবদিকের স্টেয়ারওয়েলে। অবশ্য তার আগে, নিজেদের মৃত সঙ্গীদের মুখ-মাথা উড়িয়ে দিয়েছে গুলি করে। কেউ চিনবে না ওরা কারা ছিল। কয়েকটা গুলি করে পাশের এক মৃত কমাণ্ডোর মাথা উড়িয়ে দিল জন স্কল্ট, তারপর ঢুকে পড়ল স্টেয়ারওয়েলের ভিতর।

প্রায় নিঃশব্দে ছুটতে শুরু করেছে দলের সবাই।

থমথমে পরিবেশ নেমে এল চারপাশে।

বাটারফিল্ড ও গ্র্যান্টের পাশে উবু হয়ে বসেছে খবির। বাতাসে ভাসছে অসংখ্য বুলেটের কটু গন্ধ।

সামান্যতম আওয়াজ নেই কোথাও।

খবির ও অন্যদের, পাঁচ ফুট দূরে আরেক বেঞ্চের নীচে জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। মেঝেতে ছিটিয়ে আছে ভাঙা প্লাস্টিকের জিনিসপত্র।

এখনও পিস্তল তুলে অপেক্ষা করছে জেসিকা।

কয়েক মুহূর্ত পর বেঞ্চে জোরালো ধুপ আওয়াজ তুলে নামল একজোড়া বুট।

ঝট্ করে মুখ তুলে চাইল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট।

একটু কুঁজো হয়ে ওদেরকে দেখছে মাসুদ রানা। দুই হাতে দুই নিকেল-প্লেটেড বেরেটা। খোশ মেজাজে জানতে চাইল, 'আপনারা এখানে কী করছেন?'

ওদের কারও জানবার কথা নয়, আমেরিকার প্রতিটি বার, অফিস ও বাড়িতে সবার চোখ আঠার মত সেঁটে আছে টিভিতে।

ছোট ওই ফুটেজ বারবার দেখিয়ে চলেছে সিএনএন এবং অন্য স্যাটালাইট নিউজ চ্যানেলগুলো।

প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে কয়েক মিনিট বক্তব্য দিয়েছে ওই লোক।

প্রতিটি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদেরকে ডেকে নিয়েছে। যার যার মতামত জানাচ্ছে তারা।

সরকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা মাঠে নেমে পড়েছে। অবশ্য এখনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারেনি।

সরকারের মাত্র কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানেন ওই ফুটেজ তোলা হয়েছে কোন্ এলাকা থেকে।

কিছুক্ষণ পর সকাল আটটা বাজবে। অধৈর্য হয়ে পরের বার্তা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা।

সতেরো

তেসরা জুলাই।

সকাল আটটা।

অন্য দেশের স্পেস কেপেবিলিটি নিয়ে কাজ করে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির স্পেস ডিভিশন।

অফিসটা পেন্টাগনে, মাটির নীচে সর্বশেষ তলার উপরের তিনটে ফ্লোর নিয়ে। পেন্টাগনের বিখ্যাত সিচুয়েশন রুমের ঠিক নীচেই।

'স্পেস ডিভিশন' শুনলে মনে হতে পারে দারুণ উত্তেজনাময় কিছু ঘটে চলেছে ওখানে, কিন্তু বাস্তব হচ্ছে— খুব ঢিমা তালে কাজ চলে। সংক্ষেপে বললে: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে শাস্তি হিসাবে স্পেস ডিভিশনে বদলি করা হয়। আসলে এখানে তেমন কিছুই ঘটে না।

পুব উপকূলে এখন সকাল দশটা।

অফিসে বসে কাজ করছে কেভিন কনলন। দুনিয়া নিজ নিয়মে চলছে, সেদিকে ওর হুঁশ নেই। মন ঢেলে দিয়েছে কমপিউটার কি বোর্ডের উপর।

গত কয়েক মাসে ডিআইএ ফোনের যত টেপ পেয়েছে, সেগুলো ডিসাইফার করতে চাইছে ও।

এসব ফোনালাপের লোকগুলো সফিসটিকেটেড এনকোডার ব্যবহার করেছে, বুঝবার উপায় নেই কী বার্তা চালাচালি হয়েছে।

এখন ওই কোড ভেদ করবার দায়িত্ব এসে পড়েছে কেভিন কনলনের উপর।

সময় কীভাবে বদলে যায়, আনমনে ভাবল কনলন। ও ছিল ক্রিইপ্‌টানালিস্ট ও কোড ব্রেকার, আর চলতে চলতে এখন কোথায় চলে এসেছে!

কেভিন কনলন মাঝারি উচ্চতার যুবক, রোগা-পাতলা, মাথার চুলগুলো হালকা, চোখে ওয়ায়ার-ফ্রেমের চশমা। ওকে মোটেও জিনিয়াস মনে হয় না। টি-শার্ট, জিন্স ও স্নিকারে ওকে কোনও ইউনিভার্সিটির পাগলাটে ছাত্র লাগে। কিন্তু আদতে কেভিন কনলন সরকারী অ্যানালিস্ট।

থিয়োরেটিক্যাল ননলিনিয়ার কমপিউটিঙের দুর্দান্ত উজ্জ্বল আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট থিসিস দেখে ওকে প্রথমে চেনেন ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের কর্মাকর্তারা। তাঁদের হাত ধরে ডিআইএ-র কাজে যোগ দেয় কনলন। ডিআইএ সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছে নাসার সঙ্গে। আর নাসা দেশের সবচেয়ে বড় সিগনাল সংগ্রহকারী এবং কোড ব্রেকার। কিন্তু তাই বলে বসে নেই ডিআইএ, তাদেরও রয়েছে নিজস্ব কোড ব্রেকার। দেশের উপর চোখ রাখছে তারা। আর তাদেরই একজন কেভিন কনলন।

ডিআইএ-র কাজে যোগ দিয়েই ক্রিইপ্‌টানালিসিস বিষয়ে মন দিয়েছে সে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে, এটা যেন দুই লোকের মগজের লড়াই। একজন কিছু লুকাতে চাইছে, অন্যজন শুরু করেছে তার ধাঁধার ওপর গোয়েন্দাগিরি।

ওর এক কথা: অভেদ্য কোনও কোড থাকতেই পারে না।

চাকরিতে যোগ দেয়ার কিছু দিনের ভিতরেই কর্মকর্তাদের চোখ পড়ল ওর উপর— তাঁরা বুঝলেন, এই ছেলে সত্যিই দুর্দান্ত ব্রিলিয়ান্ট।

এরপর এগারো সালে ইউএস কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে বসল

বুশ লিফটারম্যান নামের এক লোক। তার ছিল আনব্রেকেবল এনক্রিপ্‌শন সফটওয়্যার। সে-বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিএল নামের প্রোগ্রাম ইন্টারনেটে পোস্ট করল সে। স্রেফ পাগল হয়ে গেল সরকার। তাদের খেপে যাওয়ার মূল কারণ: তারা কিছুতেই কোড ভাঙতে পারছিল না।

বিএল ক্রিইপটোগ্রাফিক সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় 'পাবলিক কি সিস্টেম'। ওটার কারণে কোডের সবচেয়ে বড় জরুরি 'কি' ছিল গুণাত্মক বিশাল প্রাইম সংখ্যা। তা এতই বড় যে, সংখ্যায় ছিল দুই শ' সাতান্ন ডিজিট।

সে সময়ে এত বড় সংখ্যা ভেদ করা ছিল অসম্ভব।

হিসাব কষে দেখা গেল, গোটা জগৎ তেরোবার তৈরি হওয়ার পরেও সব সুপার কমপিউটার খুঁজে বের করতে পারবে না সামান্যতম বার্তা।

এতে চিন্তিত হয়ে পড়ল আমেরিকান সরকার।

তার উপর জানা গেল, বিশেষ কিছু টেরোরিস্ট গ্রুপ এবং অন্যান্য দেশ বিএল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে গোপনে বার্তা আদান-প্রদান শুরু করেছে।

এগারো সালের শেষে বিচার শুরু হলো বুশ লিফটারম্যানের। কোর্ট থেকে বলা হলো: ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র দেশের ভিতর আমদানী করেছে এই চরম দেশদ্রোহী।

লোকটা পরের একবছর লুকিয়ে থাকল কোথায় যেন।

তারপর তেরো সালে হঠাৎ করেই ওই মামলা তুলে নিলেন ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল।

জাতীয় প্রতিটি খবরের-কাগজে লেখা হলো: ওই ঘোড়া পালিয়েছে, এখন আর ওটার পিছনে ছুটে লাভ হবে না।

অ্যাটর্নি জেনারেল প্রকাশ করলেন না, সেই ভোরে ডিআইএ-র ডিরেক্টার যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন: ওই কোড

ব্রেক করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষ জানল না, আবার শত্রুদের কোড ভেদ করতে শুরু করেছে আমেরিকান সরকার।

সরকারের খুব কম মানুষ জানে, পঁচিশ বছর বয়সী কেভিন কনলন নামের এক ডিআইএ-র ম্যাথম্যাটিশিয়ান ওই কোড ভেদ করেছিল।

প্রায় কেউ জানল না, কেভিন কনলনের থিয়োরেটিকাল ননলিনিয়ার কমপিউটার বাস্তবে তৈরি করা যায়। বিএলপি উন্মোচিত করতে তৈরি করা হয়েছিল প্রোটোটাইপ ভার্শানের কমপিউটার। ওটা ব্যবহার করে সহজেই বিশাল সংখ্যার ডিজিটের অঙ্ক কষা গেছে।

কেভিন কনলন সবসময় বলে: দুনিয়ায় অভেদ্য কোনও কোড নেই।

অবশ্য, ক্রিইপ্‌টানালিস্টদের কপাল সবসময় মন্দ। যে কাজ করে, প্রায়ই তা কাউকে বলতে পারে না। জানাতে পারে না কী জয় করেছে।

যতই দুঃসাধ্য বিএলপি ভেদ করুক কেভিন কনলন, কাউকে বলতে পারেনি।

সামান্য বেড়েছে তার বেতন, ব্যস!

অবশ্য উদ্যম নিয়ে নতুন কাজে ব্যস্ত থেকেছে সে অন্তরের তাগিদেই।

ইউটা-র দুর্গম এক এয়ার ফোর্স বেসের আনঅথারাইয্‌ড্ কয়েকটা ফোন ট্র্যান্সমিশন নিয়ে কাজ করছে ও এখন স্পেস ডিভিশনের অফিসে।

যে ঘরে বসে কাজ করছে, তার উল্টো দিকের অফিসে ব্যস্ত সবাই, উত্তেজিত। ডিআইএ এবং নাসার ক্রিইপ্‌টানালিস্টরা ভেদ করতে চাইছে দু'দিন আগে সিচ্যাং লঞ্চ সেন্টার থেকে উৎক্ষেপ

করা চায়নিজ স্পেস শাটলের এনক্রিইপটেড সিগনাল।

ওই কাজটা হাতে পেলে মন্দ হতো না, ভাবল কনলন। মরুভূমির ভিতর এক এয়ার বেসের ফালতু ফোনের মেসেজ ডিক্রিইপ্‌ট্‌ করবার ভিতর কোনও চ্যালেঞ্জ নেই।

কনলনের কমপিউটার মনিটরে ভেসে উঠেছে রেকর্ডেড ফোন কল। জিনিসটা যেন সংখ্যার জলপ্রপাত, ওগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে বক্তব্য। গত কয়েক মাস ধরে ইউটার বেস থেকে এসেছে এসব ফোন।

মাথার উপর চেপে থাকা ভারী হেডফোন গরম করে দিয়েছে কনলনের কান। একের পর এক খড়মড় আওয়াজ চলছে— বিশ্রী, স্ট্যাটিক।

স্ক্রিনের উপর স্থির ওর চোখ।

একটা বিষয় স্পষ্ট: এসব কল ভালভাবেই এনক্রিইপ্ট করেছে কেউ। দু'দিন ধরে এর পিছনে লেগেছে কনলন।

আরও কয়েকটা পুরনো অ্যালগোরিদম ব্যবহার করল সে।

কিছুই হলো না তাতে।

নতুন কয়েকটা ব্যবহার করল।

তাতেও কোনও ফলাফল এল না।

দরকার পড়লে এক মাস এর পিছনে লেগে থাকবে কনলন।

ভোডাফোনের নতুন এনক্রিইপশন সিস্টেম ভেদ করবার জন্য নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করেছে, এবার সেটা ব্যবহার করল ও।

কয়েক সেকেণ্ড পর অদ্ভুত ভাষা শুনতে পেল কনলন।

'...ক্যান বেভেস্টিগ ডট ইন-এণ্টিং প্লাসভিণ্ড...'

চকচক করে উঠল কনলনের দুই মণি।

পাইছি তরে!

ওর প্রোগ্রাম চালাল অন্য কয়েকটা টেলিফোনের আলাপের উপর।

দারুণ কাজ শুরু করেছে ওর প্রোগ্রাম। সাধারণ স্ট্যাটিক বদলে গিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বিদেশি ভাষা। মাঝে দু'একটা ইংরেজি বক্তব্য।

'...টোয়েটসে অপ লাসটে পেজিং ওয়ার্ড অপ ডাই ভিয়ের-এনটুইনটিগ্স্ট ভারওয়াগ। ওয়াট ভ্যান ডাই ওনট্রেকিংস ইনহেইড?'

'...রেকণ্ডো স্প্যান ইয অলরিডস ওয়েজেসটুর...'

' ..ভুরবেরেইডিংস অনডাররওয়েগ। ভ্রোয়েগ ওগেণ্ড। বেস্টে টাইড ভির অনট্রেকিং...'

'...এভরিথিং ইয ইন প্লেস। কনফার্ম দ্যাট ইটস্ দ্য থার্ড...'

'...অনট্রেকিং ক্যান 'এন প্রোবলিম ওয়েইস। গেস্টেল অন্স গে ব্রুইক ডাই হোয়েব ল্যাণ্ড হাইয়ের ন্যাবি। ভারস্ট্যান হাই ইয 'এন লিড ভ্যান ডাই অর্গানাইসেসি...'

'...স্যাল ডাই ইন্স্ট্রুকস্সি উরড্রা...'

'...মিশন ইয এ গো...'

'...ডাই রেকণ্ডোজ ইন গিরিড। ভারওয়াগটে আনকোম্স বাই বি প্ল্যাণ্ডে বেস্টেমিং বিন্নে নেগে ডায়ে...'

মনিটরের দিকে চেয়ে ঝলমল করছে কেভিন কনলনের চেহারা। ভাঙা যাবে না এমন কোড কোথাও নেই।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল ও এবার।

আঠারো

ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় সংক্ষিপ্ত লড়াই শেষে দলের সবাইকে নিয়ে লেভেল চারের আরেক দিকে চলে এসেছে মাসুদ রানা। এখানে

রয়েছে অবযার্ভেশন ল্যাব, চৌকো কাঁচের ঘর। আসবার আগে পিছন-দরজা বন্ধ করে এসেছে ওরা। গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে সিকিউরিটি কি প্যাড।

রানা বুঝেছে, এই কমপ্লেক্সে সবচেয়ে সহজে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে এখানেই।

পারসোনেল এলিভেটারের উপর চোখ রাখলে, আর মাত্র দুটো পথে আসা যায়। একটা পথ: ছোট র‍্যাম্প। ওই পথে এয়ারক্রাফট এলিভেটারে যাওয়া যায়। এ ছাড়া, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে পৌঁছে যাওয়া যায় কাঁচের চৌকো ঘরের বাইরে।

ল্যাবের মেঝেতে জিরিয়ে নিতে শুরু করেছে জেসিকা গোল্ডিং, হতক্লান্ত।

একই অবস্থা প্রেসিডেন্টের।

গোল হয়ে মেঝেতে বসেছে নিশাত, বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট, লেখক-টু খবির, প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট ও গায়ক বাটারফিল্ড—আলাপ চলছে এই অভিযানে কার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে।

নিশাত জানাল, কীভাবে অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে আকাশে না উড়ে পাতালে নেমে এসেছে ওরা। ওদিকে বাটারফিল্ড জানাল, বানে ভাসা এলিভেটার শাফ্‌ট্ বেয়ে নেমে এসেছে ওরা এখানে।

এ দল থেকে সরে এক কোনায় বসেছে বিধ্বস্ত বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। পরনে এখনও সাদা ল্যাব কোট।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও তিশা।

এখন ওদের সঙ্গে রয়েছে সামান্য কয়েকটা কমব্যাট গিয়ার। ওগুলো এসেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মৃত কমাণ্ডোদের কাছ থেকে। সামান্য অস্ত্র, কয়েকটা রেডিয়ো হেডসেট, তিনটে আরডিএক্স কমপাউণ্ড দিয়ে তৈরি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গ্রেনেড এবং বুড়ো আঙুলের সমান আকৃতির তালা উড়িয়ে দেয়ার বিস্ফোরক পেয়েছে ওরা। শেষেরগুলোর নাম লক ব্লাস্টার।

বিচ্ছিরি ভাবেই যুদ্ধে হার হয়েছে মেজর জন স্কল্টের।

পালিয়ে যাওয়ার আগে নিজেদের আহত ও নিহত যোদ্ধাদের উপর গুলি চালিয়েছে। এর মূল কারণ ছিল সঙ্গীদের চেহারা নষ্ট করা নয়, ওদের অস্ত্র নষ্ট করে দেয়া। নইলে মৃত যোদ্ধাদের অস্ত্র চলে আসত রানা এবং ওর দলের সবার হাতে।

রণক্ষেত্র থেকে মাত্র একটা পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল পেয়েছে রানা। অন্য রাইফেলগুলো গুলি লেগে বিকল হয়েছে। কমাণ্ডোদের সেমিঅটোমেটিক পিস্তলের ক্ষেত্রেও তাই।

'আপা,' অ্যাসল্ট রাইফেলটা নিশাতের কোলে নামিয়ে দিল রানা। 'চোখ রাখুন র‍্যাম্পের ওপর। বাটারফিল্ড, তুমি কাঁচের ঘরে নেমে আসা সিঁড়ি কাভার দেবে।'

যে যার কাজে চলে গেল নিশাত ও বাটারফিল্ড।

গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছেন প্রেসিডেন্ট।

অন্য কেউ হলে তাঁর কাছে হাজির হতো, কিন্তু রানা ওদিকে পা বাড়াল না। জানে, ভদ্রলোক আহত নন। আর ওঁর হৃৎপিণ্ড ঠিকমত চললে বেশি ভাবতে হবে না ওকে।

জেসিকা গোল্ডিঙের পাশে থামল রানা। 'আপডেট?' সংক্ষেপে বলল।

মুখ তুলে রানার দিকে চাইল স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা। আগেও এই লোককে দেখেছে প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারে, তবে তখন পরিচয় হয়নি।

অন্য এজেন্টদের কাছে শুনেছে, এই লোক ছোট একটা দল নিয়ে অ্যান্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশন রক্ষা করেছিল।

'ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেমের বার্তাটা পাওয়ার পর লেভেল থ্রি-র কমন-রুমে অ্যাম্বুশ করল ওরা,' বলল জেসিকা। 'তারপর থেকে পিছু নিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম, ঠিক করা ছিল ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট দিয়ে বেরিয়ে যাব। কিন্তু লেভেল

ছয়-এ নামতেই দেখলাম অপেক্ষা করছে। আবারও উঠে আসতে হলো সিঁড়ি বেয়ে। এদিকেও তৈরি ছিল। লেভেল পাঁচে ঢুকলাম, ওদিকের র‍্যাম্প বেয়ে উঠলাম লেভেল চার-এ। ওখানেও তারা।'

'আহত হয়েছে ক'জন?'

'মারা গেছে প্রেসিডেন্টের পারসোনাল ডিটেইলের আটজন। এদিকে লেভেল ছয়-এ গোটা অ্যাডভান্স টিমকে মেরে ফেলেছে। সব মিলে সতেরোজন খুন হয়েছে।'

'চাক কোসলোস্কি?'

'কোথায় গেছে জানি না।'

'আর কিছু?'

ল্যাব কোট পরা ছোটখাটো লোকটার দিকে আঙুল তুলল জেসিকা। 'অ্যাম্বুশে পড়বার আগে লেভেল পাঁচ-এ একে পেয়েছি। বলছে বিজ্ঞানী। এই ফ্যাসিলিটিতে কাজ করে।'

জুলিয়ো কার্টিসের দিকে চাইল রানা। চশমা পরা লোক, ভীত। চট্ করে একবার ওর দিকে চেয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে নিল সে।

'আপনাদের কী অবস্থা?' রানার কাছে জানতে চাইল জেসিকা।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমরা হ্যাঙারে ছিলাম। তারপর শুরু হলো গোলাগুলি। নেমে আসতে হলো একটা ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে। এখানে পৌঁছবার আগে একটা পাতাল হ্যাঙারে বাধ্য হয়ে ধ্বংস করতে হয়েছে একটা হামভি ও অ্যাওয়্যাক্স বিমান।'

'জানলেন কী করে যে পাশের ঘরে অ্যাম্বুশ হবে?' জানতে চাইল জেসিকা।

'কাঁচের ঘরের পাশেই ছিলাম, তখনই দপ্ করে নিভে গেল ডিকমপ্রেশন এরিয়ার সমস্ত বাতি। ভেবেছিলাম পরিচিত কেউ,

সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে আড়াল নিতে চাইছে। উপরের ক্যাটওয়াক থেকে চোখ রাখলাম। তারপর বুঝতে দেরি হলো না তারা কারা। ঘিরে ফেলেছিল র‍্যাম্প। বুঝলাম, প্রেসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করছে।' একবার ভদ্রলোককে দেখে নিল রানা। 'তখনই নিজেরা অ্যাম্বুশ পাতলাম।'

ঘরের আরেকদিকে প্রেসিডেন্টের পাশে বসেছে মেরিনদের বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' খুব সম্ভ্রম নিয়ে বলল সে।

'হ্যাঁ?' মুখ তুললেন ভদ্রলোক।

'আপনি এখন কেমন বোধ করছেন, স্যর?'

'এখনও বেঁচে আছি, ভাবতে ভাল লাগছে। ...বাছা, তোমার নাম কী?'

'কর্পোরাল বার্নি বেনেট, স্যর। সবাই বৈজ্ঞানিক বলে ডাকে।'

'বৈজ্ঞানিক?'

'জী, স্যর।' সামান্য দ্বিধা করল বেনেট। 'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জানতে চাইতাম।'

'বলো?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'ঠিক আছে, স্যর। আপনি তো প্রেসিডেন্ট, আপনার তো অনেক কিছু জানার কথা। ঠিক নয়, স্যর?'

'হ্যাঁ...'

'ঠিক। ভাবতেই ভাল লাগে একজন সব জানে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হলো: আমরা কেন পুয়ের্টো রিকোকে নিরাপত্তা দিই? কারণ কি এটা যে ওখানে সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় ইউএফও?'

'হ্যাঁ, কী বললে?' অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

ঘনঘন মাথা দোলাল বৈজ্ঞানিক। 'একবার ভাবুন! আর কোন্ কারণে আমরা শালার সম্বন্ধি পুয়ের্তো রিকো পাহারা দিই... এমন

তো নয় যে...'

'বৈজ্ঞানিক,' মুচকি হেসে ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে ডাক দিল রানা। 'ওঁকে বিরক্ত কোরো না। ...মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপত্তি না থাকলে এখানে চলে আসুন। সকাল আটটা বাজতে চলেছে। একটু পর বক্তব্য দেবে ওই লোক।'

উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট, ক্লান্ত ভঙ্গিকে এসে থামলেন রানার পাশে। তার আগে অদ্ভুত চোখে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিকের দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

কয়েক মিনিট পর আটটা বাজতেই চালু হলো এয়ার বেস যিরো নাইনের প্রতিটি টেলিভিশন। পর্দায় দেখা দিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের মুখ।

'আমেরিকার প্রিয় জনতা,' ভারী স্বরে শুরু করল সে। 'গত একঘণ্টার খেলায় এখনও মৃত্যুবরণ করেননি প্রেসিডেন্ট। অবশ্য, তাঁর বিজয়ী হওয়ার আশা কমে আসছে ক্রমেই।

'তাঁর পারসোনাল সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের সদস্য-সংখ্যা কমে এসেছে আশঙ্কাজনক ভাবে। নয়জনের দলের আটজন মারা পড়েছে। এ ছাড়া, দুই সিক্রেট সার্ভিস ইউনিটের একটা ছিল ফ্যাসিলিটির নীচতলায়। দলে ছিল নয়জন, তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। অন্য ইউনিটও শেষ। সবমিলে প্রেসিডেন্টের ক্ষতি ছাব্বিশজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হারানো। নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তরফের কেউ আহত হয়নি।

'অবশ্য, কাপড়ের নীচে চকচকে আর্মার পরে অকুস্থলে হাজির হয়েছে রাজাসাহেবের ক'জন নাইট। এরা ইউনাইটেড স্টেট্স মেরিনের সদস্য। আরও রয়েছে কয়েকজন বাঙালি সৈনিক। এরা ছিল প্রেসিডেন্টের কপ্টারে। একেকজন ফুলবাবু। এরা হয়তো ভেবেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে লড়ে...'

হঠাৎ করেই গোটা ফ্যাসিলিটির টিভির পর্দাগুলো কালো হয়ে

গেল। দপ্ করে নিভে গেছে সমস্ত বাতি। ঘুটঘুটে অন্ধকার নামল চারপাশে।

লেভেল চার-এ চমকে গেছে ওরা সবাই।

'সর্বনাশ!' ছাতের দিকে চেয়ে বলল তিশা।

অবশ্য, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ফিরল বাতি। রিবুট হলো টিভি। এখনও পর্দায় জেনারেল। অস্বাভাবিক বড় মনে হলো মুখটা। কথা বলছে:

'...তার মানে, আমাদের পাঁচটা নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিটের বিরুদ্ধে হাতে গোনা ক'জন মেরিন ও বাঙালি সৈনিক।

'খেলা চলুক, আবারও সকাল ন'টায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। দেখতে থাকুন এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে টিভি সেট।

'হারামজাদা মিথ্যুক,' বলল স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা। 'অসত্য বলছে। লেভেল ছয়-এ আমাদের অ্যাডভান্স টিমকে আগেই মেরে ফেলেছিল।'

'নিজেদের ক্ষতির কথাও স্বীকার করেনি,' বলল মেরিনদের বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট। 'হাড়ে হাড়ে চালাক শালা।'

'এবার আমরা কী করব, স্যর?' রানার কাছে জানতে চাইল তিশা। 'সংখ্যার দিক থেকে আমরা অনেক কম। তেমন কোনও অস্ত্রও নেই। তা ছাড়া, এই এলাকা ভাল করেই চেনে তারা।'

একই কথা ভাবছিল রানা।

বারবার তাড়া খেয়ে এখান থেকে ওখানে ছুটে পালাতে হচ্ছে ওদেরকে। সব সুবিধা ভোগ করছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। তার চেয়ে বড় কথা: ওদের পরনে সাধারণ পোশাক। লড়বার প্রস্তুতি নেই।

'ঠিক আছে,' আনমনে বলল রানা। 'আগে বুঝে নিতে হবে শত্রু কীভাবে হামলা করতে চায়।'

'তা বুঝব কী করে?' জানতে চাইল তিশা।

'প্রথম কথা: সমানে সমানে লড়তে হবে। কিন্তু সেটা করতে হলে আগে তথ্য দরকার। বুঝতে হবে শত্রুর মন। ওরা নাইন্থ স্কোয়াড্রন...'

কাঁধ ঝাঁকাল জেসিকা গোল্ডিং। 'তা আমরা জানি। এয়ার ফোর্সের ক্র্যাক গ্রাউণ্ড ইউনিট। দেশের সেরা। সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। সঙ্গে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র...'

'তার উপর স্টেরয়েড,' মন্তব্য করল তিশা।

'স্টেরয়েডের চেয়ে বেশি কিছু,' একটা কণ্ঠ বলে উঠল।

সবাই ঘুরে চাইল।

বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

'কে আপনি?' জানতে চাইল রানা।

নার্ভাস ভঙ্গিতে এগিয়ে এল লোকটা।

'আমার নাম জুলিয়ো কার্টিস। আজ ভোর পর্যন্ত আমি এই গুড লাক প্রজেক্টে কাজ করেছি। ইমিউনোলজিস্ট। কিন্তু তারপর আপনারা আসবার পর ওরা আমাকে কয়েদ করে রাখল।'

'একটু আগে বললেন স্টেরয়েডের চেয়ে বেশি কিছু,' বলল রানা।

'আমি বোঝাতে চেয়েছি এই বেসের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের বাড়তি কিছু... কী বলব... লড়াইয়ের প্রস্তুতি আছে।'

'খুলে বলুন সেসব প্রস্তুতি কী ধরনের।'

'হ্যাঁ, বলছি। ড্রাগ দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাতে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। ...কখনও ভেবেছেন, কেন নাইন্থ স্কোয়াড্রন প্রতিটা ইন্টারসার্ভিস কমপিটিশনে সেরা রেযাল্ট করে? অন্যরা যখন হতক্লান্ত, তখনও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, এটা জানি...' বলল নিশাত।

ওকে বলতে সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বলল কার্টিস, 'অ্যানাবোলিক স্টেরয়েড দেয়া হয় পেশি ও ফিটনেস লেভেল

বাড়াতে। আর্টিফিশিয়াল এরিথ্রোপোইটিন ইঞ্জেকশন দেয়া হয় রক্তের অক্সিজেনেশন বাড়ানোর জন্য।'

'আর্টিফিশিয়াল এরিথ্রোপোইটিন?' অবাক হয়ে বলল তিশা।

'সংক্ষেপে বলে ইপো,' বলল কার্টিস। 'হাড়ের মজ্জার মাধ্যমে ওই হর্মোন উত্তেজিত করে রক্তের লোহিত কণাকে। দৌড়ঝাঁপের উদ্যম বাড়ে। আজকাল অনেক সাইক্লিস্ট ওটা ব্যবহার করছে।

'আপনাদের চেয়ে অনেক ফিট নাইন্থ স্কোয়াড্রনের যে-কোনও লোক, সারাদিন দৌড়াতে পারবে চাইলে।' রানার চোখে চাইল সে। 'আগে থেকেই শক্ত লোক ছিল তারা, কিন্তু ওষুধ দিয়ে উত্তেজিত করবার পর আগের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ লড়াকু হয়েছে। তাদের একেকজন আপনাদের দু'জনের চেয়ে...'

'বুঝলাম,' মাথা দোলাল রানা। অন্য চিন্তা ঘুরছে মাথায়। পঞ্চাশ ফুট দূরে কাঁচের ঘরে ওই ছোট ছেলেটা... পল... 'তো এই ফ্যাসিলিটিতে আপনারা এ কাজই করেন? সৈনিকদেরকে ফিট ও দক্ষ করে তোলেন?'

'না...' আস্তে করে মাথা নাড়ল বিজ্ঞানী। চট্ করে প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল। 'নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সৈনিকদের দক্ষ লড়াকু করা হচ্ছে যাতে তারা বেস ভালভাবে পাহারা দিতে পারে।'

'তা হলে এই বেসে কী রাখা হয়েছে?' কী ধরনের জবাব আসবে, তা মনের ভিতর নাড়াচাড়া করছে রানা।

ডুম্স্ ডে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা হয় এখানে।

আবারও প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল কার্টিস। বড় করে একবার শ্বাস নিল, মুখ খুলল বলবার জন্য...

কিন্তু কথা বলে উঠল অন্য একজন: 'শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাস ও তার ভ্যাকসিন রাখা হয়েছে এই বেসে।'

ঘুরে চাইল রানা।

কথাটা বলেছেন প্রেসিডেন্ট। ক্লান্ত, পরনে আগের সেই কালো সুট ও নীল টাই। ধূসর চুল একটু এলোমেলো। মুখের ত্বকে অসংখ্য ভাঁজ। যেন মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী, এমন একজন, গত একঘণ্টা ধরে ঘেমে চলেছেন ভীষণ টেনশনের কারণে।

'ভ্যাকসিন?' নিচু স্বরে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। একটা ভ্যাকসিন। ওটা ঠেকাতে পারে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাসকে।'

'কী থেকে তৈরি করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'জেনেটিক্যালি তৈরি একজন মানুষের রক্ত থেকে,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

চুপ করে আছে রানা।

'বিশেষ একজন মানুষের রক্ত থেকে তৈরি, মিস্টার রানা। তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস ঠেকাতে। ওর রক্তে তৈরি হয় অ্যান্টিবডি। সে-ই মানব ভ্যাকসিন। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম জেনেটিক্যালি টেইলার্ড মানব। ওর নাম পল।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর জানতে চাইল রানা, 'আপনারা একটা ছেলে তৈরি করে তাকে ভ্যাকসিন হিসাবে ব্যবহার করতে চান?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। 'এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। এ ধরনের অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয় প্রতিটি দেশের প্রধানকে। আমাদের কাজ সবসময় স্বচ্ছও হয় না। বাধ্য হয়েই আগের প্রেসিডেন্ট ওই সিদ্ধান্ত নেন। আমি প্রজেক্ট চালু রেখেছি। কাজটা করতে গিয়ে যে ভাল লেগেছে তা-ও নয়, কিন্তু যার যা দায়িত্ব পালন করতেই হবে। শুধু আমেরিকার জন্য নয়, অন্যসব দেশের জন্যে ওই ডুম্‌স্ ডে ভাইরাসের ভ্যাকসিন পাওয়া জরুরি।'

ভ্যাকসিন সরবরাহ করলেও তার দাম হবে আকাশছোঁয়া,

মনে মনে বলল রানা। সাধারণ মানুষ বাঁচল না মরল, এ নিয়ে ভাববে না আমেরিকান ওষুধ ব্যবসায়ীরা।

'আর ওই নীচের জেলের বন্দিরা?' জানতে চাইল খবির।

'তা ছাড়া, ভালুকগুলো?' জানতে চাইল জেসিকা। 'ওগুলো কী কাজের জন্য?'

মানুষ ও জানোয়ারের কথা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। লেভেল পাঁচ-এ যায়নি ও।

'জানোয়ারগুলোকে দুই প্রোজেক্টেই ব্যবহার করা হয়,' প্রেসিডেন্টের হয়ে জবাবটা দিল জুলিয়ো কার্টিস, 'ভ্যাকসিনের কাজে লাগে, আবার নাইন্থ স্কোয়াড্রনকে হিংস্র করে তুলবার কাজেও। রক্তের টক্সিনের কারণে ব্যবহার করা হয়েছে কোডিয়াক বিয়ার। হাইবারনেট করবার সময় এসব ভালুকের রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। রিসার্চ করে তাদের কাছ থেকেই এসেছে নাইন্থ স্কোয়ড্রনের ব্লাড এনহ্যান্সমেন্ট।'

'আর অন্য খাঁচাগুলো? বা পানি ভরা ওগুলোতে?' জানতে চাইল জেসিকা গোল্ডিং।

আস্তে করে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী কার্টিস, 'দুর্লভ এক ধরনের মনিটর লিযার্ডের নাম কমোডো ড্রাগন। ওগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্যে প্রায় তেরো ফুট। সাধারণ কুমিরের সমান। আমাদের এখানে ছয়টা ড্রাগন আছে।'

'কী কাজে ব্যবহার করা হয়?' জানতে চাইল রানা।

'পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া সরীসৃপ জাতের প্রাণী ওরা, পাওয়া যায় শুধু ইন্দোনেশিয়ার মাঝের দ্বীপগুলোতে। মস্ত সাঁতারু ওরা, এক দ্বীপ থেকে পাড়ি দেয় অন্য দ্বীপে। মাটিতেও খুব দ্রুত, দৌড়ে হারাতে পারে যে-কোনও লোককে। এদের ইন্টারনাল অ্যান্টিবায়োটিক সিস্টেম অস্বাভাবিক জোরালো। বলতে গেলে কখনও অসুস্থ হয় না। তাদের লিম্ফ্ নোড তৈরি করে কড়া ও

ঘন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সেরাম। হাজার বছর ধরে ওই জিনিস সুস্থ রাখছে ওদেরকে।'

এবার প্রেসিডেন্ট বললেন, 'কমোডো ড্রাগনের রক্তের বাইপ্রডাক্টের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া হয়েছে মানুষের রক্ত। এভাবেই তৈরি হয়েছে পলের ইমিউন সিস্টেম। তারপর পলের জেনেটিক্যালি তৈরি রক্তের প্লাজমা থেকে এসেছে সেরাম। ঠিক করা হয়েছে ওই জিনিস ছড়িয়ে দেয়া হবে পানিতে। সেরাম-হাইট্রেট সলিউশন। এর ফলে সাধারণ মানুষ ইমিউন হবে ডুম্স্ ডে ভাইরাস থেকে।'

'আপনারা পানিতে মিশিয়ে দেবেন?' জানতে চাইল তিশা।

'আগেও এ কাজ করা হয়েছে,' বলল কার্টিস। 'উনিশ শ' উননব্বুইয়ে, বটুলিনাম টক্সিনের হামলার সময়। তারপর উনিশ শ' নব্বুইয়ে... ইরাক যুদ্ধের সময় অ্যানথ্রাক্স। সাধারণ মানুষ জানে না কিছুই, কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ বায়োলজিকাল অস্ত্রের বিরুদ্ধে তারা তৈরি।'

'আর সাধারণ কয়েদিদের বিষয়টা কী?' জানতে চাইল খবির।

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল ইমিউনোলজিস্ট। জবাবে আস্তে করে মাথা দোলালেন তিনি। বেঁটে বিজ্ঞানী কাঁধ ঝাঁকাল। 'তাদের বিষয় একদম অন্যরকম। এরা রক্তের বাইপ্রডাক্ট বা সেরাম দেয়ার জন্য আসেনি। এদের কাজ সোজা। একমাত্র কাজ গিনিপিগ হওয়া। ভ্যাকসিনের পরীক্ষায় কাজে লাগে।'

সবাই চুপ হয়ে গেছে দেখে ল্যাবোরেটরির কমপিউটার থেকে আনা একটা লিস্ট বের করল বিজ্ঞানী সবাইকে দেখাবার জন্য।

ওটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল জেসিকা।

দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে বলে উঠল, 'সর্বনাশ!'

সবমিলে তারা বেয়াল্লিশজন। একেকজনকে দুই বা তিনবার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

'এরা দেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী,' বলল বিজ্ঞানী।

নামগুলোর বেশিরভাগই শোনেনি রানা, কিন্তু ওর মনে পড়ল দু'চারজনের কথা।

জনি কুপার, আটলান্টার সতেরোজন শিশুর হত্যাকারী। সিলভেস্টার ট্রেন্ট, বেকারিতে কাজ করত, আর রাত হলে হিউস্টনের রাস্তায় পথচারীদের জবাই করত। ডেভিল ডেভিডসন, ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার। রনি ম্যাকলিন, কয়েক মাস আগে প্রেসিডেন্টকে নিজের তৈরি রাইফেল দিয়ে গুলি করতে চায়।

'রনি ম্যাকলিন?' বিজ্ঞানীর দিকে চাইল জেসিকা। 'এই লোকই না...'

'হ্যাঁ।' চট্ করে একবার প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল কার্টিস। রনি ম্যাকলিন ১৮-৮৪ আইনে আটকা পড়ে।

'খাঁচাগুলো শক্ত হলেই ভাল,' মন্তব্য করল জেসিকা।

'ঠিক আছে, এবার বাস্তবে আসা যাক,' সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'আমরা আটকা পড়েছি। নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা প্রেসিডেন্টকে খুন করতে চাইছে। আর তাঁর হৃৎপিণ্ডের রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বন্ধ হলে একইসঙ্গে ফাটবে চোদ্দটা শহরে নিউক্লিয়ার বোমা।'

'তখন আর কিছুই করতে পারবে না কেউ,' বলল জেসিকা।

'এমন না-ও হতে পারে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আর্লিং এফ ব্রুকস বোধহয় এলবিজে ডিরেক্টিভের কথা জানে না।'

'এলবিজে ডিরেক্টিভ কী?' জানতে চাইল রানা।

'ওটা ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেম, ওটার কথা জানে শুধু প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ওটাকে জরুরি সেফটি ভালভ বলতে পারেন। উনিশ শ' সাতষট্টিতে লিনডন জনসন ওটা তৈরি করেন। ওটার কাজ, হঠাৎ যেন ব্যবহার না হয় বিবিএস।'

'কী কাজ করে ওটা?'

'প্রেসিডেনশিয়াল ব্রডকাস্টকে পৌনে একঘণ্টা পিছিয়ে দেয় ওই সিস্টেম। হয়তো দেখা গেল, ভয়ঙ্কর জরুরি পরিস্থিতি হয়নি, তবুও হুট্ করে চরম কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট— তখন ওই সিস্টেম মাথা ঠাণ্ডা করবার সময় দেবে। অবশ্য, ওভাররাইড কোড ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট চালু করা যায়।'

হাতঘড়ি দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'এখন সকাল আটটা নয় মিনিট। আর্লিং এফ ব্রুকসের ব্রডকাস্ট পৌঁছে গেছে সিস্টেমে। কিন্তু আমরা যদি এই কমপ্লেক্সের বিবিএস ট্র্যান্সমিশন বক্স খুঁজে পাই, পরের প্রতিটা ট্র্যান্সমিশন থামিয়ে দিতে পারব।'

রানা ভাবতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আপনি যা বললেন, ওটা দ্বিতীয় কনসিডারেশন হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সবাইকে এড়িয়ে সঠিক সময়ে ওখানে উপস্থিত হতে হবে।' বিজ্ঞানী কার্টিসের দিকে চাইল রানা। 'এই কমপ্লেক্স সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা দিন।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেঁটে বিজ্ঞানী। 'বলার তেমন কিছু নেই! এটা একটা দুর্গ বলতে পারেন। আগে নোরাড-র হেডকোয়ার্টার ছিল। যদি ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়, বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না। আবার ভিতরের কেউ বেরুতে পারবে না। এই ফ্যাসিলিটিকে মস্ত এক বন্ধ সিন্দুক বলতে পারেন।'

'নিশ্চয়ই কোনও নিয়ম মেনে ফ্যাসিলিটি বন্ধ করা হয়?' বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেলে কীভাবে দরজাগুলো খোলা হয়?'

'টাইম লক থাকে,' বলল ডক্টর কার্টিস।

'কী ধরনের টাইম লক?'

'টোটাল লকডাউনের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেট হয় একটা টাইমার-কণ্ট্রোল্ড সিকিউরিটি সিস্টেম। ভিতরের বা বাইরের কেউ প্রতি ঘণ্টায় একবার তিনটা কোড ব্যবহার করবার সুযোগ পাবে।'

'ওগুলো কী ধরনের কোড?' জানতে চাইল তিশা।

'বোধহয় জানেন, ইউএসএ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতর যে-কোনও সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে ধরে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ফ্যাসিলিটি,' বলল বিজ্ঞানী। 'একারণেই এ ধরনের কোড তৈরি করা হয়েছে। সব মিলে তিনটি কোড। প্রথম কোড দেয়া হলে ফ্যাসিলিটি লকডাউন থাকবে। তখনও যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ চলতে থাকে, সম্ভব হবে না ফ্যাসিলিটিতে ঢোকা। দ্বিতীয় কোডে ধরে নেয়া হবে সমস্যার সমাধান হয়েছে। সেক্ষেত্রে লকডাউন অবস্থা উঠিয়ে নেয়া হবে। প্রতিটি দরজা ও পথ থেকে সরবে আর্মার্ড ব্লাস্ট ডোর।'

'আর তৃতীয় কোড?' জানতে চাইল তিশা।

'এই কোড মাঝামাঝি অবস্থার জন্য। বার্তাবাহক ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। নির্দিষ্ট কিছু একসিট ডোর খুলবে।'

চুপ করে শুনেছে রানা। এবার জানতে চাইল, 'আর যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কোড না দেয়া হয়?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন,' বলল বিজ্ঞানী। 'তখনই শুরু হবে মস্ত বিপদ। কোনও কোড না দিলে ফ্যাসিলিটির কমপিউটার ধরে নেবে, এই কমপ্লেক্স বেদখল হয়ে গেছে। কাজেই কমপিউটার মাত্র একবার সুযোগ দেবে। তখনও যদি পরবর্তী ঘণ্টায় সঠিক কোড না দেয়া হয়, কমপিউটার ধরে নেবে শত্রুপক্ষ দখল করে নিয়েছে ফ্যাসিলিটি। তখন ফ্যাসিলিটির সেলফ-ডেসট্রাক্ট মেকানিযম অ্যাক্টিভেট হবে।'

'আত্মঘাতী হামলা?' অবাক হয়ে বলল বৈজ্ঞানিক। 'এ আবার কী কথা?'

'কমপ্লেক্সের নীচে আছে এক শ' মেগাটন থারমোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড,' সহজ স্বরে বলল জুলিয়ো কার্টিস।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল কে যেন।

'সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই বোমাটা

সরিয়ে নেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল তিশা।

'না, তা করা হয়নি,' বলল বিজ্ঞানী। 'এই কমপ্লেক্সকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়া হয়েছে কেমিকেল ওয়েপন্স ফ্যাসিলিটি হিসাবে। তখনই স্থির করা হয়েছে, সেলফ-ডেসট্রাক্ট ডিভাইস রাখাই ভাল। যদি কোনও ভয়ঙ্কর ভুল হয়, এবং ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাস, তখন গোটা ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করে দেয়া হবে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে।'

'তার মানে আমরা যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'আর এমন একটা কমপিউটার পেতে হবে, যেটা সেন্ট্রাল নেটওঅর্কের সঙ্গে যুক্ত। তারপর দিতে হবে সঠিক কোড। ...ঠিক?'

'জী,' বলল বিজ্ঞানী।

'কিন্তু কোডগুলো কী?' লোকটার দিকে চাইল রানা।

আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল কার্টিস। 'তা আমি জানি না। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে লকডাউন করতে পারব, কিন্তু লকডাউন উঠিয়ে নেয়ার ক্লিয়ারেন্স আমার নেই। ওটা পারবে শুধু এয়ার ফোর্সের বড় অফিসাররা।'

'একমিনিট,' বলে উঠল জেসিকা গোল্ডিং। 'আমরা বোধহয় একটা কথা ভুলে যাচ্ছি।'

'সেটা কী?' জানতে চাইল মেরিনদের বৈজ্ঞানিক।

'ফুটবল, প্রেসিডেন্টের ব্রিফকেসের কথা ভুললে চলবে না,' বলল জেসিকা। 'ওটা ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না প্রেসিডেন্ট। প্রতি নব্বুই মিনিটে একবার করে ওটার পাম অ্যানালাইযার প্লেটে হাত রাখতে হবে। তা যদি করা না হয়, ওসব শহরের প্লাজমা বোমা ফাটবে।'

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিল। চট্ করে দেখল হাতঘড়ি:

৮:১২

সব শুরু হয়েছে সকাল সাতটার সময়।

তার মানে, সাড়ে আটটার আগেই প্রেসিডেন্টের হাত রাখতে হবে ফুটবলের পাম অ্যানালাইযারে।

'এরা যেন কোথায় রেখেছে ফুটবল?' জানতে চাইল রানা।

'আর্লিং এফ ব্রুকস বলেছে ওটা রাখা হয়েছে গ্রাউণ্ড লেভেলে, মেইন হ্যাঙারে,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আপনার কী মনে হয়, স্যর?' রানার দিকে চাইল তিশা।

'হাতে অন্য উপায় নেই আমাদের,' বলল রানা। 'ফুটবলের পাম অ্যানালাইযারে প্রেসিডেন্টের হাত রাখতেই হবে।'

'হয়তো ফুটবল পেলাম, কিন্তু কতক্ষণ ওটা লুকিয়ে বেড়াব?' বলল জেসিকা গোল্ডিং।

'হ্যাঁ, বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু জিনিসটা পেলে আপাতত দেড় ঘণ্টার জন্য সমস্যা দূর হবে। পরে ভাবা যাবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে।'

'প্রেসিডেন্টকে উপরতলায় নিয়ে যাওয়া মানেই তাঁকে হত্যা করা,' বলল জেসিকা। 'ওরা খাপ পেতে অপেক্ষা করছে।'

'জানি,' বেঞ্চ সিট ছাড়ল রানা। 'কাজেই ওঁকে উপরে নেব না আমরা। সহজ পথে কাজ করতে হবে, মিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে ফুটবল।' হাতের ইশারা করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'আমাদের প্রথম কাজ চারপাশের সিকিউরিটি ক্যামেরা কানা করে দেয়া।' বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিসের দিকে চাইল। 'এই কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল জাংশন বক্স কোথায়?'

'যতটা মনে পড়ে, লেভেল ওয়ানের হ্যাঙারে। উত্তর দিকের দেয়ালে।'

'ঠিক আছে,' নিশাতের দিকে চাইল রানা। 'আপা, আপনি

আর বৈজ্ঞানিক চারপাশের ক্যামেরা শেষ করুন। যদি দরকার পড়ে, ক্যামেরার প্রতিটি পাওয়ার সুইচ উড়িয়ে দেবেন।'

'বুঝতে পেরেছি,' আস্তে করে মাথা দোলাল নিশাত সুলতানা।

'আপনাদের সঙ্গে ডক্টর কার্টিসকে নেবেন। যদি মিথ্যা বলে, মাথায় গুলি করে ফেলে দেবেন লাশ।'

'খুশি মনে,' সন্দেহ নিয়ে বিজ্ঞানীর দিকে চাইল নিশাত।

মস্ত ঢোক গিলল জুলিয়ো কার্টিস।

'এদিকে আমরা কী করব?' জানতে চাইল জেসিকা।

খাটো র‍্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেছে রানা, ওদিকের শাফট দিয়ে উঠবে চওড়া এয়ারক্রাফট এলিভেটারে।

'চলুন, সবাই মিলে ওপরে উঠে ফুটবল খেলি গিয়ে।'

উনিশ

'সিস্টেম রিবুট শেষ।'

'স্ট্যাটাস?' জানতে চাইল প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

দশমিনিট আগে তার দ্বিতীয় বিবিএস ব্রডকাস্ট শুরু হতেই পাওয়ার ফেইল করে গোটা ফ্যাসিলিটির। বন্ধ হয়ে যায় প্রতিটি সিস্টেম।

'কনফার্ম: কাটা পড়েছে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই,' জানাল এক রেডিয়ো অপারেটার। 'এখন চলছে অগযিলারি পাওয়ার দিয়ে। আপাতত প্রতিটি সিস্টেম ঠিকভাবে চলছে।'

'ইইভি থেকে যে এনহ্যান্সড্ স্যাটালাইট ইমেজ আসছিল, সেগুলো থেমে গেছে। নতুন করে স্যাটালাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা চলছে।'

অন্য এক অপারেটার বলল, 'কপি দ্যাট। ঠিক সকাল আটটার সময় লেভেল ওয়ানের জাংশন বক্সে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়েছে। অপারেটার ০৮০০-৭২...'

'৮-৮২?' ভুরু কুঁচকে ফেলল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'স্যর, আমরা কোনও ভিয়্যুয়াল ফিড পাচ্ছি না। মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হতেই প্রতিটি ক্যামেরা অফ হয়েছে।'

সরু হয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকসের দুই চোখ। 'প্রতিটি ইউনিট, রিপোর্ট করো!'

'পাইথন ইউনিট,' বলে উঠল মেজর জন স্কল্ট। 'আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বদলে নিচ্ছি। সম্ভবত আমাদের রেডিয়ো ইকুইপমেন্ট পড়েছে শত্রুদের হাতে।'

'একদম বদলে নেয়া হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি,' সিনিয়র এক অপারেটার বলল। 'এবার কথা বলুন, পাইথন ইউনিট।'

'আমরা লেভেল টু-র হ্যাঙার বে-তে। পারসোনেল এলিভেটারের দিকে চলেছি। ওখানে রন্দেভু হবে মেইন হ্যাঙারে। আমাদের ছয়জন...'

'কোবরা ইউনিটের লিডার বলছি, আমরা মেইন হ্যাঙারে, পাহারা দিচ্ছি ফুটবল। দলের সবাই আছি। কেউ আহত নয়।'

'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট থেকে বলছি, লেভেল থ্রি-তে আমাদের সঙ্গে ওয়াং ইউনিট। ওই শালার অ্যাওয়্যাক্স দুর্ঘটনার সময় আমাদের একজন মারা গেছে। দু'জন আহত। শেষবার টার্গেটকে লেভেল চার-এ দেখা গেছে। লেভেল থ্রি ও লেভেল চার-এর ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত হামলা করব আমরা যৌথভাবে। কোনও পরামর্শ থাকলে...'

'র‍্যাটলস্নেক ও ওয়াং ইউনিট, কন্ট্রোল থেকে বলছি। লেভেল চারের ল্যাবোরেটরির উপর ক্যামেরা দিয়ে চোখ রাখা যাচ্ছে না।'

'নিজেদের কৌশল অনুযায়ী শত্রু শেষ করো, র‍্যাটলস্নেক ও ওয়াং ইউনিট,' কড়া স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়াও। বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারবে না।'

'ক্রেট ইউনিট বলছি। আমরা এখনও লেভেল পাঁচ-এ। কেউ আহত নয়। আমরা পাঁচের দরজা ভেঙে দেখি টার্গেট র‍্যাম্প বেয়ে উঠে গেছে লেভেল চার-এ। জানিয়ে রাখি, লেভেল পাঁচ-এ কনফাইনমেন্ট এরিয়ায় বন্যা শুরু হয়েছে। পরামর্শ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'ক্রেট ইউনিট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল কিং বলছি,' শীতল স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'আবারও নেমে যাও লেভেল সিক্সে, গার্ড দাও এক্স-রেল একসিট।'

'অ্যাফারমেটিভ, স্যর!'

লেভেল থ্রি-র একটা করিডর ধরে ছুটতে শুরু করেছে কালো পোশাক পরা বিশজন কমাণ্ডো, তারা র‍্যাটলস্নেক ও ওয়াং ইউনিটের সদস্য। মেঝের উপর ধুপধাপ আওয়াজ তুলছে ভারী বুটজুতো।

কার্পেটে এক প্রেশার-সিল্ড্ ম্যানহোলের সামনে থামল এরা, গোপন কোড ব্যবহার করতেই জোরালো হিস্‌স্ আওয়াজ হলো, লেভেল থ্রি-র মেঝে ও লেভেল চারের ছাতের মাঝে সংকীর্ণ গোল হ্যাচ উপরে উঠেছে। এর ঠিক নীচেই আরেকটা প্রেশার হ্যাচ। ওটা লেভেল চার-এ যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।

ম্যানহোলের ভিতর নেমে পড়ল এক কমাণ্ডো।

'কন্ট্রোল, ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড বলছি,' হেডসেট মাইকে বলল কিম শাং। 'আমরা লেভেল চার-এ ম্যানহোলের সামনে। নীচে লেভেল চার-এর অবযার্ভেশন ল্যাব।

আমরা উপর থেকে নেমে হামলা শুরু করব।'

'তাই করো!' ওদিক থেকে জবাব দিল আর্লিং এফ ব্রুকস।

ম্যানহোলে নেমেছে দলের সবাই, তাদেরকে ইশারা করল কিম শাং।

এক কমাণ্ডো খুলে ফেলল প্রেশার ভালভ, হ্যাচটা হাত থেকে ছেড়ে দিতেই দশফুট নীচের মেঝেতে পড়ল ঝনঝন আওয়াজ তুলে। পরবর্তী তিরিশ সেকেণ্ডে দশফুট নীচের মেঝেতে লাফিয়ে নেমে গেল বিশজন কমাণ্ডো, প্রত্যেকে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে তৈরি।

কোথাও থেকে গুলি এল না।

ল্যাবোরেটরি একদম ফাঁকা, কেউ নেই।

দেয়ালের ভিতর থেকে এল জোরালো যান্ত্রিক আওয়াজ।

একইসঙ্গে চরকির মত ঘুরল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

ওই যান্ত্রিক আওয়াজ হাইড্রলিক এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের।

অবযার্ভেশন ল্যাবের ঢালু ওয়াকওয়ে বেয়ে ছুটে গিয়ে এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের সামনে পৌঁছে গেল ওয়াং ও র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের কমাণ্ডোরা। চোখের সামনে দেখল, বিশাল শাফট বেয়ে উপরে উঠছে এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। একটু পর পৌঁছবে মেইন হ্যাঙারে!

হেলমেট মাইকে বলে উঠল কিম শাং: 'কণ্ট্রোল, ওয়াং ইউনিটের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড বলছি, ফুটবল কেড়ে নেয়ার জন্য উপরে উঠছে শত্রুদল!'

বিশ

বিশাল চওড়া কংক্রিট শাফটের ভিতর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে উঠছে প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার।

অবশ্য, উঠবার গতি খুবই ধীর, পিঠে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান। ওটা নাকের উপর ভর করে ঝুঁকে আছে। পিছন সেকশন প্রায় উড়ে গেছে মিসাইলের আঘাতে। নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ভাঙা ডানা। কিন্তু বিমানের পিঠে রোটোডোম এখনও পুরো আস্ত। চারদিকে চাইলে মনে হবে, সত্যি কোনও বিমান আকাশ থেকে পড়ে ক্র্যাশ করেছে।

গ্রিজ-মাখা কংক্রিট শাফট বেয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে উঠছে প্রকাণ্ড এলিভেটার।

পাতাল লেভেল ওয়ান হ্যাঙার বে-র কবাট খোলা, জায়গাটা পেরুবার সময় এলিভেটার থেকে চট্ করে লাফিয়ে নামল তিনটে ছোট আকৃতি।

এরা ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, মেরিনদের বৈজ্ঞানিক বার্নি বেনেট ও বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

জুলিয়ো কার্টিসের দেখানো পথে লেভেল ওয়ানের হ্যাঙার বে-তে ঢুকেছে অন্য দু'জন। স্যাবোটাজ করবে সেন্ট্রাল জাংশন বক্স। এয়ার বেস যিরো নাইনের ক্যামেরা সিস্টেম বিনষ্ট করা জরুরি।

হ্যাঙারের ভিতর কাউকে দেখল না ওরা। অনেক আগেই সরে

গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। বিশাল গুহার মত হ্যাঙারে নিঃশব্দে পড়ে আছে দুই স্টেলথ বম্বার ও এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড— যেন তিন ঘুমন্ত প্রহরী।

হ্যাঙারের বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে চলেছে নিশাত সুলতানা। চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

৮:২০

নিশাত গম্ভীর হয়ে ভাবল: দশ মিনিটের ভিতর 'ফুটবল' তুলে দিতে হবে প্রেসিডেন্টের পায়ের বদলে হাতে। হ্যাণ্ডবল করবার দোষে শাস্তি হবে না তাঁর। তিনিই সত্যিকারের গোল-কিপার।

কংক্রিট দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটছে নিশাত, শত্রু-সৈনিক হামলা করতে পারে, কাজেই চারপাশে চোখ রেখেছে। দূরে দেখল দশফুটি বিশাল এক বাক্সের মত কমপার্টমেন্ট। ওটার স্টিলের দরজা উধাও হয়েছে। বাক্সের ইস্পাতের চারদেয়াল দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

'পাওয়া গেছে,' প্রায় নিঃশব্দে বলল নিশাত।

'কী বললেন?' পিছন থেকে জানতে চাইল জুলিয়ো কার্টিস।

'আগে যখন এখানে ছিলাম, কয়েকটা স্টিংগার মিসাইল মেরেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডোরা,' বলল নিশাত। 'একটা মিসাইল লেগেছে কমপার্টমেন্টে। অন্যটা চুরচুর করেছে পারসোনেল এলিভেটারের দেয়ালের পানির ট্যাঙ্ক।'

'ও।'

'চলুন, দেখা যাক কমপার্টমেন্টের ভিতরের অবস্থা,' বলল নিশাত।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে মেইন হ্যাঙারের দিকে উঠছে ফুটবল মাঠের মত প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

হ্যাঙারে প্রথমে দেখা দিল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের বিস্ফোরিত

পিছন অংশ, ওটা ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তারপর মেঝে ছাড়াল গোটা রোটোডোম। এরপর ভাঙা ডানা।

ধীরে ধীরে উঠল তুবড়ে যাওয়া বিমানের ফিউজেলাজ।

কয়েক মুহূর্ত পর জোরালো 'বুম্!' আওয়াজ হলো। প্ল্যাটফর্ম এসে খাপে খাপে বসেছে হ্যাঙারের মেঝেতে। থেমে গেছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার।

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই নৈঃশব্দ্য নামল চারপাশে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে তুমুল লড়াই হয়েছে গ্রাউণ্ড লেভেলের এই হ্যাঙারে। চারপাশে তার ক্ষতচিহ্ন।

এখনও এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমে টোয়িং ভেহিকেলের সঙ্গে রয়ে গেছে মেরিন ওয়ান। ওটার বোন, প্রায়-বিধ্বস্ত নাইটহক টু এবং সঙ্গের তেলাপোকা থম মেরে পড়ে আছে প্ল্যাটফর্মের উত্তরদিকে। ওখানে পারসোনেল এলিভেটার।

প্ল্যাটফর্মের পুব দিকে বোয়িং ৭০৭ অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

অবশ্য, সম্পূর্ণ আলাদা দৃশ্য বিশাল হ্যাঙারে: এয়ারক্রাফট এলিভেটারের সামনে রয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দশজন কমাণ্ডো। এরা কোবরা ইউনিট। অবস্থান নিয়েছে এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম ও হ্যাঙারের দালানগুলোর মাঝে। বাঁকা চাঁদের মত করে সামনে রেখেছে কাঠের ক্রেট ও স্যামসোনাইট কন্টেইনার।

ব্যারিকেডের মাঝে একটা চেয়ারে গ্যাঁট মেরে বসে আছে স্টেইনলেস-স্টিলের ব্রিফকেস। প্রায় খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল, ডালা খোলা। ভিতরে জ্বলছে লাল ও সবুজ বেশ কয়েকটা বাতি। বাইরের দিকে কিপ্যাড ও ফ্ল্যাট-গ্লাস অ্যানালাইযার প্লেট। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে সন্দেহ নিয়ে চেয়ে আছে কোবরা ইউনিটের লিডার, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড।

প্রকাণ্ড হ্যাঙারের ঠিক মাঝে ভাঙা বিমান— মস্ত বড় এক

জঞ্জাল। থমথম করছে চারপাশ। কিছুই নড়ছে না।

যেন কবরের মত নীরব গোটা হ্যাঙার।

'নীচে কী অবস্থা, আপা?' রানার ফিসফিসে স্বর শুনল নিশাত ইয়ারপিসে। মৃত এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের কাছ থেকে জোগাড় করা হয়েছে ওই জিনিস।

একতলা নীচের লেভেল ওয়ানে প্রায় বিধ্বস্ত ইলেকট্রিসিটি জাংশন বক্সের সামনে নিশাত। মিসাইলের আঘাতে পুড়ে ছাই হয়েছে শ'খানেক সুইচ। বাকিগুলোর কোনও কোনোটা ঠিক আছে, অন্যগুলো পুড়ে-গলে স্তূপ তৈরি করেছে।

মিসাইলের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া এক কমপিউটার টার্মিনালের সামনে কি বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

'আর বড়জোর একমিনিট,' কবজির মাইক্রোফোনে বলল নিশাত। বিজ্ঞানীর দিকে চাইল। 'কী বুঝলেন?'

ভুরু কুঁচকাল জুলিয়ো কার্টিস। 'কিছুই বুঝছি না। আমাদের আগেই কেউ এসেছিল। ধরুন সকাল আটটায়? মেইন পাওয়ার বন্ধ করেছে। এখন গোটা ফ্যাসিলিটি চলছে অগযিলারি পাওয়ার দিয়ে। কিন্তু...'

'আপনি ক্যামেরা অফ করতে পারবেন?' জানতে চাইল নিশাত।

'নিজ থেকে কিছু করতে হবে না আমাকে। মেইন পাওয়ার অফ হতেই সব থেমে গেছে।' কাঁধ ঝাঁকাল কার্টিস। 'সবই অফ করা।'

মেইন হ্যাঙার। টাইটেনিয়ামের বিশাল ব্লাস্ট কবাট এখনও বুজে রেখেছে বাইরে যাওয়ার পথ। ওদিকে পারমাণবিক বোমা

ফাটলেও ভিতরে কিছুই হবে না। হ্যাঙারের ছাতে জ্বলছে অসংখ্য বাতি, চারপাশ দিনের মত পরিষ্কার।

এইমাত্র খুলে গেল রেগুলার এলিভেটারের দরজা।

লিফট থেকে বেরুল মেজর জন স্কল্ট ও পাইথন ইউনিটের অবশিষ্ট তিন কমাণ্ডো। চলে গেল তারা কোবরা ইউনিটের ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও তার লোকদের পাশে।

'এদিকের অবস্থা কী?' জানতে চাইল মেজর স্কল্ট।

'ভাল, এখনও কিছুই ঘটেনি,' বলল ক্যাপ্টেন বোলেণ্ড।

'কণ্ট্রোল, র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের লিডার বলছি,' কণ্ট্রোল রুমের স্পিকারে ভেসে এল এক কণ্ঠ। 'লেভেল চার-এ কেউ নেই।'

'কপি করলাম, র‍্যাটলস্নেক লিডার। দেরি না করে পারসোনেল লিফটে উঠে সবাইকে নিয়ে চলে আসুন মেইন হ্যাঙারে। ...ওয়াং ইউনিট, ওখানেই থাকতে হবে। জেনারেল কিং চান নীচের লেভেলগুলো কাভার করবেন আপনারা। আমাদের সমস্ত ক্যামেরা বন্ধ, কোনও ছবি আসছে না। নীচে আমাদের নিজেদের লোক থাকা দরকার।'

লেভেল ওয়ানে কবজির মাইকে বলে উঠেছে নিশাত সুলতানা, 'স্যর, নিশাত বলছি। সব ক্যামেরা অফ করা। এখন এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের দিকে চলেছি।'

'ঠিক আছে, আপা।' প্রেসিডেন্ট, খবির ও স্পেশাল এজেন্ট জেসিকার দিকে চাইল রানা। 'এবার কাজে নামতে হবে।'

ঘুটঘুটে অন্ধকার এক জায়গায় অপেক্ষা করছে ওরা সবাই।

রানা একবার দেখে নিল ঘড়িঃ

৮:২৫:৫৯

৮:২৬:০০

যা করবার চট্ করে সারতে হবে।

'তিশা, বাটারফিল্ড, গ্র্যান্ট— তৈরি হয়ে নাও। আমি তিন থেকে শূন্য গোনার সঙ্গে সঙ্গে...'

থমথম করছে মেইন হ্যাঙার।

'তিন...'

'দুই...'

অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে তিরিশ ফুট দূরে মেরিন ওয়ান, উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে।

'এক...'

কৌতূহল নিয়ে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে চেয়ে আছে কোবরা ইউনিটের সবাই। হাতে উদ্যত অস্ত্র, তর্জনী ট্রিগারের উপর।

'শূন্য!'

হাতের ছোট্ট ইউনিটের বোতাম টিপে দিল রানা। দূরে বিস্ফোরিত হলো আরডিএক্স বেজ্ড্ গ্রেনেড। ওটা রানা পেয়েছিল ডিকমপ্রেশন রুমে, নাইন্থ স্কোয়াড্রনের এক মৃত কমাণ্ডোর কাছ থেকে। অ্যালিউমিনাইযড আরডিএক্স গ্রেনেড সি-৪ বিস্ফোরকের চেয়ে ছয়গুণ শক্তিশালী। সুপারব্লাস্টিং চার্জ, বিস্ফোরিত হলে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

রানা বোতাম টিপে দিতেই অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ককপিটে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেড। হ্যাঙারের চারপাশে ছিটকে গেল নক্ষত্র আকৃতির কাঁচ ও শ্র্যাপনেল।

এবার একইসঙ্গে সব ঘটতে শুরু করল।

গ্রেনেড ফাটতেই নানাদিকে ছিটকাল কোবরা ইউনিটের সবাই। তাদের মাথার উপর দিয়ে গেল বিমানের ককপিটের অসংখ্য ধাতব টুকরো। ব্যারিকেডের কাঠের বাক্স ও কন্টেইনারে লাগল তীরের ফলার মত শ্র্যাপনেল।

এর একমুহূর্ত পর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কমাণ্ডোরা, চোখের কোণে দেখল তিনটি আবছা আকৃতি— লাফ দিয়ে উঠেছে মেরিন ওয়ানের নীচের এয়ার ভেন্ট থেকে!

'ওই যে!' আঙুল তাক করল ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড।

প্রেসিডেন্টের কপ্টারের নীচ থেকে বেরিয়েছে একটা ছায়া, অন্য দুই মূর্তি ঝটপট উঠে পড়েছে কপ্টারের পেটের হ্যাচ দিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত পর বিকট আওয়াজে গর্জে উঠল মেরিন ওয়ানের ইঞ্জিনগুলো। কপ্টারের টেইল বুম ও রোটর-ব্লেড গুটিয়ে রাখা অবস্থায় ছিল, ইঞ্জিনের পিস্টন ঘুরতে শুরু করতেই ঝট্ করে খুলে গেছে রোটর ব্লেডগুলো। দ্রুত তুলছে গতি। পাইলটের যেন খেয়াল নেই কপ্টার এখনও টোয়িং ভেহিকেলের সঙ্গে আটকানো।

এদিকে গুলি শুরু করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

এইমাত্র কপ্টারের নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক কুৎসিত চেহারার মেরিন।

কয়েক লাফে তেলাপোকার পিছনে পৌঁছে গেল দুর্ধর্ষ প্রেমিক, তারপর ওখান থেকে পরের দুই লাফে উঠল টোয়িং ভেহিকেলের খুদে ড্রাইভিং কেবিনে।

'ওই শালা করে কী...' বলে উঠল মেজর স্কল্ট। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেরিন ওয়ানের পিছন থেকে পিছলে বেরিয়ে এল তেলাপোকা, বাঁক নিতে শুরু করেছে ওটা, তারপর সোজা রওনা হলো এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে। ওখানে চেয়ারের উপর ফুটবল রেখে ব্যারিকেড তৈরি করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

'গুলি করো!' ক্যাপ্টেন বোলেণ্ড ও তার লোকদের নির্দেশ দিল মেজর স্কল্ট। 'গেঁথে ফেলো শালাকে!'

ওই একইসময়ে গুলি শুরু করেছে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা।

দ্রুতগতি টোয়িং ভেহিকেলের উইণ্ডস্ক্রিনে লাগছে অজস্র পি-

৯০ রাইফেলের বুলেট, চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে কাঁচ।

ড্রাইভিং কেবিনের ভিতর ড্যাশবোর্ডের নীচে লুকিয়ে পড়েছে প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। একের পর এক গুলি লাগছে ওর পিছনে, সিটের ব্যাকরেস্টে। তুলার মত ফোমের গদি চারপাশে ছিটকে উঠছে, কেবিনে ভাসছে পেঁজা মেঘের মত।

হ্যাঙারের মেঝেতে কাত হয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছে তেলাপোকা, ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে অসংখ্য গুলির আঘাতে।

ওদিকে কয়েক সেকেণ্ড পর হ্যাঙারের মেঝে ছাড়ল প্রকাণ্ড মেরিন ওয়ান কপ্টার। হ্যাঙারের মাঝে ভাসতে শুরু করেছে। ইঞ্জিনগুলো চারপাশের দেয়ালে তৈরি করছে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি। কিন্তু সেসব শব্দ চাপা পড়ল বাতাস কাটবার ভয়ঙ্কর দুপ-দুপ-দুপ আওয়াজে। ফেটে যেতে চাইল সবার কান।

কপ্টারের ককপিটে কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত তিশা, এদিকে চারপাশের সুইচগুলো মহানন্দে টিপতে শুরু করেছে গায়ক বাটারফিল্ড।

'গায়ক! মিসাইল কই?' চিৎকার করে জানতে চাইল তিশা। 'ফুটবলে যেন না লাগে!'

এক সেকেণ্ড পর লঞ্চ বাটন টিপে দিল বাটারফিল্ড।

জোরালো হুউউশ্! আওয়াজ হলো।

প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারের পাশের পড থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে হেলফায়ার মিসাইল। হ্যাঙারের পুব দালান লক্ষ্য করে আঙুলের মত ধোঁয়ার রেখা পিছনে ফেলে প্রচণ্ড গতিতে বাতাস কেটে চলেছে ওটা!

দালানের ঠিক মাঝে লাগল হেলফায়ার মিসাইল। নীচে ফুটবল পাহারা দিচ্ছে কোবরা ইউনিটের সবাই। ক্ষেপণাস্ত্র ডেটোনেট হতেই দালানের সমস্ত কাঁচ ও প্লাস্টারবোর্ড বাইরের

দিকে বিস্ফোরিত হলো। দোতলার ভাঙা কাঁচের দেয়াল ছিটকে গেল কোবরা ইউনিট ও ফুটবলের ওপাশে।

চারপাশে ঝরঝর করে পড়ছে নানা কিছু। হাতে জান নিয়ে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। কিন্তু মাত্র দুই সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় বিপদ টের পেল: তাদেরকে পিষে দিতে সোজা আসছে প্রেমিকের তেলাপোকা:

চারপাশে ভয়ানক হুলুস্থুল লেগে গেল।

যেন নরক হয়ে উঠেছে চারপাশ।

জান বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল কমাণ্ডোরা।

অন্য দিকে চাওয়ার সময় নেই।

ঠিক এটাই চেয়েছিল রানা।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের পেট থেকে কমাণ্ডোদের ছোটাছুটি দেখছে। চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

৮:২৭:৫০

৮:২৭:৫১

আর মাত্র দুই মিনিট বাকি।

'ঠিক আছে, খবির, চলো যাই,' প্রেসিডেন্ট ও জেসিকার দিকে চাইল রানা। 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আগে ফুটবলের স্ট্যাটাস দেখব। যদি নিয়ে আসতে পারি, ভাল। যদি না পারি, আপনাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

বিমানের লেজের মস্ত গর্ত দিয়ে নেমে পড়ল রানা ও খবির। যেন লেজে আগুন লেগেছে এমনি ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করেছে দু'জন।

ঠিক তখনই মেরিন ওয়ানের নাকের নীচে ছয় ব্যারেলের ভালকান মিনিগান গর্জে উঠল। সুপারমেশিনগান থেকে শত শত বুলেট ছুটে গেল কমাণ্ডোদেরকে লক্ষ্য করে।

আগেই চারপাশে ছিটিয়ে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের সবাই,

এবার হাতে প্রাণ নিয়ে আরও দূরে সরতে চাইল। ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যারিকেডের আড়াল নিল কয়েকজন। অন্যরা আশ্রয় খুঁজল বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষে। তারই ফাঁকে গুলি করছে প্রেসিডেন্টের কপ্টার লক্ষ্য করে।

মেরিন ওয়ানের ককপিটে কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করছে তিশা, লেক্সান উইণ্ডশিল্ডে লেগে ছিটকে পড়ছে অজস্র গুলি। রয়ে যাচ্ছে ঘষে যাওয়ার দাগ। প্রকাণ্ড সিকরস্কির আর্মার প্লেট তৈরি করা হয়েছে মিসাইল ঠেকাতে, কিছুই হচ্ছে না রাইফেলের গুলিতে!

তিশার পাশে বিকট চিৎকার ছাড়ছে বাটারফিল্ড। 'ইয়ায়াহু!' নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদেরকে আতঙ্কিত করে তুলতে গুলি করছে মিনিগান দিয়ে।

পুবদিক লক্ষ্য করে এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা ও খবির। হয়তো সামনের ওই ব্যারিকেডের ওপাশে শুয়ে আছে কমাণ্ডোদের কেউ। তাদেরকে হারিয়ে তবেই মিলবে সাধের ফুটবল।

ঝড়ের গতি তুলে ছুটছে রানা ও খবির, হাতে উদ্যত অস্ত্র। একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে, প্রতিটি গুলি যাচ্ছে প্রেমিকের তেলাপোকা ও ভাসমান মেরিন ওয়ানের দিকে!

নিজ দলের দিকেই গুলি করছে ওরা!

শুধু তাই নয়, ওদের পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো ফেটিগ, কালো বডি আর্মার ও আধাআধি মুখ ঢাকা গ্যাস মুখোশ। রক্তে ভেজা এসব পোশাক এসেছে ডিকমপ্রেশন এরিয়ার এয়ার ফোর্সের মৃত কমাণ্ডোদের কাছ থেকে।

এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা-খবির, একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যারিকেডের সামনের চেয়ার। ওটার উপর বসে আছে ফুটবল।

গুলি করছে রানা ও খবির, কিন্তু একটা গুলিও লক্ষ্যে লাগছে না।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছে গেল ওরা।

চেয়ারের উপর অপেক্ষা করছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল। কিন্তু রানার চোখে পড়ল, বেঁধে রাখা হয়েছে ওটা।

'ধূর!' মনে মনে বলল।

মেঝের বল্টুর সঙ্গে ধাতব চেইন, ওটা এসে জড়িয়ে রেখেছে ফুটবলের হ্যাণ্ডেলকে।

ধাতুটা টাইটেনিয়াম বলে মনে হলো।

রানা চট্ করে একবার দেখে নিল ঘড়ি:

৮:২৮:৫৯

৮:২৯:০০

কবজির মাইকে বলে উঠল, 'জেসিকা! মেঝের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে! ফুটবল আনতে পারব না! প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসুন এখানে!'

'ঠিক আছে,' ওদিক থেকে জবাব এল।

'তিশা! প্রেমিক! আরও আধমিনিট চাই,' বলল রানা। 'তারপর আগের প্ল্যান!'

'জী, স্যর,' জবাবে বলল তিশা।

'ঠিক আছে, বস্!' জানাল প্রেমিক।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের দিকে চাইল রানা। ওদিক থেকে ছুটে আসছে জেসিকা, সঙ্গে প্রেসিডেন্ট। তাদের পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের পোশাক। হাতে উদ্যত পিস্তল, গুলি করছে প্রেমিকের তেলাপোকা তাক করে।

জেসিকা দুই হাতে ধরেছে সিগ-সাওয়ারের বাঁট, একের পর এক গুলি করছে। প্রেসিডেন্ট একটু আড়ষ্ট, মিলিটারি ট্রেইনিং নেই, সে তুলনায় ভালই করছেন।

বিশাল হ্যাঙারের আকাশে বড় এক চক্কর তৈরি করছে মেরিন ওয়ান, নিজের দিকে আকর্ষণ করছে গুলি। বদ্ধ জায়গায় ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলছে রোটরের ব্লেডগুলো।

ফুটবল আড়াল দেয়া ব্যারিকেড পেরুল প্রেমিকের তেলাপোকা, বামদিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে, চলেছে উত্তর দিকে। চলবার পথে উড়িয়ে দিল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের কিছু ভাঙা অংশ, তারপর চলে গেল বিমানের আড়ালে।

হ্যাঙারের একপাশে দোতলা কন্ট্রোল রুমের জানালা দিয়ে নীচের হুলুস্থুল দেখছে প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস, ওরফে কিং।

মৃত্যুর মস্ত ঝুঁকি নিয়ে হ্যাঙারের আকাশে প্রেসিডেন্টের কপ্টার নানাদিকে সরিয়ে নিচ্ছে দুঃসাহসী কোনও পাইলট। এইমাত্র এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তেলাপোকা।

এবার নিজের ছেলেদের দিকে চাইল লেফটেন্যান্ট জেনারেল। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। বারবার গুলি করছে দুই বিপদের দিকে। যেন নির্দিষ্ট কোনও হামলার বিরুদ্ধে লড়ছে। খারাপ করছে না তারা।

'অ্যাই!' ধমকে উঠল ব্রুকস। 'র‍্যাটলস্নেক ইউনিট কোথায়!'

'পারসোনেল এলিভেটার করে উঠে আসছে, স্যর।'

আবারও জানালার উপর মন দিল ব্রুকস। হ্যাঙারের মেঝের দিকে চেয়ে হঠাৎই চমকে গেল। ঝুলে গেল চোয়াল। 'আরে...'

হতবাক বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে সে। এইমাত্র তার নিজ লোক দৌড় দিয়েছে ফুটবলের দিকে! অথচ কোবরা ইউনিটকে পই-পই করে বলে দেয়া হয়েছে, চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে ফুটবলকে। এখন ওই চেয়ারের পিছনে তাদের থাকবার কথা, কিন্তু নেই তারা। তা হলে ওই লোক কে?

ফুটবলের সামনে পৌঁছে গেছে সে, ডানহাতের কালো গ্লাভস খুলছে। কোত্থেকে এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে আরও তিনজন,

পরনে কালো ফেটিগ।

'ওরা নকল!' গর্জে উঠল আর্লিং এফ ব্রুকস।

ইস্পাতের ব্রিফকেসের পাম-প্রিন্ট অ্যানালাইযারের দিকে খোলা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রথম লোকটা!

গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে বাড়ছে রানার ডিজিটাল ঘড়ির সময়:

৮:২৯:৩১

৮:২৯:৩২

প্রকাণ্ড কপ্টারের ভয়ঙ্কর গর্জন ও গোলাগুলির আওয়াজের ভিতর চুপ করে দাঁড়িয়ে ফুটবল পাহারা দিচ্ছে রানা, খবির ও স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং। ফুটবলের সামনে পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললেন ডান গ্লাভস, চট্ করে চারপাশ দেখে নিলেন চোরের মত, তারপর হাঁটবার ফাঁকে আনমনে হাত রেখেছেন এমন ভঙ্গিতে স্পর্শ করলেন পাম-প্রিন্ট অ্যানালাইযারে। ডিসপ্লেতে দেখা গেল ০:২৪।

মৃদু বিপ্ আওয়াজ তুলল ব্রিফকেস, ০:২৪ থেকে নতুন উদ্যমে আবারও শুরু হলো ৯০:০০ মিনিটের কাউন্ট ডাউন।

চট্ করে ডিসপ্লে দেখে নিল রানা। আপাতত ওদের কাজ শেষ। জেসিকা, প্রেসিডেন্ট ও খবিরের পাশে রওনা হয়ে গেল ও। গলা উঁচু করে বলল, 'মনে রাখবেন, গুলি করতে করতে ছুটতে হবে।' হালকা পায়ে দৌড় শুরু করেছে ওরা।

কবজির মাইকে বলল রানা, 'তিশা, গায়ক, প্রেমিক: ভাগো এখান থেকে! দেখা হবে নীচে। ...আপা, প্ল্যাটফর্ম!'

একুশ

লেভেল ওয়ানের বিশাল হ্যাঙারের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে নিশাত সুলতানা, মুখ তুলে এলিভেটার শাফট দেখে নিল।

দুই শ' ফুট উপরে প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্মের মেঝের নীচের অংশ দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকে আসছে হেলিকপ্টার ও গুলির আওয়াজ।

কল বাটন টিপে দিল নিশাত। এক সেকেণ্ড পর জোর আওয়াজ তুলে দুলে উঠল প্রকাণ্ড এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম, তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ওটা।

প্রধান হ্যাঙারে ভাঙা অ্যাওয়্যাক্স বিমান নিয়ে নামছে প্ল্যাটফর্ম, একটু আগের সমতল মেঝের ভিতর তৈরি হচ্ছে মস্ত এক খাদ। নামতে শুরু করেছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার।

ওদিকে ছুটছে রানা, খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। দৌড়ের ফাঁকে গুলি করছে মেরিন ওয়ান লক্ষ্য করে। একেকজন যেন নাইন্থ স্কোয়াড্রনের প্রশিক্ষিত, দক্ষ কমাণ্ডো।

মেইন হ্যাঙারের পিছনে দোতলা কণ্ট্রোল রুমে মুখের কাছে মাইক তুলেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। 'স্কল্ট! বোলেণ্ড! প্রেসিডেন্ট এখানে! তোমাদের ভিতর দিয়ে গেছে! অ্যানালাইযারে হাত রেখে আবার

পালাচ্ছে! ওরা এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছে! আরে গাধারা, ওদের পরনে তোমাদের মতই কালো ইউনিফর্ম!'

কথাটা শুনতে পেয়েই চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মেজর স্কল্ট। এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ পড়তেই দেখল— চারজন তারা, এইমাত্র নীচে রওনা হওয়া প্ল্যাটফর্মে লাফ দিয়ে নেমেছে। এখন আর মেরিন ওয়ান কপ্টার বা পলায়নরত তেলাপোকার দিকে গুলি করছে না তারা!

'এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্ম!' গলা ফাটিয়ে বলল স্কল্ট। 'কোবরা ইউনিট! সবাই প্ল্যাটফর্মে চলো! পাইথন ইউনিট! কপ্টার ফেলে দাও! শেষ করো ওই শুয়ের তেলাপোকা!'

আবারও মেঝের দিকে নামতে শুরু করেছে মেরিন ওয়ান— ওটা দিয়ে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছে তিশা।

ওই কপ্টার যেখানে পেয়েছিল, ঠিক সেখানেই নামল— এলিভেটার শাফট থেকে পশ্চিমে। গায়ক বাটারফিল্ডের সহায়তা নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে কপ্টার। মেঝের নীচেই পাওয়া গেল সেই এয়ার ভেন্ট।

কপ্টারের ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করেই লাফ দিয়ে পাইলটের সিট ছাড়ল তিশা, ঝেড়ে দৌড় দিল মেঝের হ্যাচের দিকে। এদিকে পিছনের বামদিকের দরজা খুলেছে বাটারফিল্ড, আশা করছে যে-কোনও সময়ে পৌঁছে যাবে ওর প্রিয় বন্ধু প্রেমিক। কিন্তু বাটারফিল্ড জানে না মস্ত বিপদে পড়েছে তার বন্ধু।

রেড গ্র্যান্টের ভলভো টোয়িং ভেহিকেল মেরিন ওয়ানের মত বুলেটপ্রুফ নয়। অসংখ্য গুলি লাগছে গাড়িতে। বারবার বাঁক নিতে গিয়ে কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে তেলাপোকা, একের পর এক বুলেট বিঁধছে বডিতে, নানাদিকে ছিটকে পড়ছে ভাঙা কাঁচ।

কাজ শেষ, এবার ফিরতে হবে মেরিন ওয়ানের পাশে। কিন্তু

প্রেমিকের বড় সমস্যা হচ্ছে: এই একটু আগে যোগাযোগ করেছেন মেজর রানা। আর তখনই আরেক চক্কর কাটবার জন্য বাঁক নিয়েছে সে, এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্মের পুবদিকের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদেরকে পাশ কাটিয়ে আবারও ফিরতে হবে মেরিন ওয়ানের কাছে।

ওদিকটা বহু দূরের পথ মনে হলো গ্র্যান্টের। নীচে রওনা হয়ে গেছে প্ল্যাটফর্ম, আর সে চলেছে উত্তর দিকেই, কিন্তু ওখানে তৈরি হচ্ছে মস্ত এক গহ্বর।

পুরো এক চক্কর কেটে তবেই ফিরতে পারবে মেরিন ওয়ানের কাছে।

আরও একপশলা গুলি লাগল তেলাপোকার দেহে। একটু সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো, গুলি করছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্ট।

বাম কাঁধে পর পর দুটো গুলি নিল প্রেমিক, ফোয়ারার মত ছিটকে বেরুল টকটকে লাল রক্ত।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল গ্র্যান্ট।

আরও দুই পশলা গুলি লাগল গাড়ির সামনের দুই চাকায়। তীক্ষ্ণ হুইসলের আওয়াজ তুলে ফুটো হয়েছে চাকাগুলো। ঠিক তখনই পিছলে যাওয়া শুরু করল গাড়িটা, নিয়ন্ত্রণ হারাল গ্র্যান্ট, বিপজ্জনকভাবে চলেছে মস্ত খাদের দিকে। একটু দূরেই দশফুট নীচে গুড়গুড় করে নামছে এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্ম।

প্রেমিক জানে না ওই গহ্বরে গিয়ে কেন পড়ল না, তবে উত্তরদিকের কোনা লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে তেলাপোকা। পাশে পিছিয়ে পড়ল চারকোনা গহ্বর, আরেকদিক থেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোকগুলো অসংখ্য গুলি পাঠাচ্ছে। সামনেই বিধ্বস্ত নাইটহক টু, তখনও আটকে আছে হ্যাঙারের উত্তরদিকে নিজের টোয়িং ভেহিকেলে, নব্বুই মিনিট আগে ওটাকে রেখে সরে পড়েছে

লেখক-টু খবির— ঠিক ওটার পেটে গিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দিল প্রেমিকের তেলাপোকা।

মেরিন ওয়ান থেকে ওই সংঘর্ষ দেখেছে বাটারফিল্ড। যেন পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে প্রেমিকের তেলাপোকা, থেমে গেছে ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে। হেলিকপ্টারের বুকে সেঁধিয়ে গেছে কোমর পর্যন্ত।

বাটারফিল্ড দেখল, তেলাপোকার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো।

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলল বাটারফিল্ড।

এদিকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো পোশাক পরনে রানা, খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট অন্য এক অদ্ভুত লড়াইয়ে ব্যস্ত।

চারকোনা শাফটে নামবার পর টের পেয়েছে, এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে চার দেয়ালী বিশাল এক খাদ। শাফট বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে ফুটবল মাঠ আকৃতির প্ল্যাটফর্ম।

প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান, ওটাকে দুমড়ে যাওয়া ইস্পাতের গোলকধাঁধা বলা যেতে পারে।

আর ওই বিমান ধ্বংসাবশেষে ঘুরছে কোবরা ইউনিটের সাতজন কমাণ্ডো, তল্লাশী শুরু করেছে রানা এবং ওর দলের সবাইকে খতম করতে।

সবাইকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের পুবে সরে যেতে শুরু করেছে রানা, সবার আগে ছুটছে, টপকে যাচ্ছে বিমানের ভাঙা টুকরো। যে-কোনও সময়ে শত্রুর মুখোমুখি হতে পারে, কাজেই রানা সতর্ক। চারপাশে চোখ রেখেছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে কী যেন খুঁজছে ওর চোখ। একটা পরিকল্পনা করেছে...

যা খুঁজছে, পেয়ে গেল ও।

ভাঙা ওই ডানার অংশ ঠিক ওখানেই রেখে গিয়েছিল।

চট্ করে ওটার সামনে পৌঁছে গেল রানা, জিনিসটা নামতে থাকা এলিভেটারের পুব দেয়ালের কাছে। খবিরের সাহায্য নিয়ে মেঝে থেকে ডানার অংশ তুলল রানা, নীচে দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে চারকোনা এক গর্ত।

গর্তটা আকারে দশ বর্গফুট। ওদিক দিয়ে ওঠে বা নামে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটার।

এ মুহূর্তে ওই অংশ আছে এয়ারক্রাফট প্ল্যাটফর্ম থেকে পঞ্চাশ ফুট নীচে। সামান্যতম নড়ছে না। যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

ফুটবল নিয়ে খেলতে যাওয়ার আগে রানা নিশ্চিত হয়েছে, ওই গর্ত ঢাকা থাকবে ভাঙা ডানা দিয়ে। নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের চট্ করে বুঝবার কথা নয়, ওদিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

'প্রেমিক! বেঁচে আছ?' মেরিন ওয়ান ককপিটের মাইকে বলল বাটারফিল্ড।

'ওহ্ শালার ব্যথা...' গুঙিয়ে উঠল রেড গ্র্যান্ট।

'নড়তে পারবে?'

'না বোধহয়। পালিয়ে যাও। আমি শেষ। গুলি লেগেছে, আর পায়ের কব্জি ভেঙে গেছে অ্যাক্সিডেন্টে...'

'আমরা দলের কাউকে ফেলে যাব না,' একই ফ্রিকোয়েন্সিতে ভেসে এল দৃঢ় একটি কণ্ঠ।

যা বলবার বলে দিয়েছে রানা।

'বাটারফিল্ড। তুমি আর তিশা সরে যাও। কাছেই আছি। সরিয়ে নেব প্রেমিককে। প্রেমিক, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

ধীরে নামছে এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। ঝট্ করে ঘুরে উপরে

চাইল রানা।

'অপেক্ষা করছেন কেন?' জানতে চাইল খবির।

'আমি চললাম, সরিয়ে নিতে হবে প্রেমিককে,' বলল রানা। ওর চোখ বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্সের ফিউজেলাজের উপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বিমান, থেবড়ে গেছে নাক, নিতম্ব উপরের দিকে। খাদের পাড় থেকে এখনও উপরে আছে নিতম্ব।

'প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নীচে চলে যান,' জেসিকা ও খবিরকে বলল রানা।

'আপনি কী করবেন?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'নিজের লোককে সরিয়ে নেব,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'নীচে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

দেরি না করে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ধাতব জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা।

পিছন থেকে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল খবির ও জেসিকা। এবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা, এখান থেকে নেমে যেতে হবে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারে।

বাইশ

বাজবাখির তাড়া খাওয়া কবুতরের মত উড়ে চলেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে পড়ল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের বামদিকের ডানায়।

দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল ডানার উপরের অংশে। ফিউজেলাজের তুবড়ে যাওয়া কয়েক অংশে পা রেখে উঠে পড়ল

বিমানের এবড়োখেবড়ো ছাতে। আর ঠিক তখনই ওকে দেখে ফেলল কোবরা ইউনিটের দুই কমাণ্ডো। লোকদু'জন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের উপর।

একইসঙ্গে কাঁধে রাইফেল তুলল তারা, পরক্ষণে গর্জে উঠল পি-৯০।

কিন্তু একমুহূর্ত থামেনি রানা, দৌড়ে উঠে যাচ্ছে ঢালু ছাত ধরে। এইমাত্র শাফটের কিনারা থেকে নেমে গেল বিমানের পিছন দিক। দৌড় না থামিয়ে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল রানা, ওখানে একপলকও থামল না, ঝাঁপ দিল সামনে হাত বাড়িয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ থুবড়ে পড়ল হ্যাঙারের কংক্রিট মেঝেতে। লাইন অভ ফায়ার থেকে আড়াল পেয়েছে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েই নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করেছে রানা।

মাত্র বিশফুট দূরে প্রেমিকের বিধ্বস্ত তেলাপোকা।

কিন্তু ওটার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো!

আস্তে করে শ্বাস ফেলল প্রেমিক রেড গ্র্যান্ট। এইমাত্র ওর মুখ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে থেমেছে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেলের মাযল।

অর্ধেক মুখ ঢাকা গ্যাস মুখোশে কমাণ্ডোর পুরো চেহারা বোঝা গেল না। কিন্তু একদম খোলা দুই চোখ। তৃপ্তি নিয়ে চকচক করছে দুই মণি।

আস্তে করে চোখ বুজল গ্র্যান্ট। শেষ সময়ের জন্য তৈরি।

গুড়ুম!

মরল না কেন, বুঝল না প্রেমিক।

হন্তার দিকে চাইতে নতুন করে চোখ মেলল।

কিন্তু লোকটার অর্ধেক মাথা গেল কই?

টলমল করছে সে, তারপর অলস ভঙ্গিতে পড়ে গেল মেঝের উপর।

অন্য দুই কমাণ্ডো চরকির মত ঘুরে গেছে। আর ঠিক তখনই সামনে থেকে এল সেমিঅটোমেটিক পিস্তলের গুলি। ধুপ ধুপ করে মেঝেতে পড়ল দুই লাশ।

হতবাক হয়ে গেছে প্রেমিক, এবার দেখল ওই লোকগুলোর বদলে উদয় হয়েছে কালো পোশাক পরা ওদের প্রিয় মাসুদ রানা!

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার আমাদেরকে সরে পড়তে হবে।'

এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম থেকে আট ফুট নীচে মিনি এলিভেটারের ননস্কিড ডেকে আস্তে করে নামল খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট।

একটু উপরের প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্মের কারণে এদিকটা ছায়াচ্ছন্ন। পা মেঝে স্পর্শ করতেই ফ্লোরের ছোট কন্সোলের বাটন টিপে দিয়েছে জেসিকা গোল্ডিং।

উপরের বিশাল প্ল্যাটফর্মের চেয়ে অনেক বেশি গতি নিয়ে নামতে শুরু করল ডিটাচেবল ডেক। শাফটের দেয়ালের রেল ওটাকে সরসর করে নিয়ে চলেছে নীচে।

তেলাপোকার ভিতর থেকে প্রেমিককে বের করতে শুরু করেছে রানা, কাজটা করতে গিয়ে ওর চোখ পড়েছে নাইটহক টু-র ককপিটের মেঝেতে। ওখানে পড়ে আছে নানা ধরনের অস্ত্র। সেগুলোর ভিতর রয়েছে দুটো এমপি-১০, কয়েকটা গ্রেনেড, পেটমোটা এক .৪৪ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল সেমিঅটোমেটিক পিস্তল। তার চেয়েও বড় কথা, খুশি হয়ে উঠেছে রানা অস্ত্রের মত চেহারার দুটো জিনিস দেখে। ওগুলো আছে কালো চামড়ার

হোলস্টারের ভিতর। বিধ্বস্ত হওয়ার সময় নাইটহক টু-র ওয়েপন্স কেবিনেট ভেঙে পড়ায় সব ছড়িয়ে পড়েছে।

যন্ত্রদুটো দেখতে হাই-টেক টমি-গানের মতই— খাটো ও মোটা ব্যারেল, দুটো হ্যাণ্ডগ্রিপ। যন্ত্রের ব্যারেল থেকে ঝুলছে ক্রোম গ্র্যাপলিং হুক ও বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড।

জিনিসদুটো ইউএস মেরিন ফোর্স রিকনিসেন্স ইউনিট বা রেগুলার ইউনাইটেড স্টেট্স্ মেরিন কর্পসের বিখ্যাত আর্মালাইট এমএইচ-১২ ম্যাগহুক। গ্র্যাপলিং হুকসহ লঞ্চার। ধাতব দেয়াল বেয়ে উঠবার সময় ব্যবহার করে হাই-পাওয়ার্ড ম্যাগনেট।

'গুড,' যন্ত্রদুটো তুলে নিল রানা, একটা দিল প্রেমিকের হাতে। এবার পটাপট তুলে নিল এমপি-১০ ও মস্ত ডেযার্ট ঈগল পিস্তল, গুঁজে রাখল বেল্টে।

টিং!

এইমাত্র একটু দূরের পারসোনেল এলিভেটারের দরজা খুলে গেছে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্টের র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের সবাই এলিভেটার করে উঠে এসেছে মেইন হ্যাঙারে।

একেবারে হাতের কাছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের পোশাক পরা মাসুদ রানাকে দেখে চোখ পিংপং বল হয়ে গেল ম্যাক হার্টের।

পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল কাঁধে তুলতে এক সেকেণ্ড লাগল না তার লোকদের।

'যাহ্!' বলে উঠল রানা, আবারও তেলাপোকার ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে ঠেসে গুঁজে দিল প্রেমিককে। নিজেও উঠে পড়েছে ওর পাশে। এক সেকেণ্ড পর ঝড়ের মত এল অসংখ্য বুলেট, খটা-খট্ লাগছে তেলাপোকার ফ্রেমে।

গাড়ির জয়স্টিক রিভার্সে নিল রানা, মনে মনে আশা করল

জিনিসটা এখনও পিছাবে। গ্যাস পেডাল ডান পায়ে টিপে ধরেছে মেঝেতে।

হ্যাঙারের মেঝেতে কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলল তেলাপোকার চাকাগুলো, পিছাতে চাইছে প্রবল বেগে। চাকার ঘর্ষণে ভুস করে বেরুল রাবার-পোড়া কটু-ধোঁয়া। একবার হোঁচট খেল তেলাপোকা, তারপর ভাঙাচোরা নাইটহক টু-র কাছ থেকে তীর বেগে পিছাতে শুরু করল।

টলতে টলতে পিছনে ছুটছে তেলাপোকা, আরেকটু হলে পড়ে যেত এলিভেটারের শাফটের ভিতর, সাঁই-সাঁই করে চলেছে পুবের পরিত্যক্ত ব্যারিকেডের দিকে।

ড্রাইভ করবার ফাঁকে সিটে ঘুরে চাইল রানা। মুখ কুঁচকে ফেলল, বড় দেরি করে ফেলেছে, সোজা গিয়ে পড়ছে ওরা ব্যারিকেডের উপর!

তিন টনি টোয়িং ভেহিকেলে গতি অনেক বেশি।

দুই পায়ে ব্রেক পেডাল টিপে ধরল রানা, একইসময়ে জয়স্টিক ঘোরাতে শুরু করেছে। চরকির মত এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল শক্তিশালী গাড়ি। চালিয়ে দেয়া বেজবল ব্যাটের মত ব্যারিকেডে লাগল তেলাপোকার সামনের দিক। উড়ে গেল সব বাধা, নানাদিকে ছিটকে গেল ক্রেট ও স্যামসোনাইট কন্টেইনার।

এক মুহূর্ত পর বড় ঝাঁকি খেয়ে থামল তেলাপোকা।

ঝট্ করে ঘুরে বসল রানা, অবাক হয়ে গেল সামনের দৃশ্যটা দেখে।

মাত্র তিনফুট দূরে চেয়ারে বসে আছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল!

এখনও মেঝের সঙ্গে টাইটেনিয়াম কেবল দিয়ে আটকে রাখা ব্রিফকেসের হ্যাণ্ডগ্রিপ। ছেঁড়া প্রায় অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট নতুন করে নব্বুই মিনিটের টাইমার চালু করে দেয়ায় ফুটবলের কাছ থেকে সরে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা। এখন তাদের একমাত্র

কাজ প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করে হত্যা করা।

চুপ করে বসে আছে ফুটবল, পাহারা দিচ্ছে না কেউ।

সুযোগটা নিতে চাইল রানা। ড্রাইভিং কমপার্টমেন্ট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল হ্যাঙারের মেঝেতে, ঝট করে চলে গেল ফুটবলের পাশে।

হ্যাঙারের আরেকদিক থেকে ছুটে আসছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের কমাণ্ডোরা। তাদের একের পর এক গুলি বিঁধছে তেলাপোকার পিছন অংশে।

বড়সড় টোয়িং ভেহিকেলের আড়ালে পকেট থেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের কাছ থেকে পাওয়া লকব্লাস্টার বের করল রানা, জিনিসটা বসিয়ে দিল মেঝের বল্টুর উপর। এই গোল বল্টুই মেঝের সঙ্গে আটকে রেখেছে ফুটবল। বিস্ফোরকের অ্যাকটিভেট বাটন টিপে দিল রানা, পরক্ষণে উল্টো দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনে মনে গুনতে শুরু করেছে:

ওয়ান, ওয়ান-থাউয্যাণ্ড...

টু, ওয়ান-থাউয্যাণ্ড...

থ্রি...

সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল বিস্ফোরক।

মনে হলো বাতাস কেটে সপাং করে কারও পিঠে পড়েছে চাবুক!

মেঝে থেকে উপড়ে এল স্টাড, মুক্ত ব্রিফকেস থেকে ঝুলছে টাইটেনিয়াম কেবল।

দুই লাফে ফিরে এসে খপ্ করে ব্রিফকেস তুলে নিল রানা, প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে পড়ল তেলাপোকার ক্যাবে। আর ওমনি পৌঁছে গেল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

তাদের দু'জন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তেলাপোকার পিঠে। আর তখনই অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল রানা মেঝেতে। একবার

দুলে উঠে দ্রুত সামনে বাড়ল তেলাপোকা। ওই জোর ঝাঁকির কারণে হোঁচট খেল এক কমাণ্ডো, পা পিছলে ছাত থেকে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

দ্বিতীয় লোকটার রিফ্লেক্স ভাল, চট্ করে হাত থেকে পি-৯০ ছেড়ে দিয়েছে সে, দু'হাতে খপ করে ধরেছে ছাতের দু'পাশের কিনারা। ঝড়ের গতি তুলছে গাড়ি।

প্রকাণ্ড এলিভেটার শাফটের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে বাঁক নিল রানা— কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকাগুলো। তেলাপোকার পিঠে বাড়তি লোক, কিন্তু ওই ওজন নিয়ে তুমুল গর্জন ছেড়ে গতি তুলছে ইঞ্জিন।

শাফটের পশ্চিমে সরাসরি সামনে মেরিন ওয়ান কপ্টার দেখল রানা। এখনও ঘুরছে রোটর ব্লেড।

ওখানে যেতে চায় ও, মেরিন ওয়ানের পাশে পৌঁছলেই থামবে, দেরি না করে প্রেমিককে নিয়ে নেমে পড়বে মেঝের হ্যাচ দিয়ে, সরসর করে নামবে ভেন্টিলেশন শাফট বেয়ে।

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর ওর মন দমে গেল। প্রেসিডেনশিয়াল কপ্টারের ওদিক থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো পোশাক পরা পাইথন ইউনিটের তিনজন কমাণ্ডো, হাতে উদ্যত অস্ত্র!

রানার জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

কিন্তু কী কারণে যেন, গুলি করছে না।

কারণটা কী? ভাবল রানা।

আর ঠিক তখনই ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টের পিছনে ছোট জানালার কাঁচ বিস্ফোরিত হলো। ঝরঝর করে কাঁচ পড়ল ওদের দু'জনের উপর। রানার মাথার দু'পাশে হাজির হয়েছে কালো গ্লাভস্ পরা দুটো হাত। ডান হাতে তীক্ষ্ণধার ছোরা!

তেলাপোকার পিঠে রয়ে গেছে এক কমাণ্ডো! মাথা রেখেছে কমপার্টমেন্টের ছাতে, ভিতরে দেখতে পাবে না, কিন্তু ছোরার

কোপে কিমা করবে রানাকে।

রিফ্লেক্সের বশে হাত বাড়াল রানা, খপ্ করে ধরে ফেলল লোকটার ছোরাওয়ালা কবজি। অন্য হাতে লোকটা খামচি দিতে চাইল রানার মুখে। এখনও তীর গতি তুলে মেরিন ওয়ানের দিকে ছুটছে তেলাপোকা। সামনের দুই চাকা ফুটো, জান বাঁচাতে লড়ছে ড্রাইভার, কাজেই হ্যাঙারের পিছলা মেঝের উপর এঁকেবেঁকে চলেছে যন্ত্রদানব।

পিছনে হাত নিয়ে কমাণ্ডোর কবজি শক্ত করে ধরেছে রানা, একটু সামনেই মেরিন ওয়ান— এখনও বন-বন করে ঘুরছে ভার্টিকাল টেইল রোটর, প্রায় অদৃশ্য এক চক্কর তৈরি করছে মেঝের ছয়ফুট উপরে। নীচের দিক বড়জোর তেলাপোকার ছাতের চেয়ে তিন ইঞ্চি উপরে...

প্রতিটি মুহূর্ত গুনছে রানা। শেষসময়ে কড়া ব্রেক কষল। সরসর করে পিছলে গেল তেলাপোকা। বড়সড় ভেহিকেল চলেছে মেরিন ওয়ান কপ্টারের টেইল রোটরের নীচ দিয়ে। গাড়ির ছাতের তিন ইঞ্চি উপরে ঘুরছে পাখা।

হঠাৎ আর্তচিৎকার করে উঠল ছাতের কমাণ্ডো। সবই বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু তা এক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর আওয়াজ শুরু হলো বৈদ্যুতিক করাতের। মুহূর্তে থেমে গেল লোকটার চিৎকার। তার দেহ থেকে কাটা পড়েছে মাথা। ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টের ছাত থেকে ঝরঝর করে নামছে রক্তের জলপ্রপাত।

টেইল বুমের নীচ দিয়ে পিছলে চলেছে টোয়িং ভেহিকেল, সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য অন্যদিকে ঝাঁপ দিল পাইথন ইউনিটের তিন কমাণ্ডো।

ঠিক প্রায় তখনই কপ্টারের পাশে থামল তেলাপোকা— শত বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা দেহ। একটু দূরে সরাসরি সামনে বিশাল চারকোনা এলিভেটার শাফট। একবার প্রকাণ্ড খাদের দিকে

চাইল রানা। ওদিকে ভিতরে নেমে চলেছে হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম। দশফুট নীচে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ফ্লাইং-সসার আকৃতির রোটোডোম।

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা, আর ওর দিকে চেয়ে প্রেমিক বুঝে গেল মেজর কী করতে চলেছে।

'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, স্যর?'

'দেখি পাগল হলাম কি না,' বলল রানা, 'কিছু শক্ত করে ধরো!'

পরক্ষণে অ্যাক্সেলারেটার দাবিয়ে দিল ও।

তীরের মত সামনে বাড়ল তেলাপোকা, তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল পিছনের চাকাগুলো। গাড়ি সোজা চলেছে বিশাল গহ্বরের দিকে!

গতিই সব, ভাবছে রানা।

গতি কমলে চলবে না। নইলে পৌঁছবে না...

কিনারার দিকে ছুটছে তেলাপোকা। চারপাশে এসে লাগছে বুলেট। লাল-হলুদ স্ফুলিঙ্গ উঠছে বডি থেকে।

মন দিয়ে ড্রাইভ করছে রানা। কোনও দিকে খেয়াল নেই।

গতি আরও বাড়ছে।

তারপর এলিভেটার শাফটের কিনারা পেরিয়ে প্রকাণ্ড তেলাপোকা উড়াল দিল বাতাসে। তখনও নাক উঁচু করে উপরে উঠছে, বনবন করে ঘুরছে চাকাগুলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর শুরু হলো পতন, নীচে নামতে শুরু করেছে সামনের বাম্পার।

ততক্ষণে এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের মেঝে নেমে গেছে ত্রিশ ফুট নীচে। কিন্তু অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষ আরও উপরে— আর ওটার পিঠের উপর আস্ত রোটোডোম— ওটা আছে মাত্র দশ ফুট নীচে।

ওই দূরত্ব উড়ে নামল তেলাপোকা, জোরালো ঝপাং আওয়াজ,

উঠল!

টাইটেনিয়াম বেযড, অত্যন্ত শক্ত ওই রোটোডোম; সহজেই ওজন নিল পড়ন্ত তেলাপোকার।

কিন্তু ওটার সাপোর্ট স্ট্রাটগুলো ওজন নিল না।

দুমড়ে গেল লোহার পাত, পাতলা ডালের মত মটমট করে ভেঙে পড়ল সবক'টা। রোটোডোম নিয়ে তেলাপোকা নামল বিমানের পিঠে। এত ওজন নিল না ফিউজেলাজের ছাত।

সিলিণ্ডারের মত ফিউজেলাজ চেপ্টে গেল অ্যালিউমিনিয়ামের ক্যানের মত। অবশ্য ওটা কমিয়ে দিল তেলাপোকার পতনের গতি।

ফিউজেলাজে নেমে যাওয়ার সময় র‍্যাম্পের মত ঢালু হয়েছে রোটোডোম, ফলে বিমানের আরেক পাশে ভাঙা বাম ডানার পাশ দিয়ে নেমে এল তেলাপোকা।

রানা ও প্রেমিক যেন দুটো ছেঁড়া পুতুল, এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে। ভীষণ দুলছে তেলাপোকা, বিদ্যুদ্বেগে সামনে বাড়ছে।

হুলুস্থুলের ভিতর কীভাবে যেন রানা বুঝল ব্রেক পেডাল পায়ের নীচে, প্রাণপণে টিপে ধরল ওটা।

স্কিড শুরু করেছে তেলাপোকা, চরকির মত ঘুরছে। কয়েক সেকেণ্ড পর দড়াম করে গিয়ে লাগল শাফটের একপাশের দেয়ালে। মাত্র কয়েক ফুট দূরে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারের চৌকো গহ্বর।

তেলাপোকা থেমে গেছে, ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, দেরি না করে সাহায্য করল প্রেমিককে। বের করে আনল ড্রাইভিং কেবিন থেকে। আর ঠিক তখনই দুমড়ে যাওয়া ইস্পাতের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

গুলি শুরু করেছে তারা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তাদের।

হতবাক হয়ে দেখল, মেরিন সৈনিকের হাতে ফুটবল তুলে দিয়েছে বাদামি লোকটা, পরক্ষণে সঙ্গীকে তুলে নিয়েছে কাঁধে, তারপর এক সেকেণ্ড দ্বিধা না করেই লাফিয়ে পড়েছে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার গর্তের ভিতর!

অনেক নীচে গিয়ে পড়বে পাকা তরমুজের মত, ফেটে টুকরো টুকরো হবে!

তেইশ

মাসুদ রানা এবং ওর কাঁধে সওয়ারী প্রেমিক রেড গ্র্যাণ্ট যেন স্কাই-ডাইভার। খসে পড়ছে ওরা বিশাল এলিভেটার শাফটের পাশ দিয়ে।

আগেই প্রেমিককে বলে দিয়েছে রানা, খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে হবে ওর গলা। আহত হাতে ফুটবল ধরেছে গ্র্যাণ্ট, সুস্থ হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে রানার গলা। ভীষণ ভয় কাটাতে পারেনি, 'আ-আ-আ-আ-আ!' বিকট চিৎকার তুলে নামছে অনেক নীচের ইস্পাতের প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে!

পাশ কাটিয়ে উপরে উঠছে ধূসর কংক্রিটের দেয়াল।

পড়ছে ওরা বৃষ্টির মাঝে ভারী শিলার মত!

তারই ফাঁকে অনেক নীচে চারকোনা সাদা আলো দেখল রানা, ওদিকটা লেভেল ওয়ান হ্যাঙার। দুই শ' ফুট নীচে! ওখানে থেমেছে মিনি এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

একটু আগে পাওয়া হোলস্টার থেকে ম্যাগহুক বের করে

নিয়েছে রানা, খুলে নিল গ্র্যাপলিং হুক।

মেইন প্ল্যাটফর্মের নীচে লাগাতে পারবে না ম্যাগনেটিক হেড। ম্যাগহুকে থাকে মাত্র দেড় শ' ফুট দড়ি। প্ল্যাটফর্ম থেকে অত নীচে নামতে পারবে না ওরা, ঝুলবে শূন্যে। অনায়াসে ওদেরকে শেষ করবে কমাণ্ডোরা।

ওকে অপেক্ষা করতে হবে, তারপর...

আন্দাজ পঞ্চাশ ফুট পড়বার পর কাজ শুরু করল রানা। গ্রিজ ভরা দেয়াল থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ফুলে আছে একটার পর একটা ধাতব ব্র্যাকেট। ভিতর দিয়ে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে নেমেছে অসংখ্য পুরু ধাতব কেবল, সেই একতলা পর্যন্ত। একটা ব্র্যাকেটের দিকে গ্র্যাপলিং হুক ফায়ার করল রানা।

পড়ছে ওরা সাঁই-সাঁই করে, মাথার উপর পাক খেয়ে খুলছে হুকের দড়ি, দুলছে সাপের মত।

রানার মনে হলো, তুমুল গতি তুলে ওদের দিকে উঠছে মিনি এলিভেটার!

ক্রমেই আরও বাড়ছে গতি...

তারপর জোরালো ঝটাং আওয়াজ হলো!

ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেয়েছে রানা ও প্রেমিক। ওদের পা থেমেছে মিনি এলিভেটারের ডেক থেকে মাত্র তিনফুট উপরে। সামনে লেভেল ওয়ানের হ্যাঙার বে-র বিশাল খোলা কবাট।

ম্যাগহুক লঞ্চার থেকে ঝুলছে রানা, দুই কাঁধের জয়েন্টে ভীষণ টনটনে ব্যথা। কয়েক সেকেণ্ড আগে টিপে দিয়েছে লঞ্চারের সামনের গ্রিপে কালো বাটন। ওটার কারণে ঘ্যাচ করে দড়ি কামড়ে ধরেছে ক্ল্যামপিং মেকানিযম।

ঠিক সময়ে বাটন না টিপলে...

প্রেমিককে নিয়ে অবশিষ্ট তিনফুট নেমে এল রানা। টের পেল, ওরা একা নয়।

হ্যাঙার বে-র দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে খবির, জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নিশাত, মেরিন সৈনিক বৈজ্ঞানিক ও সত্যিকারের বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

অবাক হয়ে রানা ও রেড গ্র্যান্টকে দেখছে তারা।

'হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'আকাশ ফুঁড়ে,' বলল রানা। পরক্ষণে বলল, 'এখান থেকে সরে যেতে হবে।' রিলিজ বাটন টিপে ম্যাগহুক গুটিয়ে নিল ও।

ধীর গতি তুলে সামান্য দুলতে দুলতে নামছে বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার, ওটার উপর রয়েছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

বিশাল পাতাল হ্যাঙার বে-র ভেহিকেল র‍্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা সবাইকে নিয়ে। রানার পিঠ থেকে প্রেমিককে তুলে নিয়ে চলেছে খবির ও নিশাত।

রানার পাশে চলে এল জেসিকা গোল্ডিং। 'এবার কী?'

'সঙ্গে আছেন প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা। 'ফুটবলও হাতে। ওটার কারণে আটকা পড়েছিলেন উনি। এবার এই পার্টি থেকে বিদায় নেব। কোনও টার্মিনাল দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সামনের একঘণ্টার ভিতর কোনও কমপিউটার ব্যবহার করে খুলে নিতে হবে কোনও একসিট ডোর। তারপর লেজ তুলে...' সামনে চাইল রানা। ঘুরে ঘুরে নীচে গেছে ভেহিকেল অ্যাক্সেস র‍্যাম্প। 'ডক্টর, কার্টিস,' ডাক দিল। 'সবচেয়ে কাছের সিকিউরিটি কমপিউটার কোথায়? পরের উইণ্ডো পিরিয়ডে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।'

'এই তলায় দুটো সিকিউরিটি কমপিউটার,' বলল কার্টিস। 'একটা হ্যাঙার অফিসে, অন্যটা জাংশন বক্সে।'

'এদিকেরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'যে-

কোনও সময়ে চলে আসবে ওরা।'

'পরের কমপিউটার লেভেল চার-এ। ডিকমপ্রেশন এরিয়া।'

'তা হলে ওখানেই যেতে হবে।'

ইয়ারপিসে নারী কণ্ঠ শুনল রানা।

তিশা।

'স্যর, আমরা ভেন্টিলেশন শাফটের নীচে পৌঁচেছি। এখন কী করব?'

'এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের তলা দিয়ে আসতে পারবে?'

'বোধহয়।'

কবজির মাইকে বলল রানা, 'তা হলে লেভেল চার-এ ল্যাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করো।'

'ঠিক আছে। ...ও, আরেকটা কথা, আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী জুটেছে।'

'ভাল,' বলল রানা। 'চলে এসো।'

ভেহিকেল র‍্যাম্প বেয়ে ছুটতে শুরু করেছে ওরা, কিছুক্ষণের ভিতর নেমে এল লেভেল টু-তে। ওখানে মেঝেতে পেয়ে গেল একটা ম্যানহোল। ওটার ঢাকনি খুলে নেমে পড়ল। সামনে বাড়তেই একটু পর পাওয়া গেল ইমার্জেন্সি স্টেয়ারওয়েল। প্রায় দৌড়ের গতিতে সিঁড়ি ভাঙল ওরা আটজন। ল্যাণ্ডিঙে পাওয়া গেল লেভেল চারের ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় যাওয়ার ভারী ফায়ারডোর।

দরজা খুলবার চেষ্টা করল বৈজ্ঞানিক।

সহজেই খুলে গেল কবাট।

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। এ ধরনের দরজাগুলো লক করে গিয়েছিল ওরা।

এখন খোলা কেন?

হাতের ইশারা করল ও: সাবধানে ভিতরে ঢোকো।

আস্তে করে মাথা দোলাল বৈজ্ঞানিক, বুঝতে পেরেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলল, আর সেই সুযোগে ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকল নিশাত ও খবির, কাঁধে এম-১৬ ও পি-৯০।

গোলাগুলির দরকার পড়ল না।

ডিকমপ্রেশন এরিয়া ফাঁকা। চারপাশে গোলাগুলির চিহ্ন। মেঝেতে পড়ে আছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের মৃত কমাণ্ডোরা।

নিশাত-খবিরের পর লাশ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। এরপর ঢুকল রানা, কাঁধে আহত প্রেমিক।

ডানদিকে দেয়ালের তাকে দেখা গেল কয়েকটা কমপিউটার। ওগুলোকে প্রায় আড়াল দিয়েছে টেলিফোন-বুদ আকৃতির টেস্ট চেম্বারগুলো।

'ডক্টর কার্টিস, কোনও কমপিউটার টার্মিনাল চালু করুন,' বলল রানা। 'বৈজ্ঞানিক, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও। দেখো এই ইঁদুরের খাঁচা থেকে বেরুনো যায় কি না। ...খবির, তোমার দায়িত্বে থাকল গ্র্যান্ট। ...আপা, পাশের ঘরে গিয়ে খুঁজে বের করুন ফার্স্ট এইড কিট।'

ওদিকের ঘরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল নিশাত।

এদিকে মুখ কুঁচকে রাখা প্রেমিককে আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিল খবির। এবার পিছনের দরজা বন্ধ করতে চাইল। কিন্তু ওটার উপর চোখ পড়তেই বলল, 'আরে, আসলে এখানে হচ্ছেটা কী?'

ওর পাশে চলে গেল রানা। 'কী হয়েছে?'

'লক্ষ্য করুন।' আঙুল তুলে দেখাল খবির।

তালার উপর নজর পড়তেই ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

তালার উপরে পুরু ত্রিকোণ বোল্ট ঢুকেছে দরজার চৌকাঠে, ওটা করাত বা অন্য কিছু দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।

নিখুঁত কাজ।

দ্বিতীয়বার দেখবার পর রানা নিশ্চিত হলো, এটা করাতের কাজ নয়। কোনও ধরনের লেজার দিয়ে...

আরও কুঁচকে গেল রানার ভুরু।

এই লেভেলে ওদের প্রাণপণ লড়াইযে পর কেউ এসেছিল।

'স্যর,' কে যেন বলল।

নিশাত সুলতানা।

লেভেল চারের আরেকদিকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাশে তিশা, এইমাত্র পৌঁচেছে ও।

'আপনার বোধহয় এদিকে এসে দেখা উচিত,' বলল নিশাত।

লেভেল চারের মাঝ দিয়ে সাদা দেয়াল গেছে এক পাশ থেকে আরেক পাশে। ওদিকের দরজার সামনে পৌঁছে গেল রানা। ওর চোখ পড়ল বোল্টের উপর। ওটাও কেটে ফেলা হয়েছে লেজার ডিভাইস ব্যবহার করে।

'কী দেখব, আপা?' চোখ তুলে জানতে চাইল রানা।

কারও কিছু বলতে হলো না, নিজেই বুঝল। তিশার সঙ্গে এসেছে মাথা-মোটা চাটা কর্নেল চাক কোসলোস্কি ও প্রেসিডেন্টের ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার সুবেশী হফসন নিরো।

বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনের এলাকা দেখাল তিশা। ওদিকের ছাত অনেক উঁচু। ভিতরে কাঁচের চারকোনা ঘর।

ওদিকে চোখ পড়তেই শিরশির করে উঠল রানার মেরুদণ্ড। ভীষণ চমকে গেছে।

কাঁচের ঘরে যেন বোমা ফেটেছে।

চারদেয়াল এদিকে এলিয়ে আছে, ভাঙা। ভিতরে কাঁচের অসংখ্য টুকরো। বাইরের বাতাস ঢুকেছে ওই ঘরে। এখানে-ওখানে পুতুল ও খেলনা। উল্টে পড়ে আছে রংচঙে ফার্নিচার। সবই লণ্ডভণ্ড।

কোথাও নেই পল ছেলেটা।

'মনে হচ্ছে ল্যাব থেকেও নানা কিছু সরিয়েছে,' বলল তিশা।

কাঁচের ঘরের দিকে চেয়ে আছে রানা, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে নীচের ঠোঁট। ভাবছে: যে-ই হোক, সরিয়ে নিয়েছে ছেলেটাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'এই ফ্যাসিলিটিতে অন্য কেউ বা আরও কোন দল আছে!'

চব্বিশ

ওই ভাষা আফ্রিকান্‌স্‌।

উনিশ শ' চুরানব্বুই সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকা শাসন করেছে যে শ্বেত-বর্ণবাদী সরকার, তারা নিজেদের জন্য অফিশিয়াল ভাষা হিসাবে ব্যবহার করত আফ্রিকান্‌স্‌। উপযুক্ত কারণে বর্তমানে ওই দেশের অফিশিয়াল ভাষা হিসাবে ওটা ব্যবহার করা হয় না।

ডিআইএ-র দুই আফ্রিকান্‌ ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্টের সঙ্গে আলাপ শেষে রেকর্ডকৃত আলাপের বক্তব্য অনুবাদ করিয়ে নিয়েছে কেভিন কনলন। এবার লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে দেবে ডিরেক্টরের বরাবরে।

আরেকবার অনুবাদকৃত লেখা পড়ল, মৃদু হেসে ফেলল।

কাগজে লেখা:

কম-স্যাট সিকিউর ওয়ায়ার ট্রেস ই-১২এ-৩
ডিআইএ– স্পেস ডিভ-পেন্ট-ডিসি

অপারেটর: টি ১৮-০০৯
সোর্স: ইউএসএএফ-এসএ(আর)০৯
২৮-মে ২২:০৫-৫৬
আফ্রিকান্‌স্‌ থেকে ইংরেজি অনুবাদ, বাংলা করলে দাঁড়ায়:
প্রথম কণ্ঠ: নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি ভ্যাকসিন তৈরি।
১৩-জুন ১৮:০১:২৩
আফ্রিকান্‌স্‌ থেকে অনুবাদ:
প্রথম কণ্ঠ: আগামী জুলাইয়ের তিন তারিখে পরীক্ষা করা হবে ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন। সরিয়ে নেয়ার ইউনিট কোথায়?
দ্বিতীয় কণ্ঠ: এরই ভিতর রওনা হয়েছে রেকণ্ডোরা।
১৫-জুন ১২:৪৫:২৩
আফ্রিকান্‌স্‌ থেকে অনুবাদ:
প্রথম কণ্ঠ: প্রস্তুতি চলছে সকালে সরিয়ে নেয়ার।
১৬-জুন ১৯:৫৬:০৭
অনুবাদ:
তৃতীয় কণ্ঠ: সব ঠিকঠাক আছে। ঠিক তৃতীয় দিন।
২১-জুন ০৭:২১:১৪
আফ্রিকান্‌স্‌ থেকে অনুবাদ:
প্রথম কণ্ঠ: সমস্যা হচ্ছে সরিয়ে নেয়া। ঠিক করা হয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকার রেকণ্ডোদের ব্যবহার করা হবে।
দ্বিতীয় কণ্ঠ: কথাটা জানিয়ে দেব।
২২-জুন ২৯:৫০:২৬
অনুবাদ:
মিশন শুরু হয়ে গেছে।
২৩:জুন ০১:০৯:২১
অনুবাদ:
প্রথম কণ্ঠ:

'রেকণ্ডোরা জায়গামত অপেক্ষা করবে নয় দিন পর।

'বড় কোনও গোলমাল চলছে ওখানে,' অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মন্তব্য করেছে কেভিন কনলনের অনুবাদকদের একজন। বেঁটে, হাসিখুশি এক লোক সে, নাম জনি গ্রাহাম। 'এরা বলেছে রেকণ্ডো ইউনিটের কথা। বর্ণবাদী দক্ষিণ-আফ্রিকান সংগঠনের সৈনিক তারা। কাউকে কোনও সুযোগ দেয় না, খুন করে ফেলে।'

'এ থেকে কী বুঝব?' জানতে চেয়েছে কনলন।

দরজার কাছ থেকে ঘুরে চেয়েছে জনি। 'ওরা রেকণ্ডো, তার মানে দুনিয়ার সবচেয়ে বদলোক। এরা ছিল সাউথ-আফ্রিকান রিকনিসেন্স কমাণ্ডো। ম্যাণ্ডেলা ক্ষমতা পাওয়ার আগে এই শ্বেতাঙ্গরা ছিল ক্র্যাক অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াড। সীমান্তের ওদিকে জরুরি রেইডে যেত, খুন করত শত শত মানুষকে। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের নেতাদেরকে। এদের কাজ ছিল ভূতের মত কোথাও গিয়ে হাজির হওয়া। সবাইকে শেষ করে দেয়ার পর আবারও উধাও হয়ে যেত। কেউ জানত না কী ঘটেছে। লাশ কথা বলে না। গলা ফাঁক করে কথা বন্ধ করে দেয়া হতো সবার।

'সাড়ে হারামজাদা এরা। শুনেছি একবার যিমবাবুইয়ের ঘাস-জমিতে উনিশ দিন অ্যাম্বুশ পেতে বসেছিল এদের একটা স্কোয়াড। তারপর তাদের টার্গেট এল। লোকটা ভেবেছিল চারপাশে কোনও বিপদ নেই। আর তখনই ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে এল রেকণ্ডোরা, শেষ করে দিল তাকে।

'অনেকে বলে এরা উনিশ শ' আশির দিকে অ্যাঙ্গোলান মার্সেনারিদেরকে দলে টেনে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। অবশ্য, উনিশ শ' চুরানব্বুই সালে ক্ষমতায় গেলেন ম্যাণ্ডেলা, রেকণ্ডোদের নানা কুকীর্তি প্রকাশ পেতে লাগল। তখন ওই দলটা ভেঙে দেয়া

হলো। এরপর লোকগুলো হঠাৎ করেই মার্সেনারি হয়ে উঠল। কিন্তু একটা সংগঠন রয়েই গেল। ওটার নাম ডিয়ে অর্গাস্যাসি। ভাড়াটে ক্র্যাক স্কোয়াড তারা, পয়সা পেলে যে-কারও হয়ে খুন করে।'

'শিট্,' বলল কনলন। 'আর ডিয়ে অর্গাস্যাসি? ওটার কাজ কী?'

'ওটা আধা কিংবদন্তী আর আধা বাস্তব,' বলল গ্রাহাম। 'কেউ জানে না ওটার ব্যাপারে। তাদের বিষয়ে একটা করে ফাইল আছে এমআইসিক্স ও সিআইএতে। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া শ্বেতাঙ্গরা গড়ে তুলেছে এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠন। তাদের মূল কাজ এএনসি সরকারকে বিতাড়িত করা। এরা চায় আবারও দেশের ক্ষমতা নিক শ্বেতাঙ্গরা। ওই সংগঠন তৈরি করেছে একদল মস্ত বড়লোক। প্রত্যেকে বর্ণবাদী। এদেরকে বলা হয় থার্ড ফোর্স। বা স্পাইডার নেটওঅর্ক। ইণ্টারপোল তাদের লিস্টে লিখেছে: এটা অ্যাকটিভ টেরোরিস্ট অর্গানাইযেশন।'

জনি গ্রাহাম চলে যেতে আবারও কাগজে চোখ নামিয়েছে কনলন। তখন থেকে ভাবছে: অত্যন্ত ধনী ডানপন্থী দক্ষিণ-আফ্রিকান সংগঠন বা ওটার নেতারা পাঠিয়েছে কমাণ্ডোদেরকে... কিন্তু কী করছে তারা ইউএস এয়ার ফোর্স বেসে?

স্বভাব অনুযায়ী সোজা প্রেসিডেণ্টের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে মাথা-মোটা চাটা কর্নেল চাক কোসলোস্কি ও ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার সুবেশী হফসন নিরো। এদিকে প্রিয় বন্ধু প্রেমিকের পাশে চলে গেছে কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা বাটারফিল্ড, মুখ থমথম করছে। নিচু স্বরে সাহস দিয়ে চলেছে।

ডিকমপ্রেশন এরিয়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, তিশা।

'আমরা এদেরকে পেয়েছি মেরিন ওয়ানের ভেতর,' মাথা কাত করে লোক দু'জনকে দেখাল তিশা। 'প্রেসিডেনশিয়াল এস্কেপ পডের ভিতর লুকিয়ে বসে ছিল।'

'কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে কোসলোস্কি,' বলল রানা।

'সে-ই তো র‍্যাঙ্কিং অফিসার,' মৃদু স্বরে বলল তিশা।

'জীবনেও কখনও গোলাগুলির মুখে পড়েনি।'

'তা হলে ওর কথা শুনলে মরব আমরা,' মন্তব্য করল তিশা।

ওদের বামদিকে কয়েক গজ দূরে এক টেস্ট চেম্বারের পাশের কমপিউটার টার্মিনালে বসেছে জুলিয়ো কার্টিস ও বৈজ্ঞানিক।

তাদের পিছনে চলে গেল রানা, বলল, 'কী বুঝছেন?'

'অবাক লাগছে,' বলল কার্টিস। 'নিজেই দেখুন।' স্ক্রিন দেখিয়ে দিল সে। মনিটরে লেখা:

এস.এ. (আর) ০৯-এ

সিকিউরিটি অ্যাক্সেস লগ

৬-৪-০১০২২৯০১৮

টাইম

কি অ্যাকশন

অপারেটার

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬:৩০:০০ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥ ০৬:৫৮:৩৪ লকডাউন কমাণ্ড ॥ ১০৫-০২ লকডাউন এন্যাকটেড ॥ ০৭:০০:০০ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥ (লকডাউন মোড) ০৭:৩০:০০ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥

০৭:৩৭:৫৬ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম ॥ ম্যালফাংশন

লোকেটেড অ্যাট পাওয়ার ম্যালফাংশন ॥ টার্মিনাল ১-এ২ ॥ রিসিভিং নো রেসপন্স ফ্রম সিস্টেম: ট্র্যাক্স্, অগয সিস-১, র‍্যাড কম-স্কেয়ার, এমবিএন, একসিট ফ্যান ॥

০৭:৩৮:০০ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম ॥ টার্মিনাল ১-এ-২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ৫০% রেসপণ্ডিং॥

০৮:০০:১৫ মেইন পাওয়ার শাটডাউন ॥ ডিযএবেল কমাণ্ড ॥ (টার্মিনাল ৩-এওয়ান) ০৮:০০:১৮ ॥ অগযিলারি পাওয়ার এন্যাবলড্ ॥ অগয সিস্টেম ॥ অগয সিস্টেম স্টার্ট আপ ॥

০৮:০০:১৯ ওয়ার্নিং: অগয সিস্টেম লো পাওয়ার প্রটোকল ইন পাওয়ার অপারেশনাল। লো এফেক্ট: নন-এসেনশিয়াল সিস্টেম্স্ পাওয়ার প্রটোকল এন্যাবল। ডিসেবল ॥

০৮:০১:০২ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ০০৩-ভি ওপেণ্ড কমাণ্ড এণ্টার্ড (টার্মিনাল ৩) ॥ ০৮:০৪:৩৪ ॥ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ০৬২-ডাবলিউ ওপেণ্ড ॥ কমাণ্ড এণ্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥ ০৮:০৪:৫৫ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ১০০-ডাবলিউ ওপেণ্ড কমাণ্ড এণ্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥

০৮:১৮:০০ ওয়ার্নিং: অগযিলারি ॥ অগযি সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি ৩৫% রেসপণ্ডিং ॥

০৮:২১:৩০ ॥ সিকিউরিটি ক্যামেরা সিস্টেম ॥ ০০৮-৯৩ ॥

সিস্টেম এরর: সিকিউরিটি ॥ শাটডাউন কমাণ্ড (টার্মিনাল ক্যামেরা সিস্টেম অলরেডি ১-এ১) ॥ ডিযএবেল পার লো পাওয়ার প্রটে কল ॥

'বুঝলেন,' বলল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। 'ভাল দিয়েই সব শুরু হয়েছিল। লোকাল অপারেটার সাধারণ ভাবেই সিস্টেম চেক করছিল। ওই লোক বোধহয় আছে মেইন হ্যাঙার অফিসে।

তারপর ছয়টা আটান্ন মিনিটে লকডাউন করা হলো। এটা করেছে অপারেটার ১০৫-০২। উচ্চপদস্থ কেউ সে। ১০৫ মানেই সে কমপক্ষে কর্নেল বা তার চেয়ে উপরের কেউ। লোকটা বোধহয় ছিল কর্নেল বার্নটন ডানকান।

'তারপর সকাল সাতটা সাঁইত্রিশ মিনিটে কিছু ঘটল লেভেল ওয়ানে। তখন কমপ্লেক্সের কমপক্ষে অর্ধেক অগযিলারি পাওয়ার নষ্ট হয়ে গেল।'

রানার চোখে ভেসে উঠল হামভি এবং ওটার পিঠের মিসাইল পড। স্বাভাবিক স্বরে বলল ও, 'তখন একটা মিসাইল লেগেছিল জাংশন বক্সে।'

'ঠিক আছে,' বলল বিজ্ঞানী। 'এবার বুঝলাম। জাংশন বক্সের ভিতর থাকে অগযিলারি পাওয়ার জেনারেটার। ওটা নষ্ট হতেই বিপদ শুরু হয়েছে। দেখুন এখানে কী লেখা।'

রানা চোখ রাখল মনিটরে:

০৮:০০:১৫ মেইন পাওয়ার
শাটডাউন
০০৮-৭২ মেইন পাওয়ার
ডিযএবেল
কমাণ্ড (টারমিনাল ৩-এ১)

'এরপর কে যেন মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিল,' বলল কার্টিস। 'এ কারণে ক্যামেরা বন্ধ করতে পারিনি। আমি এসেছি পরে। এই যে দেখুন আমার এণ্ট্রি, আটটা একুশ। আমি ছিলাম অপারেটার ০০৮-৯৩। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য একজন... অপারেটার ০০৮-৭২ আগেই মেইন সাপ্লাই থামিয়ে দেয়ায় ক্যামেরা অফ হয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে চালু হয় অগযিলারি

পাওয়ার। কিন্তু আপনাদের মিসাইলের আঘাতে মাত্র অর্ধেক শক্তি দিতে পেরেছে ওটা। খেয়াল করুন, দ্রুত কমেছে পাওয়ার।

'অগযিলারি পাওয়ার চালু হতেই অপ্রয়োজনীয় সব পাওয়ার ড্রেইনেজ বন্ধ হয়েছে। বাড়তি বাতি বা ক্যামেরা নেটওঅর্ক থেমে গেছে। একারণে বারবার লেখা উঠেছে: লো প্রটোকল চলছে।'

'তার মানে পাওয়ার বন্ধ করে ক্যামেরার চোখ ফাঁকি দিয়েছে কেউ,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়,' বলল বিজ্ঞানী। 'ওই লোকের পরের কাজটা দেখুন। তিনটা বিশেষ লকডাউন রিলিজ কোড ব্যবহার করেছে। প্রথমবার আটটা এক মিনিটে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আটটা চার মিনিটে— খুলে নিয়েছে তিন একসিট ডোর।'

'পাঁচ মিনিটের উইণ্ডো পিরিয়ড,' মন্তব্য করল রানা।

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কোন দরজা ব্যবহার করেছে?'

'এক সেকেণ্ড, দেখছি,' কি-বোর্ডে কয়েকটা টোকা দিল কার্টিস। 'প্রথমে খুলেছে ০০৩-ভি।' এবার এয়ার বেস যিরো নাইনের স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম ভেসে উঠল মনিটরে। 'এই যে এটা ০০৩-ভি। ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট।'

'আর অন্য দুই দরজা?'

'০৬১-ডাবলিউ ও ৯৯-ডাবলিউ...' মন দিয়ে পর্দা দেখছে বিজ্ঞানী। '০৬১-ডাবলিউ মানেই একষট্টি নম্বর দরজা। পশ্চিমে। তার মানে জায়গাটা...'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'৬১ ওয়েস্ট একটা ব্লাস্ট ডোর, ওটা বন্ধ রাখে লেভেল সিক্সের এক্স-রেল টানেল।'

'আর অন্য দরজা? ৯৯ ওয়েস্ট?'

'ওটা এক্স-রেল টানেলের শেষমাথায়, লেক পাওয়ালের

শুরুতে। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। ৯৯ ওয়েস্ট সিকিউরিটি ডোর খুললেই সামনে পড়বে লেক।'

'বুঝলাম না লোকটা তিনটে দরজা খুলল কেন,' বলল বৈজ্ঞানিক।

'প্রথমে খুলেছে ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট, ওদিক দিয়ে তার দলের সবাই ঢুকেছে। নইলে চুরির মাল সরাবে কী করে?' মন্তব্য করল রানা।

'আর অন্য দুই দরজা?'

'যাতে বেরিয়ে যেতে পারে।'

'পাওয়ার বন্ধ করল কেন?' জানতে চাইল তিশা।

'ক্যামেরা অফ করতে পাওয়ার ডিযএব্‌ল্ করেছে,' বলল রানা। 'যে বা যারাই হোক, সে বা তারা চায়নি এয়ার ফোর্সের লোক ওসব দেখুক।'

'সুযোগ থাকলে কী দেখত?' জানতে চাইল মেরিনদের বৈজ্ঞানিক।

চট্ করে একবার তিশাকে দেখে নিল রানা। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'ওরা চায়নি কেউ বুঝে ফেলুক ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছে।' জুলিয়ো কার্টিসের দিকে চাইল রানা। 'খুঁজে বের করতে পারবেন অপারেটার ০৮৮-৭২ কে?'

'পারব,' কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে বিজ্ঞানী।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'পেয়েছি।'

স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে একটা লিস্ট।

রানার চোখ খুঁজে নিল নির্দিষ্ট এন্ট্রি:

০০৮-৭২ ইংগিল্‌স্, বয়েস।

'বয়েস ইংগিলস্ কে?' জানতে চাইল রানা।

'এক ভয়ঙ্কর অর্থপিশাচ,' পিছন থেকে বলে উঠল কে যেন। কণ্ঠটা প্রেসিডেন্টের। রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। চাপা স্বরে বললেন, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল বেঈমানি করবে। ইংগিলস দক্ষিণ-আফ্রিকার বিজ্ঞানী, এখানে কাজ করছিল ভ্যাকসিনের উপর।'

'আপনি শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করবেন, আর আশা করবেন আপনার পাছায় কামড় দেবে না, তা আবার হয়!' মুখ ফস্কে বলল হোসেন আরাফাত খবির।

'ছেলেটাকে নিয়ে কী করবে?' জানতে চাইল রানা। এক সেকেণ্ড পর নিজেই বুঝল।

'ওকে ব্যবহার করে ভ্যাকসিন তৈরি করবে ওরা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য সব জাতের মানুষ মেরে সাফ করবে। আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, ইংগিলস কাজ করছে বর্ণবাদী ভয়ঙ্কর এক সংগঠনের হয়ে।'

'আমরা এবার কী করব?' রানার দিকে চেয়ে জানতে চাইল তিশা।

'ওই ছেলের পিছু নেব,' বলল রানা। 'প্রথমেই...'

'না, মেজর, আপনি প্রেসিডেন্টকে রেখে কোথাও যাচ্ছেন না,' তপ্ত স্বরে বলল মাথা-মোটা চাক কোসলোস্কি। হঠাৎ করে রানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

রাগে মাথার তালু গরম হয়ে গেল রানার। কিন্তু কিছু বলবার আগেই আবারও বলল কর্নেল, 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, প্রেসিডেন্ট মারা গেলে আমেরিকা শেষ। ছেলেটাকে নিয়ে পরেও ভাবা যাবে। ভুলে যাবেন না আমি আপনাদের সবার নেতৃত্বে আছি, এখন আপনার প্রথম কাজ হবে...'

'দেখুন, আমি আপনার অধীনে চাকরি করি না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আবারও যদি ওই সুরে কথা শুনি, এক চড়ে

আপনার সবকটা দাঁত...'

'শান্ত হোন আপনারা,' নরম স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট। রানার দিকে চাইলেন তিনি। 'আপনি আসলে কী করতে চান, মিস্টার রানা?'

'প্রথমে ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে,' বলল রানা। 'ওরা যদি ছেলেটার দখল নিতে পারে, তা হলে কেবল কালার্ড মানুষের নয়, গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের জন্যে দরজা খোলা রেখে গেছে ওরা। এবার সেই পথে বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে। আপনাকে নিয়ে সরে যাবে এক দল। আর এদিকে আমি যাব ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে।'

রাগে চোয়াল ফুলে গেছে কোসলোস্কির, কিন্তু রানার যুক্তি খণ্ডাবে, এমন কোনও জুতসই যুক্তি এল না তার মাথায়। হাঁ হয়ে থাকল মুখটা।

'মিস্টার রানা, আপনি ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'সত্যিই আমাদের এখন বেরিয়ে পড়া উচিত। আর ওই ছেলেকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে আনাও দরকার।'

পঁচিশ

মেইন হ্যাঙারের পিছনে কন্ট্রোল দালানের দোতলায় ওভারটাইম করছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের চার রেডিয়ো অপারেটার। ব্যস্ত সময় কাটছে তাদের।

'মেইন পাওয়ার ডাউন, কোনও ক্যামেরা কাজ করছে না।

প্রতিটি সিস্টেম চলছে অগযিলারি পাওয়ার দিয়ে...'

'স্যর, কেউ একজন লকডাউন রিলিজ কোড ব্যবহার করেছে। পশ্চিমের এক্স-রেল ডোর খুলে দেয়া হয়েছে।'

'কে সে?' কড়া স্বরে জানতে চাইল জেনারেল ব্রুকস।

ভুরু কুঁচকে ফেলল কন্সোল অপারেটার। 'মনে হচ্ছে প্রফেসর ইংগিলস, স্যর।'

'ইংগিলস,' নিচু স্বরে বলল জেনারেল। 'এমন হতে পারে, আগেই সন্দেহ করেছি।'

'স্যর,' ডাক দিল অন্য এক অপারেটার। 'মুভমেণ্ট দেখছি এক্স-রেল সিস্টেমে। কেউ একজন ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে চলেছে।'

'লোভ সামলাতে পারল না ইংগিলস! ছেলেটাকে ওর খুবই দরকার...' বিষণ্ন হাসল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'কতক্ষণ লাগবে লেক পাওয়েলে এক্স-রেল ট্রেন পৌঁছুতে?'

'এক শ' সত্তর মাইল বেগে চল্লিশ মাইল পেরুতে বড়জোর চোদ্দ মিনিট লাগবে, স্যর।'

'কোবরা ইউনিটকে জানিয়ে দাও, দেরি না করে যেন লেভেল সিক্স-এ যায়। ইংগিলসের পিছু নিতে হবে। এক্স-রেল ব্যবহার করবে ওরা। ...এদিকে ওপরের দরজা খুলবে র‍্যাটলস্নেক ইউনিট, এএইচ-৭৭ কপ্টার নিয়ে যাবে লেকে— আমরা সামনে এবং পিছন থেকে ইংগিলসের পথ আটকে দেব। যাচ্ছে যাক, কিন্তু এর জন্যে মরতে হবে ওকে। ওই ছেলেকে আমাদের চাই। ও যদি না থাকত, কোনদিন শুরুই হতো না এই মিশন।'

ঝড়ের গতিতে ফায়ার স্টেয়ার বেয়ে নেমে চলেছে রানা, তিশা, নিশাত ও খবির। রানার হাতে উদ্যত ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। সামনের দিক কাভার করছে। কোমরে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের

কমব্যাট ওয়েবিং থেকে ঝুলছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল।

ওদের পিছনে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ছুটে নামছে জেসিকা। এর পর পর বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস, মাথা-মোটা চাক কোসলোস্কি ও হফসন নিরো। তাদের পিছনে গায়ক বাটারফিল্ড ও বৈজ্ঞানিক। ওরা বয়ে আনছে প্রেমিককে।

কয়েক মুহূর্ত পর লেভেল সিক্স-এর দরজার সামনে পৌঁছে গেল ওরা। মেঝের উপর ভেঙেচুরে পড়ে আছে স্পেশাল এজেন্ট ম্যাক্স ওয়েইনডেনবার্গের লাশ। থমথম করছে চারপাশ।

রানা ডোর নবে হাত রাখতেই ফিসফিস করে বলল জেসিকা গোল্ডিং, 'খুব সাবধান! আগেরবার ঠিক এখানেই হামলা করেছে!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। পরক্ষণে নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজা, কাভার করল সামনের দিক।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

কোনও গুলি এল না।

সিঁড়িঘরে চুপ হয়ে গেছে সবাই।

রানার পাশ থেকে বাইরে চোখ ফেলল নিশাত, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'হায় আল্লা!'

প্রকাণ্ড শাফটের ভিতর একটু দুলতে দুলতে নামছে বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

ওটার পিঠে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের সামনে জড় হয়েছে দশ কমাণ্ডো। তারা কোবরা ইউনিট। এই কমপ্লেক্সের নীচতলার দিকে চলেছে। গন্তব্য লেভেল সিক্স। পিছু নেবে তারা প্রফেসর বয়েস ইংগিলস ও বাচ্চা ছেলেটার।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে শাফট বেয়ে নামছে ফুটবল মাঠ আকৃতির এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম। কোবরা ইউনিটের পাশেই উপরে উঠছে ধুলোভরা ধূসর কংক্রিট দেয়াল।

লেভেল থ্রি পেরিয়ে এল কমাণ্ডোরা, নামছে। পাশে চলে এল লেভেল চার। তারপর পানির দিকে নামতে শুরু করল প্ল্যাটফর্ম। লেভেল পাঁচ-এ সেল ব্লক পাশ কাটাল ওটা। তখনই টনকে টন পানি উঠে এল প্ল্যাটফর্মের উপর। বিমানের ভাঙা হালকা টুকরো নিয়ে খেলতে শুরু করেছে ঢেউ।

'ধুর!' বলে উঠল কোবরা ইউনিটের নেতা ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড। গভীর কূপের পানি উঠে এসেছে তার কোমর পর্যন্ত।

রেডিয়ো মাইকের দিকে হাত বাড়াল বোলেণ্ড।

'কোবরা ইউনিট বলছি, লেভেল পাঁচ-এ বন্যা চলছে। ভরে উঠছে মেইন এলিভেটার শাফট। লেভেল সিক্সে যেতে হলে পুবের ফায়ার স্টেয়ার ধরে যেতে হবে, নইলে ব্যবহার করতে হবে পশ্চিমের ভেণ্টিলেশন শাফট। কোবরা ইউনিট ভেণ্টিলেশন শাফটের দিকে চলেছে।'

'স্যর। ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেণ্টের স্যাটালাইট ইমেজ আবারও ফিরেছে।'

পাশের এক প্রিণ্টার থেকে চকচকে কাগজ বেরুতে শুরু করেছে। রেডিয়ো অপারেটার ফড়াৎ করে ছিঁড়ে নিল কাগজটা। চট্ করে দেখে নিল উপরে লেখা সময়ের কোড।

'এটা দশ মিনিট আগের। আরেকটা আসছে এখন। আরে, শালা, এটা আবার...'

'কী ওটা?' জানতে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস। অপারেটারের হাত থেকে কাগজটা নিল। মনে পড়েছে আগের স্যাটালাইট স্ক্যানের কথা: স্যাটালাইটের ইনফ্রারেড ইমেজে ধরা পড়েছিল চব্বিশটা রডের মত জিনিস। জায়গাটা ছিল ইইভি।

সরু হয়ে গেল জেনারেল ব্রুকসের দুই চোখ।

বড় করে দেখানো স্যাটালাইট ইমেজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

কয়েকটা রড। কিন্তু আসলে ওগুলো মোটেও রড নয়।

কমব্যাট বুট— বেরিয়ে আছে হিট-ডিফ্লেকটিং কাভারের নীচ থেকে!

দুই সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় স্যাটালাইট স্ক্যান এল। মেশিনের ভিতর থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিল জেনারেল।

এটা আরও নতুন ইমেজ।

মাত্র একমিনিট আগের।

আগের ইমেজের মতই। কাছেই ইমার্জেন্সি একসিট ভেণ্ট ও মরুভূমির মেঝে।

কিন্তু ভেণ্টের আশপাশের বুটগুলো এখন আর নেই!

'হুম, খুব চালাক তুমি, না ইংগিলস?' চাপা স্বরে বলল জেনারেল ব্রুকস। 'সঙ্গে করে রেকণ্ডো ইউনিটও নিয়ে এসেছ!'

লেভেল সিক্স। এক্স-রেল স্টেশন।

তুমুল লড়াই হয়েছে এখানে।

লেভেল সিক্স দেখতে প্রায় সাধারণ সাবওয়ে স্টেশনের মতই। মাঝে উঁচু কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম। দু'পাশে ট্রেনের ট্র্যাক। যেন স্বাভাবিক রেল-স্টেশন। অবশ্য, সামনে-পিছনে দীর্ঘ দুই টানেল, কিন্তু অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মাত্র একটা সুড়ঙ্গ। অন্য কারণেও এই স্টেশন একটু আলাদা: ভারী, ধূসর ইস্পাতের ব্লাস্ট দরজা দিয়ে সিল করে দেয়া হয়েছে চার সুড়ঙ্গের ভিতর তিনটিই।

মাঝের প্ল্যাটফর্মে নয়টা লাশ, পরনে কালো সুট।

প্রাইমারি অ্যাডভান্স টিমের সিক্রেট সার্ভিস এজেণ্ট তারা।

নানাদিকে ছিটকে পড়েছে। রক্ত শুকিয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত লাশগুলোর। অজস্র বুলেট ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে সুট।

এ দলের ওপাশে আরেকদল লোক। সংখ্যায় দশজন। পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো কমব্যাট ড্রেস।

এরাও মারা পড়েছে।

প্ল্যাটফর্মে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে তিনজন। নক্ষত্র আকৃতির বুলেট-চিহ্ন বুকের মাঝে— ওদিক দিয়ে বেরিয়েছে গুলি। ডানদিকের রেল ট্র্যাক থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠতেই গুলি খেয়েছে পিঠে। প্রায় বিস্ফোরিত হয়েছে বুকের খাঁচা। এটা সম্ভব শুধু হলো-পয়েন্ট বুলেটের আঘাতে।

ট্র্যাকের উপর আরও কয়েকজন, নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডো। রক্তে ভেসে গেছে উর্ধ্বাঙ্গ। তিনজনের কপালে গুলির ফুটো। রানা বিশেষ করে লক্ষ্য করল চারজন কমাণ্ডোকে।

গুলি করা হয়নি তাদেরকে।

ডানদিকের ট্র্যাকের কাছে দেয়ালের বুকে স্টিলের দরজা। ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট। ওখানে মরেছে এরা।

এদের এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত পুরোটা গলা ফাঁক করে দেয়া হয়েছে জবাই করে।

পিছনের ভেন্ট থেকে আততায়ীরা বেরুতেই সবচেয়ে আগে মরেছে এরা, ভাবল রানা। স্টেয়ারওয়েল থেকে বেরিয়ে এল, উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর।

ফাঁকা পড়ে আছে স্টেশন।

চারপাশে চোখ বোলাল ও।

মাঝের প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুই ট্র্যাকে দুই এক্স-রেল ইঞ্জিন।

এক্স-রেল সিস্টেমকে বলা হয় হাই-স্পিড পাতাল রেলওয়ে পথ। প্রয়োজনে এক্স-রেল ইঞ্জিন ব্যবহার করে ইকুইপমেন্ট সরিয়ে নেয় ইউএস মিলিটারি। তারা এসব ইঞ্জিনকে রেলকারও বলে। অত্যন্ত দ্রুতগামী, ওগুলোকে স্থির রাখতে দরকার পড়ে চারটে ট্র্যাক— দুটো মাটিতে, অন্যদুটো রেলকারের ছাতে।

এক্স-রেল কারগুলো যেন ভবিষ্যতের কোনও রেলগাড়ি।

দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট— সাধারণ সাবওয়ে বগির সমান, কিন্তু মুখটা

ছুঁচোর নাকের মত তীক্ষ্ণ। ওভাবে তৈরি করা হয়েছে বাতাস কেটে প্রচণ্ড গতি তুলবার জন্য।

দুনিয়াসেরা জাপানি বুলেট ট্রেনের মতই দেখতে রেলকার দুটো। ছুঁচোর মত নাক, সম্পূর্ণ অ্যারোডাইনামিক দু'দিক, বো-র কাছে বিমানের ডানার মত শক্ত পাত।

রানার বামদিকে এক্স-রেল ট্রেনে দুটো বগি, মাঝে অ্যাকর্ডিয়ানের মত প্যাসেজওয়ে। যেন পিঠে-পিঠ দিয়ে অপেক্ষা করছে দুই ইঞ্জিন। দু'পাশে দুই ছুঁচাল নাক। চকচকে সাদা রং ঝিকমিক করছে। যেন লেজে লেজে আটকা পড়েছে দুই স্পেস শাটল।

আগেও এই জিনিস দেখেছে রানা, নতুন করে বুঝল, কেন এ জিনিসকে X-রেল বলা হয়।

প্রতিটি ইঞ্জিনের সামনে ও পিছনে চারটে করে খুঁটি, ওগুলো X তৈরি করেছে। এক্সের নীচ দিকের দুই খুঁটি মিশেছে ট্র্যাকে, ওদিকে উপরের দুই খুঁটি স্পর্শ করেছে সুড়ঙ্গের ছাতের ট্র্যাক। এসব খুঁটি বিমানের ডানার মত, যাতে প্রচণ্ড গতি তুলতে পারে ইঞ্জিন।

জোড়া ইঞ্জিনের পিছনে ব্লাস্ট ডোরের কাছে ছোট এক এক্স-রেল ভেহিকেল দেখল রানা। অন্য ইঞ্জিনের তিনভাগের এক ভাগ আকৃতির হবে ওই ইঞ্জিন। দু'জন আরোহীর জন্য ককপিট, আর কোনও যাত্রী নিতে পারবে না।

'মেইনটেন্যান্স ভেহিকেল,' বলল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। 'সুড়ঙ্গ পরিষ্কার রাখা বা ঠিক করতে ব্যবহার করে। ওটার গতি বড় ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি। কিন্তু যাত্রী আঁটে মাত্র দু'জন।'

'এ জিনিস নিউ ইয়র্কের সাবওয়েতে নামায় না কেন?' আফসোস করে বলল বাটারফিল্ড।

'এই যে, এদিকটা দেখে যান,' ডাকল বৈজ্ঞানিক। বামদিকের

ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের খোলা দরজা দেখাচ্ছে সে। ওই সুড়ঙ্গ অন্যগুলোর মত বন্ধ নয়, কোনও ব্লাস্ট ডোর নেই।

'ওটা পশ্চিমের ৬১ নম্বর দরজা,' বলল জুলিয়ো কার্টিস। 'ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে লোকগুলো।'

'ওই একই পথে আমরাও যাব,' বলল রানা।

দেরি না করে জোড়া ইঞ্জিনের এক্স-রেল ট্রেনের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে।

ঝুঁকে ইঞ্জিনের দরজার বাটন টিপল রানা। মৃদু হুউস্ আওয়াজ তুলে একপাশে খুলে গেল দুই বগির দরজাগুলো। কোমরে ঝুলছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল, সামনের দরজার চৌকাঠ পেরুল রানা, হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল সবাইকে ট্রেনে উঠতে হবে। দেরি না করে ওকে পাশ কাটাল খবির, চট্ করে ঢুকে পড়ল ড্রাইভারের কেবিনে। ওর পর পর ট্রেনে উঠল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

প্রথম বগির পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট। এই দু'জন উঠতেই একে একে উঠল তিশা, নিশাত, মাথা-মোটা চাক কোসলোস্কি ও হফসন নিরো। শেষ দু'জন যেন পণ করেছে প্রেসিডেন্টের চোখের আড়াল হবে না।

সবার শেষে প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেছে বাটারফিল্ড ও বৈজ্ঞানিক, দু'জন মিলে নিয়ে আসছে আহত প্রেমিক রেড গ্র্যান্টকে।

'জ্যাকসন! বৈজ্ঞানিক! জলদি!' তাড়া দিল রানা।

ঘুরে রেল কারের ভিতর চোখ বোলাল। সাধারণ সাবওয়ে ক্যারেজ ও ফ্রেট কারের মাঝে যেন সংকর হয়ে জন্মেছে এই ট্রেন। পিছনে কয়েক সারি যাত্রীসিট, কিন্তু সামনে বড় এক অংশ জুড়ে কার্গো বাক্স তুলবার জায়গা।

পিছনের দরজার কাছে প্রেসিডেন্টকে দেখল রানা। ভদ্রলোক

চল্লিশ ফুট দূরে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা সিটে।

আর ঠিক তখনই সব ঘটতে লাগল।

সতর্ক হওয়ার কোনও সুযোগ পেল না ওরা।

এইমাত্র ট্রেনে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে রানা, ওই তো সিটে বসলেন প্রেসিডেন্ট, আর ঠিক অমনি বিস্ফোরিত হলো বগির প্রতিটা জানালা!

অটোমেটিক রাইফেলের গুলি-বর্ষণে ছিটকে গেল অজস্র কাঁচের টুকরো।

গুলির পর গুলি চলছে, চারপাশে বিকট আওয়াজ।

এক্স-রেল ইঞ্জিনের ডানদিক থেকে আসছে শত শত বুলেট। গোটা ক্যারেজ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে।

ঝট্ করে উবু হয়ে গেল রানা, বামহাতে ঢেকে ফেলেছে মুখ। গায়ে এসে পড়ছে ছুটন্ত কাঁচের হাজারো টুকরো। এক সেকেণ্ড পর চরকির মত ঘুরল ও, চট্ করে ভাঙা জানালা দিয়ে দেখে নিল। একদল নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে এয়ার ভেন্ট থেকে। প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম থেকে তেড়ে আসছে। বেশিরভাগের হাতে পি-৯০ রাইফেল, কিন্তু দু'একজনের হাতে ছয় ব্যারেলের মিনিগান।

কর্কশ হুর-হুর আওয়াজ তুলছে মিনিগান, উগরে দিচ্ছে শত শত বুলেট। সব এসে লাগছে ট্রেনের পাশে।

'সবাই ঠিক আছেন?' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে জানতে চাইল রানা। মনে হলো না গুলির বজ্রপাতের ভিতর কেউ শুনতে পেয়েছে।

মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন প্রেসিডেন্ট, একবার সামান্য হাত নেড়ে যেন বোঝাতে চাইলেন, তিনি ঠিক আছেন।

'সবাই মেঝেতে শুয়ে পড়ো!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা।

হঠাৎ ওদের পায়ের নীচে গর্জন ছাড়ল এক্স-রেল ইঞ্জিন।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা। ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টের ভিতর খবির ও জুলিয়ো কার্টিসকে দেখল। একের পর এক সুইচ টিপছে তারা। খবির ঠেলে দিল থ্রটল। জোরে দুলে উঠল রেলগাড়ি, গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে ইঞ্জিন।

এবার রওনা হও, মনে মনে বলল রানা।

নড়তে শুরু করেছে রেলকার।

তখনই ইয়ারপিসে শুনল রানা: 'অ্যাই! দাঁড়াও! আমাদের নিয়ে যাও!'

বাটারফিল্ড!

বাটারফিল্ড, বৈজ্ঞানিক ও প্রেমিক এখনও রয়ে গেছে প্ল্যাটফর্মে!

আহত প্রেমিককে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে পারেনি ওরা, রেলকারের কাছাকাছি এসেছে, এমনসময় পাতাল স্টেশনের আরেকদিক থেকে হামলা শুরু করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

একটা কংক্রিট পিলারের আড়াল নিয়েছে ওরা, আপাতত এক্স-রেল ট্রেনের দ্বিতীয় বগি থেকে দশ ফুট দূরে।

ওদের চারপাশে লাগছে কমাণ্ডোদের মিনিগানের শত শত গুলি।

'ঠিক আছে! রেডি হও!' চিৎকার করল বাটারফিল্ড। 'ঠিক আছে! এবার!'

একইসঙ্গে আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা। পিছনের পিলারে লাগছে অজস্র গুলি। ছিটকে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। দুটো গুলি ছিঁড়ে নিল বাটারফিল্ডের বাম কাঁধের মাংস।

'ছুটতে শুরু করো প্রেমিক! আমাদের সঙ্গে!' চিৎকার করল বাটারফিল্ড।

দ্বিতীয় রেলকারের পিছন-দরজার কাছে পৌঁছে গেল ওরা,

ঠেলে তুলে দিতে চাইল প্রেমিককে।

আর ঠিক তখন ঠাস্ আওয়াজ তুলল প্রেমিকের মাথা। ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেল ঘাড়, কাত হয়ে গেল অস্বাভাবিক অ্যাঙ্গেলে। বাটারফিল্ডের কাঁধে এলিয়ে পড়েছে মাথা।

'হায় ঈশ্বর, শেষ!' আফসোস করল বৈজ্ঞানিক।

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল বাটারফিল্ড।

ওর কাঁধে লড়বড় করছে গ্র্যান্টের মাথা। পিছনে বুলেটের গর্ত, ওখান থেকে পড়ছে রক্ত-মগজ মিশ্রিত লালচে ঝোল।

মারা গেছে রেড গ্র্যান্ট।

পাথর হয়ে গেল বাটারফিল্ড, নিজে আহত তা-ও ভুলে গেছে।

'বাটারফিল্ড, জলদি, উঠে পড়ো,' তাড়া দিল বৈজ্ঞানিক। 'গাড়ি তো ছেড়ে দিল!'

জবাব দিল না বাটারফিল্ড, চুপ করে চেয়ে রইল মৃত বন্ধুর মুখে।

'বাটারফিল্ড...'

'যাও,' নরম স্বরে বলল কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক। চারপাশে লাগছে গুলি, খেয়াল নেই সেদিকে। রেলকারের পাশে আস্তে করে প্ল্যাটফর্মে বন্ধুকে শুইয়ে দিল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চোখ তুলে চাইল। 'যাও। চলে যাও।'

'তুমি কী করবে?' জানতে চাইল বৈজ্ঞানিক।

'ভাইয়ের পাশেই থাকব।'

বাটারফিল্ডের বিষণ্ন চোখ দেখল বৈজ্ঞানিক।

দূরে চেয়ে আছে বাটারফিল্ড। তারপর উঠে দাঁড়াল। চোখ গিয়ে পড়েছে প্ল্যাটফর্মের আরেক মাথায়। ওদিক থেকে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা।

আস্তে করে মাথা দোলাল বৈজ্ঞানিক। 'আবারও দেখা হবে, গায়ক।'

'আর কখনও না,' বলল বাটারফিল্ড।

'বৈজ্ঞানিক!' চিৎকার করে ডাকল রানা, হাতে অস্ত্র। পিছনে কী চলছে বুঝতে চাইছে। মাথা তুলতে পারছে না, একটু উপর দিয়ে যাচ্ছে বুলেটের স্রোত। 'তোমরা ট্রেনে উঠছ না কেন!'

'প্রেমিক মারা গেছে, স্যর,' নিচু স্বরে বলল বৈজ্ঞানিক। 'আর... বাটারফিল্ড... আরেশ্‌শালা!'

মস্ত দুই চাকা ফুটো হওয়ার আওয়াজ শুরু হয়েছে গোটা স্টেশন জুড়ে।

'ভূস!

'ভূস!

ঘুরে চাইল রানা— এক সেকেণ্ড পর দেখল কালো দুটো ক্রিকেট বল আকৃতির গ্রেনেড উড়ে আসছে এক্স-রেল কারের দিকে!

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দুই কমাণ্ডোর হাতে দুটো এম-২০৩ গ্রেনেড লঞ্চার!

ভাঙা জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই গ্রেনেড। একটা রানার ডানদিকে পড়ল, অন্যটা পড়ল বগির পিছনে। ওখানে তিশা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট!

রানার পাশের গ্রেনেড ছিটকে লাগল ওদিকের দেয়ালে, ঠোকর খেয়ে ওখানেই থামল।

কাছের গ্রেনেড মাত্র আড়াই গজ দূরে!

সময় নষ্ট করল না রানা, ডাইভ দিল ওটার দিকে। মেঝেতে পড়েই সরসর করে পিছলে গেল ওর বুক, ডানহাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে। নাগালের ভিতর গ্রেনেড পেয়েই রেলকারের দরজা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে চাইল। বারকয়েক ড্রপ খেয়ে শক্ত মেঝেতে ঠকঠক শব্দে গড়াতে শুরু করেছে গ্রেনেড, এক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

দেয়ালের পাশে থেমেছে রানা, ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। দরজা দিয়ে ঢুকল আগুনের বড়সড় লাল-হলুদ গোলক।

ক্যারেজের আরেক প্রান্তে তিশা ও নিশাতের কপাল অত ভাল নয়।

ওদিকের গ্রেনেড পড়েছে যাত্রী সিটগুলোর ভিতর, সঠিক সময়ে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কয়েক সেকেণ্ড পর ফাটবে ওটা!

'জলদি! এদিকে সবাই!' তাড়া দিল তিশা, হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে প্রেসিডেন্টকে, দুই বগির মাঝের অ্যাকর্ডিয়ানের মত সুড়ঙ্গের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

এক সেকেণ্ড পর খুলল কাঁচের স্লাইডিং দরজা, প্রেসিডেন্টকে ঠেলে দিল তিশা সামনে। ওদের পর হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল নিশাত, জেসিকা, কোসলোস্কি ও নিরো। পিছনে কাঁচের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে নিশাত।

এদিকে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সামনের কাঁচের দরজা খুলে ফেলেছে তিশা, ঢুকে পড়েছে দ্বিতীয় রেলকারে। ওর বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। পরক্ষণে তিশাও উড়ে গেল অন্যদের ধাক্কা খেয়ে।

পরের সেকেণ্ডে প্রথম কারের পিছনে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। চারপাশে ছিটকে গেল অতি উজ্জ্বল আলো। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল সামনের কাঁচের দরজা। ফাটল ধরল দ্বিতীয় কাঁচের দরজায়। আগুনের লাল জিভ চেটে দিয়ে গেল ওদিকটা।

দ্বিতীয় গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হ্যাঁচকা টানে রানাকে ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের দিকে ঠেলে দিল। অবশ্য এক সেকেণ্ড পর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ও। রেডিয়ো মাইকে বলল, 'তিশা! আপা! আপনারা ঠিক?'

'দ্বিতীয় কারে, সঙ্গে প্রেসিডেন্ট,' জবাবে বলল তিশা।

'বৈজ্ঞানিক,' ডাকল রানা। 'তোমরা উঠেছ?'

'আমি একা। পিছনের কারে। বাটারফিল্ড...'

'খবির!' প্রায় ধমকে উঠল রানা, 'বুঝতে পেরেছ কীভাবে চালাতে হয়?'

'মনে তো হয় বুঝেছি।'

'তা হলে জলদি চলো!'

এক সেকেণ্ড পর রওনা হলো অতি খাটো ট্রেন। সামনে থেকে আসছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা!

'স্যর,' মাইকে বলে উঠল বৈজ্ঞানিক। 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমরা প্রেমিককে হারিয়েছি।'

'আচ্ছা,' বিষণ্ণ শোনাল রানার কণ্ঠ।

'আর, বাটারফিল্ডকে হারাতে চলেছি এখন।'

'কী?' চমকে গেল রানা। বিস্তারিত জানবার সময় পেল না, আরও তিনবার 'ভূস! আওয়াজ হয়েছে স্টেশনের আরেক প্রান্তে।

রকেট লঞ্চার থেকে বেরিয়েছে তিনটে গ্রেনেড, সবই আসছে মন্থর-গতি এক্স-রেল্ল ট্রেনের দিকে! বাষ্পের মত ধোঁয়া পিছনে ছেড়ে আসছে তিন গ্রেনেড। এক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় এক্স-রেল কারের ভিতর গিয়ে পড়ল সব।

ওই এক্স-রেল কারের ভিতর রয়েছেন প্রেসিডেন্ট!

'আমার শালার চুতিয়া কপাল!' ইয়ারপিসে নিশাতের কণ্ঠ শুনল রানা।

গতি বাড়ছে এক্স-রেল ট্রেনের, সোজা চলেছে সুড়ঙ্গের দিকে।

দ্বিতীয় রেলকারের ভিতর দুর্ভাগ্য মানতে পারছে না তিশা।

তিনটে গ্রেনেড!

সব এই ক্যারেজে!

বিদ্যুদ্বেগে ভাবল: এখানে থাকলে সবাই মরব। যদি বাইরে যাই, নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের সঙ্গে লড়ার সুযোগ পাব।

মরব বোধহয়, কিন্তু মরতেই হবে এমন নাও হতে পারে।

'আমরা এখানে থাকতে পারব না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল তিশা, 'বেরোও সবাই! বেরোও!'

প্রায় একইসঙ্গে প্রেসিডেন্টের কোটের কলার খপ করে ধরল তিশা ও জেসিকা, হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল ভদ্রলোককে, ধাক্কা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে দরজার দিকে।

দুই সেকেণ্ড পর বাইরে, প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্টকে ছুঁড়ে দিল ওরা, নিজেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে চলন্ত ট্রেন থেকে। প্ল্যাটফর্মে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে ওরা, পরের মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল।

ওদিকে ছুটন্ত ট্রেন থেকে নামতে দ্বিধা করছিল কোসলোস্কি ও নিরো, শেষপর্যন্ত ভয়ে ভয়ে লাফ দিল তারা, ফলে বেকায়দাভাবে ধুপ করে মুখ থুবড়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর।

ওদিকে এরা কখন নামবে সেজন্য অপেক্ষা করেনি নিশাত, এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাশের কাঁচ ভাঙা জানালার ভিতর দিয়ে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে আসবার সময় সমারসল্ট করেছে, বুকের কাছে রেখেছে অস্ত্র, শরীর গড়িয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওই একইসময়ে বিস্ফোরিত হয়েছে তিন গ্রেনেড। আগুনের বিশাল এক হলকা বেরিয়ে এল পিছনের রেলকার থেকে।

ভিতরে প্রকাণ্ড তিনটে আগুনের কুণ্ডলী নানাদিকে ছুটছে, বাইরে থেকে মনে হলো গোটা বগি জ্বলন্ত কোনও টিউব লাইট। চারপাশ চাটতে শুরু করেছে লেলিহান আগুন, সরু ডালের মত মটমট করে ভেঙে পড়ল জানালাগুলোর ফ্রেম, মড়মড় করে ফাটল দেয়ালগুলো।

আগুনের হলকা ছুটে এল প্ল্যাটফর্ম চাটতে, তিশা ও অন্যদের মাথার উপর দিয়ে পিছনের পিলারগুলোকে স্পর্শ করে হঠাৎই দুপ আওয়াজ তুলে উধাও হয়ে গেল।

তিন গ্রেনেড বেদম দুলিয়ে দিয়েছে গোটা এক্স-রেল ট্রেন। তবে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি।

বিস্ফোরণের সময় প্রথম ক্যারেজে টলে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিয়েছে রানা, এবার জানালা দিয়ে পিছনে চাইল। চমকে গেল ভীষণ। বুকের ভিতর টের পেল আতঙ্ক।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ঘিরে রেখেছে তিশা, নিশাত ও জেসিকা। ওদেরকে কোনও কাভার খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু কোথায় পাবে আড়াল?

গতি বাড়ছে ট্রেনের, চলে এসেছে স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে। পিছনে পড়ছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা। ট্রেনের দিকে খেয়াল নেই তাদের। সবার নজর প্রেসিডেন্টের দিকে।

রানা টের পেল, ওকে কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ও কি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামবে? প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে লড়বে? ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দুলছে মস্ত এক দেশের ভাগ্য।

নাকি ও পিছু নেবে ওই ছেলের...

ট্রেন সুড়ঙ্গে ঢুকে যাওয়ার তিন সেকেণ্ড আগে দৃশ্যটা দেখতে পেল রানা, বুঝে গেল প্রেসিডেন্ট বাঁচবেন—অন্তত লেভেল সিক্স-এ মরতে হবে না তাঁকে। ভদ্রলোককে সরিয়ে নেবে নিশাত আপা ও তিশা।

মুহূর্তে রানা সিদ্ধান্ত নিল, পলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ওরই পিছু নেবে ও।

পরের সেকেণ্ডে রানার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল স্টেশনের দৃশ্য। ওর দেখা হলো না, প্রেসিডেন্টের দিকে লিপফ্রগ করে সামনে বাড়ছে দুনিয়াসেরা কমাণ্ডোরা!

ছাব্বিশ

প্ল্যাটফর্মে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন ইউএসএ-র প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে মাত্র কয়েকজন সৈনিক ও অফিসার। কারও কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, এবার মরতেই হবে!

পশ্চিমের কালো সুড়ঙ্গের দিকে একবার চাইল তিশা, ওদিক থেকে আসছে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা। একেকজন যেন কালো প্যানথার। পিলারে গুলি লাগতেই চোখ ঢাকল তিশা। মাথার উপর ঝরঝর করে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। নতুন করে টের পেল, ওদের বাঁচবার কোনও উপায় নেই।

ওদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। কোথাও পালাতে পারবে না ওরা। আটকা পড়েছে প্ল্যাটফর্মের মাঝে। দলে মাত্র কয়েকজন, যথেষ্ট অস্ত্র নেই, কপালটাই মন্দ।

তারপর গায়ক বাটারফিল্ডের উপর চোখ পড়ল তিশার।

সে যেন একটা রোবট— খোলা জায়গায় এক পা এক পা করে সামনে বাড়ছে। চলেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের দিকে। চারপাশে গুলি চলছে, সেদিকে যেন কোনও খেয়াল নেই।

মানুষটার হাতে কোনও অস্ত্র নেই। বিশাল দুই মুঠো ঝুলছে দীর্ঘ দেহের দু'পাশে। নীরবে হাঁটছে। মুখে অনুভূতির লেশমাত্র নেই। চোখ স্থির, চোয়াল দৃঢ়।

বাটারফিল্ডকে দেখে তিশার মনে হলো, সে যেন নিজস্ব কোনও মিশন নিয়ে চলেছে।

'আল্লা ভাল করুন,' মনে মনে বলল তিশা। 'যেখানেই যাও, ভাল থেকো।' অন্যদের দিকে ফিরল ও। 'তৈরি হয়ে নিন। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

'কী বললে?' হড়বড় করে বলল কোসলোস্কি। 'কীভাবে?'

'বাটারফিল্ড সুযোগ করে দেবে। কাভার নিন সবাই। তৈরি থাকুন, যে-কোনও সময়ে ছুটতে হবে।'

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে সার্জেন্ট ইউএসএমসি রিক বাটারফিল্ড। পিছনে রেখেছে প্রেসিডেন্টের দলের সবাইকে।

এগুবার গতি সামান্য কমিয়ে আনল কমাণ্ডোরা, কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিককে দেখে বিস্মিত। এ ধরনের পাগলামি আগে দেখেনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, লোকটার সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। তবুও ধীর পায়ে সামনে বাড়ছে সে। গন্তব্য থেকে বিশ গজ দূরে, ওদিকে বিশ গজ পিছনে প্রেসিডেন্ট। কালো লোকটাকে সম্পূর্ণ নির্বিকার মনে হচ্ছে।

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা জানে না, বিড়বিড় করে মাত্র একটা কথাই বলছে সে, হাঁটবার ফাঁকে বলে চলেছে: 'তোমরা আমার বন্ধুকে মেরে ফেলেছ... ও আমার আপন ভাইয়ের মত ছিল... তোমরা মেরে ফেলেছ ওকে, ও আমার আপন ভাইয়ের মত ছিল...'

নাইন্থ স্কোয়াড্রনের এক কমাণ্ডো দক্ষতার সঙ্গে একপশলা গুলি বিঁধিয়ে দিল বাটারফিল্ডের বুক ও পেটে। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল বেচারা। ধুপ করে পড়ে গেল বাটারফিল্ড। নতুন করে সামনে বাড়ল কমাণ্ডোরা।

মৃতপ্রায় সৈনিকের সামনে পৌঁছে শুনতে পেল ওর শেষ ক'টা কথা। গলার ভিতরে রক্ত, গড়গড়া করবার মত করে বলল বাটারফিল্ড, 'তোমরা আমার ভাই... আমার বন্ধুকে...'

এবার কমাণ্ডোরা দেখল ভালুকের মত লোকটার ডান মুষ্ঠি খুলে গেছে ফুলের মত... তার মাঝে বসে আছে হাই-পাওয়ার্ড আরডিএক্স হ্যাণ্ড গ্রেনেড!

'তোমরা আমার...' শেষ শ্বাস নিল বাটারফিল্ড। এক সেকেণ্ড পর শিথিল হয়ে গেল হাত। তার আগে খুলে দিয়েছে গ্রেনেডের স্পুন!

কোবরা ইউনিটের সবাই ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে রইল বাটারফিল্ডের হাতের দিকে। পরের সেকেণ্ডে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ফাটল আরডিএক্স গ্রেনেড!

সামনে জ্বলছে অত্যুজ্জ্বল হ্যালোজেন হেডল্যাম্প, সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে রকেটের গতি তুলে ছুটে চলেছে এক্স-রেল ট্রেন। বুলেট আকৃতির নাক ও চ্যাপ্টা ফিউজেলাজ নিয়ে সাঁই-সাঁই করে পিছনে ফেলছে দীর্ঘ, চওড়া ট্র্যাক। গতি তুলছে ঘণ্টায় দুই শ' মাইল। হয়তো আরও বাড়ত গতি, কিন্তু গুলির আঘাতে ভেঙে পড়েছে জানালা, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দেয়াল।

মসৃণ ও পিচ্ছিল সরীসৃপ যেন এই ট্রেন। ইঞ্জিনের শব্দ নেই, ওটার মাধ্যমে ছুটছে না এক্স-রেল ট্রেন। অত্যাধুনিক বাহন চলেছে স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট ম্যাগনেটিক প্রপালশন সিস্টেমের কল্যাণে।

বাড়তি মেশিনারি মানেই তো যখন তখন বিকল হবে, কিন্তু ম্যাগনেটিক প্রপালশনে সামান্য কয়েকটি যন্ত্রাংশ লাগে, অথচ দ্রুত বাড়তে থাকে গতি— এ কারণেই ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই সিস্টেম।

ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টে চুপ করে বসে আছে খবির, ডানহাত রেখেছে থ্রটলের উপর। মনোযোগ দিয়েছে দূরে। ওর পাশে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে গোটা

ট্রেন, কিন্তু একটা গুলিও লাগেনি ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে।

'ধ্যাৎ!' কথাটা শুনে পিছনে চাইল অন্য দু'জন।

এইমাত্র ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে এসে ঢুকেছে রানা।

'কিছু বললেন?' জানতে চাইল খবির।

মাথা নাড়ল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মস্ত ভুল হলো।' কমব্যাট ওয়েবিঙে ঝুলন্ত রুপালি স্যামসোনাইট ব্রিফকেস দেখিয়ে দিল। প্রেসিডেন্টের ফুটবল। 'সব এত দ্রুত ঘটল, ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, আর দিতে পারিনি ব্রিফকেস।' রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

৮:৫৫

'হাতে বড়জোর একঘণ্টা, তার আগেই প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে ব্রিফকেস।'

'আমরা কি ফিরতি পথ ধরব?' জানতে চাইল খবির।

চুপ করে আছে রানা, ম্যাগনেটিক প্রপালশনের গতিতে ভাবছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'না, ফিরব না। ওই ছেলেকে কেড়ে আনতেই হবে, নইলে খতম হয়ে যাবে পৃথিবীর চার শ' কোটি মানুষ— তার মধ্যে ষোলো-সতেরো কোটি তো বাংলাদেশের আমরাই। ...বোধহয় ঠিক সময়েই ফিরতে পারব।'

'নইলে এ দেশের কী হবে?' নিচু স্বরে বলল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। রানার দিকে চেয়ে আছে সে।

'দেশের জায়গায় দেশ থাকবে, ভাববেন না,' বলল রানা। মনে মনে বলল, যেভাবেই হোক, কাউন্টডাউন শেষ হওয়ার আগেই ফিরব। বিজ্ঞানীর দিকে চাইল। 'পঁচিশ শব্দের ভিতর বলুন, এক্স-রেল সিস্টেম আসলে কী। কোথায় গেছে সুড়ঙ্গ?'

'আমি আসলে ভাল করে বলতে পারব না,' বলল কার্টিস। 'এই পথে কয়েকবার গেছি। যতটুকু বুঝেছি, এদিকে রয়েছে দুটো পথ। একটা গেছে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে পশ্চিমে। ওটা

পৌঁচেছে লেক পাওয়েলে। অন্য পথটা গেছে পুবে, ওটা গেছে এয়ার বেস যিরো এইটে।'

বিজ্ঞানী সংক্ষেপে জানাল: তারা যে পথে চলেছে, ওটা গেছে পশ্চিমে, চল্লিশ মাইল দূরের লেক পাওয়েলে।

এই লেকের নাম আগে শুনেছে রানা। ইন্টারনেটেও দেখেছে, ওটা এক শ' নব্বুই মাইল জুড়ে পানিভরা প্যাঁচালো অসংখ্য গোলকধাঁধায় ভরা। ওখানে রয়েছে শত শত নিমজ্জিত ক্যানিয়ন, অনেকটা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটির মত।

ইউটা ও অ্যারিযোনার সীমান্তে একসময় লেক পাওয়েল ছিল গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের মতই। বিপুলধারা কলোরাডো নদী হাজারো বছর ধরে সৃষ্টি করেছে লাখো খাদ ও ক্যানিয়ন। ওই একই নদী ভাটির দিকে তৈরি করেছে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন।

অবশ্য, বিশাল গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের মত বাঁধনহীন নয় লেক পাওয়েল, উনিশ শ' তেষট্টি সালে ওখানে হাইড্র-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট বসাতে নদীতে মস্ত এক বাঁধ তৈরি করেছে ইউএস সরকার। পাথুরে মরুভূমি ও ক্যানিয়ন এলাকা হয়ে গেল পানিতে আধাআধি ভরা জটিল এক লেক।

ওই সবুজ জলাশয়ের বুক থেকে আকাশে মাথা তুলেছে প্রকাণ্ড ও রাজকীয় সব বালিভরা মেসা। ওগুলোর উপর উঠলে চারপাশে শুধু সুনীল দিগন্ত। অনেক নীচে একের পর এক খাদ ও ক্যানিয়ন, ওখানে বইছে সরু সব খাল। জল-সমতল থেকে একটু উপরে মেসার হাঁটু বেয়ে ধুলোবালি-ভরা, পাথুরে, আঁকাবাঁকা সব পথ।

লেক পাওয়েল যেন একইসঙ্গে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন ও ভেনিস।

বড় কোনও প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করলে যা হয়, সরকার উনিশ শ' তেষট্টি সালে কলোরাডো নদীতে বাঁধ দিতে গেলেই চারপাশ থেকে হই-হই করে উঠল অনেকে। পরিবেশবাদীরা দাবী করল, ওই বাঁধ চালু হলে কাদার পরিমাণ বাড়বে, এতে নষ্ট হবে দুই

সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একজাতের ব্যাঙাচির ইকোসিস্টেম। কিন্তু ব্যাঙাচিগুলোকে পায়ের তলায় পিষে মারল সরকার, তাদের কথায় কান দিল না। তারপর বাধা এল অন্য জায়গা থেকে। ওই এলাকায় এক লোকের ছিল ছোট এক রেস্টুরেন্ট ও পেট্রল স্টেশন। সে সরকারের কাছে জমি বিক্রি করতে চাইল না। তা ছাড়া, জায়গাটা ছিল আদি পশ্চিমের ট্রেডিং পোস্ট। বাঁধ চালু হলে পানির এক শ' ফুট নীচে তলিয়ে যাবে তার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান।

শেষ পর্যন্ত বিপুল ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার তার জমি নিল।

তা যাই হোক, কিছু দিনের ভিতর লেক পাওয়েলের পরিচিত তিরানব্বুইটা খাদ ও না-জানা শত শত খাদ ও ক্যানিয়নের কারণে ওই এলাকা হয়ে উঠল জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট। অনেকে তাদের হাউস-বোট ভাড়া দিতে লাগল। বেশ কয়েক বছর এভাবে চলবার পর আবারও বদলে গেল টুরিস্টদের মনোভাব, তারা ছুটল অন্যদিকে— যেখানে বেশি মজা। তখন থেকে মন্দা চলছে ব্যবসায়। আজকাল নীরব হয়ে গেছে লেক পাওয়েল। ভুতুড়ে জলাশয়ের আঁকাবাঁকা সরু পথ ও খাড়া পাথুরে টিলা নিয়ে ধৈর্য ধরে নীরবে অপেক্ষা করছে সামান্য কয়েকজন ব্যবসায়ী, আবারও ফিরবে তাদের সুদিন।

'আমাদের এই এক্স-রেল পাতাল সুড়ঙ্গ মিশেছে লেকের এক লোডিং বে-তে,' বলল জুলিয়ো কার্টিস। 'দুটো কারণে রেললাইন তৈরি করা হয়েছে। প্রথম কারণ: গোপন রাখা যাবে এয়ার বেস যিরো নাইন ও এয়ার বেস যিরো এইট। ওই লেক ব্যবহার করে বার্জ দিয়ে দরকারী রসদ এনে টানেল দিয়ে সরিয়ে নেয়া যাবে চল্লিশ মাইল ভিতরের মরুভূমির বেসে। আমরা এখনও মাঝে মাঝে এই পথে রসদ ও বন্দিদের আনা-নেয়া করি।'

লোকটা চুপ হয়ে যেতেই বলল রানা, 'আর দ্বিতীয় কারণ?'

'পরের কারণ: মস্ত কোনও বিপদ হলে ইমার্জেন্সি রুট হিসাবে

ব্যবহার করা হবে এক্স-রেল সিস্টেম।'

সামনের ট্র্যাকে মন দিল রানা।

প্রচণ্ড গতি তুলে পিছিয়ে চলেছে রেললাইন। সামনে বেঁকে গেছে চওড়া, চারকোনা সুড়ঙ্গ, দূরে শুধু অন্ধকার।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের দরজার কাছে বরফের মূর্তি হয়ে গেছে মেরিনদের বৈজ্ঞানিক, আস্তে করে দুই হাত তুলল মাথার উপর।

'আমি, স্যর, অন্য কেউ না!'

পিস্তল নামিয়ে নিল রানা। 'পরেরবার দরজায় নক করে ঢুকবে।'

'আর ভুল করি, বস্?' বাড়তি সিটে বসে পড়ল বৈজ্ঞানিক।

'কোথায় ছিলে?'

'দ্বিতীয় ক্যারেজে। রকেট গ্রেনেড পড়তেই অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাই। ডাইভ দিলাম স্টোরেজ কমপার্টমেন্টের ভিতর। তখনই ফাটল গ্রেনেড।'

'গুড, এখন বাড়তি লোক দরকার।' সত্যিকারের বিজ্ঞানীর দিকে চাইল রানা। 'এই লাইনে আর কোনও ট্রেন চললে তা বোঝা সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই,' বলল কার্টিস। 'এক মিনিট লাগবে বের করতে।'

ড্রাইভারের কন্সোলে কয়েকটা সুইচ টিপল সে। ড্যাশবোর্ডে চালু হয়ে গেল কমপিউটার মনিটর। কয়েক সেকেণ্ড পর এক্স-রেল সিস্টেমের ইমেজ ফুটে উঠল:

এক্স-রেল নেটওঅর্ক ৩-৬৮৯-০০১

এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে শুরু করে একের পর এক ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে লেক পাওয়েল পর্যন্ত এঁকেবেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ। রেললাইনের মানচিত্রে টিপটিপ করে জ্বলছে দুটো বাতি। চলেছে ওগুলো লেক পাওয়েল লক্ষ্য করে।

'মানচিত্রের লাল বিন্দুগুলো এক্স-রেল ট্রেন,' বলল বিজ্ঞানী। 'এয়ার বেস যিরো নাইনের কাছে আছি আমরা। অন্যটা এগিয়ে আছে কমপক্ষে দশ মিনিট।'

প্রথম বিন্দুর উপর চোখ রেখেছে রানা। এইমাত্র ওটা থেমেছে একটা 'লোডিং বে' লেখা অংশে।

'হাতে কয়েক মিনিট,' বলল রানা। 'মিস্টার কার্টিস, একটু খুলে বলুন বয়েস ইংগিলস কী ধরনের লোক।'

সাতাশ

সার্জেন্ট রিক বাটারফিল্ডের গ্রেনেড ফাটতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তিশা, নিশাত ও জেসিকা, গুলি শুরু করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে। ওরা একইসঙ্গে কাভার দিচ্ছে প্রেসিডেন্টকে। ভদ্রলোককে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে, কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ফায়ার স্টেয়ারওয়েলে। ওদিক দিয়েই লেভেল সিক্স-এ এসেছিল ওরা।

বাটারফিল্ডের গ্রেনেড খতম করে দিয়েছে পাঁচ কমাণ্ডোকে। প্ল্যাটফর্মের দু'পাশের এক্স-রেল ট্র্যাকে ছিটিয়ে পড়েছে লোকগুলোর রক্তাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

গ্রেনেড ফাটবার সময় একটু দূরে ছিল অন্য পাঁচ কমাণ্ডো, শক ওয়েভের কারণে পিছনে ছিটকে পড়েছে তারা। এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটতে শুরু করেছে কোনও কাভার নেয়ার জন্য। হাতে প্রাণ নিয়ে সরে যেতে চাইছে প্ল্যাটফর্মের পিলার ও এক্স-রেল ট্র্যাকের আড়ালে। তাদের দিকে যাচ্ছে তিশাদের গুলি।

ফায়ার স্টেয়ারে পৌঁছে গেছে তিশা, নিশাত, জেসিকা, প্রেসিডেন্ট, কোসলোস্কি ও হফসন নিরো। দেরি না করে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে তিশা, ধুপধাপ করে উঠছে উপরে।

এ দু'জনের পিছনে পিঁপড়ের মত একসারিতে উঠছে অন্যরা।

দলটা থামল লেভেল পাঁচের ফায়ারডোরে।

দরজার হ্যাণ্ডেল ধরতে গিয়েও ঝট্ করে হাত সরিয়ে নিল তিশা।

দরজার চৌকাঠের পাশ দিয়ে পিচকারির মত বেরুচ্ছে পানি। দরজার রাবারের সিল কোনও কাজ করছে না। বিশেষ করে মেঝের কাছে পানির স্রোত বেশি। উপরের দিকে জোর কম।

দরজার একদম উপর অংশ থেকে বেরুচ্ছে না পানি।

ফায়ারপ্রুফ কবাটের ওপাশে বিপুল পানি।

পাল্লা খুলে দিলেই ভেসে যাবে ওরা।

ঠিক তখন দরজার ওদিকে ভয়ঙ্কর, দানবীয় গর্জন শুনল তিশা। বাপের জন্মেও এমন বীভৎস হুঙ্কার শোনেনি। ভীষণ ভয়ে গর্জে চলেছে কেউ।

বোধহয় ফাঁদে পড়া কোনও জানোয়ার।

'হায় ঈশ্বর... ভালুক,' বলল জেসিকা। তিশার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এই দরজা খুলতে পারব না। অন্য কোনও...'

'ঠিক,' বলল তিশা।

বুটের শব্দ তুলে আবারও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সবাই,

পৌঁছে গেল লেভেল চার-এ।

প্রথমে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তিশা, ডিকমপ্রেশন এরিয়া ভালভাবে দেখে নিয়ে সবাইকে ভিতরে ঢুকতে বলল।

ভিতরে ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে গেল ছয়জন।

আর ঠিক তখনই হঠাৎ করেই কে যেন মাথার উপর জোরে বলে উঠল: 'আবারও দেখা হলো!'

চরকির মত ঘুরে চাইল সবাই। দেরি না করে অস্ত্র তুলেছে তিশা। পিস্তলের নল তাক করেছে দেয়ালে ঝুলন্ত এক টেলিভিশন সেট লক্ষ্য করে।

পর্দায় দেখা গেল আর্লিং এফ ব্রুকসের হাস্যরত মুখ।

'আমেরিকার প্রিয় জনগণ, এখন সকাল নয়টা চার মিনিট। সময় হলো আপনাদেরকে জরুরি তথ্য দেয়ার।'

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল লোকটা:

'প্রেসিডেন্টের অদক্ষ এবং বোকা মেরিনরা এখনও আমার কোনও কমাণ্ডোর নখাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। একই কথা বলতে হয় বাংলাদেশি টিমের বিষয়ে। এরা জানের ভয়ে ছুঁচোর মত নানাদিকে ছুটছে। শেষবার দেখা গেছে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট এই ফ্যাসিলিটির নীচের এক লেভেল দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এইমাত্র খবর এল, ওদিকে গোলাগুলি হয়েছে। লড়াইয়ের ফলাফল পৌঁছে গেলেই আপনাদেরকে...'

তিশা ভাল করেই জানে, লোকটা মিথ্যা বলছে, সত্যিকারের পরিস্থিতি গোপন করছে। ও ঠিক করল, লোকটা ছাগলের মত ম্যা-ম্যা করতে থাকুক, ওর অন্য কাজ আছে। অন্যরা টিভি দেখছে, কিন্তু সরে গেল তিশা, চলে এল লেভেল পাঁচ-এ যাওয়ার স্লাইডিং দরজার সামনে।

ওদিক থেকে আবছা চিৎকার আসছে।

চেঁচিয়ে চলেছে একদল লোক।

দরজার পাশের সুইচ টিপে দিল তিশা, অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করল। দরজা সরসর করে একপাশে সরে গেছে।

কবাট খুলবার গুড়গুড় আওয়াজ শুনে থেমে গেছে বন্দিদের চিৎকার ও হৈ-চৈ।

'হায় আল্লা,' আস্তে করে শ্বাস ফেলল তিশা।

নীচে র‍্যাম্পের গায়ে চাপড় মারছে ঢেউ। বলতে গেলে হারিয়ে গেছে র‍্যাম্প।

পিছনে জোরালো কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস। ওদিকে খেয়াল না দিয়ে ঢালু ওয়াকওয়ে বেয়ে নামতে শুরু করল তিশা। গোড়ালি পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

র‍্যাম্পের উপর উবু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীচে লেভেল পাঁচ।

ওদিকের দৃশ্য দেখে বুক কেঁপে গেল তিশার।

গোটা লেভেল থইথই করছে পানিতে।

গভীরতা হবে বুক সমান।

প্রায়ান্ধকার, তার ভিতর সেলের শিক বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে বন্যার পানি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে কেউ কেউ—বাঁচাও!

এই লোকগুলো ভয়ঙ্কর সব খুনি, নরপিশাচ ও দানব। এই ফ্যাসিলিটিতে না এলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

তারপরও কেমন যেন খারাপ লাগছে তিশার।

ওকে দেখতে পেয়েছে লোকগুলো।

'বাঁচাও!'

'আমাকে বাঁচাও!'

'আমি কিছু করিনি!'

'আমাকে সরিয়ে নাও!'

কেউ কেউ করুণ সুরে সাহায্য চাইছে: 'জীবনে কখনও পাপ করিনি! বাঁচাও আমাকে!'

প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে পানির উচ্চতা। একটু পর ডুবে যাবে প্রতিটা সেল।

রানার মতই, এখানে এসে বন্দিদের আগে দেখেনি তিশা। অবশ্য প্রেসিডেন্ট যখন ভাইরাস নিয়ে বলছিলেন, তখন বেশ কিছু কথা কানে ঢুকেছে ওর।

'চলো, এবার চলে যাই,' তিশার কাঁধের কাছ থেকে বলল জেসিকা গোল্ডিং।

ওদিকে থেমে গেছে জেনারেলের বাগাড়ম্বর।

চুপ হয়ে গেছে টিভি।

'এরা ডুবে মরবে,' প্রায় ফিসফিস করে বলল তিশা।

ওর হাত ধরে র‍্যাম্প বেয়ে লেভেল চারের দিকে উঠতে শুরু করল জেসিকা। পিছন থেকে আসতে লাগল ভয়ানক জঘন্য সব গালাগালি।

'বিশ্বাস করো, পানিতে ডুবে মরলেও এদের পাপমোচন হবে না,' বলল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। 'চলো, কোথাও গিয়ে লুকাতে হবে। তোমার কথা জানি না, কিন্তু আমাদের সবার বিশ্রাম দরকার।'

উপরে উঠে আসতেই বোতাম টিপে দরজা ভিড়িয়ে দিল জেসিকা। ওদিকে রয়ে গেল লোকগুলোর কাতর অনুনয় ও অকথ্য গালি-গালাজ।

তিশা ও জেসিকার পিছু নিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর পিছনে নিশাত, কোসলোস্কি ও নিরো।

এই লেভেলের পশ্চিমে চলেছে সবাই।

লম্বাটে ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ভিতর অংশ খেয়াল করেনি কেউ। দূর থেকে মনে হতে পারে ঠিকই আছে, কিন্তু যদি কাছ থেকে কেউ দেখত, বুঝত ওখানে চলছিল টাইমার অ্যাকটিভেটেড লক। ঠিক সময়ে ওটা খুলে দেবে প্রেশারাইযড্ ডোর।

খুলে গেছে ওই দরজা, এখন ডিকমপ্রেশন চেম্বারে কেউ নেই।

সময় সকাল নয়টা ছয় মিনিট।

আটাশ

'কোবরা ইউনিট, কাম ইন। রিপোর্ট!' মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল এক রেডিয়ো অপারেটার।

'কন্ট্রোল, কোবরা ইউনিটের চিফ বলছি। এক্স-রেল প্ল্যাটফর্মে ভয়ঙ্কর হামলার মুখে পড়েছি। পাঁচজন মারা গেছে। দু'জন আহত। শত্রুপক্ষের একজনের কাছে আরডিএক্স গ্রেনেড ছিল, ওই হারামজাদা আত্মহত্যা করেছে...'

'প্রেসিডেন্টের কী খবর?' কথা থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রেডিয়ো অপারেটার।

'প্রেসিডেন্ট এখনও এই কমপ্লেক্সের ভিতর। রিপিট করছি: প্রেসিডেন্ট এখনও কমপ্লেক্সের ভিতর। শেষবার ফায়ার স্টেয়ার বেয়ে উঠতে দেখা গেছে। তার বডিগার্ড হিসাবে কাজ করছে কয়েকজন বাঙালি সৈনিক। এদের আরেকদল দ্বিতীয় এক্স-রেল ট্রেন নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে...'

'আর ফুটবল?'

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নেই। আমার এক লোক শপথ করে বলছে, ট্রেন নিয়ে যাওয়ার আগে মাসুদ রানা নামের সাক্ষাৎ ওই ইবলিশ ওটা নিয়ে গেছে, আর...'

'ঠিক আছে, কোবরা লিডার। জরুরি চিকিৎসার জন্য আহতদেরকে মেইন হ্যাঙারে নিয়ে আসুন। আমরা প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করবার জন্য ওয়াং ইউনিটকে নীচে পাঠাব।'

'বয়েস ইংগিলস আগে দক্ষিণ-আফ্রিকার মেডিকেল ব্যাটালিয়নের কর্নেল ছিল,' বলল ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস। তুমুল গতি তুলে টানেলের ভিতর দিয়ে মরুভূমির লেক লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে এক্স-রেল কার।

'মেড,' তিক্ত স্বরে বলল রানা।

'আগে এদের পদবী শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। একেকটা দানব। এরাই অফেন্সিভ বায়ো মেডিকেল ইউনিট ছিল, স্পেশালাইয্ড্ সাবডিভিশন অভ রেকণ্ডো। এই এলিট ট্রুপ মাঠে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্স ব্যবহার করত।'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল কার্টিস। 'ম্যাণ্ডেলার আমলের আগে দক্ষিণ-আফ্রিকা ছিল বায়োওয়ারফেয়ারে দুনিয়াসেরা। ওদের মত শয়তান আর হয় না। আমরা ওদের কাছে শিশু। জানেন, কারা মাংসখেকো পোকা নেক্রোটাইযিং ফ্যাসিয়াইটিস দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে? ওই দক্ষিণ-আফ্রিকা।

'ওরা যতই দক্ষ বিশেষজ্ঞ হোক, একটা কাজ করতে পারেনি। বছরের পর বছর ধরে এমন এক ভাইরাস চেয়েছে, যেটা কালোদের ঝাড়েবংশে মেরে ফেলবে, কিন্তু সাদাদেরকে ছুঁয়েও দেখবে না। যারা এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদের ভিতর উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিল বয়েস ইংগিলস। শোনা যায়, প্রায় তৈরি করে ফেলেছিল ওই ধরনের ভাইরাস, কিন্তু বর্ণবাদী সরকার তখন মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

নীরবে শুনছে রানা।

আবার খেই ধরল জুলিয়ো কার্টিস, 'কিন্তু পরে আমেরিকান

সরকার বুঝল, ওই লোকের কোর রিসার্চ থেকে অন্য এক ভ্যাকসিন তৈরি করা যেতে পারে। ডেকে নিয়ে তাকে দিয়ে রিসার্চ শুরু করল আমেরিকান সরকার, আবিষ্কার করতে চাইল ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট।'

'এয়ার বেস যিরো নাইনে তাকে আনা হলো?' বলল রানা।

'ঠিক তাই।'

'সাপের গালে চুমু দিতে গেছে আমেরিকানরা। ঠিক তেমনি ছোবলও দিয়েছে সে।'

'তা বলতে পারেন।'

চুপ হয়ে গেল রানা, কী যেন ভাবছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'সে একা কাজ করছিল না।'

'আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?'

'লেভেল সিক্স-এ নাইন্থ স্কোয়াড্রনের দশজন কমাণ্ডো পড়ে ছিল, ওটাই বলে দিচ্ছে ইংগিলসের সঙ্গে বড়সড় কমাণ্ডো ইউনিট আছে। একা কোনও লোক গোটা এক ইউনিটকে শেষ করতে পারত না। ...আপনার মনে আছে, ইংগিলস তিনটে দরজা খুলেছিল? দুই এক্স-রেল ডোর এবং ইমার্জেন্সি এস্কেপ ভেন্ট—ওটা লেভেল সিক্স-এ।

'ওই ভেন্ট দিয়ে নিজ দলের লোক ঢুকিয়েছে সে। তারা শেষ করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোদেরকে। পিঠের বুলেটের ক্ষত আর জবাই হওয়া দেখে বুঝেছি, ইংগিলসের বন্ধুরা গোপনে পিছন থেকে হামলা করেছিল।' এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল রানা, তারপর বলল, 'কিন্তু এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না শুধু দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবাদী ধনীরা ওই ভাইরাস চাইছে।'

'আর কে চাইবে?'

মুখ তুলে চাইল রানা। 'চাইবে অনেক দেশই।'

'প্রথম থেকেই নিরাপত্তা-ঝুঁকি মেনেই কাজ এগিয়ে নেয়া হয়েছে, কিন্তু এখন ওই ছেলেকে না পেলে আমাদের আর কোনও ভরসা নেই,' বললেন ইউএস প্রেসিডেন্ট।

লেভেল চার-এ অবযার্ভেশন ল্যাবে চারকোনা ভাঙা কাঁচের ঘরের বাইরে বসেছে ওরা, এইমাত্র পৌঁছে একটু জিরিয়ে নিতে চাইছে। পাশেই মেঝের উপর ছাত থেকে পড়া গোলাকার হ্যাচ।

বোঝা গেছে এদিক দিয়ে গেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোরা।

ওরা আশা করছে, শীঘ্রি ফিরবে না তারা।

কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকবার জন্য জায়গাটা সত্যিই আদর্শ।

শুধু তিশা ও নিশাত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে দেখছে ভাঙা কাঁচের ঘর।

জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস টেলিভিশনে বক্তৃতা দেয়ার পর এখন কবরের মত থমথম করছে গোটা ফ্যাসিলিটি। মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের খোঁজে নানাদিকে ছুটছে না নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোরা।

এ কারণেই অস্বস্তির ভিতর পড়েছে তিশা ও নিশাত।

শত্রুপক্ষ গোপনে কিছু করছে!

এইমাত্র প্রেসিডেন্টের কাছে ডক্টর বয়েস ইংগিলস সম্পর্কে জানতে চেয়েছে তিশা।

'মারাত্মক সব ভাইরাস সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত বিজ্ঞানী যা জানে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে ইংগিলস,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'ভয়ঙ্কর মন্দ লোক। শুধু অর্থপিশাচ নয়, মানুষ হিসাবেও অত্যন্ত নীচ।'

'দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকারের আমলে যা খুশি করেছে,' মন্তব্যের সুরে বলল নিশাত।

'হ্যাঁ। পরেও। কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু সবসময় সন্দেহ করেছি আমরা, ডিয়ে অর্গাস্যাসে নামের এক সংগঠনের সঙ্গে তার

যোগাযোগ আছে। ওই দলের নেতা প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ মন্ত্রীরা ও বিপুল জমির মালিক ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রাক্তন এলিট ফোর্সের শ্বেতাঙ্গ কমাণ্ডোরা। এরা নানা অত্যাচার-অনাচার করেছে। শেষে ম্যাণ্ডেলার শাসনকালে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। যদি ধরা পড়ত, বিচারে মৃত্যুদণ্ড হতো প্রত্যেকের। বেশিরভাগ দেশের ইন্টেলিজেন্স মনে করে, ডিয়ে অর্গাস্যাসে আবারও দক্ষিণ-আফ্রিকা দখল করতে চায়। অবশ্য আমি অতটা নিশ্চিত নই।'

'আপনি কেন নিশ্চিত নন, স্যর?' জানতে চাইল তিশা।

'চিন্তা করুন, ওদের হাতে চলে গেছে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস। এমন ভয়ঙ্কর আর কোনও ভাইরাস দুনিয়ায় নেই। সেইসঙ্গে হাতে আছে অ্যান্টিডোট। গোপন সংগঠনের এরা যা খুশি করবে। যাকে খুশি শাস্তি দেবে, যাকে খুশি ক্ষমতায় বসাবে। ...সেক্ষেত্রে কেন দক্ষিণ-আফ্রিকা দখল করতে যাবে? যে-কোনও দেশের যা খুশি কেড়ে নেবে না কেন? চাহিবামাত্র সব দিতে বাধ্য হবে প্রতিটি দেশের সরকার।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'ডিয়ে অর্গাস্যাসে বর্ণবাদী সংগঠন, ভীষণ মৌলবাদী। তাদের ধারণা শ্বেতাঙ্গরা অন্য জাতির চেয়ে অনেক উন্নত। অন্য বর্ণের মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস হিসাবে বাঁচবার জন্য। প্রথমেই হয়তো তারা গোটা আফ্রিকার কালোদেরকে শেষ করে দেবে। অ্যান্টিডোট পাবে শুধু শ্বেতাঙ্গরা। বর্তমানের আফ্রিকা মুছে যেতে পারে মানচিত্র থেকে। এবং অন্য কোনও দেশ টুঁ শব্দ করবে, তারও উপায় নেই। আমরা গলা উঁচু করলে আমাদেরকে অ্যান্টিডোট দেয়া হবে না। শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী শক্তিশালী কোনও সংগঠন ইচ্ছে করলে সত্যিই গোটা পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে।'

পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে রানার ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া এক্স-রেল ট্রেন।

দশ মিনিট হলো ওরা রওনা হয়েছে।

এখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা।

কিছুক্ষণ পর লেকের পাশের ডকে পৌঁছবে ট্রেন। তারপর কী ঘটবে, জানা নেই।

এয়ার বেস যিরো নাইনে একটা প্রশ্ন বারকয়েক মনের ভিতর ঘুরেছে রানার। এবার জানতে চাইল বিজ্ঞানীর কাছে, 'ডক্টর কার্টিস, কাদের কাছ থেকে ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাসের নমুনা পেয়েছিল ইউএস এয়ার ফোর্স?'

'ভাল কথা বলেছেন,' বলল ডক্টর কার্টিস। 'সময় অনেক লেগেছে, কিন্তু চিনের হুয়াং বায়োওয়ারফেয়ার ল্যাবোরেটরির দুই চায়নিজ ল্যাব ওঅর্কারকে টাকা খাইয়ে বের করে আনা হয়েছে ওই ভাইরাস। প্রত্যেকে পেয়েছিল দশ মিলিয়ন ডলার। ভোগ করতে পারেনি, চিনা সরকার তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং সেটা কার্যকর করে।'

'ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ভিতর যাদের দেখলাম, ওরা চায়নিজ?' লেভেল চার-এ একবার উঁকি দিয়েছে, মনে পড়ছে রানার।

'হ্যাঁ।'

অন্য একটা কথা মনে পড়ল রানার। কিছুদিন আগে গুজব শুনেছিল, চায়নিজ আর্মির উচ্চপদস্থ কয়েকজন জেনারেল কমিউনিস্ট সরকার ফেলে দিতে ক্যু করতে চায়।

'ওরা ওখানে কী করছে?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা আমেরিকান-চায়নিজ। ওরাই চায়নায় ঢুকে ল্যাব ওঅর্কারদের কাছ থেকে ভাইরাসের নমুনা নিয়ে আমেরিকায়

ফিরেছিল। তাদের চারজন এখন ডিকমপ্রেশন চেম্বারের ভিতর। এরাই বলেছিল যেন ভাইরাসের অ্যান্টিডোট তাদের উপর পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেকে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডো। নেতা ক্যাপ্টেন লি ওয়াং। সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড লেফটেন্যান্ট কিম শাং। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তারা, মৃত্যুকে মোটেও পাত্তা দেয় না। এয়ার বেস যিরো নাইনে এদেরকে রাখা হয়েছে, কারণ...'

হাত তুলে বাধা দিল রানা। এক পা সামনে বাড়ল, চেয়ে আছে উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে।-

'ঠিক আছে, ডক্টর, পরে আলাপ করব,' বলল রানা। বুকের ভিতর অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওর।

সামনে মস্ত বিপদ!

টানেলের দূরে ইশারা করল রানা। প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ধূসর কংক্রিটের দেয়াল। ওদিকে উজ্জ্বল আলোর ছোট এক ফুটো। আর্টিফিশিয়াল ফ্লোরেসেন্ট বাতি।

এগিয়ে আসছে লোডিং ডক।

টানেলের শেষমাথায় পৌঁছে গেছে ওরা।

'লোডিং ডকে ঢুকবে না,' খবিরকে বলল রানা। 'হয়তো অ্যাম্বুশ পেতে রেখেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর থামো। শেষ অংশ হেঁটে পেরুব।'

ট্রেনের থ্রটল নিউট্রাল করতেই কমছে গতি। কিছু দূর পিছলে যাওয়ার পর থেমে গেল ওরা। আগেই হেডল্যাম্প নিভিয়ে দিয়েছে খবির।

এক শ' গজ দূরে টানেলের মুখে ঝলমলে আলো।

ট্রেন থেকে নামল রানা, হাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। কোমর থেকে ঝুলছে ফুটবল। ট্র্যাক পেরিয়ে পাশের কংক্রিট প্ল্যাটফর্মে উঠল। পিছু নিল অস্ত্র হাতে খবির ও নিরস্ত্র ডক্টর কার্টিস।

আলোর দিকে ছুটতে শুরু করেছে ওরা।

টানেলের শেষে থামল রানা, সাবধানে উঁকি দিল বাইরে।

অতি উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

ওরা চলে এসেছে বিশাল পাথুরে গুহার মুখে। চারপাশে প্রায় সবই বদলে নেয়া হয়েছে। একদিকে আধুনিক লোডিং ডক। অবশ্য জায়গায় জায়গায় সমতল কংক্রিটের মেঝে, আবার কোথাও অমসৃণ পাথুরে জমিন।

মাঝের দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মের দু'পাশে দুই এক্স-রেল ট্র্যাক। রানার কাছের ট্র্যাকে কিছুই নেই। কিন্তু ওদিকের ট্র্যাকে আরেকটা এক্স-রেল ট্রেন। ওটাতে করে এসেছে বয়েস ইংগিলস এবং তার কমাণ্ডোরা।

বিশাল গুহার ভিতর কিছুই নড়ছে না।

দেয়ালের ট্র্যাকে কালো স্টিলের ক্রেন। এক্স-রেল ট্র্যাক থেকে গেছে বড়সড় পুকুরের মত এক জায়গায়।

লেক পাওয়েলের নানান খনিজের কারণে ঝকমক করছে পাতাল-দিঘির সবুজ পানি। আঁকাবাঁকা কালো এক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে গেছে জলাশয়, বোধহয় মিশেছে গিয়ে মূল লেকে। সিমেন্টের ডকের পাশে সাধারণ তিনটে হাউস-বোট, এ ছাড়া বিদঘুটে চেহারার ধূসর কয়েকটা স্পিডবোট ভাসছে।

বিশাল পাতাল লোডিং বে-র ভিতর কেউ নেই।

খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ।

সাবধানে সুড়ঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রানা, কয়েক পা গিয়ে উঠে পড়ল মাঝের প্ল্যাটফর্মের উপর। দু'পাশে এক্স-রেল ট্র্যাক। প্রকাণ্ড গুহার ভিতর ওগুলোকে নগণ্য মনে হলো।

প্ল্যাটফর্মের আরেকদিকে চেয়ে চমকে গেল রানা। ওখানে যেন সুপারমার্কেটের ডিসপ্লে দেয়া হয়েছে। বুক-সমান উঁচু হলুদ দশ গ্যালনের ব্যারেলগুলো, সামনে কালো এক স্যামসোনাইট ট্রাঙ্ক, খুব হাইটেক মনে হলো ওটাকে— ঢাকনি খোলা।

ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, হলুদ ব্যারেলগুলোর গায়ে স্টেনসিল করা।

লেখাটা পড়ে গলা শুকিয়ে গেল রানার।

এএফএক্স-৭০৮: এক্সপ্লোসিভ ফিলার।

এ জিনিস ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক, এ দিয়ে তৈরি করা হয় বিখ্যাত বিএলইউ-১০৯ বোমা। গালফ যুদ্ধের সময় এই জিনিস দিয়ে সাদ্দাম হুসেনের বাঙ্কারগুলো উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ১০৯-এর সুপার হার্ডেণ্ড নাক ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে নিরেট কংক্রিট বাঙ্কার। মাথার ভিতর থাকে এএফএক্স-৭০৮ ওয়ারহেড, বিস্ফোরিত হলে চুরমার হয়ে চারপাশে ছিটকে পড়ে আস্ত বাঙ্কার, বাঁচে না একজনও।

খবির, মেরিন বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিসকে পিছনে রেখে স্যামসোনাইট ট্রাঙ্কের ভিতর উঁকি দিল রানা।

ওর দিকে মিটমিট করে হাসছে একটা টাইমার ডিসপ্লে:

০০:১৯.

০০:১৮.

০০:১৭.

'সর্বনাশ...' ফিসফিস করল রানা।

আর সতেরো সেকেণ্ড, তারপর ছারখার হবে এই লোডিং বে!

এএফএক্স-৭০৮ ব্যারেলগুলো প্রকাণ্ড সাদা আলোর ঝলক তৈরি করবে, চুরচুর করে দেবে চারপাশের সব। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে পড়বে লোডিং বে-র চারদেয়াল ও ছাত, চারদিকে বুলেটের মত ছুটবে ভয়ঙ্কর ধারালো লক্ষ লক্ষ পাথরের শ্র্যাপনেল। পাউডারের মত গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ছোট পাথরগুলো।

বয়েস ইংগিলসের এক্স-রেল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একেবারেই কাছে, ওটা স্রেফ মিলিয়ে যাবে বাতাসে।

কিন্তু ওসব দেখতে পাবে না ওরা।

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ উড়িয়ে দেবে লোডিং বে এবং চারপাশের সবকিছুর সঙ্গে ওদেরকেও!

ঘুরে চাইল রানা অন্যদের দিকে। বলল, 'পালাও! জলদি!'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ আরজু আহাম্মেদ,

গ্রাম: দক্ষিণ ভাবনীপুর, পোস্ট: মধুপুর, জেলা: কুষ্টিয়া-৭০১০।

মাসুদ রানার 'বন্ধু' বই দিয়ে ২০০৮ সালে আমার হাতে খড়ি। এরপর শুধুই এগিয়ে চলা। তিন গোয়েন্দার প্রায় ৮০টি ভলিউম এবং মাসুদ রানার প্রায় ৩০০ বই আমার পড়া। এ ছাড়া ওয়েস্টার্ন, অনুবাদও আমি পড়ি। বর্তমানে মাসুদ রানা বেশি পড়া হয়। তবে কাজীদা, 'আগুন নিয়ে খেলা' বইটি আসলেই আগুন ভরা। 'স্নাইপার', 'হ্যাকার', 'অগ্নিপুরুষ', 'আমিই রানা', 'সূর্য-সৈনিক', 'আই লাভ ইউ, ম্যান' বইগুলো না পড়লে বুঝতাম না মাসুদ রানা কী জিনিস! মাসুদ রানার একটি বই আমি প্রায় ৫০ বার পড়েছি– স্নাইপার। এই বই সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নেই। শুধু একটা কথাই বলব এ ধরনের বই আমরা আরও পেতে চাই। সেবার কিছু কিছু বই আছে যেগুলো সেবা অনুবাদ না করলে হয়তো কোনও দিনই পড়া হতো না। তেমনই একটি বই 'ড্রাকুলা'। আমি এর জন্য ধন্যবাদ জানাই রকিবদাকে। আর আমার তরফ থেকে সেবার সকল লেখক, কর্মচারী এবং পাঠকের প্রতি রইল হাজার গোলাপের শুভেচ্ছা।

✱ আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিন।

নীল

বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭২৩৫৪০০৬৫

কেমন আছেন, কাজীদা? আমাকে চিনতে পারছেন? আমি জিসান আহমেদ নীল। আজ প্রায় তিন বছর পর আবারও লিখছি আলোচনা বিভাগে। এই তিন বছরে অনেক কিছু বদলেছে, বোয়ালমারী থেকে পাড়ি জমিয়েছি ঢাকাতে, কলেজ জীবন থেকে প্রবেশ করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এবং তার অর্ধেক সময় পার করে দিয়েছি। এত বদলের মাঝেও কমেনি মাসুদ রানার প্রতি ভালবাসা, বরং তা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। আজও মাসুদ রানার বই পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ি সব ভুলে। তাইতো মাসুদ রানার নতুন বই লাইমলাইট ১,২ হাতে

পাওয়ার সাথে সাথে নিমেষে সাবড়ে ফেললাম। খুবই চমৎকার লেগেছে বইটি। বইটাতে একই সাথে স্বাদ পেয়েছি একাধিক অভিযানের। যেমন: মাধানার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ, তেলখনি শত্রুমুক্ত করা এবং বিষাক্ত তেল থেকে সমুদ্রকে বাঁচানো, মরুর জেল থেকে বিজ্ঞানীকে উদ্ধার, উন্মত্ত ঝড়ের মাঝে নিকোলাসের জাহাজ ধ্বংস করা এবং সব শেষে বালির সমুদ্রের নীচ থেকে হীরা উদ্ধার, এরকম আরও একাধিক উত্তেজনাকর অভিযানে ভরপুর পুরো বইটা। তাই তো সম্পূর্ণ বইটা শেষ না করে উঠতেই পারছিলাম না। চমৎকার বইটার জন্য কাজীদাকে এবং অসাধারণ প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদাকে জানাই এক বাক্স রসালো মিষ্টি ফজলি আমের শুভেচ্ছা।

কাজীদার প্রতি একটা অনুরোধ, 'লাইমলাইট' বইটাতে কয়েকবারই বলা হয়েছে যে হাত কাটা যাওয়ার আগে সোহেল ও রানা একই সাথে অনেক মিশনে গিয়েছিল, তাই লোভ হলো, এমন একটা বই কী বের করা যায় না যেটার কাহিনির প্রেক্ষাপট হবে সোহেলের হাত কাটার আগে এবং রানা ও সোহেল একই সাথে কোন মিশনে ঝাঁপিয়ে পড়বে? প্লিজ, কথাটা বিবেচনায় রাখবেন।

✱ বিবেচনায় থাকল। মিষ্টি ও সুগন্ধী ফজলি আমের জন্য ধন্যবাদ।

এ.বি.এম তামিম মোবা: ০১৮৩২২৪৯০০০

আসমা ভবন, সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার চট্টগ্রাম।

প্রাণ প্রিয়

কাজী আনোয়ার হোসেন।

জন্মদিনে বেলী ফুল, কদমফুল ও গোলাপসহ অজস্র ফুলের শুভেচ্ছা। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ স্বার্থপর। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমার অবসর সময়ে মাসুদ রানার সঙ্গ পাওয়ার জন্য, আপনার হাজার বছরের আয়ু কামনা করছি। উনিশে জুলাই দিনটি বারবার ফিরে আসুক আপনার জীবনে।

'ডেথ ট্র্যাপ' বইটি শেষ করলাম। ২য় পর্বের অপেক্ষায় আছি।

✱ আপনি যাতে মাসুদ রানার সঙ্গ পেতে পারেন সেজন্য আমার হাজার বছরের আয়ু কামনা করছেন। চালাকি, না? নিজেও হাজার বছর টিকে থাকার মতলব? ...কেমন লেগেছে ২য় পর্ব?

রজত দাশগুপ্ত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

অ্যান্টার্কটিকায় বরফের ৩ হাজার ফুট নিচে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার করে—যার জন্য সৃষ্টির সেরা জীব নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে—পরাশক্তিগুলো একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মাসুদ রানার জয়। হ্যাঁ, আমি 'ডেথ ট্র্যাপ'-এর কথা বলছি। অসাধারণ একটি বই। খারাপ লাগল নিশাত সুলতানার পা হারানোর কারণে। তবে শেষে শয়তান পরাজিত হয়েছে আর রানা বিজয়ী হয়েছে, এতেই আনন্দ। 'অচেনা বন্দর' পড়লাম। মিশ্রিখানের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেয়েছি, তবে ভাল লাগল বিংশ শতাব্দীর পাইরেট যেভাবে শাস্তি পেল। ভাল থাকবেন, কাজীদা। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

✱ কত দীর্ঘ? হাজার, না লক্ষ বছর?

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

কিলার ভাইরাস

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বেদম তাড়া খেয়ে দলবলসহ পালাচ্ছে মাসুদ রানা। যেমন করে হোক ফাটবার আগেই নিষ্ক্রিয় করতে হবে চোদ্দটা নিউক্লিয়ার বোমা। আরও খারাপ খবর: কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্টের স্টিলের ব্রিফকেস খুলে সঠিক সময়ে তাঁর হাত পাম অ্যানালাইযারে না রাখলে শুরু হবে দুনিয়া জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! কিন্তু প্রেসিডেন্ট আছেন কোথায়? ওদিকে চিনের তৈরি ডুম্‌স ডে ভাইরাস ঠেকাতে পারে যে ছেলেটা, তাকে কিডন্যাপ করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকার একদল বর্ণবাদী কমাণ্ডো। অবস্থা এমন হয়েছে, মাথা-খারাপ অবস্থারানার। আমেরিকান এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে রয়েছে দুনিয়াসেরা কমাণ্ডো দল! রানার সঙ্গে শুধু সাধারণ ক'জন অফিসার ও সৈনিক! লড়তে গিয়ে ও বুঝে গেল, এবার মৃত্যু অনিবার্য! কিন্তু তার পরেও উল্টো তাড়া করে গিয়ে উঠল রানা আমেরিকান এক অ্যাটাক শাটলের ভিতর! জমে উঠল এক জটিল নাটক!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

০৮/১০/১৩ মরণডাক (ওয়েস্টার্ন) ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

বিষয়: পাঠক, বুনো পশ্চিমের আগুনঝরা দিনগুলোয় আবারও আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। গোটা একটি উপন্যাস, সেইসঙ্গে ছোট-বড় আরও আটটি গল্প নিয়ে এবারের এই সংকলন। লেখক তালিকায় আছেন বাংলায় ওয়েস্টার্ন কাহিনির জনক প্রয়াত কাজি মাহবুব হোসেন, রওশন জামিল, খসরু চৌধুরী, গোলাম মাওলা নঈম, কাজী মায়মুর হোসেন ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। একেকটি কাহিনি একেক স্বাদের, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটিতে রয়েছে পশ্চিমা জীবনের কঠোর রুক্ষতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নীচতা, মহত্ত্ব, সাহস, সংঘর্ষ, আত্মপ্রতিষ্ঠা... এবং প্রেম। নিশ্চিত থাকুন, আপনার ভালো লাগবে।

আরও আসছে

২৭/১০/১৩ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ১ সংখ্যা) নভেম্বর, ২০১৩

মাসুদ রানা

কিলার ভাইরাস

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট চলেছেন এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন পরিদর্শনে। কিন্তু মন বলছে ওখানে বিপদ হতে পারে। হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গোপনে মাসুদ রানার সহায়তা চেয়ে বসলেন তিনি।

ওদিকে রানাকে বললেন বিসিআই চিফ: ওই বেসে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বায়োলজিকাল এজেন্ট– মহাচিনের তৈরি ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস।

'যাও, রানা... তবে মনে রেখো, কাজটা অত্যন্ত কঠিন। সম্ভব হলে, ওই ভাইরাসের নমুনা ও অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো।'

চিফের নির্দেশে ওখানে চলেছে দুঃসাহসী মাসুদ রানা, সঙ্গে কয়েকজন দুর্ধর্ষ অফিসার ও সৈনিক– কিন্তু ওই এয়ার বেসে ঢুকেই ওরা টের পেল, ওখানে চলছে মস্ত ভজকট। চারপাশে একের পর এক ষড়যন্ত্র, নানা বাধা। তারপর শুরু হলো হামলা!

বাঁচতে চাইলে লড়তে হবে। কিন্তু কীভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে ওরা? ওই বেসে দুনিয়াসেরা পঞ্চাশজন এয়ার ফোর্স কমাণ্ডো খুঁজছে ওদেরকে খুন করার জন্য!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা-শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

কিলার ভাইরাস

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪২৮

কিলার ভাইরাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7428-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-428
KILLER VIRUS
Part-1
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তিরাশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শাস্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস।

এক

জুলাই তিন।

সকাল নয়টা বারো মিনিট।

চুলার আগুন যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে ওদেরকে।

গায়ে ফোস্কা পড়ার মত মরুতাপ।

দাউ-দাউ করে জ্বলছে যেন সব। গনগনে তপ্ত হাওয়া, যেন নরকের লেলিহান শিখা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের পাতাল লেভেল ছিল শীতল, এক্স-রেল টানেলও ছিল স্বাভাবিক তাপমাত্রার— কিন্তু এই মরুভূমির সত্যিকারের মালিক সূর্যদেব, তার কোনও দয়ামায়া নেই।

বিদঘুটে জলযান নিয়ে পানি-ভরা সরু এক ক্যানিয়নে তীর-গতি তুলেছে রানা। এই স্পিডবোট অত্যন্ত দ্রুতগামী, ঝটপট স্পিড তুলতে পারে।

রানার পাশে খবির, পিছনে একইরকম ওয়াটারক্রাফট নিয়ে আসছে দুই বৈজ্ঞানিক— বার্নি বেনেট ও জুলিয়ো কার্টিস।

ওদের চালিত স্পিডবোটের নাম: পিসিআর-২-প্যাট্রল-ক্রাফট, রিভার। মাত্র দু'জন বসতে পারে। এর আরেকটা নাম: বাইপড। লকহিড শিপবিল্ডিং কোম্পানি নেভির জন্য তৈরি করেছে এই জেট-প্রপেল্ড রিভারক্রাফট। অদ্ভুত ডিজাইন, দেখলে মনে হবে বুলেট আকৃতির দুটো জেট-বোট একসঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। নৌযানের

ক্রসবিম সাত ফুটি, দুই প্রান্তে দুই পড। মাথার উপর ছাত নেই, প্রতিটি পডের সঙ্গে একটা করে দুই শ' হর্সপাওয়ার ইমাহা পাম্প-জেট ইঞ্জিন। তুমুল গতি তুলতে পারে, অস্থির পানিতেও স্থিরভাবে চলে।

রানার বাইপড মরুভূমির ধূসর রঙের, তার ভিতর হলদে সব ছোপ। যেন উড়ে চলেছে, পিছনে দশফুট দূরে ছিটকে পড়ছে পানির দুই ধারা। বামদিকের পডে বসেছে রানা, ড্রাইভ করছে। ডানদিকের পডে খবির, হাত বো-র উপর রাখা ৭.৬২ এমএম মেশিনগানের বাঁটে।

পৃথিবীর বুকে আগুন ঢালছে সূর্য।

ছায়ার ভিতরই তাপমাত্রা প্রায় এক শ' ডিগ্রির কাছাকাছি।

'তোমাদের কী অবস্থা?' কবজির মাইকে বলল রানা। একবার ঘুরে চাইল ফিরে।

পিছনের বাইপড ড্রাইভ করছে মেরিন বার্নি বেনেট, গানারের পডে জুলিয়ো কার্টিস।

'আমি ঠিক আছি, কিন্তু ভয়ে সবুজ হয়ে গেছেন বিজ্ঞানী,' জানাল বার্নি বেনেট।

বিশফুটি সরু ক্যানিয়নের ভিতর ছুটছে ওরা দক্ষিণে। ওদিকে মূল লেক পাওয়েল।

লেকে এসে মিশেছে লোডিং বে থেকে সংকীর্ণ জলপথ। শুরুতে ছিল কালো এক আঁকাবাঁকা গুহা, প্রবেশমুখে অদ্ভুত দক্ষতায় তৈরি ক্যামোফ্লেজ প্লেট-স্টিলের দরজা— যে কেউ ভাববে ওটা মস্ত পাথর। সরিয়ে রাখা হয়েছিল, ওই পথে গেছে পলের কিডন্যাপাররা।

লাফ দিয়ে বাইপডে উঠবার পর ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেছে ওরা। অন্যদেরকে নিয়ে কালো গুহার ভিতর দিয়ে লেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, আর ঠিক তখনই এএফএক্স বিস্ফোরণের

ভয়ঙ্কর আঘাতে পিছনে পাথুরে ছাত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

পানিভরা ক্যানিয়নে ওদের বাইপডের সামনে পড়েছে চওড়া এক বাঁক, দু'এক সেকেণ্ড পর ভেসে এসেছে বিকট আওয়াজ।

একেবারে চুরমার হয়ে গেছে লোডিং বে।

দু'পাশে অনেক উপর পর্যন্ত ক্যানিয়নের প্রাচীর। আকাশ থেকে কেউ দেখলে মনে করবে, নীচে ওটা রেসকারের ট্র্যাক। একের পর এক মোড় নিয়েছে জলপথ। কখনও বেঁকে গেছে প্রায় এক শ' আশি ডিগ্রি।

তাতে ঘাবড়ায়নি ওরা।

কিন্তু এরপর শুরু হয়েছে মূল সমস্যা। সামনে পড়ল লেক পাওয়েলের অসংখ্য জলভরা ক্যানিয়ন। যেন গোলকধাঁধার খেলা শুরু হয়েছে। জড়িয়ে-পেঁচিয়ে রয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

প্রথমেই সামনে পড়ল উত্তর-পুব থেকে আসা তিনটি ক্যানিয়ন।

রানা স্থির করতে পারল না, কোন্ পথে যাবে।

এসব খালের দু' পাশে পাথুরে দেয়াল।

কোন্ পথে গেছে বয়েস ইংগিলস?

লোকটার কোনও পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা কী?

তারপর ঢেউগুলো মন দিয়ে লক্ষ করল রানা। পাথুরে দেয়ালের গায়ে লাগছে সব। কিন্তু বামদিকের ক্যানিয়নের দেয়ালে একটু বেশি ছলকে লাগছে পানি। বোধহয় মোটরবোটের ইঞ্জিনের তৈরি ঢেউ।

তখনই বাঁক নিল রানা, ঢুকে পড়ল দক্ষিণের খালে।

কিছু দূর যাওয়ার পর উপরে চাইল। দু' পাশের ক্যানিয়নের দেয়াল উঠেছে কমপক্ষে দুই শ' ফুট উপরে। ওখানে ভাসছে বালির ঘন মেঘ। ঢেকে দিয়েছে জ্বলন্ত সূর্যকে।

মরুভূমির বুকে শুরু হয়েছে বালিঝড়।

আবহাওয়া দপ্তর থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, সকালে বালিঝড় আসবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে বহনকারী মেরিন ওয়ান কপ্টার ওটার ভিতর পড়বে না।

অনেক উপরে মরুভূমির মেঝেতে চলছে মরুঝড়, কিন্তু এত নীচে ক্যানিয়নের ভিতর তার বড় কোনও প্রভাব পড়ছে না।

জলভরা ক্যানিয়ন সামনে মোড় নিয়েছে, ওখানে বাঁক নিল রানা, এরপর চওড়া হয়ে গেল জলপথ।

একটু দূরে আকাশে মাথা তুলেছে বিশাল এক মেসা, উপর অংশ ছাতের মত সমতল। ওখান থেকে পাথুরে দেয়াল সোজা নেমেছে পানির বুকে। আর ওই মেসার কারণে পানি স্পর্শ করতে পারছে না ক্ষুব্ধ ঝড়। অবশ্য পানির উপর ঝরঝর করে পড়ছে বালি। চাদরের মত ঢেকে রাখতে চাইছে চারপাশ।

ঠিক তখনই বালির পর্দা সরতেই তাদেরকে দেখল রানা।

এইমাত্র মেসার ডানদিকে এক ক্যানিয়নে বাঁক নিয়েছে তারা।

পাঁচটা বোট।

সাদা এক পাওয়ারবোট, ওটাকে হাইড্রোফয়েল মনে হলো। অন্য চারটে দ্রুতগামী বাইপড। জলযানগুলো ধূসর রঙের।

গোলচে মেসা চিরে গেছে কমপক্ষে ছয়টা সরু ক্যানিয়ন, তারই ভিতর একটা পছন্দ হলো রানার।

বাতাসে ভাসমান বালির ভিতর দিয়ে পথ করে নিল ও, চলে গেল মেসার দিকে। আশা করছে, এই মেসা পেরুলে সামনে পড়বে দক্ষিণ-আফ্রিকান কমাণ্ডোরা।

যেন পানি ছুঁয়ে উড়ছে ওর বাইপড। গর্জন ছাড়ছে শক্তিশালী মিনিজেট ইঞ্জিন। রানার পাশে চলে এল বার্নি বেনেট ও জুলিয়ো কার্টিসের বাইপড। পিছনে পড়ছে পানির সরু ধারা। ভাসমান বালি এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে ছুটছে, যেন তুমুল বৃষ্টির কণা।

মেসার বামদিক দিয়ে বেরুল রানা, দূরে দেখল দক্ষিণ-

আফ্রিকান কমাণ্ডোদের বোট ছুটছে পশ্চিমদিকের খাড়া এক ক্যানিয়ন লক্ষ্য করে।

নতুন উদ্যম নিয়ে ধাওয়া শুরু করল রানা।

পিছনে ওদেরকে দেখতে পেয়েছে তারা। হাইড্রোফয়েল বোটের পাশ থেকে পিছিয়ে গেল দুটো বাইপড, এক শ' আশি ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। রানাদের জলযান লক্ষ্য করে গর্জে উঠেছে ৭.৬২ এমএম মেশিনগান। দপদপ করছে মাযলের মুখের লাল আগুন।

ঠিক তখনই রানাকে হতবাক করে দিয়ে বিস্ফোরিত হলো বামদিকের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড।

পানি ছেড়ে স্রেফ শূন্যে উড়ে গেল বাইপড হাজার টুকরো হয়ে, ওই জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে শুধু পানির ফোয়ারা। এক সেকেণ্ড আগে ছিল, পরের সেকেণ্ডে ওখানে ছিটকে উঠেছে পানি, আকাশ থেকে বৃষ্টির মত ঝরঝর করে পড়ল ভাঙা ফাইবারগ্লাস।

এদিকে দ্রুত বাঁক নিতে শুরু করেছে ডানদিকের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড, হঠাৎ করেই সাহস হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার। ঘুরেই পাঁই পাঁই ছুটল সঙ্গী চার বোটের পিছনে।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা। ভাবছে, হঠাৎ কী...

চিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ!

পর মুহূর্তে দেখা গেল আকাশ চিরে বালিঝড়ের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল তিনটে কালো হেলিকপ্টার। অদ্ভুত দ্রুত নামছে ক্যানিয়নগুলোর মাঝে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমারু বিমান যেন, ডাইভ দিয়েছে তিন কপ্টার, সামান্যতম গতি না কমিয়েই ধেয়ে আসছে। দেখতে না দেখতে রানা এবং ওর দলের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। পশ্চিমে এক সরু ক্যানিয়নে ঢুকেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান বোটবহর, তাদের পিছু নিল কপ্টারগুলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সরু ক্যানিয়নের মুখে।

দুই চোখ বিস্ফারিত হলো রানার। কাছ থেকে কপ্টারগুলো দেখতে ভয়ঙ্কর কুৎসিত। সরু দেহ, খুব নীচ চেহারা, গতি অস্বাভাবিক বেশি। ওর মনে পড়ল না এ ধরনের কোনও কপ্টার আগে দেখেছে। কুচকুচে কালো শরীর, যেন অ্যাটাক কপ্টার এবং ফাইটার বিমানের মাঝে কোনও সংকর। স্বাভাবিক রোটর, নাক ছুঁচোর মত চোখা, পেটের পাশ দিয়ে দু'দিকে বাঁকা ডানা।

পুরো পাঁচ সেকেণ্ড চেয়ে থাকবার পর রানা চিনল ওগুলোকে।

এএইচ-৭৭ পেনিট্রেটার। মধ্যম আকৃতির অ্যাটাক চপার। হাইব্রিড ফাইটার কপ্টার। এক সেকেণ্ড হয়তো চুপ করে ভাসছে, পর মুহূর্তে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড গতি তুলবে জেট-ফাইটার বিমানের মত। রেইডারকে ফাঁকি দিতে পারে ওই কালো রং, ডানাগুলো পিছন দিকে বাঁকা, নীচে নেমে এসেছে ককপিট— ওগুলোর দিকে চেয়ে হঠাৎ রানার মনে হলো, হাজির হয়েছে উড়ন্ত একপাল হাঙর।

তীরবেগে চলেছে তিন পেনিট্রেটার, দেখতে না দেখতে ঢুকে পড়ল সরু ক্যানিয়নে। রানা এবং ওর দলের কারও দিকে লক্ষ নেই, ধাওয়া শুরু করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান স্পিডবোটগুলোকে।

এক সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল রানা, অদ্ভুত কয়েকটা চিন্তা এসেছে: এখানে মরুভূমিতে কী করছে এয়ার ফোর্সের লোক? প্রেসিডেন্টের পিছু নেয়নি এরা? পল ছেলেটার কিছু হলে তাদের কী?

যাই হোক, এখন তিন দল তিন উদ্দেশ্য নিয়ে একে অপরকে ধাওয়া করবে।

'স্যর,' মাইক্রোফোনে ভেসে এল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠ, 'এবার আমরা কী করব?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। এখন চট্ করে জরুরি

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু একগাদা চিন্তা ঘুরছে মনে: পল ছেলেটা, বিশ্বাসঘাতক বয়েস ইংগিলস, ইউএস এয়ার ফোর্স, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ওদিকে ফুটবলের কাউন্টডাউন চলছে! একটু আগে হোক বা পরে, ছাড়তেই হবে ইংগিলসের পিছু নেয়া।'

'আমরা পিছুই নেব,' সিদ্ধান্ত নিল রানা।

থ্রটল খুলে দিল। ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল ওর বাইপড, সগর্জনে পিছু নিয়েছে তিন পেনিট্রেটার ও দক্ষিণ-আফ্রিকান বোটবহরের।

ওর পিছনে আসছে বৈজ্ঞানিকদের বাইপড।

এঁকেবেঁকে সামনে বেড়েছে ক্যানিয়ন। একবার বামে আবার ডানে সরতে হচ্ছে বাঁক নেয়ার সময়। কপাল ভাল যে বালিঝড়ের হামলা এখানে নেই।

মাত্র দেড় শ' গজ দূরে দুটো শাখা ক্যানিয়ন। একটা গেছে বামে, অন্যটা ডানে। লেক পাওয়েলে বেশিরভাগ শাখা ক্যানিয়ন আবারও মিলিত হয়েছে কিছুদূর গিয়েই।

মোড়ের সামনে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এয়ার ফোর্সের কপ্টারগুলো। একটা গেল বামে, অন্য দুটো ডানের ক্যানিয়নে। দক্ষিণ-আফ্রিকান বোটগুলো বোধহয় আগেই আলাদা দুই ক্যানিয়ন-পথে গেছে।

'বৈজ্ঞানিক!' বলল রানা, 'তুমি বামে যাও! আমরা ডানে! মনে রেখো, ওই ছেলেকে পেতে হবে আমাদের! আর পেয়ে গেলেই লেজ তুলে ভাগব! ...বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্যর।'

পাশাপাশি দুই ক্যানিয়নে ঢুকে আলাদা হয়ে গেল ওরা। রানা চলেছে ডানদিকে, ওদিকে বৈজ্ঞানিক চলেছে বামদিকে।

রানার মনে হলো সামনে তারাবাতির খেলা শুরু হয়েছে। মরুঝড়ের আবছা আলোয় ছুটছে লালচে ট্রেসার বুলেট, মিসাইল আসছে আকাশ থেকে, পাথরে লেগে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

আশি গজ দূরে দুই কালো কপ্টারকে দেখল রানা, পিছু নিয়েছে হাইড্রোফয়েল ও এক বাইপডের। উপরে চলছে বালিঝড়, হঠাৎ করেই তুমুল গতি তুলল দুই কপ্টার, ক্যানিয়নের কিনারা থেকে অনেক নীচেই রইল। থামল গিয়ে দূর-বাঁকে, তারপর মোড় নিয়ে আবারও গতি তুলল বোটগুলোকে ধরতে। বিকট ধুব-ধুব আওয়াজ তুলল রোটরগুলো। চারপাশে জোরালো প্রতিধ্বনি।

সামনের বাঁকে পৌঁছে ওদিকটা আবারও দেখতে পেল রানা। কপ্টারের তাড়া খেয়ে থেমে গেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান কমাণ্ডোদের বাইপড, বোধ হয় ঠিক করেছে পাল্টা হামলা করবে— এদিকে এগুবে তাদের হাইড্রোফয়েল।

বাইপডের দুই কমাণ্ডোর কাছে স্টিংগার মিসাইল লঞ্চার। একজন বাইপড নিয়ে ধীর গতিতে চলেছে, অন্যজন কাঁধে তুলে নিয়েছে স্টিংগার মিসাইল লঞ্চার। এক সেকেণ্ড পর ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল সে। আকাশ থেকে ফেলে দেবে পেনিট্রেটার দুটোকে।

কিন্তু পেনিট্রেটারগুলোর কাছে এয়ার বেস যিরো নাইনের ওই অ্যাওয়্যাক্স বিমানের আলট্রাপাওয়ারফুল ইলেকট্রনিক কাউন্টার-মেযারের মত জিনিস আছে। লক্ষ্যের দিকে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ করেই পাগল হয়ে উঠল স্টিংগার মিসাইলগুলো, নানাদিকে ছুটতে চাইছে। শেষে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। মিসাইলের ওয়ারহেড ডেটোনেট হতেই নীচের খালে এসে পড়ল আস্ত গাড়ি আকারের একের পর এক বোল্ডার। প্রস্তর-বর্ষণের ধুম দেখে আগেই বাইপডের গতি কমিয়ে দিয়েছে রানা।

হঠাৎ খেয়াল করল, কালো এক কপ্টারের পেটের হ্যাচ খুলে গেছে, ওখান থেকে খসে পড়েছে সাদা কী যেন, সঙ্গে রয়েছে ছোট প্যারাশুট। ছলাৎ আওয়াজ তুলে পানিতে নামল ওটা।

এক সেকেণ্ড পর কপ্টারের পিছনের পানিতে তৈরি হলো ফেনা, তারই ভিতর দেখা গেল বুদ্বুদ উঠছে ওখানে। বুদ্বুদগুলো ধাওয়া

শুরু করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডকে।

রানার বুঝতে দেরি হলো না, ওটা হাইটেক টর্পেডো!

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পেরুল, তারপর উড়াল দিল দ্রুতগামী বাইপড। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও নেমে এল পানিতে— শান্ত পুকুরে পোড়া মাটির চ্যাপ্টা চারা ছুঁড়লে যেভাবে ছিটকে সামনে বাড়ে, ঠিক সেভাবে ছুটল— লাগল গিয়ে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালের পাশে। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল সব। কোথাও দেখা গেল না দুই রেকণ্ডোর মৃতদেহ। বোধহয় হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে প্রথম বিস্ফোরণেই।

পঞ্চাশ গজ দূরে বিস্ফোরিত হয়েছে খুদে বোট, কিন্তু পুরো থ্রটল খুলে দিল রানা, উড়ে চলেছে ওর বাইপড। আর কোনও উপায়ও নেই, অনেক দূরে চলে গেছে হাইড্রোফয়েল।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর সংকীর্ণ এক বাঁক নিয়ে হঠাৎ করেই রানা দেখল, সামনে দুই ক্যানিয়নের মুখ। বামদিকের ক্যানিয়নে বড়সড় প্রশস্ত জায়গা, ওখানে X-এর মত পরস্পরকে ভেদ করেছে আরও দুটো শাখা ক্যানিয়ন, সেখানে দুই আফ্রিকান বাইপডের পিছু নিয়েছে মেরিন সৈনিক ও বিজ্ঞানী কার্টিস।

ঠিক তখনই X-এর ডানদিকের উপরের বাহু দিয়ে ছুটে এল দক্ষিণ-আফ্রিকানদের হাইড্রোফয়েল। এদিকে X-এর ডানদিকের নীচের বাহু ধরে ভিতরে ঢুকল তাদের আরেকটা বাইপড।

দ্রুত গতি তুলে নানাদিকে ছুটছে প্রতিটি রিভারক্রাফট।

মুখোমুখি সংঘর্ষ ঠেকাতে বাঁক নিতে শুরু করেছে হাইড্রো-ফয়েল ও বাইপড। নিজের বোট নিয়ে উন্মাদের মত একপাশে সরল বয়েস ইংগিলস, প্রায় একই জায়গায় থেমে গেল প্রচুর পানি ছিটিয়ে।

এদিকে বৈজ্ঞানিকের ক্যানিয়নের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড থামবার কোনও সুযোগ পেল না। বুলেটের গতি তুলেছে, সরাসরি

ঢুকে পড়ল X আকৃতির জাংশনে। ততক্ষণে থেমে গেছে অন্য দুই বোট, কয়েক মুহূর্ত পর আবারও গতি তুলল ওগুলো, এবার ঢুকে পড়বে পশ্চিমের ক্যানিয়নে।

রানার ক্যানিয়নের দুই পেনিট্রেটার এবং পাশের ক্যানিয়নের অ্যাটাক কপ্টার জাংশনের মাঝে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে— গতি কমেনি একটারও। হঠাৎ করেই বাতাসে স্থির হলো ওগুলোর একটা, অন্য দুটো কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। পানির ভিতর অনেক পিছনে পড়ে রইল বোটগুলো।

এই সুযোগটা ছাড়ল না রানা। গতি আরও তুলল বাইপডের। পৌঁছতে হবে দক্ষিণ-আফ্রিকানদের কাছাকাছি।

দুই

X আকৃতির জাংশন থেকে এখনও আশি গজ দূরে মেরিন বৈজ্ঞানিকের বাইপড। সে দেখল, নতুন করে রওনা দিয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকানদের হাইড্রোফয়েল বোট ও বাইপড।

বৈজ্ঞানিকের চোখ পড়ে রইল হাইড্রোফয়েলের উপর, বাঁক নিয়েছে ওটা, রওনা হয়ে গেছে X-এর বামদিকের বাহু ধরে।

নতুন উদ্যমে ওটার পিছু নিল বৈজ্ঞানিক।

এইমাত্র জাংশনে পৌঁছে রানা দেখল, সরু এক ক্যানিয়নের ভিতর ঢুকেছে হাইড্রোফয়েল, এবং পিছু নিয়েছে বৈজ্ঞানিকের বাইপড।

'আমি হাইড্রোফয়েলের পিছনে গেলাম, স্যর!' গলা ফাটিয়ে

বলল সে।

'যাও!' অনুমতি দিল রানা, নিজেও পিছু নেবে ভেবেছে, ঠিক তখনই ডানদিকে চোখের কোণে নড়াচড়া দেখল। ঝট্ করে ঘুরল ও, উঁচু প্রাচীরওয়ালা এক ক্যানিয়ন চলে গেছে পশ্চিমে। ওই পথে চলেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান একাকী এক বাইপড।

ওটা ইন্টারসেকশনের ডানদিকে নীচের বাহু ধরে বেরিয়ে এসেছিল।

ওটা হাইড্রোফয়েলের সঙ্গে গেল না কেন?

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

দেখতে না দেখতে চোখের আড়াল হয়ে গেল বাইপড। দীর্ঘ, সরু ক্যানিয়ন পেরিয়ে চলে গেছে চওড়া এক ক্যানিয়নের ভিতর।

এক সেকেণ্ড পর বুঝল রানা।

হাইড্রোফয়েলের ভিতর ছেলেটা নেই!

সে আছে বাইপডের ভিতর!

যে বাইপড এইমাত্র চোখের আড়াল হয়েছে!

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা, দূরের এক বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে বৈজ্ঞানিকের দ্রুতগামী বাইপড, ধাওয়া করছে হাইড্রোফয়েলকে।

'বৈজ্ঞানিক...' ডাকল রানা।

তীব্র গতি তুলেছে মেরিন সৈনিকের বালিরঙা বাইপড। কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল হাইড্রোফয়েলের পাশে। সরু ক্যানিয়ন ধরে তুমুল গতি তুলছে দুই জলযান। দু'পাশে পাথরের প্রাচীর।

পিছন থেকে ধেয়ে আসছে দুই পেনিট্রেটার, গুলি করছে বোটগুলোর দিকে।

'বৈজ্ঞানিক... তুমি... কি... শুনতে পাচ্ছ?'

কানের ভিতর আবছা কণ্ঠ শুনল বৈজ্ঞানিক। চারপাশে গুলির

আওয়াজ। তার উপর ইঞ্জিনের কান ফাটানো শব্দ ও কপ্টারের গর্জন। স্পষ্ট কিছু শুনল না বৈজ্ঞানিক।

পডের কন্ট্রোল নিতে ইশারা করল সত্যিকারের বিজ্ঞানীকে। সে বাইপড বুঝে নিতেই তৈরি হয়ে নিল বার্নি বেনেট। উঠে দাঁড়াল, একবার দেখে নিল, পাশাপাশি চলেছে হাইড্রোফয়েল। ওটার বো-র সামনে তীর গতিতে পানি কাটছে দুটো স্কিড। বড় স্পিডবোটের ভিতর অংশ দেখা গেল না জানালার ধোঁয়াটে কাঁচের কারণে।

বড় করে একবার দম নিল বৈজ্ঞানিক, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছুটন্ত হাইড্রোফয়েলের ডেক লক্ষ্য করে।

'...নিক... ওখান থেকে... জলদি!'

অস্পষ্ট শুনল, কী যেন বলছে মাসুদ রানা।

হাইড্রোফয়েলের ডেক থেকে উঠে দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক, শক্ত করে ধরল ছাতের হ্যাণ্ডরেইল। কী ঘটবে এখনও বুঝতে পারছে না। হয়তো হাইড্রোফয়েলের একপাশের দরজা খুলেই গুলি শুরু করবে কেউ।

কিন্তু না, কেউ গুলি করছে না।

আর দেরি করল না সে, ছাতে উঠে দুই লাফে নেমে গেল সামনের ডেকে। ওর অস্ত্রের একপশলা গুলি চুরচুর করে দিল উইণ্ডশিল্ড। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল কাঁচ। গুলির ধোঁয়া সরে যেতেই বোটের কেবিনের ভিতর চোখ রাখল।

ভুরু কুঁচকে গেল বার্নি বেনেটের।

হাইড্রোফয়েলের কেবিন ফাঁকা।

ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে শরীর গড়িয়ে কেবিনে ঢুকল সে। স্টিয়ারিং কন্ট্রোল আপনাআপনি নড়ছে। বোধহয় কন্ট্রোল্ড ন্যাভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করছে কমপিউটার। অ্যান্টি ইমপেড্যান্স সিস্টেমের কারণে সামনের সব বাধা এড়িয়ে চলেছে।

এবার কেবিনের ভিতর পরিষ্কার শুনল মাসুদ রানার কণ্ঠ। কানের ভিতর যেন গর্জে উঠেছে বাঙালি অফিসার।

'বৈজ্ঞানিক! জলদি সরে যাও! ওখান থেকে বেরিয়ে এসো! হাইড্রোফয়েল আসলে ডিকয়! সরে যাও ওটা থেকে!'

আর ঠিক তখনই ভীষণ চমকে গেল বার্নি বেনেট। শুনতে পেল তীক্ষ্ণ বিপ্ শব্দ। ওটাই ছিল তার শেষ চিন্তা।

পর মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো গোটা হাইড্রোফয়েল। চারপাশে ছিটিয়ে গেল ভাঙা টুকরোগুলো। প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডলী তৈরি হলো আকাশে।

শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিসের বাইপড। ছ্যাড়-ছ্যাড় আওয়াজ তুলে পানির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে চলে গেল ওটা ক্যানেলের আরেক প্রান্তে। ঠাস্ করে বাড়ি খেল ক্যানিয়নের দেয়ালে। ওখানেই থেমে গেল, ভাসছে উপুড় হয়ে। ওটার উপর বৃষ্টির মত ঝরঝর করে পড়ছে লেকের পানি।

এদিকে X জাংশনে ওর বাইপডের গতি আরও তুলছে রানা, পিছনে ফেলছে যুদ্ধ-এলাকা। সামনে কোথাও দেখা গেল না বয়েস ইংগিলসের বাইপড।

কয়েক সেকেণ্ড পর ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল রানার বাইপডের চারপাশের পানি। গিযার তৈরি হচ্ছে বুলেটের আঘাতে।

চালু হয়েছে চতুর্থ দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডের মেশিনগান।

নতুন উদ্যমে পুব লক্ষ্য করে চলেছে ওই বোট। ওখানে ক্যানিয়ন গিয়ে মিশেছে প্রকাণ্ড মেসার সঙ্গে। জায়গাটা বেশ চওড়া।

রানা পাল্টা গুলি করবার আগেই ওর বাইপডের দু'পাশে তৈরি হলো দুই সারি বড় গিযার। এত কাছ দিয়ে বুলেট যাচ্ছে যে বাতাসের গরম হলকা লাগছে হাতে-মুখে।

জাংশনের আকাশে ভাসছে তৃতীয় পেনিট্রেটার, ওখান থেকে আসছে ট্রেসার বুলেট। পল ছেলেটাকে খুঁজছে এয়ার ফোর্সের লোকগুলো। কালো কপ্টারের ছয় ব্যারেলের ভালকান ক্যানন চালু করেছে। বিকট গর্জন চলছে, মাযলগুলো থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে উজ্জ্বল হলদে আগুনের জিভ।

বাইপডের ইঞ্জিনের পুরো শক্তি ব্যবহার করতে চাইল রানা। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বোট, বাঁক নিতে শুরু করেছে বামে। সরে যেতে হবে প্রেনিট্রেটারের গুলি-স্রোত থেকে!

নিজের কপালকে দোষ দিচ্ছে রানা। সরে যেতে হচ্ছে ওকে। দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডের পিছু নিতে পারবে না। ওকে যেতে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ রেকণ্ডোদের পিছনে, পুবের মেসার দিকে।

রানার পিছু নিয়েছে পেনিট্রেটার, নীচের দিকে তাক করেছে নাক, জ্বলজ্বল করে উঠল থ্রাস্টারগুলো।

ওই কপ্টার যেন ধেয়ে আসা আদিমকালের কোনও টি-রেক্স।

পানির ভিতর উড়ে চলেছে রানার বাইপড, প্রায় স্পর্শই করছে না ঢেউগুলোকে। দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডের পিছনে আঁকাবাঁকা ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল রানা। দুই পাশে পাথরের খাড়া দেয়াল। পিছনের আকাশ জুড়ে ধেয়ে আসছে হাঙর আকৃতির পেনিট্রেটার।

'কোনও বুদ্ধি বেরুল?' গানারের পড থেকে জানতে চাইল খবির।

'হ্যাঁ,' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'আর যাই করো, ভুলেও মরতে যেয়ো না!'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির।

নতুন করে গুলি শুরু করেছে পেনিট্রেটার, ওদের বাইপডের দু'পাশের পানিতে তৈরি হলো উঁচু গিযার।

এতই দ্রুত বামে সরতে শুরু করেছে রানা, পানি থেকে ভেসে উঠল বামদিকের পড। পাশের পানিতে লাগল কমপক্ষে এক শ'টা

গুলি।

এসব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তার উপর এবার পেনিট্রেটার থেকে ফেলা হলো দুটো টর্পেডো!

ওগুলো পড়তে দেখল রানা, বিস্ফারিত হলো ওর দুই চোখ। বিড়বিড় করে বলল, 'শালারা কাউকে বাঁচতে দেবে না!'

একে একে দুই টর্পেডো নেমে এল পানির ভিতর। পরের সেকেণ্ডে তৈরি করল দুটো বুদ্বুদ। সরু, ক্যানিয়নে দুই বাইপডের পিছু নিয়েছে টর্পেডোগুলো।

এক সেকেণ্ড পর দুই টর্পেডোর একটা তার নিজ লক্ষ্যস্থির করল। রানার বাইপড পছন্দ হয়েছে ওটার।

দ্রুতবেগে ডানে সরছে রানা, এক চোখ রেখেছে টর্পেডোর উপর। সামনে অদ্ভুত এক বোল্ডার লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে নিজে। ক্যানিয়নের ডানদিকের দেয়াল থেকে বেরিয়েছে ওই পাথরের খণ্ড, দেখলে মনে হবে স্রষ্টার তৈরি র‍্যাম্প।

রানার বাইপডের খুর কাছে পৌঁছে গেছে প্রথম টর্পেডো।

সরু খালের ভিতর তীর-গতি পেয়েছে বাইপড। কিন্তু ওটার ইঞ্জিনদুটোর পিছনে হাজির হয়েছে টর্পেডো। ঠিক তখনই পানি ছাড়ল রানার বাইপড, পাথুরে র‍্যাম্পের উপর দিয়ে ভয়ানক বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ তুলে ছেঁচড়ে চলল।

এক সেকেণ্ড পর র‍্যাম্পের মুখে বিস্ফোরিত হলো টর্পেডো। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল হাজারো পাথরের টুকরো। বেশিরভাগ গেল আকাশে, তৈরি করল পাথরের বড় এক গোলাপ ফুল।

লণ্ডভণ্ড এলাকা পিছনে ফেলেছে রানার বাইপড। আবারও লেকে ঝপাস্ করে নামল দুই খোলওয়ালা বোট, গতি এখনও তুমুল। ঝাঁকি সামলে নিয়ে রানা দেখল, বামে সরতে শুরু করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড। ওখানে ক্যানিয়নের বামদিকের দেয়ালে প্রায় গোলাকার এক সুড়ঙ্গ, সেদিকেই চলেছে।

থ্রটল আরও খুলে দিল রানা। পিছনে পানির ভিতর ধেয়ে আসছে দ্বিতীয় টর্পেডো। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওটা কোনও ক্ষুধার্ত কুমির।

বিদ্যুদ্বেগে গোলচে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড।

তিন সেকেণ্ড পর রানাও ঢুকল আঁধার টানেলের ভিতর।

ওদের পিছু নিয়ে আসছে টর্পেডো!

হেডল্যাম্প জ্বেলে নিয়েছে দুই বাইপডের ড্রাইভারই। সরু সুড়ঙ্গের ভিতর প্রায় এক শ' মাইল গতি তুলছে। পাশের ভেজা ও আঁধার দেয়াল সাঁৎ-সাঁৎ পিছনে পড়ছে। দুই বাইপড যেন ইনডোর কোনও রোলার-কোস্টার।

পুরো মনোযোগ দিয়েছে রানা ড্রাইভিং-এ।

বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠেছে উষ্ণ রক্ত।

ওদের গতি প্রচণ্ড।

একবার দেয়ালে আছড়ে পড়লে...

সুড়ঙ্গ বড়জোর বিশ ফুট চওড়া। প্রায় সিলিণ্ডারের মত গোল। দেয়ালের কাছে অগভীর পানি।

আন্দাজ দুই শ' গজ দূরে ছোট গোল এক আলো। ওদিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

'একদম কাছে চলে এসেছে!' হঠাৎ চেঁচাল খবির।

'কী?'

'দ্বিতীয় টর্পেডো!'

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা।

ওদের চেয়ে অনেক বেশি গতি তুলে আসছে টর্পেডো!

মাঝের দূরত্ব খুব দ্রুত কমছে!

আবারও সামনে চাইল রানা। ওদের মাত্র পাঁচ গজ দূরে অন্য বাইপড। জোরালো স্রোত পিছনে ফেলছে ওটার জেট ইঞ্জিন।

চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল রানার।

বাইপডগুলো চওড়ায় তেরো ফুট, চাইলেও সামনের বোটকে পাশ কাটাতে পারবে না ও!

বামে সরতে শুরু করেছে রানা। কিন্তু সামনের পথ আটকে দিল দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড। ডানদিক দিয়ে এগুতে চাইল রানা, এ পথেও বাধা দিচ্ছে সামনের লোকটা।

'এবার?' জানতে চাইল হতাশ খবির।

'জানি না... কিন্তু...' চুপ হয়ে গেল রানা। এক সেকেণ্ড পর বলল, 'শক্ত করে ধরো!'

'কী ধরব?'

'শক্ত করে কিছু!'

অগভীর পানির ভিতর তীব্র গতি তুলে সাপের মত মোচড়াতে মোচড়াতে আসছে টর্পেডো। কয়েক ফুট সামনে রানার বোটের স্টার্ন।

থ্রাস্টার আরও খুলে দিল রানা। ওর বাইপড চলে গেল সামনের বোটের খুব কাছে। সুড়ঙ্গ এখানে প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া। দুই সেকেণ্ড পর পাশাপাশি হলো অত্যাধুনিক দুই জলযান, গতি এক শ' মাইলের বেশি। বদ্ধ জায়গায় দুই ওয়াটারক্রাফটের মাঝে বড়জোর এক ফুট দূরত্ব।

রানা দেখল, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে চেয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকান ড্রাইভার।

'দোস্ত, খবর কী?' গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ। পরক্ষণে হাত নেড়ে টা-টা দিল। 'গুডবাই!'

ওর বোটের স্টার্নের নীচে নাক গুঁজতে শুরু করেছে টর্পেডো। ওই একইসময়ে থ্রাস্টারগুলো পুরো সামনে ঠেলল রানা, সেই সঙ্গে ডানপাশে জোর টান দিল স্টিয়ারিং ইয়কে।

বাঁক নিতে শুরু করেছে তীব্রগতি বাইপড, পরক্ষণে চড়ে বসল

গোলচে দেয়ালে। জোর ঝাঁকি দিয়ে পানি ছেড়েছে বোট, গতি এখনও এতই বেশি, এক মুহূর্ত মনে হলো ছাত বেয়ে উঠে উপুড় হয়ে আবারও নীচে এসে পড়বে।

চলবার বিরাম নেই টর্পেডোর, কোথাও মাথা গুঁজতে হবে। দেয়াল বেয়ে উপরে উঠেছে তার টার্গেট, কাজেই দ্বিতীয় টার্গেট খুঁজে নিল ওটা।

এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড।

বদ্ধ জায়গায় বিস্ফোরণটা হলো ভয়ঙ্কর।

হাজারো টুকরো হলো বাইপড, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল জ্বলন্ত জঞ্জাল। গোলচে সুড়ঙ্গের ভিতর লাফ দিয়ে ছাত চাটল আগুনের মস্ত এক লাল ফুটবল।

গতি কমেনি রানার বাইপডের, দুই সেকেণ্ড পর পিছলে নেমে এল পানিতে। চলেছে জ্বলন্ত আবর্জনার ভিতর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনে দপ করে নিভে গেল আগুনের কুণ্ডলী। পরক্ষণে সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রানা দিনের উজ্জ্বল আলোয়।

থ্রটল পুরো পিছিয়ে নিল রানা, একটু পর অনেক কমে এল গতি। তারপর থেমেই গেল বাইপড, সামান্য দুলছে।

রানা ভাবল, এটা বোধ হয় নতুন কোনও ক্যানিয়ন।

ওরা চুপচুপে ভেজা, পরস্পরের দিকে চাইল।

অনেক উঁচু প্রাচীরওয়ালা এক ক্যানিয়নে আছে ওরা।

বুঝবার চেষ্টা করছে কোথায় আছে। কয়েক মুহূর্ত পর রানা টের পেল, এটা নতুন ক্যানিয়ন নয়, পরিচিত শাখা ক্যানিয়ন। এখান থেকেই বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল ওরা। একটু দূরেই জাংশন। ওদিকেই থাকবার কথা বৈজ্ঞানিকের।

থ্রটল খুলে বাইপড ঘুরিয়ে নিতে চাইল রানা, নতুন করে ধাওয়া করতে হবে বয়েস ইংগিলসকে। কিন্তু থমকে যেতে হলো ওকে। অদ্ভুত দুপদুপ আওয়াজ আসছে ডানদিক থেকে!

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা।

ওদিকে এক হেলিকপ্টার। ক্যানিয়নের উঁচু দেয়ালের কারণে পুরো দেখা গেল না। পানির পঞ্চাশ ফুট উপরে ভাসছে।

ওখানে দুটো শাখা ক্যানিয়নের সঙ্গম।

কপ্টারটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চিনেছে রানা।

ওটা পেনিট্রেটার নয়। পেটটা অনেক মোটা।

বাতাসে ভাসছে সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার। শক্তিশালী, ওজনবাহী ট্র্যান্সপোর্ট ফড়িং। সবসময় ওগুলোর দুটো থাকে প্রেসিডেন্টের কপ্টারের পাশে। খুবই শক্তপোক্ত জিনিস, প্রচণ্ড শক্তি ইঞ্জিনের, ল্যাণ্ড করলে পিছনের লোডিং র‍্যাম্প মাটি স্পর্শ করে, পেটের ভিতর আঁটে পুরো সশস্ত্র পঞ্চান্নজন সৈনিক। অনেকে বলে এ জিনিস নরকে গেলেও আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে যাত্রীদেরকে।

প্রেনিট্রেটারের ভিতর বসতে পারে মাত্র তিনজন যোদ্ধা। বোধহয় ছেলেটাকে ফিরিয়ে নিতে সুপার স্ট্যালিয়ন এনেছে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা।

দুই ক্যানিয়নের মুখে ভাসছে ওটা, খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে। রানা আঁচ করল: বন্দি নেয়ার জন্য আসেনি, অন্য কোনও মতলব আছে ওটার।

বাইপড ঘুরিয়ে নিল রানা, খুব ধীর গতি তুলে এগুতে শুরু করেছে সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টারের দিকে।

'কী করতে চান?' জানতে চাইল খবির। 'ছেলেটা তো গেছে অন্য দিকে।'

'জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু পানিপথে গেলে ওই ছেলেকে পাব না। আসলে আমাদের দরকার নিজস্ব হেলিকপ্টার!'

তিন

সুপার স্ট্যালিয়নের পেটে হেডসেট কানে পরে বসে আছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো। একজন আকাশে ভাসিয়ে রেখেছে কপ্টার, অন্য দু'জন রোটরের গর্জনের ভিতর মাইক্রোফোনে কথা বলছে।

তাদের আরেকটা কাজ পলায়নরত দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড খুঁজে বের করা।

'পেনিট্রেটার ওয়ান, বিনকিউলার বলছি,' ডানদিকের জন বলল। 'আপনাদের ডানে একটা ক্যানিয়ন পড়বে। বোধহয় ওই পথেই ছেলেটাকে...'

দ্বিতীয় রেডিয়ো অপারেটার বলল, 'পেনিট্রেটার টু। উত্তর দিকে ফিরতে হবে। ওদিকের সরু ক্যানিয়নগুলো ভালভাবে দেখা দরকার। বামে পড়বে...'

এদের সামনের কমপিউটার স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে ক্যানিয়ন সিস্টেমের সবুজ মানচিত্র: মানচিত্রের বামদিকে তিনটে জ্বলজ্বলে বিন্দু: পি-১, পি-২ ও পি-৩ অক্ষর ও সংখ্যা বুঝিয়ে চলেছে তিন পেনিট্রেটার হন্যে হয়ে ক্যানিয়নগুলোর ভিতর খুঁজছে ইংগিলসের বাইপড।

মেসার কাছে "এল-জি" বিন্দু বলছে, ওটা বিনকিউলার বা সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার। কালো লাইনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, ইতিমধ্যে সেসব ক্যানিয়নে খোঁজ নেয়া হয়েছে।

দুই রেডিয়ো অপারেটার একের পর এক নির্দেশ পৌঁছে দিচ্ছে,

এদিকে কপ্টারের বালবের মত ক্যানোপির ভিতর থেকে নীচের ক্যানিয়নের দিকে চেয়ে আছে পাইলট।

বিকট আওয়াজ তুলছে কপ্টারের রোটরগুলো, লোকগুলোর কানে ভারী হেডসেট, আর সে কারণেই ক্রুরা কেউ ভোঁতা ধুপ্ আওয়াজ শোনেনি। তাদের প্রকাণ্ড কপ্টারের তলপেটে লেগেছে একটা ম্যাগহুক।

সুপার স্ট্যালিয়নের ঠিক নীচে এসে থেমেছে একটা বাইপড। রোটরের তুমুল বাতাস নাচাতে শুরু করেছে ছোট বোট। ওটা থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে গেছে সরু সুতলির মত দড়ি। ওটা রানার ম্যাগহুকের কালো রঙের কেভলার ফাইবার রোপ।

এইমাত্র বাইপড থেকে বেশ দ্রুতগতিতে আকাশ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা। ম্যাগহুকের ইন্টারনাল স্পুলার ওকে টেনে তুলছে কপ্টারের দিকে।

গম্ভীর চোখে উপরে চেয়ে আছে মাসুদ রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সুপার স্ট্যালিয়নের পেটের কাছে। পঞ্চাশ ফুট নীচে ক্যানিয়নের পানি, ওখানে টলমল করছে বাইপড। কপ্টারের ইমার্জেন্সি অ্যাক্সেস হ্যাচের পাশে থেমেছে ও। মেঝে থেকে নীচের দিকে খোলে ওই গোল দরজা। ম্যাগহুকের বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড ওকে ঝুলিয়ে রেখেছে আকাশে।

কপ্টারের আওয়াজ এতই বেশি, কানে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। সে-সঙ্গে তুমুল ঝড়ের মত বাতাস আসছে উপর থেকে। রানার নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো, ভেজা পোশাক সেঁটে গেছে গায়ে। ওয়েবিং থেকে ঝুলছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল, একবার এদিক আরেকবার ওদিক সরতে চাইছে।

সুপার স্ট্যালিয়নের রয়েছে রিট্র্যাক্টেবল ল্যাণ্ডিং গিয়ার, ওই পুরু কেবলের আইহোল শক্ত করে ধরল রানা। এবার ম্যাগহুকের নির্দিষ্ট বাটন টিপল। এবার উঠে আসবে খবির।

পঁচিশ সেকেণ্ড পর রানার পাশে উঠে এল তরুণ সার্জেন্ট।

এবার অ্যাক্সেস হ্যাচের প্রেশার-রিলিজ হ্যাণ্ডেল ধরল রানা। গলা ফাটিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি তৈরি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল খবির।

গায়ের জোরে হ্যাণ্ডেল মুচড়াল রানা, স্লট থেকে নীচের দিকে খুলে এল ইমার্জেন্সি হ্যাচ।

সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর ঝড়ো বাতাস টের পেল লোকগুলো। পিছনের কেবিনে হু-হু করছে তপ্ত হাওয়া। পরের সেকেণ্ডে মেঝের খোলা হ্যাচ গলে উঠে এল রানা। তিন সেকেণ্ড পর উঠল সার্জেন্ট খবির।

ওরা আছে কপ্টারের পিছনে, ট্রুপ কমপার্টমেন্টে। সামনে চওড়া কার্গো হোল্ড, ওদিকের ইস্পাতের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লে সামনে পড়বে ককপিট।

ঝট্ করে ঘুরে চেয়েছে দুই রেডিয়ো অপারেটার।

হঠাৎ কী হলো হোল্ডের ভিতর?

একইসঙ্গে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল দু'জন।

কিন্তু হোল্ডের দরজায় হাজির হয়েছে রানা ও খবির, হাতে উদ্যত অস্ত্র, প্রতিটি নড়াচড়া মাপা। রানার প্রথম গুলি ফুটো করে দিল ডানদিকের রেডিয়ো অপারেটারের হৃৎপিণ্ড। ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা। এক সেকেণ্ড পর খবিরের গুলি ইতিহাসের চরিত্র করে দিল দ্বিতীয় লোকটাকে।

ঘাড় ফিরিয়ে সবই দেখল পাইলট, বুঝতে দেরি হলো না গোলাগুলি শুরু হলে পরিস্থিতি তার পক্ষে যাবে না।

সুপার স্ট্যালিয়নের কণ্ট্রোল স্টিক সামনের দিকে ঠেলে দিল সে, প্রকাণ্ড কপ্টার সামনের দিকে নাটকীয়ভাবে হোঁচট খেল।

ভারসাম্য রাখতে পারল না খবির, পা পিছলে ধড়াস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ততক্ষণে ককপিটের দরজার কাছে চলে এসেছে রানা, সামনে ডাইভ দিল ও— মেঝে ঘষে এগুলো ওর বুক, দুই হাত দিয়ে খুলে রাখতে চাইল ককপিটের দরজাটা।

লাথি দিয়ে কবাট বন্ধ করতে চাইল পাইলট, যে ভাবে হোক ককপিট সিল করে দেবে।

কিন্তু অনেক বেশি চালু তার শত্রু।

দরজা দিয়ে কাঁধ ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা, পিছলে থেমেছে ককপিটের মেঝেতে। হাতে .৪৪ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল। ওটার মাযল তাক করেছে পাইলটের নাকের উপর।

'বাধ্য কোরো না,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

ট্রিগারের উপর চেপে বসেছে আঙুল।

হতবাক হয়ে গেছে পাইলট, ঝুলে পড়ল নীচের চোয়াল। মেঝেতে শুয়ে থাকা রানার দিকে চেয়ে তার মনে হলো— আসমানের কোথা থেকে এল এই লোক?

'মাথার উপর হাত তোলো,' বলল রানা।

এবার শোল্ডার হোলস্টারের দিকে ঝট্ করে হাত বাড়াল পাইলট।

বুম! করে উঠল ডেযার্ট ঈগল।

মগজের ভিতর বুলেট নিয়ে ধুপ্ করে পড়ল লোকটা।

'বাধ্য করলে,' বিড়বিড় করল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে পাইলট সিট থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল লাশ।

চার

রানা ও খবিরের সুপার স্ট্যালিয়ন সগর্জনে চলেছে সরু সব ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করেই সংকীর্ণ সব বাঁক পেরিয়ে যাচ্ছে রানা। ওরা চলেছে X ইন্টারসেকশন লক্ষ্য করে। ভাল করেই মনে আছে রানার, একাকী বাইপড গিয়ে ঢুকেছিল পশ্চিমের এক ক্যানিয়নে। কিছুদূর যাওয়ার পর আবারও ডানদিকে বাঁক নিয়েছিল। ওটা সরু ক্যানিয়ন ছিল।

সুপার স্ট্যালিয়নের কমপিউটার ইমেজের সাহায্যে পরিষ্কার ভাবে ক্যানিয়ন সিস্টেম দেখছে রানা। এখন চলেছে ওই সরু ক্যানিয়ন লক্ষ্য করে। ওটা এঁকেবেঁকে গেছে উত্তরে। ওদিকে রয়েছে চওড়া লেক, মাঝে ছোট এক মেসা।

ওদিকেই গেছে ইংগিলসের বাইপড।

কিন্তু পৌঁছে কী দেখবে, ভাবছে রানা।

ঠিক ওদিকেই কেন যাচ্ছিল দক্ষিণ-আফ্রিকানরা?

সরু, আঁকাবাঁকা সব ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে সুপার স্ট্যালিয়ন, দু'পাশে পাথুরে খাড়া দেয়াল। বেশ কয়েকটা বাঁক নিয়ে সংকীর্ণ এক মোড় ঘোরার পর সামনে পড়ল সেই এক্স জাংশন। ক্যানিয়নের ভিতর থেকে সুপার স্ট্যালিয়নের পেট-মোটা শরীর বেরুতেই হঠাৎ চমকে গেল রানা।

একেবারে সরাসরি সামনে এয়ার ফোর্সের এক পেনিট্রেটার!

কন্ট্রোল স্টিকে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, মাঝ আকাশে হোঁচট খাওয়ার মত করে থেমে গেল সুপার স্ট্যালিয়ন।

এক্স ইন্টারসেকশনের মুখে ভাসছে পেনিট্রেটার, খুব ধীরে ঘুরছে মাঝ আকাশে। নজর রেখেছে পাথুরে চার ক্যানিয়নের মুখে। অ্যাটাক কপ্টারটাকে প্রকাণ্ড এক ভাসমান হাঙর মনে হলো রানার।

শিকার খুঁজছে ওটা!

দেখেও ফেলেছে সুপার স্ট্যালিয়নকে!

রানার ককপিট ইন্টাকমে বলে উঠল কেউ, 'বিনকিউলার, পেনিট্রেটার থ্রি বলছি। স্যাটালাইট থেকে রিয়ালটাইম ইমেজারি পেলে?'

বরফের মত জমে গেল রানার হৃৎপিণ্ড।

বুঝতে দেরি হয়নি মস্ত বিপদে পড়েছে।

'খবির, জলদি! অস্ত্র কী আছে দেখো!'

চট্ করে শরীর ঘুরিয়ে পেট-মোটা সুপার স্ট্যালিয়নের মুখোমুখি হয়েছে পেনিট্রেটার।

'বিনকিউলার? শুনতে পাচ্ছ না?'

'নাকের কাছে একটা গ্যাটলিং গান,' খবির বলল, 'আর কিছু নেই।'

'আর কিছুই নেই?'

আকাশে মুখোমুখি ভাসছে দুই কপ্টার। নীচে পানির চওড়া জাংশন। দুই আকাশযানের মাঝে বড়জোর এক শ' গজ।

'না, আর কিছুই নেই।'

'বিনকিউলার,' সতর্ক হয়ে উঠেছে ইন্টাকমের কণ্ঠ, 'তোমার অথেনটিকেশন কোড বলো।'

পেনিট্রেটারের নীচের দিকের ডানা খেয়াল করল রানা। ওখান থেকে ঝুলছে বেশ কয়েকটা মিসাইল।

মনে হলো সাইডওয়াইণ্ডার।

সাইডওয়াইণ্ডার... ভাবতে শুরু করেছে রানা।

দুই সেকেণ্ড পর কন্সোলের টক বাটন টিপল। 'পেনিট্রেটার

গ্যানশিপ, মেজর মাসুদ রানা বলছি, ইউনাইটেড স্টেটস্ মেরিন কর্পসের সঙ্গে আছি। প্রেসিডেনশিয়াল ডিটাচমেন্টে। আপাতত এই কপ্টারের কমাণ্ডে আছি। এখন একটা কথাই বলতে পারি তোমাকে।'

'সেটা কী?'

'বুনো পশ্চিমের গান ফাইটারের মত ড্র করো,' চাপা স্বরে বলল রানা।

ওদিক থেকে কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা এল না। তারপর বলল, 'বেশ...'

'এসব কী পাগলামি করছেন আপনি?' ভুরু কুঁচকে রানাকে বলল খবির।

জবাব দিল না রানা, চোখ পেনিট্রেটারের ডানার উপর।

এক মুহূর্ত পর পেনিট্রেটারের বামদিকের ডানা থেকে ঝলসে উঠল অতি উজ্জ্বল সাদা আলো। রওনা হয়েছে এআইএম-৯এম সাইডওয়াইণ্ডার মিসাইল!

'হায় আল্লা...' শ্বাস আটকে ফেলল খবির।

সরাসরি আসছে মিসাইল। ওটার মাথা গম্বুজের মত, রাতের নক্ষত্র আকৃতির স্ট্যাবিলাইযিং ফিন, ঘুরতে ঘুরতে পিছনে আসছে ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলী।

স্থির হয়ে বসে রইল রানা, একদম চুপ।

'কী করছেন!' প্রায় ধমকে উঠল খবির। 'এভাবে মরবেন?'

অদ্ভুত একটা কাজ করল রানা, কন্ট্রোল স্টিকের ট্রিগারে চাপ দিল।

আর মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপর গন্তব্যে পৌঁছবে মিসাইল!

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল সুপার স্ট্যালিয়নের নাকের গ্যাটলিং গান। একসারিতে ছিটকে দিল উজ্জ্বল কমলা ট্রেসার বুলেট।

লেযারের মত বুলেটগুলোকে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে মিসাইলের

দিকে পাঠিয়েছে রানা। কপ্টার থেকে মাত্র বিশগজ দূরে মিসাইল, ঠিক তখনই বুলেট বিঁধল সাইডওয়াইণ্ডারের গম্বুজের মত মাথায়।

বিকট 'বুম!' আওয়াজে ফাটল মিসাইল। ওটা তখনও সুপার স্ট্যালিয়ন থেকে পনেরো গজ দূরে!

'কী হলো?' অবাক হয়ে বলল খবির।

নিজের কাজ শেষ করেনি রানা।

সাইডওয়াইণ্ডারের হুমকি নেই, এবার পেনিট্রেটার লক্ষ্য করে ট্রেসার বুলেট পাঠাল। এক শ' গজ দূর থেকেও দেখতে পেল, ওই কপ্টারের ককপিটে মিসাইল লঞ্চ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দুই পাইলট। কিন্তু দেরি হয়ে-গেছে তাদের।

রানার ট্রেসার বুলেটগুলো একের পর এক বিঁধতে শুরু করেছে পেনিট্রেটারের ক্যানোপির ভিতর। মনে হলো ঝড়ের মাঝে পড়েছে অ্যাটাক কপ্টার, পুরোপুরি অসহায় মাঝ আকাশে।

রানার ট্রেসারের স্রোত ঢুকছে পেনিট্রেটারের ককপিটে, দু' সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই জ্বলে উঠল কপ্টারের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। এক সেকেণ্ডও লাগল না, বিস্ফোরিত হলো গোটা কপ্টার। মস্ত আগুনের গোলক তৈরি হলো আকাশে, তারপর খসে পড়ল সব পানির উপর। ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে জ্বলন্ত সব জঞ্জাল টুপ করে ডুবে গেল। কিন্তু পানির উপর ভাসতে লাগল জ্বলন্ত তেল।

ওদিকে দ্বিতীয়বার চাইল না রানা, ঘুরিয়ে নিল সুপার স্ট্যালিয়ন, সোজা গিয়ে ঢুকল পশ্চিমের ক্যানিয়নে।

চলেছে ওরা সরু ক্যানিয়নের দিকে। ওদিকেই কোথাও রয়েছে বয়েস ইংগিলস ও সেই ছেলেটা।

'ওখানে চুপ করে বসেছিলেন কেন?' এবার কাঁপা কণ্ঠে জানতে চাইল খবির।

'কী বললে?'

'জানতাম না আপনি ট্রেসার বুলেট দিয়ে মিসাইল ফেলতে

পারেন।'

'অন্য মিসাইল হলে পারতাম না, ওটা পেরেছি কারণ সাইডওয়াইণ্ডার ছিল,' বলল রানা। 'ওটা হিট সিকার, ইনফ্রারেড সিস্টেমে টার্গেট লক করে। আর সেজন্য মিসাইলের গম্বুজ-মাথার ভিতর থাকে ইনফ্রারেড ডিভাইস। ভিতর দিয়ে র‍্যাডিয়েশন চলতে হবে, গম্বুজটা ধাতুর হলে চলবে না। আসলে সাইডওয়াইণ্ডারের গম্বুজ খুব পলকা প্লাস্টিকের। ওটা বড় একটা দুর্বলতা ওই মিসাইলের।'

'আপনি দুর্বলতা লক্ষ্য করে গুলি করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক বেশি ঝুঁকি ছিল।'

'আমি সরাসরি আসতে দেখেছি ওটাকে।'

'ক'জন মুখোমুখি হয় সাইডওয়াইণ্ডারের?'

'তা ঠিক, ঝুঁকি না নিয়েও কোনও উপায় ছিল না।'

'আপনি বোধহয় সবসময় ঝুঁকে নেন?' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল খবির।

তরুণ সার্জেন্টের দিকে ঘুরে চাইল রানা। জবাব দেয়ার আগে আরেকবার ভাবল, তারপর বলল, 'ঝুঁকি নিতে চাই না। কিন্তু অনেক সময় বিপদ এড়ানো যায় না।'

ওরা ঢুকে পড়েছে সরু এক ক্যানিয়নে।

পল ছেলেটাকে নিয়ে এদিকে এসেছে ইংগিলস।

ছায়াঘেরা ক্যানিয়ন, সামনে বাড়তেই দেখা গেল আরও সরু হয়ে উঠছে। দু'পাশের দেয়াল চেপে আসছে। সুপার স্ট্যালিয়নের রোটর থেকে একটু দূরে দু'পাশের খাড়া দেয়াল।

সরু ক্যানিয়নের ভিতর বিকট গর্জন ছাড়ছে প্রকাণ্ড কপ্টার। ছায়ার ভিতর দিয়ে সামনে বাড়ছে। অবশ্য কিছু দূর যাওয়ার পর বেরিয়ে এল সূর্যালোকে। নীচে চওড়া হয়েছে লেক। তার মাঝে

ছোট এক মেসা। দেখতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত। লেক ও মেসাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে তিন শ' ফুটি পাথুরে দেয়াল।

উপরের মরুভূমিতে চলছে তুমুল বালিঝড়, অন্যান্য প্রশস্ত এলাকার মতই এখানে ঝরঝর করে বালি নামছে পানিতে। যেন প্রবল বৃষ্টি, কাত হয়ে পড়ছে পর্দার মত। কপ্টারের উইণ্ডশিল্ডে এসে জোরালো ঠক-ঠক আওয়াজ তুলছে।

'কিছু দেখলে?' গলা উঁচু করে জানতে চাইল রানা।

'ওই যে! ওদিকে!' বামে মেসার উল্টোদিকের খাড়া দেয়ালে আঙুল তাক করল খবির। ওখানে গোলাকার লেক থেকে চওড়া এক ক্যানিয়ন চলে গেছে পশ্চিমে।

ঠিকই বলেছে তরুণ লেখক। ওখানে পানিতে ভাসছে খুদে রিভারক্রাফট। বালিঝড়ের তৈরি মাঝারি ঢেউয়ের ভিতর দুলছে।

হ্যাঁ, ওটা ওই দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডই!

আশপাশে অন্য কোনও জলযান নেই।

মরুভূমির মাঝের ওই পানিভরা জ্বালামুখের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। উচ্চতা কমিয়ে এনেছে। বেড়ে গেছে গতি। দুপদুপ আওয়াজ তুলছে রোটরগুলো।

দ্রুত এগিয়ে আসছে বাইপড। ওটার উপর চোখ রাখল রানা।

লেকের কিনারায় নোঙর ফেলেছে বাইপড। জ্বালামুখের খাড়া দেয়াল থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে।

আরও তিরিশ গজ গিয়ে কপ্টার স্থির করল রানা, ঘুরিয়ে নিল। পানি-সমতল থেকে দশফুট উপরে ভাসছে। উইণ্ডশিল্ডের উপর ঝরঝর করে পড়ছে বালি।

সতর্ক চোখে বাইপডের দিকে চাইল রানা।

খুদে জলযান থেকে পানির ভিতর নেমে গেছে একটা দড়ি।

নোঙর ফেলেছে বাইপড।

হঠাৎ করেই নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর।

বাইপডে কেউ!

বালি-বৃষ্টির ভিতর থলথলে চেহারার এক লোক বাইপডে। মাথাভরা টাক। দুই পা ভরে দিয়েছে বামদিকের পডে।

ওটা ড্রাইভারের পড।

বয়েস ইংগিলস!

উবু হয়ে কী যেন করছিল, দেখেনি তুমুল বালিঝড়ের ভিতর দিয়ে হাজির হয়েছে সুপার স্ট্যালিয়ন।

ডানদিকের পডে আরও কেউ।

আকারে ছোট।

গানারের ভয়ঙ্কর মেশিনগানের সামনে ওকে পিচ্চি লাগছে।

পল!

বহুক্ষণ পর স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

ফিরে পাওয়া গেল ছেলেটাকে।

সুপার স্ট্যালিয়নের বাইরের দিকের স্পিকারে গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ: 'ডক্টর বয়েস ইংগিলস, আমরা আপনাকে গ্রেফতার করছি! ছেলেটাকে আমাদের হাতে তুলে দিন! নিজেও উঠবেন কপ্টারে!'

মনে হলো না শুনতে পেয়েছে লোকটা। বাইপড থেকে কী যেন ফেলে দিল পানিতে। ওটা চারকোনা। ধাতব কিছু, একবার ঝিলিক দিয়েই টুপ করে ডুবে গেল।

লোকটা করছে কী? ভাবল রানা। ঘুরে চাইল খবিরের দিকে। 'খুলে দাও লোডিং র‍্যাম্প। কপ্টার ঘুরিয়ে পিছাবে।' জয়স্টিক দেখাল রানা। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কপ্টার। 'ছেলেটাকে আগে তুলে নেব।'

বাতাসে স্থিরভাবে ভাসছে কপ্টার। ষোলো সেকেণ্ড পর একই জায়গায় ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে লাগল। নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে লোডিং র‍্যাম্প।

বাইপডের কাছে পৌঁছে গেছে প্রকাণ্ড কপ্টার। পানির দশ ফুট উপরে স্থির হলো। খোলা লোডিং র‍্যাম্পের মুখে এসে দাঁড়াল রানা, হাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। অন্যহাতে হ্যাণ্ডমাইক। চারপাশ থেকে ছিটকে আসছে বালি-কণা।

মাইক্রোফোন ঠোঁটে তুলল রানা।

'ওই ছেলেকে দাও, ইংগিলস,' মাইকে গমগম করে উঠল ওর জোরালো কণ্ঠ।

মনে হলো না পাত্তা দিল লোকটা।

অবশ্য, নিজের সিটে ঘুরে বসল ছেলেটা। রানাকে দেখতে পেয়েছে। কপ্টারের লোডিং র‍্যাম্পের শেষমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে পরিচিত লোকটা।

ওকে চিনতে পেরেছে পল। খুশি হয়ে হেসে ফেলল। বার কয়েক এদিক-ওদিক নাড়ল দুই হাত।

পাল্টা হাত নাড়ল রানা। অবশ্য ওর মনোযোগ অন্যখানে।

ইংগিলস লোকটা কী করছে?

এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভাইরোলজিস্টকে।

সাদা শার্টের উপর দিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে স্কুবা ট্যাঙ্ক। বড় এক ডাইভিং মাস্ক ছুঁড়ে দিল ছেলেটার দিকে। হাতের ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, এবার কী করতে হবে।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

স্কুবা গিয়ার দিয়ে কী করছে ব্যাটা!

ঘটনা যাই হোক, তাকে ঠেকাতে হবে!

বাইপডের বো-র উপর পিস্তলের নল তাক করল রানা। গুলি করলে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, বাপ-বাপ করে ইংগিলস...

কিন্তু ঠিক তখনই ওর মাথার একটু উপরে বিকট আওয়াজ হলো। ঝট্ করে মুখ তুলল রানা, মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়েছে সুপার স্ট্যালিয়নের টেইল রোটর!

ওটা যেন ঝড়ে পড়া গাছের ভাঙা ডাল!

কপ্টার থেকে ছিটকে গেল পানির দিকে!

পরক্ষণে পাক খেতে শুরু করল গোটা কপ্টার, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সরে যাচ্ছে বাইপড থেকে!

টেইল রোটর হারিয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সুপার স্ট্যালিয়ন। অস্বাভাবিক দ্রুত নীচে নামল। যে-কোনও সময়ে ধুপ্ করে পড়বে পানির ভিতর।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা।

কপ্টারের কন্ট্রোল স্টিক নিয়ে লড়ছে খবির। কিন্তু ওই জিনিস আর স্থির হওয়ার নয়।

চরকির মত ঘুরতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড কপ্টার। নাক তাক করেছে পানির দিকে।

পিছনের কার্গো বে-তে উল্টোদিকের দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রানা। তারই ভিতর কীভাবে যেন খপ করে ধরেছে এক ক্যানভাস সিটের উপর অংশ।

বিকট ঝপাস্ আওয়াজ তুলে লেকে নামল সুপার স্ট্যালিয়ন। নানাদিকে ছিটকে গেল বিপুল পানি, বাতাসে ভেসে উঠল লক্ষকোটি সাদা কণা।

লেকের ভিতর নাক ডুবিয়েছে প্রকাণ্ড কপ্টার, নামতে শুরু করেছে অতলে। তবে দশ সেকেণ্ড পর আবারও ভারসাম্য ফিরে পেল আকাশযান, পানি-সমতলে হাবুডুবু শুরু করেছে।

আর কোনও উপায় না দেখে কিল সুইচ টিপে দিয়েছে খবির, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে ইঞ্জিনগুলো। গতি কমছে রোটরগুলোর।

প্রকাণ্ড কপ্টার এমনভাবে তৈরি, পানিতে পড়লেও কিছুক্ষণ ভাসবে। কিন্তু কার্গো হোল্ডে হুড়মুড় করে উঠছে লেকের পানি।

এখনও খোলা রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প ভাসছে, এ ধরনের জরুরি ল্যাণ্ডিঙের জন্য ওটা তৈরি— কিন্তু পানি আসছে কপ্টারের ছোট

অ্যাক্সেস হ্যাচ দিয়ে। সুপার স্ট্যালিয়নে উঠবার পর ওই পথ বন্ধ করেনি রানা ও খবির।

তার মানে বেশিক্ষণ ভাসবে না কপ্টার।

দ্রুত ডুবছে।

এক দৌড়ে ককপিটে হাজির হলো রানা। 'কী হলো, খবির? ডুবছে কেন?'

'ওদের কারণে,' বলল খবির। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল উইণ্ডশিল্ড। 'ওরা এসেছে!'

উইণ্ডশিল্ড দিয়ে উঁকি দিল রানা।

পানির একটু উপরে, সামান্য দূরে, বালি-পর্দার ভিতর দিয়ে দেখা গেল বাইপডের খুবই কাছে এয়ার ফোর্সের অবশিষ্ট দুই পেনিট্রেটার!

অকল্পনীয় দ্রুত ডুবতে শুরু করেছে ওদের সুপার স্ট্যালিয়ন।

অ্যাক্সেস হ্যাচ দিয়ে গলগল আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকছে পানি, ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। কপ্টারের পিছন অংশ নামতে শুরু করেছে লেকের মেঝের দিকে।

হুড়মুড় করে পানি ঢুকছে, বেশিক্ষণ নেই ওরা ডুবে মরবে।

একমিনিট পেরুবার আগেই তলিয়ে গেল রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প। ওদিক দিয়ে আসতে শুরু করেছে আরও অনেক বেশি পরিমাণে পানি।

ককপিটে গোড়ালি পানিতে দাঁড়িয়ে রইল খবির ও রানা। হঠাৎ কপ্টারের সামনের দিক নাক তুলল আকাশের দিকে।

সিটের উপর অংশ ধরে ভারসাম্য রাখল ওরা।

'আর কোনও ঝুঁকিপূর্ণ বুদ্ধি আসছে, স্যর?' স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে জানতে চাইল খবির।

'আপাতত নয়।'

ক্রমেই ডুবছে সুপার স্ট্যালিয়ন, পিছনদিক পুরোপুরি তলিয়ে

গেছে।

কোমরে ঝুলন্ত ফুটবলের দিকে একবার চাইল রানা; তারপর চোখ রাখল ককপিটের উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে।

পেনিট্রেটার দুটো চলে গেছে ইংগিলসের বাইপডের সামনে, ওখানেই থামল আকাশে। খুদে রিভারক্রাফটের উপর ওগুলো যেন প্রকাণ্ড কোনও ক্ষুধার্ত শকুন।

নিজ পডে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এয়ার ফোর্সের কালো কপ্টারগুলোর দিকে চেয়ে আছে ইংগিলস। রাগ নিয়ে দুই হাত নাড়তে শুরু করেছে, কী যেন বলছে। লোকটাকে হেরে যাওয়া এক পিশাচ মনে হলো রানার। যেন রাগী পাখিগুলোর কাছে হারতে রাজি নয় সে।

হঠাৎ বামপাশের পেনিট্রেটারের বাম ডানা থেকে ছিটকে বেরুল এক স্টিংগার মিসাইল, পিছনে ফেলছে সাদা ধোঁয়া।

মিসাইল গিয়ে লাগল ইংগিলসের পডে, পানি থেকে ছিটকে গেল চুরচুর হওয়া টুকরোগুলো।

এক সেকেণ্ড আগে বয়েস ইংগিলস ওখানে ছিল, পরের সেকেণ্ডে সে উধাও হয়ে গেছে। ওখানে এখন শুধু সবুজ পানি ও সাদা ফেনা।

টোকাও পড়েনি ছেলেটার পডে, শান্তভাবে ভাসছে ওটা, একটু একটু দুলছে। নড়ছে না দুই পেনিট্রেটার।

ডুবন্ত সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর থেকে চেয়ে রইল রানা। নীরবে একবার ঢোক গিলল।

এরা মিসাইল দিয়ে ইংগিলসকে উড়িয়ে দিয়েছে!

সুপার স্ট্যালিয়নের চার ভাগের তিন ভাগ ডুবে গেছে। ভেসে আছে শুধু গম্বুজের মত কাঁচের উইণ্ডশিল্ড নিয়ে ককপিট ও রোটরগুলো।

উইণ্ডশিল্ডের বাইরে ছল-ছলাৎ শব্দে পানি এসে লাগছে।

একবার পিছনে চাইল রানা। গোটা কার্গো হোল্ডে গাঢ় সবুজ পানি, ধীরে ধীরে উঠে আসছে ককপিটের দিকে।

একটু নড়ে উঠল কপ্টার, আরও ডেবে গেল নীচের দিকে।

উইণ্ডশিল্ডের উপর চাপড় দিল সবুজ রঙের ঢেউ।

চেয়ে রইল রানা। অর্ধেক ধ্বংস হওয়া বাইপডের উপর স্থির হলো এক পেনিট্রেটার। ওখান থেমে নামিয়ে দেয়া হলো রেসকিউ হার্নেস। তুলে নেবে পলকে।

'কিছুই করতে পারলাম না,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

ক্রমেই নীচে চলেছে বিধ্বস্ত কপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা দেখল, গোটা উইণ্ডশিল্ড জুড়ে খেলছে সবুজ ঢেউ। তার ভিতর আবছা দেখা গেল, একটা ছায়া তুলে নেয়া হলো উপরের দিকে।

এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা হার্নেস ব্যবহার করে সরিয়ে নিয়েছে পলকে।

সামনে শুধু সবুজ পানির ঢেউ দেখছে রানা। কিছুই করবার নেই ওদের।

সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর কে আছে ভাল করেই জানে এয়ার ফোর্সের দুই পেনিট্রেটারের কমাণ্ডোরা।

এরা এই কপ্টারকে বিনকিউলার হিসাবে ডাকত। নিশ্চয়ই অন্য কোনও দ্বিতীয় ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করেছে। যখন কোনও জবাব পায়নি, তখনই বুঝে গেছে সব। আসলে সুপার স্ট্যালিয়নের ট্র্যান্সপণ্ডার সব বুঝিয়ে দিয়েছে। লোকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। আর পেয়ে গেছে বয়েস ইংগিলস ও ছেলেটাকে!

পানি থেকে সামান্য উপরে বাতাসে ভাসছে দুই পেনিট্রেটার। চোখ রাখবে নিমজ্জিত সুপার স্ট্যালিয়নের উপর। কেউ সাঁতার কেটে ভেসে উঠলে...

সামনের পেনিট্রেটারের ককপিটে বসেছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের

চিফ, ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। নীচের দিকে চেয়ে আছে সে।

এইমাত্র ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল সুপার স্ট্যালিয়ন। দু' সেকেণ্ড পর ডুবে গেল রোটর ব্লেডগুলোও।

পানি থেকে উঠতে শুরু করেছে মস্ত বড় বড় বুদ্বুদ। একেকটা বুদ্বুদ উঠে আসা মানেই ওই কপ্টারের ভিতর পানি ঢুকছে।

অপেক্ষা করছে দুই পেনিট্রেটার।

সবুজ পানির আরও নীচে তলিয়ে যাচ্ছে সুপার স্ট্যালিয়ন। বুদ্বুদ উঠছে ওটা থেকে।

ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট ও তার কমাণ্ডোরা। পানির নীচ থেকে ভেসে ওঠেনি কেউ। আরও কিছুক্ষণ পর থেমে গেল বুদ্বুদ ওঠা।

তারপরও পেনিট্রেটার নিয়ে রওনা হলো না কেউ।

নিশ্চিত হতে হবে নিমজ্জিত কপ্টারের অক্সিজেন ফুরিয়েছে।

কয়েক মিনিট পেরুতেই পানি-সমতল পুরোপুরি শান্ত হলো।

তারপরও অপেক্ষা করল দুই পেনিট্রেটার।

অস্ত্র তৈরি রেখেছে।

ঘড়ির কাঁটা দেখে আরও দশমিনিট পার করল ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। নিশ্চিত হলো পানির গভীর থেকে উঠে আসবে না কেউ।

ডুবে যাওয়া সুপার স্ট্যালিয়ন অনেক আগেই লেকের মেঝেতে নেমে গেছে। কেউ উঠে আসেনি, আসবেও না আর কখনও।

কোনও এয়ার পকেট পেয়ে গেলেও এতক্ষণ বাঁচত না কেউ। অক্সিজেন ফুরিয়ে যেত, ওখানে থাকত শুধু কার্বন-ডাইঅক্সাইড।

এবার নিশ্চিত হয়ে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন হার্ট। আকাশে ঘুরে গেল দুই অ্যাটাক কপ্টার, রওনা হয়ে গেল এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ, সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর মাসুদ রানা বা ওর সঙ্গী নিশ্চিত ভাবেই মারা গেছে!

পাঁচ

ইউটা রাজ্যের এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন।

পাতাল লেভেল চার।

চারপাশে আবছা আলো।

অবযার্ভেশন ল্যাবে চুপ করে বসে আছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং ও ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ঘেঁষে বিড়ালের আদুরে বাচ্চার মত বসেছে মাথা-মোটা চাটা চাক কোসলোস্কি ও ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার হফসন নিরো।

'এবার আমাদের রওনা হওয়া উচিত,' নীরবতা ভাঙল তিশা।

'ঠিক কী ভাবছ, তিশা?' জানতে চাইল নিশাত।

'না, আপাতত কোথাও যাওয়া উচিত হবে না,' কড়া স্বরে বলল কোসলোস্কি।

'যে-কোনও সময়ে এখানে বিপদ হবে,' নিচু কণ্ঠে বলল তিশা।

'তুমি কিছুই বোঝো না, এটা লুকাবার খুবই ভাল জায়গা।'

'চলার পথে থাকাই ভাল। একই জায়গায় বসে থাকলে যে-কোনও সময়ে আমদেরকে খুঁজে নেবে। প্রতি বিশমিনিটে একবার করে সরে যাওয়া উচিত।'

'এই দারুণ তথ্য কোন্ মিলিটারি বইয়ে পেলে?' টিটকারির সুরে বলল কোসলোস্কি।

'আপনি পড়েননি? আপনাদের দেশের মিলিটারি অফিসার

ক্যানডিডেট স্কুলের ট্রেইনিং ম্যানুয়ালে আছে,' বলল তিশা। 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইভেসিভ টেকনিক্স্। ...তা ছাড়া, আরেকটা ব্যাপার পরখ করা উচিত।'

'জুনিয়ার অফিসারের মুখে বেশি কথা পছন্দ নয় আমার,' ত্যক্ত স্বরে বলল কোসলোস্কি।

'আমরা আমেরিকান মিলিটারি অফিসার নই,' কোসলোস্কির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিশাত। 'আর আপনার কথায় মরতেও চাই না।' তিশার দিকে মাথার ইশারা করল ও। 'আমার ধারণা, আপনার চেয়ে অনেক যোগ্য ওই পিচ্চি মেয়ে। লড়াইয়ের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখে। ওর উপর ভরসা করা যায়। আপনার বিষয়ে অতটা নিশ্চিত নই আমি।'

'ক্যাপ্টেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে...'

'কর্নেল কোসলোস্কি,' উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। 'আজ সকালে দুই-দুইবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে লেফটেন্যান্ট তিশা—একবার ট্রেনে, আরেকবার প্ল্যাটফর্মে। দু'বারই বুদ্ধির ছাপ দেখেছি ওর ভিতর। ওখানে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে মারা পড়ত অনেকেই। ওর বিবেচনার উপর আস্থা রাখছি আমি বিনা দ্বিধায়।'

চুপ হয়ে গেছে সবাই।

তিশার দিকে ঘুরে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'লেফটেন্যান্ট, এই পরিস্থিতিতে ঠিক কী করতে চান?'

মৃদু হাসল তিশা। ঝলমল করে উঠল চোখের কালো দুই মণি।

'স্যর, আগে আপনার হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটারের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

ওয়াশিংটন ডি.সি।

পেন্টাগন।

এ ঘরে কোনও জানালা নেই, বদ্ধ পরিবেশ।

ভূ-গর্ভস্থ দ্বিতীয়তলা: এখানে কাজ নিয়ে চুপচাপ ব্যস্ত কেভিন কনলন। ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্সের স্পেশাল এরিয়া এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইনের টেলিফোন বক্তব্যগুলো নিয়ে আবারও বসেছে ও।

গুনগুন করে গান গাইছে কনলন, খুশি। দু' দিকের তিন লোকের আফ্রিকান্‌স্‌ ভাষান্তর করা শেষ।

তবুও ইংরেজিতে দুটো বক্তব্যের কারণে মনের ভিতর খচখচ করছে। ওগুলো কেন আফ্রিকান্‌স্‌-এর ভিতর?

আবারও পড়ল কনলন দুই মেসেজ:

১৬-জুন ১৯:৫৬:০৭
ইংরেজি:
তৃতীয় কণ্ঠ: সব ঠিকঠাক আছে। ঠিক তৃতীয় দিন।
২২-জুন ১৯:৫০:২৬
ইংরেজি:
তৃতীয় কণ্ঠ: মিশন শুরু হয়ে গেছে।

একটা বিষয়ে নিশ্চিত: এই দুই মেসেজে একই লোক কথা বলেছে।

পুরুষ কণ্ঠ। সুরে বোঝা গেছে, সে চায়নিজ। ধীরে ধীরে কথা বলে, চিবিয়ে চিবিয়ে।

নাকের উপর অংশে চশমা তুলে নিল কনলন, কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে।

বের করেছে বিশেষ একটা অ্যানালিসিস প্রোগ্রাম।

ওটার মাধ্যমে টেপ করা কণ্ঠগুলোর ডিজিটাল সিগনেচার বা ভয়েসপ্রিন্ট তুলে দিল ডিআইএ-র মেইনফ্রেম কমপিউটারে। গত বিশবছরে যত মানুষের কণ্ঠ গোপনে সংগ্রহ করেছে ডিআইএ,

সেগুলোর সঙ্গে এসব স্বর তুলনা করতে শুরু করেছে সুপার কমপিউটার।

স্ক্রিনে বিদ্যুদ্বেগে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য স্পাইক। এজেন্সির বিশাল ডেটাবেস ভয়েসপ্রিন্ট ঘাঁটতে শুরু করেছে কনলনের প্রোগ্রাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই বিপ্ করে উঠল কমপিউটার:

সিক্স ম্যাচ ফাউণ্ড
ডিসপ্লে অল ম্যাচেয?

'নিশ্চয়ই,' বিড়বিড় করল কনলন।
ওয়াই 'কি' টিপে দিল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল ছয়টি এন্ট্রি:

নং ॥ ডেট ॥ ডিভিশন ॥ সোর্স ॥
ফাইল ওয়ান:
মে ২৮
স্পেস ডিভ-০১
স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ)
টু.
০৭-জুন
স্পেস ডিভ-০১
স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ)
থ্রি.
১৭-জুন
স্পেস ডিভ-০২ ইউএসএএফ-এসএ(আর) ০৯ (ফাইল ০০৯-১২ ডি)
ফোর.
স্পেস ডিভ-০২ ইউএসএএফ-এসএ(আর) ০৯ (ফাইল ০০৯-

১২ ডি)

ফাইভ.

০২-জুলাই

স্পেস ডিভ-০১

স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ)

সিক্স.

০৩-জুলাই

স্পেস ডিভ-০১

স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ) .

'বুঝলাম,' মনে মনে বলল কেভিন কনলন।

স্ক্রিন থেকে বাতিল করে দিল তৃতীয় এবং চতুর্থ এন্ট্রি। ও-দুটো একটু আগে শুনেছে। ডেসিগনেটার তারই ডিভিশন। অর্থাৎ, স্পেস ডিভ-০২।

অন্য চার মেসেজ অবশ্য এসেছে সেকশন ওয়ান থেকে। ওটা স্পেস ডিভিশনের একনম্বর ইউনিট, অ্যাপার্টমেন্টের আরেক দিকে।

সেকশন ওয়ানের ফাইল থেকে এসেছে মেসেজ। অর্থাৎ, স্যাটালাইট সার্ভেইল্যান্স।

বেশ ক' বছর ধরে সেকশন ওয়ান অন্য দেশের স্যাটালাইট ট্র্যান্সমিশন ধরবার চেষ্টা করছে।

কনলন মনোযোগ দিল প্রথম এন্ট্রির উপর। ওটা:

২৮, মে

স্পেস ডিভ-০১

স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৭৮এ)

(ইংরেজি)

প্রথম কণ্ঠ: আগামী জুলাইয়ের তিন তারিখে পরীক্ষা করা হবে ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন। সরিয়ে নেয়ার ইউনিট কোথায়?

ভুরু কুঁচকে গেল কেভিন কনলনের।

প্রথম মেসেজে ভাইরাসের কথা বলেছে, পরেও একই বিষয় এসেছে।

০৭, জুন।
স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট
(ইংরেজি)

হুয়াং ল্যাবোরেটরি থেকে ভাইরাস আনতে গেছে লেফটেন্যান্ট লি ওয়াং এবং সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট কিম শাং।

ওদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। ভাইরাসের মূল্য হিসাবে দুই বিশ্বাসঘাতককে বিশ মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে বলা হয়েছে। দশ মিলিয়ন করে পাবে তারা। চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সের হাতে তাদেরকে তুলে দিতে পারেন।

তারিখ ও সাল দেখে নিল কনলন। পাঁচ বছরেরও বেশি, ভাবল। হুয়াং ল্যাবোরেটরি। ওটা চায়নিজ বায়োওয়েপন্স প্রডাকশন ফ্যাসিলিটি। আর ওখানকার দুই লোককে দেয়া হয়েছে বিশ মিলিয়ন ডলার।

আগ্রহী হয়ে উঠেছে কেভিন কনলন। জানতে হবে আসলে কী ঘটেছে।

০২-জুলাই
স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট
(চায়নিজ–ইংরেজি)

প্রথম কণ্ঠ: বুঝতে পেরেছি। আমাদের নীল ড্রাগন তৈরি। ভাইরাসের অ্যান্টিডোট পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের খেলা শুরু হবে।

এ আবার কী, ভাবল কনলন। তারিখ গতকালের।
নীল ড্রাগন?
কথা তো চলছিল ভাইরাস...

০৩-জুলাই
স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট
প্রথম কণ্ঠ: আমি ডক্টর তাই লি। এয়ার বেস যিরো নাইনে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট নিয়ে তৈরি লি ওয়াং এবং কিম শাং।

আপনাদের লোক তাদের সঙ্গেই আছে। ক্যাপ্টেন লি ওয়াং, লেফটেন্যান্ট কিম শাং; কর্পোরাল ও সার্জেন্ট যি চিং-হুয়া, চুই কুয়েং, দে গাও, ক্যাং লি, লং মেং, নিং লং, কুয়েং পেং-র ভিতর বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে আপনাদের দেয়া এক শ' মিলিয়ন ডলার। সঠিক সময়ে তাদেরকে নিয়ে রওনা হব।

তারিখ ও সাল দেখে নিল কনলন। আজকের মেসেজ এটা। মেসেজের নামগুলোর দিকে চেয়ে আছে ও। আর ঠিক তখনই দড়াম করে খুলে গেল পাতাল-ঘরের দরজা। ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকলেন ওর বস্, টাকমাথা এক কূটনীতিক। নাম তার বেঞ্জামিন এল হোম্স্। ভদ্রলোকের পিছনে গটমট করে বুটজুতোর আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকেছে তিন মিলিটারি পুলিশ।

হলঘরের আরেক প্রান্তে মিস্টার হোমসের অফিস, সরকার থেকে নতুন চায়নিজ আর্মির স্পেস শাটলের উপর চোখ রাখবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে।

'কনলন!' ধমকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'এখানে বসে কী করছ, অ্যাঁ!'

মস্ত ঢোক গিলল কেভিন কনলন। মিলিটারির লোকগুলো ওর বুকের উপর তাক করেছে এমপি-১০!

তোতলাতে শুরু করল ও, 'আ... আসলে...'

'তুমি কোন্ আক্কালে আমাদের ইন্টারসেপটেড ট্র্যান্সমিশন দেখছ?' মনে হলো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন মোটা ভদ্রলোক।

'এটা আপনাদের অপারেশন?' নিরীহ স্বরে বলল কেভিন।

'হ্যাঁ, আমাদের! কোন্ অধিকারে সেকশন ওয়ানের ক্লাসিফায়েড ইনফর্মেশন মেইনফ্রেম থেকে নিচ্ছ?'

একদম চুপ হয়ে গেল কনলন, গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে গেছে। ওদিকে চেঁচিয়ে চলেছেন ওর বস।

তারপর হঠাৎ করেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল কনলনের কাছে।

'হায় যিশু,' বিড়বিড় করে বলল।

'যিশু তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, গাধা!' ধমক দিলেন হোমস। 'আমি পারি, যদি চাই!'

অস্ত্রের মুখে নিজের বক্তব্য বলতে শুরু করল কনলন।

এবং পাঁচ মিনিট পর নিজে হোমস দরদর করে ঘামতে লাগলেন ডিআইএ-র দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের সামনে। বদ্ধ ঘরে এসি চলছে, কিন্তু ঘামতে শুরু করেছে দুই ডিরেক্টরও।

অফিসের চারপাশে একের পর এক সুপার কমপিউটার, কন্সোলগুলোর সামনে বসেছে টেকটিশিয়ানরা। চায়নিজ আর্মির লঞ্চ করা স্পেস শাটল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এখন তাদের মূল কাজ।

'স্যর, এখন এয়ার বেস যিরো নাইনের পারসোনেল লিস্ট দরকার,' খুশি মনে হাই-র‍্যাঙ্কিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরদেরকে জানাল কেভিন।

তিন মিনিট পর হাজির হলো ওই তালিকা।

ওটার উপর চোখ বোলাল কেভিন। জোরে জোরে পড়তে শুরু করেছে:

ইউনাইটেড স্টেট্স্ এয়ার ফোর্স
স্পেশাল এরিয়া (রেসট্রিকটেড) এয়ার বেস যিরো নাইন
অন-সাইট পারসোনেল
ক্লাসিফিকেশন: টপ সিক্রেট

এবার একের পর এক অফিসার ও সৈনিকের নাম উচ্চারণ করে পড়তে লাগল কেভিন।

তালিকার শেষে সিভিলিয়ান স্টাফদের নাম:

ডক্টর বয়েস ইংগিল্স্, মেডি
ডক্টর তাই লি, মেডি
ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস, মেডি

তালিকা পড়া শেষে বলল কেভিন, 'এর ভিতর একটা প্যাটার্ন দেখছেন, স্যর?' তালিকার উপর ঝুঁকে এলেন দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। 'এবার দেখুন,' বলল কনলন, 'এসব অফিসার ও সৈনিক মূল তালিকায় নেই।

'হ্যাঁ, ওয়াং ইউনিটের কথা উল্লেখই করা হয়নি। এদের সঙ্গে রয়েছে ডক্টর তাই লি। টেপের ওই লোক।'

তালিকা থেকে মুখ তুলল কেভিন। 'ওই এয়ার বেসে আছে নকল একটা কমাণ্ডো ইউনিট। এদের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছে চায়নিজ আর্মির উচ্চপদস্থ কেউ। আর ওই নতুন চায়নিজ স্পেস শাটল অপেক্ষা করছে চায়নিজ লোকগুলোর জন্যেই।'

ছয়

'ওয়াং ইউনিট, রিপোর্ট...'

'ওয়াং ইউনিট লিডার বলছি,' জবাব দিল ক্যাপ্টেন লি ওয়াং। চাপা স্বরে কথা বলে সে, প্রতিটি শব্দ মাপা। 'আমরা লেভেল থ্রি-তে, লিভিং কোয়ার্টারে। পাতাল দুই হ্যাঙার লেভেল দেখা শেষ। ওখানে কেউ নেই। এবার আরও নীচে নামব। সে-সঙ্গে কাভার করব স্টেয়ারওয়েলগুলো।'

'বুঝলাম, ওয়াং লিডার...'

'স্যর,' আরেক রেডিয়ো অপারেটার ঘুরে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকসের দিকে। 'এইমাত্র লেক থেকে ফিরেছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিট। তারা বাইরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে ওই ছেলে।'

'গুড। ক'জনকে হারিয়েছে?'

'পাঁচজন, স্যর।'

'আপত্তিকর নয়। ...আর বয়েস ইংগিলস?'

'মারা পড়েছে।'

'গুড, ভেরি গুড। উপরের দরজা দিয়ে ওদেরকে আসতে বলো।'

লেভেল চারের পুবদিক লক্ষ্য করে হেঁটে চলেছে তিশা ও অন্যরা।

তিশার পাশে চলে গেল নিশাত, নিচু স্বরে বলল, 'এখন যে পরিস্থিতি, এতে এ কথা বলার কথা নয়, কিন্তু জানতে ইচ্ছা করছে— গত শনিবার রানার সঙ্গে তোমার ডেট কেমন হয়েছিল?

তুমি কিন্তু এ ব্যাপারে একটা কথাও বলোনি।'

দুষ্টু হাসল তিশা। 'বুকের কৌতূহল আর রাখতে পারছেন না, আপা?'

'না...আসলে...'

বিষণ্ন হাসল তিশা। 'যেমন ভেবেছিলাম, তেমন হয়নি, আপা।'

'খুলে বলো তো!'

অস্ত্র হাতে নিশাতের পাশে হাঁটছে তিশা। 'পটোম্যাক নদীর ধারে ছোট্ট সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম। অনেক কথা হলো। বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর আবারও ফিরলাম হোয়াইট হাউসে। আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত এল। আশপাশে কেউ ছিল না। খুব বেশি আশা করিনি যে চুমু দেবে। কিন্তু ভেবেছিলাম, অন্তত একবারের জন্য হাতটা ধরবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম... বিদায় নিতেও দ্বিধা... কিন্তু একবারের জন্য হাতটা পর্যন্ত স্পর্শ করল না। বোকাবোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমার অস্বস্তি কাটিয়ে রানা বলল, "ঠিক আছে, তিশা, এবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। পরে হয়তো আবারও কোথাও বেড়াতে যাব।" ব্যস, কলের পুতুলের মত ঢুকে পড়লাম ঘরে, আর ঘুরে নিজের রুমের দিকে চলে গেল রানা।'

চোখ সরু হয়ে গেছে নিশাতের। 'দাঁড়াও, নাগালের মধ্যে মাসুদ রানাকে পেয়ে নিই, এমন ঝেড়ে দেব...'

'না, আপা,' বলল তিশা। স্টেয়ারওয়েলের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। 'ওকে বলবেন না কিছু বলেছি আমি।'

'হুম্, ওর ঘাড় ভেঙে দেব আমি,' বলল নিশাত।

'এখন থাক এসব, চলুন অন্য দিকে মন দিই,' বলল তিশা।

আস্তে করে সামান্য ফাঁক করল ও ফায়ার ডোর। মুখের পাশে রেখেছে অস্ত্র। উঁকি দিল ওদিকে।

স্টেয়ারওয়েল আঁধার, থমথম করছে চারপাশ।

কেউ নেই।

'স্টেয়ারওয়েলে কেউ নেই,' বলল তিশা।

পুরো খুলে দিল দরজা, উঠে গেল কয়েক ধাপ।

তিশার পিছনে চলে এসেছে নিশাত, অস্ত্রের নল বরাবর সামনে দেখছে।

উঠে এল সবাই লেভেল থ্রি-র ল্যাণ্ডিঙে। ওখানে কমপ্লেক্সের লিভিংরুম কোয়ার্টারে যাওয়ার দরজা।

চারপাশে কেউ নেই।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, ভাবল তিশা।

ল্যাণ্ডিং পাহারা দিচ্ছে না কোনও কমাণ্ডো। এমনকী সাধারণ কোনও সেন্ট্রিও নেই। কমপ্লেক্সের ভিতর যে-কেউ এদিক থেকে শুরু করে আরেকদিকে চলে যাবে, অথচ নজর রাখবে না কেউ?

বড় অস্বাভাবিক, আবারও ভাবল তিশা। যদি ওই দলের দায়িত্বে নিজে ও থাকত, প্রতিটা লেভেল তন্নতন্ন করে খুঁজত প্রেসিডেন্টকে। স্টেয়ারওয়েল দিয়ে ওঠা-নামা ঠেকাতে লোক রাখত।

অন্য কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন।

সিঁড়িতে কেউ নেই, ওরা উঠে এল লেভেল টু-র হ্যাঙার বে-তে।

আজকের তাণ্ডব একেবারেই স্পর্শ করেনি লেভেল টু হ্যাঙারকে। একতলা উপরের হ্যাঙারের সঙ্গে এটার কোনও তফাৎ নেই। অবশ্য লেভেল ওয়ানের বিমানগুলোর মত চোখকাড়া নয়। একতলা উপরে রয়েছে স্টেলথ বম্বার ও এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড, কিন্তু এখানে মাত্র দুটো বিমান— দুটোই অ্যাওয়্যাক্স সার্ভেইল্যান্স এয়ারোপ্লেন।

এমনই চেয়েছিল তিশা।

দু'মিনিট পর উঠে পড়ল কাছের অ্যাওয়্যাক্স বিমানের নীচের

দিকের কার্গো হোল্ডে। দেরি না করে একটু দূরের টুলবক্স থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে খুলতে শুরু করল মেঝের ভারী প্যানেল।

ওটা খুলে যাওয়ার পর ভিতরে দেখা গেল একটা ইলেকট্রনিক্স কমপার্টমেন্ট। ওটার মাঝে বসে আছে পোক্ত চেহারার কমলা রঙের ফ্লোরেসেন্ট ইউনিট, আকারে হবে ছোট জুতোর বাক্সের সমান।

অত্যন্ত শক্ত কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি ওই কমলা বাক্স।

'ওটা কী?' তিশার পিছন থেকে জানতে চাইল জেসিকা গোল্ডিং।

জবাবটা দিলেন প্রেসিডেন্ট, 'বিমানের ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার। সবাই বলে ব্ল্যাক বক্স।'

'দেখতে মোটেও কালো নয়,' তিক্ত স্বরে বলল কোসলোস্কি।

'কখনও কালো হয় না,' বলল তিশা। সকেট থেকে ছোট্ট বাক্স ছুটিয়ে নিল ও। 'ব্ল্যাক বক্স সবসময় উজ্জ্বল কমলা রঙের হয়। ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে বলে। ওটাকে পাওয়ার আরেকটা উপায়...'

প্রেসিডেন্টের কণ্ঠে প্রশংসা ঝরল, 'আপনি আসলে অনেক জানেন।'

'আরও কী বলবে?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল কোসলোস্কি। 'সেটা কী?'

'বিমান পড়ে গেলে চট্ করে ব্ল্যাক বক্স কীভাবে পাওয়া যায় জানেন?' বলল তিশা। 'চারপাশে ছিটিয়ে থাকে ভাঙা বিমান, তবুও এই বাক্স খুঁজে বের করতে বড়জোর দুই-এক ঘণ্টা লাগে।'

'কেন সহজে পাওয়া যায়?'

'কারণ এ জিনিসের সঙ্গে থাকে ব্যাটারি-পাওয়ার্ড ট্র্যান্সপণ্ডার,' বলল তিশা। 'ওই ট্র্যান্সপণ্ডার থেকে বেরুতে থাকে উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ সিগনাল।'

'তো? ওটা নিয়ে কী করবে?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল

কোসলোস্কি।

মাথার উপরের হ্যাচের কাছে গিয়ে ডাকল তিশা, 'আপা!'

'কী?' উপর থেকে ভেসে এল নিশাতের কণ্ঠ।

'সিগনাল পেয়েছেন?'

'আর বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড।'

কোসলোস্কির দিকে চাইল তিশা। 'আমরা প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের সিগনাল নকল করতে চাই।'

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের মেইন কেবিনে কমপিউটারের সামনে বসেছে নিশাত সুলতানা। মনিটরে দেখছে এয়ার বেস যিরো নাইনের উপরের এক স্যাটালাইটের মাইক্রোওয়েভ সিগনাল। আগের এক অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভিতর এই স্ক্রিনই দেখেছিল মেরিন যোদ্ধা বার্নি বেনেট। মনিটরের ভিতর দেখা যাচ্ছে পঁচিশ সেকেণ্ডের রিবাউণ্ডিং সিগনেচার।

কার্গো হোল্ডের ভিতর থেকে উঠে এল তিশা, হাতে কমলা রঙের ব্ল্যাক বক্স। নিশাতের কমপিউটারের পিছনে নির্দিষ্ট সকেটে আটকে নিল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক বক্সের উপর অংশে দেখা গেল ছোট এলসিডি স্ক্রিনে স্পাইকের গ্রাফ।

'ঠিক আছে,' বলল তিশা। 'ওই সার্চ সিগনাল দেখেছেন, ওটার স্পাইক উপরের দিকে উঠছে? এবার এই ব্ল্যাক বক্সের ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজে বের করুন।'

বিমান ক্র্যাশ হওয়ার পর ইনভেস্টিগেটাররা প্রথমেই খুঁজতে থাকেন ব্ল্যাক্স বক্স, তখন ব্যবহার করেন রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার, ওটা থেকে বেরুতে থাকে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি। ওই সিগনাল খুঁজে নেয় ব্ল্যাক বক্সের ট্র্যান্সপণ্ডার, দিতে শুরু করে সিগনাল। বুঝিয়ে দেয় ওটা কোথায় পড়ে আছে।

'হুম্,' বলল নিশাত। টাইপ করল কি-বোর্ডে। 'কাজ শেষ।'

'দেখা যাক,' বলল তিশা। 'সেট করুন ফিরতি স্পাইক— ওটা

নীচের দিকের স্পাইক বা রিটার্ন সিগনাল।'

'দাঁড়াও, একমিনিট।'

'ওই সিগনাল আকাশের স্যাটালাইট পর্যন্ত পৌঁছবে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'মনে তো হয়,' বলল তিশা।

'চাঁদে আর্মস্ট্রঙের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এই মাইক্রোওয়েভ সিগনাল দিয়েই,' জানাল নিশাত। 'সেটি এ জিনিস ব্যবহার করেই মহাশূন্যে বার্তা পাঠায়।'

'আকার আসলে বড় কথা নয়,' বলল তিশা। 'মূল কথা সিগনালের কোয়ালিটি কেমন।'

'হ্যাঁ, কাজ শেষ,' বলল নিশাত। ঘুরে চাইল তিশার দিকে। 'দেখো তো, কী তৈরি করলাম?'

'সব ঠিক বলেই তো মনে হচ্ছে,' বলল তিশা। 'এবার ব্ল্যাক বক্সের ট্র্যান্সমিটার চালু করলে ওটা নকল করবে প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের সিগনালকে।'

'এবার কী?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, এবার?' ত্যাড়া ভঙ্গি নিয়ে বলল কোসলোস্কি। 'সুইচ টিপে দিলেই হবে?'

'না, হবে না,' বলল তিশা। 'সেক্ষেত্রে একইরকম দুটো সিগনাল ধরবে স্যাটালাইট। ফলে ফাটতে পারে বোমাগুলো। সে ঝুঁকি নেয়া যায় না। আমরা শুধু শেষ করলাম প্রথম কাজ। এবার কঠিন কাজটা। এবার প্রেসিডেন্টের সিগনালের বদলে ব্ল্যাক বক্সকে কাজে লাগাতে হবে।'

'সেটা কীভাবে?' বলল কোসলোস্কি। 'মেয়ে, তুমি বলতে চাও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বুকে ওপেন হার্ট সার্জারি করবে? সেটা কী করে সম্ভব? পকেট নাইফ দিয়ে?'

'আপনার কি মনে হয় আমি ম্যাকগাইভার?' সামান্য রাগ

প্রকাশ পেল তিশার কণ্ঠে। 'না, আমার থিয়োরি হচ্ছে: যেভাবেই হোক আর্লিং এফ ব্রুকস ট্র্যান্সমিটার বসিয়ে দিয়েছে প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে...'

'কথাটা ঠিক,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ওটা করেছে কয়েক বছর আগে। তখন অপারেশন করতে হয়েছিল বুকে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার ধারণা, এতদিন পর আজ চালু করেছে যন্ত্রটা,' বলল তিশা। 'নইলে হোয়াইট হাউসের স্ক্যানার অনেক আগেই আন-অথোরাইযড সিগনাল ধরত।'

'হ্যাঁ, তো...' তিশার পরিকল্পনার খুঁত বের করতে চেষ্টা করছে কোসলোস্কি।

কাঁধ ঝাঁকাল তিশা। 'কাজেই, এই ফ্যাসিলিটির ভেতর আর্লিং এফ ব্রুকসের একটা ইউনিট আছে। ওটাই অন করে আবার অফ করে প্রেসিডেন্টের ট্র্যান্সমিটার। হয়তো রিমোট কন্ট্রোলের মত ছোট কিছু। ওটা কেড়ে নিতে হবে তার কাছ থেকে।'

'ওই ইউনিট আমি দেখেছি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রথমবার টিভিতে দেখা দেয়ার সময় আর্লিং এফ ব্রুকসের হাতে ছিল। জিনিসটা লাল রঙের। মাথার উপর কালো, মোটা অ্যান্টেনা।'

'হ্যাঁ, তা হলে ওটাই,' বলল তিশা। 'এবার খুঁজে বের করতে হবে ওই লোকের কমাণ্ড সেন্টার।' জেসিকা গোল্ডিঙের দিকে চাইল। 'আপনাদের লোক তো গোটা ফ্যাসিলিটি ঘুরেছে। আপনার কী মনে হয়, ওই কমাণ্ড সেন্টার কোথায় থাকতে পারে?'

'সমতলের হ্যাঙারে,' বলল জেসিকা। 'পিছনদিকে রয়েছে একটা দোতলা দালান। ওটাই কমাণ্ড ও কন্ট্রোল রুম।'

'তো ওখানেই যেতে হবে,' বলল তিশা। 'এবার সহজ একটা কাজ: লোকটার কমাণ্ড সেন্টার দখল করতে হবে! তারপর স্যাটালাইট থেকে নীচে সিগনাল এলেই ইনিশিয়েট/টার্মিনেট ইউনিট অফ করে দেব। তখন থামবে প্রেসিডেন্টের বুকের

ট্র্যান্সমিটার। আর নির্দিষ্ট সময় শেষে চালু করব ব্ল্যাক বক্স।'

প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে ক্লান্ত হাসল তিশা। 'খুবই সোজা কাজ, স্যর, তাই নয়?'

সাত

কংক্রিটের নিচু ছাতের সুড়ঙ্গে দ্রুত ছুটছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের জীবিত কমাণ্ডোরা, মাথায় ঠোকর খেতে পারে, সেজন্য উবু হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে পল ছেলেটা, সোজা হয়ে দৌড়াতে পারছে উচ্চতার কারণে।

একটু আগে লেক পাওয়েল থেকে পৌঁচেছে তারা এয়ার বেস যিরো নাইনে। মারা পড়েছে বয়েস ইংগিলস, ফিরিয়ে এনেছে ওরা ছেলেটাকে। তার আগে নিশ্চিত করেছে, তলিয়ে গেছে মাসুদ রানার সুপার স্ট্যালিয়ন। ওই লোক আর এ জীবনে ফিরবে না।

হ্যাঙারের বাইরে রেখে এসেছে দুই পেনিট্রেটার অ্যাটাক কপ্টার। এখন বাইরের এক হ্যাঙারের ভিতর দিয়ে সরু এবং আঁকাবাঁকা পথে আবারও ফিরছে মূল ফ্যাসিলিটিতে। ওই পথের মুখের নাম: 'উপরের দরজা।'

সুড়ঙ্গ গিয়ে মিশেছে সমতলে পারসোনেল এলিভেটারের শাফটে, ঠিক পিছনে পুরু টাইটেনিয়াম দরজা।

ভারী, রুপালি দরজার সামনে এসে থামল র‍্যাটলস্নেক ইউনিট।

পাশের দেয়ালের প্যানেলে নির্দিষ্ট ওভাররিড কোড টিপে দিল ইউনিটের নেতা ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। এয়ার বেস যিরো নাইনের

বিশেষ দরজা ওটা, সহজেই সিনিয়র অফিসাররা খুলতে পারে লকডাউন সময়েও।

একপাশে খুলে গেল পুরু টাইটানিয়াম দরজা।

ওখানেই থমকে গেল ম্যাক হার্ট।

সামনে কয়েক ফুট উপরে থেমেছে পারসোনেল এলিভেটার। ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপ্টেন লি ওয়াং এবং তার দলের চার সদস্য কমাণ্ডো।

ইউনিটের অন্যরা ছাতের উপর, এলিভেটারের হ্যাচের পাশে।

'ওয়াং, ক্রাইস্ট,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। 'তোমাদেরকে দেখে খুব ভয় পেয়েছি। তো এখানে...'

'ব্রুকস আমাদেরকে আসতে বলেছে,' বলল লি ওয়াং। 'যাতে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিতে পারি।'

ভুরু কুঁচকে গেল ম্যাক হার্টের। 'পাঁচজনকে হারিয়েছি, কিন্তু ছেলেটাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

'গুড, ভেরি গুড,' বলল ক্যাপ্টেন লি ওয়াং।

এক সেকেণ্ড পর এলিভেটারের ছাত থেকে নেমে এল ওয়াং ইউনিটের অন্যরা। কেউ কিছু বলছে না।

আবারও ভুরু কুঁচকাল হার্ট। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল।

'সরি, হার্ট,' বলল লি ওয়াং। আস্তে করে মাথা দোলাল সে।

তার দলের পাঁচ কমাণ্ডো ঝট্ করে তাক করল পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, পরক্ষণে গুলিবর্ষণ করল র‍্যাটলস্নেক কমাণ্ডোদের উপর।

সামনে ছিল ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট, ঝাঁঝরা হয়ে গেল সে। পরের সেকেণ্ডে লাশ হয়ে গেল তার দলের চার কমাণ্ডো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পাঁচ কমাণ্ডো। তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ছোট্ট ছেলে পল। বিস্ফারিত হয়েছে ওর দুই চোখ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। থরথর করে কাঁপছে দুই হাঁটু।

কয়েক পা সামনে বাড়ল ক্যাপ্টেন লি ওয়াং, খপ্ করে ধরল

ছেলেটার কনুই। চাপা স্বরে বলল, 'অ্যাই ছেলে, চলো তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব!'

সমতলের হ্যাঙারে কন্ট্রোল রুমে কেউ টুঁ শব্দ করছে না।

দোতলার এ ঘরে এক কোণে বসে আছে কোবরা ইউনিটের ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও তার দলের অন্য সদস্যরা। তাদের দু'জন গুরুতরভাবে আহত।

চুপ করে আছে এয়ার বেস যিরো নাইনের সত্যিকারের সি.ও. কর্নেল বার্নটন ডানকান, সে যেন ছোটখাটো একজন আর্লিং এফ ব্রুকস। নিজ হাতে আহতদের ক্ষত পরিষ্কার করছে সে।

ঘরের পিছনদিকে ছায়ার ভিতর বসে আছে আর্লিং এফ ব্রুকস, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত খুব কম কথাই বলেছে। চুপচাপ দেখছে সব।

এই ঘরে উপস্থিত হয়েছে মেজর জন স্কল্ট এবং তার দলের অবশিষ্ট পাইথন ইউনিটের সবাই। এখন ফিসফিস করে আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে আলাপ করছে স্কল্ট। কোবরা ইউনিটের চেয়ে অনেক ভাল করেছে পাইথন ইউনিট। স্কল্টকে বাদ দিলে তার দলে তিনজন এখনও সুস্থ।

মনে হচ্ছে দলের কমাণ্ডোদেরকে মরতে দেখে কোনও বিকার হয়নি জেনারেলের।

'ওয়াং ইউনিট থেকে কোনও তথ্য?'

'ক্যাপ্টেন ওয়াং জানিয়েছে, তারা লেভেল চার-এ, এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্টকে দেখতে পায়নি।'

'হায় ঈশ্বর!'

বলে উঠেছে ডানদিকের এক রেডিয়ো অপারেটার। এইমাত্র তার কমপিউটার মনিটর দপ্ করে নিভে গেছে।

কোনও সতর্কতা সূচক সিগনাল ছিল না।

'কী হলো?' জানতে চাইল হেড অপারেটার।

'ধুশ্‌শালা!' বলল আরেক অপারেটার। এইমাত্র বন্ধ হয়ে গেছে তারও মনিটরও।

'এয়ার কণ্ডিশনিং সিস্টেম এই মাত্র থেমে গেল!'

'ওয়াটার কুলিং সিস্টেম শেষ।'

'কী ব্যাপার?' শান্ত স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'সেল বে-র পাওয়ার ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে।'

'ফ্যাসিলিটির গোটা পাওয়ার সাপ্লাই ক্র্যাশ করছে,' বলল সিনিয়র অপারেটার। 'কিন্তু জানি না কেন...'

স্ক্রিনে অন্য একটা সিস্টেম ডিসপ্লে নিয়ে এল সে।

এয়ার বেস (আর) ০৯
সিকিউরিটি অ্যাক্সেস লগ
সোর্স পাওয়ার হিস্টরি (৩-জুলাই)
টাইম
কি অ্যাকশন

অপারেটার

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬:৩০:০০ ॥ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ০৭০-৬৭ ॥ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥ ০৬:৫৮:৩৪ ॥ লকডাউন কমাণ্ড ॥ ১০৫-০২ ॥ লকডাউন এন্যাকটেড ॥ ০৭:০০:০০ ॥ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ ॥ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল (লকডাউন মোড) ॥ ০৭:৩০:০০ ॥ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ ॥ অল সিস্টেম্‌স্‌ অপারেশনাল ॥

০৭:৩৭:৫৬ ॥ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম ম্যালফাংশন লোকেটেড অ্যাট পাওয়ার ম্যালফাংশন টার্মিনাল ১-এ২ ॥ রিসিভিং

নো রেসপন্স-ফ্রম সিস্টেম: ট্র্যাক্স্, অগয সিস-১, র‍্যাড কম-স্ক্রিয়ার, এমবিএন, এক্স্ট ফ্যান ॥

০৭:৩৮:০০ ॥ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ-২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ৫০% রেসপণ্ডিং ॥

০৮:০০:১৫ ॥ মেইন পাওয়ার শাটডাউন ডিযএবেল কমাণ্ড (টার্মিনাল ৩-এওয়ান) ॥ ০৮:০০:১৮ অগযিলারি পাওয়ার এনেবল অগয সিস্টেম ॥ অগয সিস্টেম স্টার্ট আপ ॥

০৮:০০:১৯ ॥ ওয়ার্নিং: অগয সিস্টেম লো পাওয়ার প্রটোকল ইন পাওয়ার অপারেশনাল ॥ লো এফেক্ট: নন-এসেনশিয়াল সিস্টেম্স্ পাওয়ার প্রটোকল এনেবল ॥ ডিসেবল ॥

০৮:০১:০২ ॥ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ০০৮-৭২ ডোর ০০৩-ভি ওপেণ্ড কমাণ্ড এন্টার্ড (টার্মিনাল ৩) ॥ ০৮:০৪:৩৪ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ০৬২-ডাবলিউ ওপেণ্ড ॥ কমাণ্ড এন্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥ ০৮:০৪:৫৫ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ১০০-ডাবলিউ ওপেণ্ড ॥ কমাণ্ড এন্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥

০৮:১৮:০০ ॥ ওয়ার্নিং: অগযিলারি ॥ অগযি সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি ৩৫% ॥ রেসপণ্ডিং ॥

০৮:২১:৩০ ॥ সিকিউরিটি ক্যামেরা সিস্টেম ০০৮-৯৩ ॥ সিস্টেম এরর: সিকিউরিটি শাটডাউন কমাণ্ড (টার্মিনাল ক্যামেরা সিস্টেম অলরেডি ১-এ১) ডিযএবেল পার লো পাওয়ার প্রটোকল

০৮:৩৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগয়িলারি অগয সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট রেসপণ্ডিং ॥

০৮:৫৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ১৫% রেসপণ্ডিং ॥

০৯:০৪:৪৩ ॥ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ০৭৭-০১ই ॥ ডোর ৬২-ই ওপেণ্ড কমাণ্ড এন্টার্ড (টারমিনাল ৩এ২) ॥

০৯:০৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম ইনিশিয়েট সিস্টেম রিবুট? পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ১০% ॥

০৯:১৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম ইনিশিয়েট সিস্টেম রিবুট? পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ৫% ॥

০৯:২৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম কমেন্স সিস্টেম পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ০% ॥

শাটডাউন!

'হায় ঈশ্বর! আমরা সেই সকাল থেকে অগযিলারি পাওয়ার ব্যবহার করছি!' বলে উঠল অপারেটারদের হেড।

তার পাশে চলে গেল কর্নেল বার্নটন ডানকান। 'কিন্তু সবকিছু কমপক্ষে তিনঘণ্টা চালু রাখবার কথা ওটার। ততক্ষণে রিবুট করা যাবে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই।'

এরা দু'জন কথা বলছে, এমন সময় কমপিউটার মনিটরে চোখ রেখেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। এন্ট্রি দেখে নিয়েছে সে:

০৯:০৪:৩৪

লকডাউন স্পেশাল রিলিয

০৭৭-০১ই

ডোর ৬২-ই ওপেণ্ড

কমাণ্ড এণ্টার্ড (টারমিনাল ৩এ২)

"৭৭" বলতে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কেউ। আর ০১ বলতে ওয়াং ইউনিটের হেড লি ওয়াং, সে খুলে নিয়েছে দরজা।

চোখ সরু হয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকসের। কিছুক্ষণ আগে শেষ লকডাউন উইণ্ডো পিরিয়ডে ওয়াং ইউনিটের ক্যাপ্টেন পুবের বাষট্টি নম্বর দরজা খুলেছে। ওটা লেভেল সিক্স-এ এক্স-রেল স্টেশনের ব্লাস্ট দরজা...

পাওয়ার কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে বলছে কর্নেল

ডানকান ও হেড রেডিয়ো অপারেটার।

'তাই তো হওয়ার কথা,' বলল রেডিয়োম্যান। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মাত্র অর্ধেক পাওয়ার দিতে পেরেছে সিস্টেম। আবারও চালু হয়েছে, কিন্তু টিকেছে মাত্র দেড় ঘণ্টা, আর...'

নিঃশব্দে বন্ধ হলো লোকটার মনিটর। ঘরের অন্যসব আগেই থেমে গেছে।

কণ্ট্রোল রুমের ভিতর একইসময়ে হঠাৎ করেই নিভে গেল প্রতিটি বাতি।

ঘুটঘুটে আঁধারে হারিয়ে গেল সবাই।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল আর্লিং এফ ব্রুকস, জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল নীচের হ্যাঙারের দিকে। এক এক করে নিভতে শুরু করেছে উজ্জ্বল সব হ্যালোজেন বাতি।

প্রথমেই হারিয়ে গেল মেরিন ওয়ান, বিধ্বস্ত তেলাপোকা, নাইটহক টু, ওভারহেড ক্রেন সিস্টেম— সবই ডুব দিয়েছে আঁধারের ভিতর।

'অল সিস্টেম ডাউন,' অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল। 'গোটা ফ্যাসিলিটির সমস্ত পাওয়ার ফুরিয়ে গেছে।'

লেভেল টু-র অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভিতর তিশা করিম ও অন্যরা মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছে। এবার রওনা দেবে, খুঁজে বের করবে আর্লিং এফ ব্রুকসের কণ্ট্রোল রুম। আর ঠিক তখনই দপ করে নিভে গেল পাতাল হ্যাঙারের প্রতিটি বাতি।

প্রকাণ্ড হ্যাঙারে থমথম করছে চারপাশ।

এমপি-১০-এর ব্যারেলে যুক্ত পেন্সিল ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিল তিশা। সরু আলো পড়ে আবছা দেখা গেল ওর মিষ্টি মুখ।

'ইলেকট্রিসিটি,' ফিসফিস করে বলল নিশাত। 'ওরা সব বাতি নিভিয়ে দিল কেন?'

'আমিও বুঝলাম না,' বলল জেসিকা গোল্ডিং। 'এখন আরও কঠিন হবে আমাদেরকে খুঁজে বের করা।'

'আর কোনও উপায় ছিল না হয়তো,' বলল তিশা।

'এর ফলে আমাদের কী হতে পারে?' ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের প্ল্যান বদলাবে না,' বলল তিশা। 'প্রথম কাজ হবে কমাণ্ড সেন্টার দখল করে নেয়া। অবশ্য, আগে বুঝতে হবে এর ফলে আমাদের চারপাশের পরিবেশে কী ঘটতে পারে।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ফ্যাসিলিটির গভীর থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর এক জান্তব চিৎকার।

ওটা মানুষের কণ্ঠের। উন্মাদ কেউ, নইলে এভাবে টানা হুঙ্কার ছাড়ত না!

'হায় আল্লা,' শ্বাস আটকে ফেলল তিশা। 'বন্দিরা! ওরা বোধহয় ছাড়া পেয়েছে!'

আট

জুলাইয়ের তৃতীয় দিবস।

সকাল সাড়ে নয়টা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের ইলেকট্রিসিটি ফুরিয়ে যাওয়ার দশ মিনিট আগে সবুজ পানির লেকের অনেক গভীরে ডুবে গেছে একটা সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার।

ওটার টেইল সেকশন উড়ে গেছে মিসাইলের আঘাতে, পিছন দিকে তাক করে নীচে নামছে কপ্টার। প্রতি মুহূর্তে ভিতরে উঠছে

টনকে টন পানি। বাইরে ঘোলাটে সবুজের রাজ্য। খুব ধীরে, নিঃশব্দে নামছে কপ্টার।

ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে বড়-ছোট সব বুদ্বুদ, চলে যাচ্ছে উপরের দিকে। আর ওগুলোই আকাশ থেকে দেখছে এয়ার ফোর্সের দুই পেনিট্রেটারের কমাণ্ডোরা।

তলিয়ে যাওয়া কপ্টারের লেক্সান উইণ্ডশিল্ডের ওদিক থেকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা এবং সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির।

চারপাশে শুধু সবুজ পানি, পঞ্চাশ ফুট নীচ থেকেও মনে হচ্ছে, ওটা বলকে ওঠা কোনও আতশকাঁচ। তার ভিতর দিয়ে ওরা নেমে চলেছে অতলের রাজ্যে।

রানা ও খবির পানির অস্বচ্ছ কাঁচের ভিতর আবছা দেখছে দুই পেনিট্রেটার অ্যাটাক কপ্টারের ছায়া। ওগুলো অপেক্ষা করছে, ওরা ভেসে উঠলেই উড়িয়ে দেবে মিসাইল দিয়ে।

সুপার স্ট্যালিয়নের ককপিটে আটকা পড়েছে বাতাস। শ্বাস আটকে মরতে হয়নি। চারপাশ দেখছে ওরা। পানির এত নীচে ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরছে অদ্ভুত এক প্রকৃতি— উঁচু-নিচু জমিন, ফাটল ও খাদে ভরা।

লেকের মেঝেতে একের পর এক প্রকাণ্ড সব বোল্ডার। কে জানে অতীতের মরুভূমির বুকে এঁকে-বেঁকে কোথায় গিয়েছিল পথ! পানির গভীরে একপাশে বিশাল এক ক্লিফ, উঠে গেছে আকাশের বুকে খোঁচা দিতে। নিমজ্জিত মরুভূমি পুরো ভুতুড়ে, ফ্যাকাসে সবুজ।

রানার চোখে চাইল খবির। 'আপনার আস্তিনে নতুন কোনও জাদু, স্যর?'

'না, নেই,' বলল রানা।

ওদের পিছনে কলকল করে উঠে আসছে সবুজ-মৃত্যু, ভেসে গেছে কার্গো বে। এখন পানি উঠে আসছে ককপিটের দিকে।

কপাল ভাল, ককপিট এয়ারটাইট। সত্তর ফুট নামবার পরেও নেমে চলেছে ওরা। কপ্টারে তৈরি হয়েছে ইকুইলিব্রিয়াম, আর উল্টে যাওয়া কপ্টারের ককপিটে রয়ে গেছে এয়ার পকেট। বাথটাবে উল্টো করে কাপ ছেড়ে দিলে এভাবে ভিতরে রয়ে যায় বাতাস।

লেজ নীচের দিকে রেখে কপ্টার নেমে গেল নব্বুই ফুট, তারপর ঠেকে গেল মেঝেতে। পাশেই মস্ত এক বোল্ডার। উল্টে যাওয়া সুপার স্ট্যালিয়নের চারপাশে তৈরি হয়েছে কাদার বিশাল এক ঘন মেঘ।

'হাতে সময় নেই,' বলল রানা। 'একটু পর বিষাক্ত হয়ে উঠবে বাতাস।'

'তা হলে কী করব?' বলল খবির। 'যদি রয়ে যাই, মরব। যদি নব্বুই ফুট উঠতে পারি, পারব না যদিও, তা-ও তো গুলি করে মারবে।'

'অন্য কোনও উপায়...' বিড়বিড় করল রানা।

'আর কী, এবার মরব।'

'কিন্তু কোনও কারণে...' আবারও চুপ হয়ে গেল রানা।

'কী ভাবছেন?' রাগ নিয়ে বলল খবির, 'কীসের আবার কারণ?'

খবিরের রাগ পাত্তা দিল না রানা, স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'কোনও কারণে এখানে থেমেছিল ইংগিলস। ...ঠিক এখানে কেন? নোঙর ফেলেছে কারণ...' উইণ্ডশিল্ড দিয়ে চেয়ে আছে ও, এবার দেখতে পেল যা দেখতে চেয়েছে। 'বদমাশটা চালাক ছিল,' নিচু স্বরে বলল।

খবিরের কাঁধের উপর দিয়ে ঘন সবুজ পানির দিকে চেয়ে আছে রানা।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল খবির, এবার ও-ও দেখতে পেল।

ফিসফিস করে বলল, 'আরে, তাই তো...'

সবুজাভ ছায়ায় দেখা গেল ওটা কোনও বোল্ডার বা বড় পাথর নয়, মানুষেরই তৈরি দালান। পানির নীচে দেখতে অদ্ভুত লাগছে।

বড় উঠান, পিছনে কাঁচ ঢাকা ছোট্ট অফিস। একপাশে চওড়া গ্যারেজের দরজা। পুরনো আমলের ছাউনির নীচে দুটো পেট্রল পাম্প মেশিন।

আমেরিকানরা বলে গ্যাস স্টেশন।

পানির নীচে।

ক্লিফের আরেকদিকে বিশাল এক জ্বালামুখ, ওখানে চওড়া এক ক্যানিয়ন গিয়ে মিশেছে ছোট এক মেসায়। ওটা পাম্প স্টেশনের পশ্চিমে।

রানার মনে পড়ে গেছে, এই পাম্প স্টেশনের কথা বলেছিল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। উনিশ শ' তেষট্টি সালে লেক পাওয়েল তৈরি করবার পর ওটা হারিয়ে যায় বাঁধের পানির নীচে। তার আগে এই গ্যাস স্টেশনের জায়গায় ছিল বুনো পশ্চিমের এক ট্রেডিং পোস্ট।

'এবার বেরুতে হবে,' বলল রানা। 'একটু পর ফুরিয়ে যাবে অক্সিজেন।'

'যাব কোথায়?' অবাক চোখে চাইল খবির। 'ওই পেট্রল পাম্পে?'

'হ্যাঁ,' রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

০৯:২৬:০০

আর মাত্র চৌত্রিশ মিনিট পর যেমন করে হোক, প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে ফুটবল।

'গ্যাস স্টেশনে এয়ার পাম্প থাকবে,' বলল রানা। 'গাড়ির চাকায় বাতাস ভরার জন্যে। দুই পেনিট্রেটার চলে যাওয়া পর্যন্ত ওই বাতাস দিয়ে চালাতে হবে। আমেরিকায় বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, কারও জমি সরকার নিলে সে-লোক খুশি মনে সব ফেলে চলে

যায়।'

'এটাই আপনার জাদু বা প্ল্যান? ওই বাতাস পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগের। হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।'

'ওই পাম্প এয়ার-সিল করা,' বলল রানা। 'সম্ভাবনা বেশি ওটা ঠিকই থাকবে। ওই বাতাস ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই এখন। আমি আগে যাব। যদি পেয়ে যাই হোস পাইপ, হাতের ইশারা করে তোমাকে ডেকে নেব।'

'আর যদি মরেই যান?'

'তো নিজের দারুণ কোনও জাদু খাটিয়ে বেঁচে থেকো।' কোমরের ওয়েবিং থেকে ফুটবল খুলে নিল রানা, ধরিয়ে দিল খবিরের হাতে।

লেকের মেঝেতে পড়ে আছে সুপার স্ট্যালিয়ন।

পানির নীচে থমথম করছে সব।

হঠাৎ ডুবে যাওয়া কপ্টারের পিছন দিয়ে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি, মুখ থেকে বগবগ করে উপরে উঠল বুদ্বুদ। লোকটার পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো ইউনিফর্ম।

কয়েক সেকেণ্ড ভেসে রইল রানা, চারপাশ দেখে নিল, চোখ স্থির হলো গ্যাস স্টেশনের উপর। অন্য কিছু দেখেছে ও।

মাত্র তিনফুট দূরে মেঝের উপর পড়ে আছে ওটা।

ছোট রুপালি হেভি-ডিউটি স্যামসোনাইট কন্টেইনার। অনেক উপর থেকে পড়লে বা ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেলেও ওটা ভিতরের জিনিসকে ঠিকভাবেই আগলে রাখবে। পাশাপাশি দুই ভিডিয়ো ক্যাসেট রাখলে তেমন দেখাবে, ওটা ঠিক তেমনি। ছোট এক নোঙরের কারণে বসে আছে কাদার উপর।

এ জিনিস বাইপডের বাইরে, পানিতে ছেড়ে দিয়েছিল বয়েস ইংগিলস। তখনই কপ্টার নিয়ে হাজির হয়েছে রানা ও খবির।

কয়েক ফুট গিয়ে ওটার পাশে থামল রানা, ছুরি বের করে

কেটে ফেলল নোঙরের দড়ি। রুপালি কন্টেইনারের হ্যাণ্ডেলে আটকে নিল কমব্যাট ওয়েবিঙের ক্লিপ।

বাঁচলে পরে দেখবে বাক্সের ভিতর কী আছে।

এবার গ্যাস স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা, দ্রুত চলছে হাত-পা। বিধ্বস্ত এবং ডুবে যাওয়া কপ্টার থেকে কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ভাসছে ছোট্ট দালানের উপর।

ব্যথা শুরু হয়ে গেছে ফুসফুসে।

জলদি খুঁজে নিতে হবে এয়ার হোস।

ওই যে...

গ্যাস স্টেশন অফিসের দরজার পাশেই।

মস্ত এক প্রেশারাইয্ড্ ড্রামের পেট থেকে বেরিয়েছে কালো হোস।

সাঁতরে ওটার পাশে চলে গেল রানা, হোস তুলে নিয়ে খুলে দিল রিলিয ভাল্ভ্।

ফুট-ফুট আওয়াজ তুলে জীবন্ত হয়ে উঠল নাযল, কিন্তু বেরুল সামান্য বুদ্বুদ।

খুবই খারাপ খবর, ভাবল রানা।

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর হোসের ভিতর থেকে ভুস্-ভুস করে বেরুতে শুরু করল মোটাসোটা সব বুদ্বুদ।

ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া মুখটা ওটার কাছে নিয়ে গেল রানা, গালে পুরে নিল হোস। পঞ্চাশ বছরের বেশি আগের বাতাস গিয়ে ঢুকল ফুসফুসের ভিতর।

বেদম কাশি শুরু হলো, ভয়ঙ্কর বাজে গন্ধ বাতাসে। জন্মের তিতা হয়ে গেল জিভ্। মুখ থেকে হোস বের করল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ওই বাতাস নিল ভীষণ তিক্ত চেহারা করে।

নাহ্, দূর হয়ে গেছে খারাপ গন্ধ।

স্বাভাবিক বাতাসই মনে হলো।

হেলিকপ্টার ও খবিরের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রানা।

ফুটবল নিয়ে প্রায় উড়ে এল খবির, এদিকে গ্যাস স্টেশন অফিসের ভিতর হোস পাইপ নিয়ে গেছে রানা। এবার বাতাস জমবে ছাতে, পানির ওপর উঠবে না বুদ্বুদ।

বসে থাকুক পেনিট্রেটার নিয়ে কমাণ্ডোরা, ভাবল রানা। পর মুহূর্তে মনে পড়ল, প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ফুটবল।

পৌঁছে গেছে খবির। রানার হাত থেকে হোস নিয়ে বারকয়েক শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হলো।

গ্যাস স্টেশনের চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করেছে রানা।

এখনও ভাবছে বয়েস ইংগিলসের কথা।

লোকটা নিশ্চয়ই এখানে নেমে এসেই চুপ করে বসে থাকত না?

তার অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল।

গ্যাস স্টেশনের অফিস দেখা শেষে পাশের গ্যারেজে উঁকি দিল রানা। মস্ত এক ক্লিফের গোড়ায় তৈরি করা হয়েছে গ্যারেজ। ভিতরে তেমন কিছুই নেই। আবারও ফিরল রানা অফিসে। পিছন জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই অন্য কিছু দেখল।

অফিসের পিছনে ক্লিফের বুকে ওটা।

গজাল মেরে চওড়া সব তক্তা দিয়ে আটকে দিয়েছে গুহা।

ক্লিফের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে রেললাইন।

তার মানে ওটা কোনও নিমজ্জিত খনি।

এবার ইংগিলসের পরিকল্পনা বুঝতে শুরু করেছে রানা।

বুদ্ধিমান লোক ছিল ওই অর্থ-পিশাচ বয়েস ইংগিলস।

বারকয়েক ভাল করে শ্বাস নিল রানা, তারপর বেরিয়ে এল অফিসের ভিতর থেকে। মুখ তুলে উপরে চাইল।

অনেক উপরে তৈরি হচ্ছে পানির ভিতর অসংখ্য কম্পন। এয়ার ফোর্সের দুই পেনিট্রেটার এখনও রয়ে গেছে। আরও

একমিনিট পর পানি-কম্পন কমে যেতে লাগল। কপ্টারগুলো বোধহয় রওনা হয়ে গেছে এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে।

অফিসের দরজায় দাঁড়াল রানা, খবিরের কাছ থেকে হোস নিয়ে বাতাস নিল, তারপর হাতের ইশারায় দেখাল, তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

বুঝতে পেরেছে খবির। মাথা ঝাঁকাল।

ডেযার্ট ঈগল পিস্তলের নলের পাশে রয়েছে খুদে ফ্ল্যাশলাইট, ওটা জ্বেলে নিল রানা। চলে গেল অফিসের পিছন-জানালার কাছে, তারপর ভেসে বেরিয়ে এল বাইরে।

একটু দূরেই ক্লিফের খাড়া দেয়াল।

মস্ত গুহার মুখ আটকে রেখেছে চওড়া সব তক্তা মেরে।

পচে গেছে বেশিরভাগ তক্তা।

আগেই টানা-হ্যাঁচড়া করে কেউ খুলে রেখেছে কয়েকটা তক্তা।

গত কয়েক দিনের ভিতর কাজটা করা হয়েছে।

পাখির মত ভাসতে ভাসতে খনির ভিতরে ঢুকল রানা।

ভিতরে ঘুটঘুটে আঁধার। এতই কালো, মন দমে যেতে চায়।

ফ্ল্যাশলাইটের সরু রেখা গিয়ে পড়েছে পাথুরে দেয়ালের উপর। ছাতে একের পর এক কড়ি-বর্গা। মেঝের উপর দিয়ে দূরে কোথাও অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মাইন-কার ট্র্যাক।

ফ্ল্যাশলাইট সামনে রেখে এগুতে শুরু করেছে রানা।

মনে রেখেছে কতটা এগুতে পেরেছে।

একটু পর জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে: খবির ও হোস পাইপের কাছে আবারও ফিরবে, না খনির উপর-অংশে যেখানে পানি নেই, সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে?

মাত্র একটা কারণে সিদ্ধান্ত নিতে পারল রানা।

বয়েস ইংগিলস জানত কোথায় বাতাস মিলবে। নইলে ভুলেও...

হঠাৎ সংকীর্ণ এক খাড়া শাফট দেখল রানা।

কূপের গায়ে একের পর এক রাং ল্যাডার উঠে গেছে অনেক উপরে।

শাফটের সামনে পৌঁছে গেল রানা, উপরের দিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করল। উপরে শুধু কালি গোলা অন্ধকার। শাফট নীচের দিকেও গেছে। ওদিকটাও নিকষ কালো। এটা কোনও অ্যাক্সেস শাফট। চট্ করে খনির নানান লেভেলে যাওয়ার জন্য।

এরই ভিতর আঁকড়ে আসতে শুরু করেছে ফুসফুস।

হিসাব কষল রানা।

এখানে লেক কমপক্ষে নব্বুই ফুট গভীর। তার মানে উপরে উঠেছে নব্বুই ফুটি রাং ল্যাডার। তারপর হয়তো উপরে পাওয়া যাবে মুক্ত বাতাস।

মরুক শালার মই!

ওটা বেয়েই উঠতে হবে!

কিন্তু আপাতত নয়!

ঘুরে গেল রানা, রওনা হয়ে গেল গ্যাস স্টেশন লক্ষ্য করে।

তিন মিনিট পর আবারও ফিরল রানা, সঙ্গে এনেছে খবির ও ফুটবল। অফিস থেকে রওনা হওয়ার আগে বুক-ভরা বাতাস নিয়েছে ওরা দু'জন।

সোজা চলে গেল খাড়া শাফটের সামনে, রাং ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল।

সরু এক সিলিণ্ডারের মত শাফট; প্রতি লেভেলে দশ ফুট পর পর একটা করে দরজা।

রানার মনে হলো ও সুয়ারেজের সরু পাইপ বেয়ে উঠছে।

আগে উঠছে ও, যত দ্রুত সম্ভব। এক ধাপ করে উঠবার সময় গুনছে কয় ধাপ উঠল।

প্রতি ধাপ পিছনে ফেলা মানেই এক ফুট উপরে ওঠা।

পঞ্চাশটা রাং পেরুনোর পর জ্বলতে শুরু করল রানার ফুসফুস।

সত্তর ধাপ উঠবার পর গলার ভিতর ভীষণ শুকিয়ে গেল।

মাথার ভিতর শুরু হয়েছে টনটনে ব্যথা।

দাঁতে দাঁত খিঁচে নব্বুই ধাপ উঠে এল রানা, ততক্ষণে শপথ করেছে: যদি এবার বাঁচি, এই জীবনে আর সিগারেট টানব না! ওই সিগারেটের জন্যেই কমে গেছে আমার দম!

কিন্তু এখনও পানির নীচেই রয়ে গেছে ও!

যা ভেবেছিল, সব ভুল ছিল!

মস্ত ভুল!

আর কিছু করবার নেই!

এবার যে-কোনও সময়ে চেতনা হারাবে!

ভয়ানক চেহারা করে আরও পাঁচ ধাপ উঠল রানা, তারপর হঠাৎ করেই ভেসে উঠল ওর মাথা। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল মুখে।

দেরি না করে চট্ করে বেরিয়ে এল শাফটের ভিতর থেকে।

বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিতে হবে খবিরকে।

এক সেকেণ্ড পর পানির বিস্ফোরণ তৈরি করে উঠল খবির।

তাজা বাতাসে বড় করে দম নিচ্ছে ওরা।

এখন যদি একটা সিগারে... থমকে গেল রানা। মনে মনে কষে ধমক দিল নিজেকে।

ওদেরকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে আঁধার কূপ, ওদিক থেকে আসছে ফুরফুরে হাওয়া।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল রানা, তারপর ফ্ল্যাশলাইটের সরু আলো চারপাশে ফেলল।

একটু দূরেই মাটির মেঝে। ওদিকে একটা দরজা।

পানি ছেড়ে মেঝেতে উঠে এল রানা, দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল সমতল মেঝের এক প্রশস্ত গুহার ভিতর।

এটাই খনির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেম্বার ছিল।

ভিতরে দেয়াল ঘেঁষে একের পর এক অসংখ্য বাক্সে রয়েছে নানা ধরনের খাবার, গুঁড়ো দুধ, বিশুদ্ধ পানি, গ্যাস কুকার, গ্যাস, ম্যাচ ইত্যাদি।

শত শত বাক্স।

একপাশের দেয়াল ঘেঁষে বারোটা ফোল্ড করা কট। আরেক কোণে টেবিল, তার উপর নকল পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স।

এটা কোনও ধরনের বেস ক্যাম্প।

যে পরিমাণ খাবার এনে রাখা হয়েছে, কমপক্ষে তিন মাস চলবে বারোজনের। ততদিনে ইউএস সরকার হাল ছেড়ে দিত, নিজেদের লোক সরিয়ে নিত লেক পাওয়েল থেকে। এরপর নিশ্চিন্তে পল এবং ভাইরাস বা অ্যান্টিডোট নিয়ে সরে পড়ত লোকগুলো।

কিন্তু মরতে হয়েছে বোধহয় সব ক'জনকেই!

চারপাশ দেখে নিল রানা।

যে বা যারা এসব বাক্স এনেছে, অনেক সময় দিতে হয়েছে তাকে বা তাদেরকে।

'পুরো তৈরি ছিল লোকগুলো,' মন্তব্য করল খবির।

রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

৯:৩১:০১

'চলো, হাতে উনত্রিশ মিনিট, তার আগেই প্রেসিডেন্টের হাতে ফুটবল তুলে দিতে হবে,' বলল রানা।

'যাবেন কী করে?' বলল খবির। 'লোডিং বে উড়ে গেছে। এক্স-রেল ট্রেন ব্যবহার করতে পারব?'

'পরে ভাবব কী করা যায়, এখন প্রথম কাজ মাটির উপর উঠে যাওয়া,' বলল রানা।

যে করে হোক, ফিরতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনে।

আবার কূপের কাছে ফিরে এল ওরা।

রাং ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, পিছনে খবির।

দ্রুত উঠছে, যেন লেজে আগুন লেগেছে।

রানার কাছে ইংগিলসের ছোট্ট স্যামসোনাইট কন্টেইনার, খবিরের কাছে ফুটবল।

পুরো একমিনিট পেরুবার আগেই মইয়ের শেষমাথায় পৌঁছে গেল ওরা।

উঠে এসেছে একটা অ্যালিউমিনিয়ামের ঘরের ভিতর। ওটাকে বড় কোনও ছাউনি মনে হলো।

ছাউনির আরেকদিকে মাইন-কারের ট্র্যাক, নেমে গেছে নীচের দিকে। পাশে কনভেয়ার বেল্টে জং ধরা বেশকিছু লোডিং ট্রে। সবকিছুর উপর ধুলো ও মাকড়সার জাল।

একটু দূরে বড় দরজা, ওটার সামনে পৌঁছে গেল রানা ও খবির। লাথি দিয়ে দরজা খুলল রানা।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের ঝলমলে আলোয়। চোখে-মুখে এসে পড়ল বালির অসংখ্য কণা। এখনও চলছে মরুঝড়।

খনির ছাউনি থেকে বেরিয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা ও খবির। ওরা এসে হাজির হয়েছে মরুভূমির সমতল এক পেনিনসুলার উপর। বালির আঙুল চলে গেছে লেক পর্যন্ত। ইউটার বিশাল প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের সামনে নিজেদেরকে পিঁপড়ার মত ছোট মনে হলো ওদের। এমন কী প্রকাণ্ড অ্যালিউমিনিয়ামের ছাউনিও বামন হয়ে গেছে।

সমতল পেনিনসুলার উপর ওরা দেখল একটা দালান। খনির ছাউনি থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। ছোট খামারবাড়ির পাশেই বার্ন।

ঝড়ের পাগলা বালির ভিতর দৌড় শুরু করল রানা ও খবির।

খামারবাড়ির গেটে লেটারবক্সে লেখা: ম্যাকআর্থার।

খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, প্রায় ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল উঠানে। চলে এল খামারবাড়ির পাশে, একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। আর ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো ওর পাশের দেয়াল। কর্কশ আওয়াজে গর্জে উঠেছে অটোমেটিক রাইফেল।

চরকির মত ঘুরল রানা। খামারবাড়ির কোনা ঘুরে ছুটে আসছে ডেনিম ওভারঅল পরা এক লোক, হাতে উদ্যত একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল।

বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলল অস্ত্রটা।

গুড়ুম!

বালিঝড়ের ভিতর আরেকটা গুলির আওয়াজ হয়েছে। ধুপ্ করে বালির উপর পড়ল লোকটা, মৃত।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল খবির। হাতের এম ৯ পিস্তলের নল থেকে বেরুচ্ছে ধোঁয়া।

'লোকটা কে, বা কী চাইছিল?' ঝোড়ো হাওয়ার উপর দিয়ে জানতে চাইল খবির।

'আন্দাজ করতে পারি,' বলল রানা। 'পরে হয়তো শুনব মিস্টার ম্যাকআর্থার ছিল ডক্টর ইংগিলসের বন্ধু। এসো!'

বার্নের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর দড়াম করে খুলে দিল দুই কবাট। আশা করছে, ভিতরে কোনও ধরনের গাড়ি থাকবে। কিন্তু...

'ভাগ্যদেবী ফিরে চেয়েছে,' মনে মনে বলল রানা।

বার্নের ভিতর নতুন গাড়ির মত চকচক করছে আমেরিকার এদিকের খামারবাড়িগুলোর স্বাভাবিক একটা বাহন— ওটা লেবুর মত সবুজ রঙের বাইপ্লেন। ফসলের মাঠে কীটনাশক দেয়ার কাজে লাগে।

তিন মিনিট পর লেক পাওয়েলের ক্যানিয়নগুলোকে নীচে ফেলে আকাশ চিরে এগিয়ে চলল রানা ও খবিরের খুদে বিমান।

সময় এখন ৯:৩৮ মিনিট।

হাতে বাড়তি সময় নেই, ভাবছে রানা।

বিমানটা টাইগার মথ— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাইপ্লেন। ওটা দিয়ে আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় ফসলে কীটনাশক ছড়িয়ে দেয় চাষীরা। বিমানের দুটো জোড়া ডানা, একটা ফিউজেলাজের উপরে, অন্যটা নীচে— দুটোর ভিতর দণ্ডের মত সব স্ট্রাট। সবকিছু ঠিক জায়গায় রাখছে বিশেষ তার। বিমানের সামনের দিকে দু'দিকে দুটো উঁচু ল্যাণ্ডিং হুইল— দেখলে মনে হয় মশার পা। বিমানের পিছনে একটা মাত্র চাকা। সঙ্গে কীটনাশক ছড়িয়ে দেয়ার স্প্রেয়ার।

বেশিরভাগ বাইপ্লেনের মতই এই বিমান টু-সিটার। পিছনে পাইলটের সিট, সামনের সিটে কো-পাইলট। বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে এই বিমানের। মিস্টার ম্যাকআর্থার শুধু যে ভাল গুপ্তচর ছিল তাই নয়, উৎসাহী বিমান বিশেষজ্ঞও ছিল।

'আপনার কী মনে হয়,' ফ্লাইট হেলমেটের মাইক্রোফোনে বলল খবির। 'ভাল হতো না এক্স-রেল ব্যবহার করলে?'

'না,' বলল রানা, 'সময় নেই। সোজা উড়ে গিয়ে নামব এয়ার বেস যিরো নাইনে। ঢুকব ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট দিয়ে।'

নয়

বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করছে কেভিন কনলনের হৃৎপিণ্ড।

আজকের দিনটা সত্যিই ঘটনাবহুল।

চায়নিজ আর্মির স্পেস শাটল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে এয়ার বেস যিরো নাইনে একদল নকল কমাণ্ডো আছে বলবার পর, তাঁরা এয়ার বেস যিরো এইট ও এয়ার বেস যিরো নাইনের এক শ' মাইলের ভিতর সমস্ত টেলিফোনে আড়ি পেতেছেন। তখন থেকে নজর রাখছে ডিআইএ-র সার্ভেইল্যান্স স্যাটালাইট।

কেভিন কনলনের যোগ্যতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা ওকে মন দিয়ে লেগে থাকতে বলেছেন। ওসব বেস থেকে কোনও ফোন এলে বা সেখানে গেলে তা সোজা আসবে ওর কাছে।

কর্মকর্তাদের একজন বলেছেন, 'কাজের কাজ করেছ, কনলন, এখন থেকে সরাসরি আমাদেরকে রিপোর্ট করবে।'

অবশ্য, এখনও পুরো পরিস্থিতি বুঝতে পারেনি কনলন।

উত্তেজিত, মনের ভিতর কী যেন খচখচ করছে।

কী যেন খেয়াল করবার কথা ওর।

কিন্তু সেটা কী?

সিআইএ থেকে ডিআইএ-কে বলা হয়েছিল: ক্ষমতাশালী কয়েকজন চায়নিজ জেনারেল যে-কোনও দিন কূ করবেন, ফেলে দেবেন বর্তমান সরকারকে। কাজেই বিশেষ করে চায়নিজ আর্মির স্যাটালাইটের উপর চোখ রাখতে হবে। এ থেকে আমেরিকান সরকার লাভবান হতে পারে।

এ খবর তো একমাস আগের।

এর সঙ্গে আমেরিকার...

এখন মহাশূন্যে উড়ছে চায়নিজ আর্মির শাটল, এদিকে এয়ার ফোর্সের বেসের ভিতর ঢুকে পড়েছে নকল নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিট। তারা সবাই চায়নিজ।

নিশ্চয়ই জরুরি কিছু চাইছে চায়নিজ জেনারেলরা। বোধহয় ভাইরাসের ভ্যাকসিন। ওটার কথা এসেছে ডিকোডেড মেসেজের ভিতর।

তা ঠিক আছে।

আর ওই চায়নিজ শাটল ব্যবহার করে সবচেয়ে সহজে বেসের লোকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

এ-ও ঠিক।

কিন্তু না, আরও কিছু আছে। চায়নিজ জেনারেলরা অন্য দশটা স্যাটালাইট ব্যবহার করে নিজেদের সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত। সেজন্য কোনও শাটলও লাগে না আসলে।

তার মানে অন্য কোনও কারণে...

ডিআইএ থেকে যে দু'জন এয়ার ফোর্সের লিয়াযন অফিসারকে ডেকে নেয়া হয়েছে, তাদের একজনের দিকে ফিরল কনলন। 'এয়ার বেস যিরো নাইনে কী ধরনের হার্ডওয়্যার রেখেছে এয়ার ফোর্স?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিয়াযন অফিসার। 'কয়েকটা স্টেলথ, একটা এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড, কয়েকটা অ্যাওয়্যাক্স বিমান। আসলে ওই বেস ব্যবহার করা হয় বায়োলজিক্যাল ফ্যাসিলিটি হিসাবে।'

'আর অন্য এয়ার বেস? যিরো এইট?'

সরু হয়ে গেল লোকটার চোখ। 'ওটা অন্য ধরনের।'

'খুলে বলুন। আমার জানা দরকার। বিশ্বাস করুন, আমাদের সবার জন্যই মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে ওই দুই এয়ার বেস।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল অফিসার। তারপর বলল, 'এয়ার বেস যিরো এইট অন্যরকম। ওখানে কাজ চলছে প্রোটোটাইপ এক্স ৩৭ স্পেস শাটলের উপর। ওটা স্যাটালাইট ফেলে দিতে পারবে। সাধারণ শাটলের চেয়ে আকারে ছোট, লঞ্চ করতে হবে হাই-ফ্লাইং ৭৪৭ বোয়িং বিমানের পিঠে তুলে।'

'স্যাটালাইট কিলার?'

'ওটার ডানার নীচে আছে যিরো গ্র্যাভিটি অ্যামব্রাম মিসাইল। ওই শাটল চট্ করে উঠে যাবে মহাশূন্যে, যে-কোনও বিদেশি

গুপ্তচর স্যাটালাইট বা স্পেস স্টেশন ফেলে দেবে, তারপর ফিরে আসবে দেরি না করেই।'

'ক'জন উঠতে পারে ওটার ভিতর?' জানতে চাইল কনলন।

ভুরু কুঁচকে ফেলল এয়ার ফোর্স অফিসার। 'তিনজন কমাণ্ড ক্রু। ওয়েপন্স হোল্ডে বড়জোর দশ থেকে বারোজন। ...হঠাৎ এসব জানতে চাইছেন কেন?'

চিন্তার ভিতর ডুবে গেছে কেভিন কনলন। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হায় ঈশ্বর... তা হলে...' চুপ হয়ে গেছে সে।

চট্ করে তুলে নিল কাছের প্রিন্টআউট।

ওটা ওর শেষ ডিকোডেড মেসেজ, ওটার কারণেই বোঝা গেছে ওয়াং ইউনিট আসলে বিশ্বাসঘাতক। মেসেজে লেখা:

০৩-জুলাই

স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট

প্রথম কণ্ঠ: আমি ডক্টর তাই লি। এয়ার বেস যিরো নাইনে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট নিয়ে তৈরি লি ওয়াং এবং কিম শাং।

আপনাদের লোক তাদের সঙ্গেই আছে। ক্যাপ্টেন লি ওয়াং, লেফটেন্যান্ট কিম শাং, কর্পোরাল ও সার্জেন্ট যি চিং-হুয়া, চুই কুয়েং, দে গাও, ক্যাং লি, লং মেং, নিং লং, কুয়েং পেং-এর ভিতর বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে আপনাদের দেয়া এক শ' মিলিয়ন ডলার। সঠিক সময়ে তাদেরকে নিয়ে রওনা হব।

'সঠিক সময়ে সবাইকে নিয়ে রওনা দেবে ডক্টর তাই লি,' উচ্চারণ করে বলল কেভিন কনলন।

'কী বিড়বিড় করছেন?' জানতে চাইল এয়ার ফোর্সের লিয়াযন অফিসার।

নিজ মনের ভিতর আবারও ডুব দিয়েছে কনলন।

সব পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন।

'আপনি যদি কোনও টপ সিক্রেট ভ্যাকসিন বের করতে চান মরুভূমির কোনও টপ সিক্রেট এয়ার ফোর্স বেস থেকে, আপনি কী করবেন? বিমান নিয়ে রওনা হবেন না। ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে যাওয়ার আগেই এয়ার ফোর্স ওই বিমান ফেলে দেবে। একই কথা সড়ক-পথে গেলে। কোনও সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না। কিন্তু চায়নিজ জেনারেলরা ভাল পথ খুঁজে নিয়েছে।'

'আপনি কী বলছেন এসব?'

'যদি গোপনে আমেরিকা থেকে কিছু বের করতে চান,' বলল কনলন, 'আপনার সহজ পন্থা হবে মহাশূন্যে উঠে যাওয়া। কে ঠেকাবে তখন?'

রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি:

৯:৪৫

আর মাত্র তেরো মিনিট পেরুবার আগেই প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ফুটবল।

বেশ ক' মিনিট হলো আকাশ-পথে চলেছে রানা ও খবির। অনেক নীচে ধূ-ধূ মরুভূমি। সবুজ বিমান ছুটছে ঘণ্টায় এক শ' নব্বুই মাইল বেগে।

বহু দূরে দেখা দিয়েছে মরুভূমির ভিতর উঁচু হয়ে ওঠা নিচু এক পর্বতশ্রেণী। মাঝে রানওয়ে, ওটাই এয়ার বেস যিরো নাইন।

টেকঅফ করবার পর প্রথম সুযোগেই ডক্টর ইংগিলসের রুপালি স্যামসোনাইট কণ্টেইনার খুলেছে রানা। ফোমের ভিতর শুয়ে আছে বারোটা চকচকে কাঁচের অ্যাম্পুল। গায়ে সাঁটা দু'ধরনের কাগজে লেখা: 'ডুম্স্ ডে ভাইরাস' এবং 'অ্যান্টিডোট'। আরেক পাশে মোবাইল হার্ডডিস্ক ও মাইক্রোফিল্ম। শেষের এই দুটোর ভিতর রয়েছে সম্ভবত কীভাবে তৈরি করা যায় পলের মত ছেলে এবং

ভাইরাসের অ্যান্টিডোট ফর্মুলা।

বামদিকের দুটো অ্যাম্পুলের উপর লেখা ভাইরাস।

অন্য দশটার উপর লেখা: অ্যান্টিডোট।

অদ্ভুত সুন্দর সবজেটে তরল।

একপলক ওগুলো দেখেছে রানা। ওর মনে পড়েছে বিসিআই চিফের কথাগুলো: 'কাজটা অত্যন্ত কঠিন, সম্ভব হলে ওই ভাইরাসের নমুনা ও অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো।'

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডে ভাইরাসের দুটো অ্যাম্পুল, অ্যান্টিডোটের পাঁচ অ্যাম্পুল, মোবাইল হার্ডডিস্ক ও মাইক্রোফিল্ম চলে গেল রানার দুই বুটজুতোর সোলের ভিতরের ফোমের খুপরিতে। এখন ঝেড়ে দৌড় দিলেও ওগুলো নষ্ট হবে না।

ইংগিলসের কন্টেইনারে অ্যান্টিডোটগুলোর পাশে আছে একটি সিরিঞ্জ। ওটা কাজে লাগবে, ভেবেছে রানা। অ্যান্টিডোটের তিনটা অ্যাম্পুল ও সিরিঞ্জ রেখে দিল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ইউনিফর্মের থাই পকেটে।

কাজ শেষে বিমানের সিটের পাশে রেখে দিল কন্টেইনার, এখন ভিতরে রয়েছে মাত্র দুটো অ্যাম্পুল। এবার সামনে বেড়ে টোকা দিল খবিরের কাঁধে।

বিমানে উঠবার পর থেকে আরও চুপ হয়ে গেছে খবির, ঘুরে চাইল সে।

কন্টেইনার ওর হাতে দিল রানা।

ওটা নিয়ে চোরাই ইউনিফর্মের পকেটে রেখে দিল খবির। আবারও চেয়ে রইল দূর আকাশে।

'তুমি আমাকে একেবারেই পছন্দ করো না— তাই না?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। কথা বলেছে হেলমেট মাইকে।

কাঁধ ঝাঁকাল খবির।

এক সেকেণ্ড পর তরুণ সার্জেন্টের কণ্ঠ এল রানার হেলমেট

মাইক্রোফোনে।

'আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাই, মেজর।' নিচু স্বরে বলেছে খবির, কণ্ঠ শীতল।

'বলো?'

'অ্যান্টার্কটিকায় আমার বাবা ওই মিশনে গিয়ে কীভাবে মারা গেল?'

কোনও জবাব দিল না রানা।

ভয়ঙ্কর, নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় খবিরের বাবাকে। নিজের চোখে দেখেছে রানা। উইলকক্স আইস স্টেশনে সত্যিকারের পিশাচ এক ব্রিটিশ এসএএস কমাণ্ডার তাকে হাত বাঁধা অবস্থায় পুলে নামিয়ে খুন করে। ওই পুলে ছিল ক্ষুধার্ত সব কিলার ওয়েইল।

'ওকে ধরে ফেলে শত্রুরা, জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন নামের এক ইবলিশ ওকে খুন করে।'

'আপনি জানেন, কীভাবে?'

'তোমার না জানাই ভাল।'

'বলুন, প্লিজ। আমি শুনতে চাই?'

চোখ বুজে ফেলল রানা। 'ওরা ওকে কিলার ওয়েইল ভরা এক পুলের উপর উল্টো করে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেয় পানিতে।'

'আপনার দলের কেউ কিছু বলেনি,' নরম স্বরে বলল খবির। প্রশ্ন নয়, মন্তব্য। খসখসে শোনাল ওর কণ্ঠ। 'একটা চিঠি দেয়া হয় আর্মি থেকে। বলা হয় মিশনে গিয়ে বাবা মারা গেছে। ...জানেন, মেজর, বাবা মারা যাওয়ার পর কী ঘটেছিল?'

জানে রানা। কিন্তু একটা কথাও বলল না।

'আমার মা ছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে। তাকে বলা হলো, ছেড়ে দিতে হবে বাসা। জীবিত সৈনিকদের স্ত্রীরা চায় না পাশের বাসায় থাকুক সুন্দরী বিধবা। তাদের হয়তো ধারণাঃ

স্বামীকে কেড়ে নেবে ওই মহিলা।

'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা আর সব তুলে নিয়েছিল বাবা শেয়ার বাজারে ইনভেস্টের জন্যে। সবই শেষ হয়ে গেল আমাদের দেশের একদল পশুর লোভের কারণে। ...আমাদের গ্রামের বাড়ি নেই যে মা ফিরবে। নতুন করে শুরু হলো জীবন সংগ্রাম। নানান দিকে নানান ভাবে চেষ্টা করে দেখল মা। কিন্তু কোথাও সুবিধে হলো না। তিনমাস সংগ্রামের পর এক শ'টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করল আমার মা।

'তার কদিন পরেই দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস নামের একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমার নামে এল মোটা অঙ্কের টাকা। কেন দেয়া হলো, কিছুই বুঝিনি। কিন্তু অচেনা বিদেশি লোকের ওই টাকাই সেদিন বাঁচিয়েছিল আমাদের; অকূল পাথারে আমরা ক' ভাইবোন খেয়েপরে বাঁচার অবলম্বন পেয়েছিলাম ...কিন্তু আপনারা, বাবার অফিসার ও সহকর্মীরা কেউ খোঁজও নিলেন না আমাদের কী হলো!'

ঘুরে রানার চোখে চাইল খবির। 'তাই জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ প্ল্যান করেন কেন? আপনার বোধহয় জানা নেই, জীবনটা খেলা নয়। আমরা কেউ মরলে গোটা একটা পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যায়। আমার বাবা মারা গেছে, আর আমার মা কোনও উপায় না দেখে আত্মহত্যা করেছে। বাবাকে ছাড়া বাঁচতে চায়নি মা। তাই আপনার কাছে জানতে চাইছি, আপনারই কোনও প্ল্যান অনুযায়ী বাড়তি ঝুঁকি নেয়ার কারণে আমার বাবা মারা গেছে কি না।'

চুপ করে আছে রানা।

হোসেন আরাফাত দবিরের স্ত্রীকে ও চিনত না।

এখন কেমন অপরাধী লাগছে ওর। ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর নেয়া উচিত ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুলল।

'বাংলাদেশের ...না, সারা দুনিয়ার সেরা যোদ্ধাদের একজন ছিল তোমার বাবা।' কিছুক্ষণ পর আবার বলল ও, 'ছোট্ট একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল দবির। আমরা তখন শত্রুর ধাওয়া খেয়ে পালাচ্ছিলাম। ওই মেয়ে দ্রুতগামী হোভারক্রাফট থেকে পড়ে যাচ্ছিল, যেন আহত বা নিহত না হয়, সেজন্যে ওকে বুকে তুলে নিয়ে পড়েছিল দবিরও। তারপর ওই আইস স্টেশনে ধরে নিয়ে গিয়ে ওকে মেরে ফেলল ওরা। ঠিক সময়ে ফিরতে চেয়েছি, কিন্তু... কিন্তু তখন আমি পানির নীচে। উঠে আসতে আসতে সব শেষ!' আলগোছে চোখের পানি মুছল রানা।

'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম কখনও কাউন্টডাউন মিস করেন না আপনি।'

বহু দূরে চোখ রানার। ছায়াছবির মত দেখতে পাচ্ছে অতীতের সব ঘটনা। বরফ, চারদিকে বরফ! ধাওয়া করছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। ওই তো, মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে পড়ে গেল মহৎ হৃদয় দবির।

হঠাৎ প্রশ্ন করল খবির, 'মেয়েটা শেষপর্যন্ত বেঁচেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কথা প্রায়ই বলত বাবা,' নিচু কণ্ঠে বলল খবির। 'বলত, আপনার মত অফিসার হয় না। মানুষ হিসাবে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করত। ...না জেনে আমি আপনার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছি, সেজন্য দুঃখিত, স্যর। ধরে নিয়েছিলাম, আপনি আর সব অফিসারের মতই। ...অবশ্য, এখন কিছুটা বুঝতে পেরেছি।'

মরুভূমির মেঝের দিকে নামতে শুরু করেছে সবুজ বিমান।

ঘড়িতে সকাল ৯:৫১

মরুভূমির মেঝে স্পর্শ করেছে টাইগার মথ, ঝড়ের ভিতর নতুন করে ছিটকে উঠেছে বালির মেঘ।

বাইপ্লেন কিছু দূর দৌড়ে থেমে যেতেই নেমে এল রানা ও খবির। ফুটবল ফিরিয়ে নিয়েছে রানা, অন্য হাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। খবিরের হাতে দুটো নিকেল-প্লেটেড এম৯।

দৌড়াতে শুরু করল ওরা, ছুটে চলেছে ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ট্রেঞ্চের সামনে। বালি ভরা মেঝেতে ছিটিয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা লাশ।

সুট পরা নয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, এরা ছিল দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিম।

তাদের কাছাকাছিই পড়ে আছে চার মেরিন, পরনে ইউনিফর্ম। এরা নাইটহক থ্রি-র অফিসার ও সৈনিক।

লাশগুলো টপকে ভেন্টের মুখে চলে এল রানা ও খবির।

রানা একবার দেখে নিল ঘড়িঃ

৯:৫২

রেকণ্ডোদের কারণে ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের দরজা এখনও খোলা। কংক্রিটের সরু টানেলে ঢুকে পড়ল ওরা, নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করেছে।

ভিতর অংশ ছায়াময়। বিশফুট যাওয়ার পর থেমে গেল ওরা। একটা প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। এখান থেকে অনেক নীচে গাঢ় অন্ধকারে নেমে গেছে রাং ল্যাডার।

দু'হাতে একপাশের দণ্ড জড়িয়ে ধরল রানা, সরসর করে নামতে শুরু করেছে। ওর পর পর নেমে পড়ল খবির।

ফ্যাসিলিটির এদিকে কোনও বাতি নেই। রানার দাঁতের ধরা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পুরো পাঁচ শ' ফুট নেমে এল ওরা। কোমর থেকে দুই কারুকার্যময় পিস্তল বের করেছে খবির। রানার পিছনে চলতে হবে ওকে, ওর সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট নেই।

পিস্তলের ব্যারেলে ফ্ল্যাশলাইট আটকে নিল রানা, তারপর

সামনে বাড়ল। চট্ করে একবার দেখে নিল ঘড়ি:

৯:৫৩.

ওরা রয়েছে সরু এক দীর্ঘ টানেলে। পাশাপাশি ছুটতে পারবে না দু'জন। ক্রমেই নীচের দিকে গেছে সুড়ঙ্গের মেঝে। কোথাও কোনও আলো নেই।

ফ্ল্যাশলাইটের মৃদু আলোয় ছুটছে ওরা।

দৌড়ের ফাঁকে রানা সিক্রেট সার্ভিস রিস্ট মাইকে বলল, 'তিশা, শুনছ? আমরা ফিরেছি! ফ্যাসিলিটির ভিতর!'

ফচফচ আওয়াজ তুলল ইয়ারপিস, তারপর শুরু হলো খড়খড় শব্দ।

কেউ জবাব দিল না।

বোধহয় সিক্রেট সার্ভিস রেডিয়ো পানির নীচে কাজ করবার জন্য উপযুক্ত নয়, নষ্ট হয়ে গেছে।

৯:৫৪

কয়েক শ' গজ অতি সরু টানেল ধরে দৌড়ে ওরা পৌঁছে গেল লেভেল সিক্স-এ ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের দরজার সামনে। ওরা আছে এক্স-রেল স্টেশনের ট্র্যাকগুলোর উত্তর দিকে।

গোটা স্টেশন ডুবে আছে দোয়াতের কালির মত অন্ধকারে।

কোথাও কোনও আলো নেই।

থমথম করছে চারপাশ।

অস্ত্রের ওপর বসানো ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চারপাশে একের পর এক লাশ দেখল রানা। মাঝখানের প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় বিস্ফোরিত হয়েছে কিছু। পুড়ে গেছে জায়গাটা। ওখানে ফেটেছে বাটারফিল্ডের আরডিএক্স গ্রেনেড।

'সিঁড়ি,' বলল রানা। আলো তাক করল বামদিকের ফায়ার স্টেয়ারের দিকে।

লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল ওরা, ছুটতে শুরু করেছে দরজার

।দকে।

'তিশা! শুনতে পাচ্ছ?'

খড়মড় আওয়াজ তুলছে রেডিয়ো।

স্টেয়ারওয়েলের দরজায় পৌঁছে গেল ওরা। ঝটকা দিয়ে দরজ খুলল রানা। পরিষ্কার শুনল ধুমধুম আওয়াজ। উপরে ছুটে কমপক্ষে বারোটা কমব্যাট বুট। নেমে আসছে তারা!

'এদিকে!' চাপা স্বরে বলল রানা। দ্রুত সরল দরজার কা থেকে, ছুটে চলে গেল প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকে। এক্স-রে মেনটেইন্যান্স ভেহিকেলের একপাশে কাভার নিল।

ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিয়েছে রানা। এক সেকেণ্ড পর ওর পাশে ঝুপ করে বসল খবির। পরের সেকেণ্ডে স্টেয়ারওয়েলের দরজ দড়াম করে খুলে গেল, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওয়াং ইউনিটের ক্যাপ্টেন ওয়াং ও তার দলের সদস্যরা। আঁধারে ছুটতে শুর করেছে, হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে পড়ছে এদিক ওদিক।

কমাণ্ডোদের ভিতর পল ছেলেটাকে দেখতে পেল রানা।

'ব্যাপারটা কী?' ফিসফিস করে বলল খবির।

ছেলেটার পিছনে ছুটছে চার কমাণ্ডো। এদের দু'জনকে ডিকমপ্রেশন চেম্বারে দেখেছিল রানা।

ঝড়ের গতিতে চলছে ওর মগজ।

আসলে এখানে কী ঘটছে?

একটু আগে এয়ার বেস যিরো নাইনে ছেলেটাকে ফিরিয়ে এনেছে দুই পেনিট্রেটার। কিন্তু এখন আবারও সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। আরও নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দিচ্ছে জেনারেল ব্রুকস?

খচখচ করছে রানার মন।

আর্লিং এফ ব্রুকসের কী যায় আসে এ ছেলের জন্য?

সে তো চায় শুধু প্রেসিডেন্টকে খুন করতে!

প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে ছুটছে লোকগুলো, তাড়া দেখে মনে

হচ্ছে খুব জরুরি কাজে চলেছে।

ওয়াং ইউনিটের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি গিয়ে পড়েছে এক্স-রেল টানেলের ব্লাস্ট ডোরের খোলা কবাটের উপর। ওটা প্ল্যাটফর্মের ওদিকে। ওই পথে যাওয়া যায় এয়ার বেস যিরো এইটে।

ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে পলকে। ঢুকে পড়ল তারা পুব টানেলে। বারবার পিছনে চাইছে লোকগুলো।

পিছন থেকে হামলা আসতে পারে, আশঙ্কা করছে যেন।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

শেষবারের মত চট্ করে পিছনদিক দেখে নিল চায়নিজ কমাণ্ডো।

ঠিক তখনই সব বুঝতে পারল রানা।

এরা পলকে কিডন্যাপ করছে!

লেভেল টু-র হ্যাঙারে চিন্তিত তিশা চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

৯:৫৫:০০

আর পাঁচ মিনিট পর প্রেসিডেন্টের হাতের তালু রাখতে হবে ফুটবলের অ্যানালাইযার প্লেটে।

এখনও রানার কোনও চিহ্ন নেই।

যদি ফিরতে দেরি করে, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে উড়ে যাবে চোদ্দটা শহর।

লেভেল টু-র অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে নেমে পড়েছে তিশা, নিশাত, জেসিকা, প্রেসিডেন্ট, কোসলোস্কি ও নিরো।

তিশা ও জেসিকার অস্ত্রের ব্যারেলের পাশে জ্বলছে ফ্ল্যাশলাইট, সে আলোয় চলেছে ওরা। পাতাল হ্যাঙারে একটু দূরে চওড়া এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট।

তিশার হাতে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স, ওদেরকে যেতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ড সেন্টারে। দখল করে নিতে হবে

ওই অফিস, হাতে পেতে হবে রিমোট কন্ট্রোলটা।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতর রানা না এলে...

অদ্ভুত নীরব গোটা ফ্যাসিলিটি।

ভুতুড়ে আঁধারে পাতাল ফ্যাসিলিটির ভিতর থমথমে পরিবেশ।

হঠাৎ তিশার মনে হলো কানের ভিতর খড়মড় করে উঠল ইয়ারপিস। 'শা... শুন...?'

একই আওয়াজ শুনেছে জেসিকা। 'শুনতে পেলে, তিশা?'

হঠাৎ চমকে উঠল সবাই। এলিভেটার শাফটে বুম করে উঠেছে একটা অস্ত্র।

আওয়াজটা খুব কাছেই।

অস্ত্রটা ছিল পাম্প-অ্যাকশন শটগান।

গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই বিশ্রী আওয়াজ শুনল ওরা।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠেছে কেউ!

লোকটার হাসি শুনে মনে হলো সে উন্মাদ। থামছে না, শব্দটা ছোরার মত চিরে দিচ্ছে বাতাস।

'হাহ্-হাহ্-হাহ্! সবাই কী করো! আমরা আসছি তোমাদেরকে ধরতে!'

নেকড়ের ডাক শুরু হয়েছে: আউ-উ-উ-উ-উ!

এমন কী নিশাতও ঢোক গিলল। 'বন্দিরা...'

'সেল বে-র আর্মস কেবিনেট পেয়ে গেছে,' চাপা স্বরে বলল জেসিকা।

এলিভেটার শাফটের ভিতর জোরালো ধাতব ক্লিং! আওয়াজ হলো।

কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল তিশা।

লেভেল পাঁচের বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম উপরে উঠবে। ওটার বুকে পড়ে আছে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

এলিভেটারে বেশকিছু জ্বলন্ত মশাল দেখল তিশা। আলোগুলো

অন্ধকারের ভিতর নানাদিকে সরছে।

উঠে আসছে মুক্ত নরপিশাচগুলো!

'ক'জন হতে পারে?' একটু কেঁপে গেল জেসিকার কণ্ঠ।

'ওরা বেয়াল্লিশজন,' বলল তিশা।

'কপাল মন্দ যে...'

জোর গোঙানি ছাড়ল এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম, দুলে উঠে রওনা হয়ে গেছে। হুড়মুড় করে নীচে নামছে ওটায় জমে থাকা পানি।

'আমি ভেবেছিলাম পাওয়ার...' থেমে যেতে হলো নিশাতকে।

মাথা নেড়েছে জেসিকা। 'ওটার সঙ্গে হাইড্রলিক ইঞ্জিন আছে, পাওয়ার ব্ল্যাকআউট হলে ওটা চালু করা যায়।'

অন্ধকারে দুলতে দুলতে শাফট বেয়ে উঠছে প্ল্যাটফর্ম।

'কিনারা থেকে সরে যান সবাই,' বলল তিশা। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে। চলে এল ওরা একটা অ্যাওয়্যাক্স-বিমানের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের আড়ালে।

জেসিকা ও তিশা নিভিয়ে দিল ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইট।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে উঠছে বিশাল প্ল্যাটফর্ম। ধীর গতি তুলে রওনা হয়েছে লেভেল টু পেরিয়ে উপরের দিকে।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের আড়াল থেকে উঁকি দিল তিশা, চমকে গেল। দৃশ্যটা হরর সিনেমার মত মনে হলো ওর।

লেভেল পাঁচের বন্দিরা প্ল্যাটফর্মে, মাথার উপর একহাতে তুলে ধরেছে মশাল, অন্যহাতে শটগান ও পিস্তল। হিংস্র জানোয়ারের মত হুঙ্কার ছাড়ছে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ও হৈ-চৈ চলছে।

বেশিরভাগের পরনে শার্ট নেই, মশালের জ্বলজ্বলে আগুন পড়ে চকচক করছে বুক-পেট। কপালে ও কবজিতে বেঁধেছে ব্যাণ্ডানা। প্রত্যেকের পরনে ভেজা প্যান্ট।

এলিভেটার এ লেভেল পেরিয়ে উঠে যেতে আর কিছু দেখতে পেল না তিশা। এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। একটু পর

বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলে বুম্ করে মেইন হ্যাঙারে গিয়ে থামল এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

দশ

কন্ট্রোল রুমের ভিতর পায়চারি করছে আর্লিং এফ ব্রুকস, বারবার চোখ চলে যাচ্ছে নীচের হ্যাঙারের দিকে। এইমাত্র দেখেছে উঠে আসছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার। ওটার উপর চিৎকার করছে একদল উন্মাদ লোক, শটগান তুলে গুলি করছে ছাতের দিকে। প্ল্যাটফর্ম থেমে যেতেই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল মুক্ত বন্দিরা।

'র‍্যাটলস্নেক ইউনিটকে জানিয়ে দাও, ওরা যেন উপরের দরজার কাছে অপেক্ষা করে,' নির্দেশ দিল ব্রুকস। 'সেকেণ্ডারি কমাণ্ড পোস্ট ছেড়ে দেব আমরা, চলে যাব ওদের ওখানে। ...ওয়াং ইউনিট কোথায়?'

'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, স্যর,' কাছের অপারেটার বলল।

'ঠিক আছে, পরে ওদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। সবাই উঠে পড়ো, বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

সিট ছেড়েছে সবাই। তার ইউনিটের তিন কমাণ্ডো নিয়ে তৈরি মেজর জন স্কল্ট, নিজ কমাণ্ডোদের নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড।

কী প্যাড ব্যবহার করে কন্ট্রোল রুমের উত্তরদিকের এক ছোট প্রেশার ডোর খুলে ফেলেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। ওদিকে রয়েছে কংক্রিটের প্যাসেজওয়ে। বামদিকে বাঁক নিয়ে ঢালু হয়ে নেমে

গেছে পথ। এদিক দিয়ে চলে যাওয়া যায় উপরের দরজার কাছে।

পাইথন ইউনিটের লোকদের নিয়ে দরজার কাছে চলে গেছে জন স্কল্ট। প্যাসেজওয়েতে দৌড় শুরু করেছে তার কমাণ্ডোরা, হাতে অস্ত্র। তাদের পর করিডোরে ঢুকল আর্লিং এফ ব্রুকস, পিছনে জন স্কল্ট।

তারপর দরজা পেরুতে চাইল কর্নেল বার্নটন ডানকান, কিন্তু সে সুযোগ পেল না।

জন স্কল্ট প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পড়তে না পড়তেই, কণ্ট্রোল রুমের স্বাভাবিক দরজা দড়াম করে খুলে গেল, শটগান হাতে ভিতরে এসে ঢুকল জনাকয়েক পলাতক বন্দি!

বুম! বুম! বুম!

হাজারো টুকরো হলো কয়েকটা কন্সোল।

এস্কেপ প্যাসেজওয়েতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেজর স্কল্ট, বুঝতে পেরেছে কারা এসে ঢুকেছে— ওদের নিজেদের দলের কেউ আর করিডোর পর্যন্ত আসতে পারবে না— একপলক কর্নেলকে দেখল সে, তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল এস্কেপ ডোর। আর প্যাসেজওয়েতে ঢুকতে পারবে না কর্নেল, ওদিকে রয়ে গেল সে এবং তার অপারেটাররা।

কণ্ট্রোল রুমে আটকা পড়েছে এগারোজন লোক। তারা এয়ার ফোর্স অফিসার— কর্নেল বার্নটন ডানকান, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড, পাঁচ অপারেটার ও চার কমাণ্ডো।

এক সেকেণ্ড পর তাদের উপর গুলি শুরু করল বন্দিরা।

মেইনটেন্যান্স ভেহিকেলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা ও খবির, লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল ওরা, ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে ফায়ার স্টেয়ার লক্ষ্য করে।

৯:৫৬:০০

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলল রানা, তখনই স্টেয়ারওয়েলে শুনতে পেল শটগানের গুলির আওয়াজ।

বিকট চিৎকার করছে লোকগুলো।

চট্ করে আবারও দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

'কী বুঝলেন?' জানতে চাইল খবির।

'ফ্যাসিলিটি এখন নরক,' বলল রানা।

'চার মিনিটের ভিতর প্রেসিডেন্টকে পেতে হবে,' বলল খবির।

'জানি,' চারপাশে চোখ বোলাল রানা। 'কিন্তু আগে ঢুকতে হবে ফ্যাসিলিটির ভিতর।'

পাতাল রেলওয়ে স্টেশনে আঁধারে চাইল ও।

'ওদিকে চলো!' প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটতে শুরু করেছে।

'কোথায় যাচ্ছি?' পিছু নিল খবির।

'আরেকটা পথে কমপ্লেক্সের ভিতর ঢোকা যায়,' বলল রানা। 'ওই পথ আগে ব্যবহার করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। এয়ার ভেন্ট! ওটা প্ল্যাটফর্মের শেষমাথায়!'

৯:৫৭

ঝড়ের গতি তুলে এয়ার ভেন্টের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

আবারও মাইকে বলতে চাইল রানা: 'তিশা! শুনতে পাচ্ছ?'

খড়মড় করছে রেডিয়ো।

ওদিক থেকে কোনও জবাব নেই।

লাফ দিয়ে এয়ার ভেন্টে ঢুকল ওরা, দৌড় শুরু করেছে, ধাতব পাতে ধুম ধুম আওয়াজ তুলছে ওদের ভারী বুট।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওরা পৌঁছে গেল ভেন্টের চার শ' ফুট খাড়া শাফটের তলায়।

'ওরে বাবা!' বিড়বিড় করল খবির। ওর মনে হয়েছে, অনেক উপরে অনন্তের দিকে আঁধারে উঠেছে কূপ।

৯:৫৮

'চটপট উঠতে হবে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ক্রস-ভেন্ট দিয়ে পৌঁছে যাব এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটে, ওটা পেরিয়ে দেখি কী করা যায়।'

আঁধার এয়ার ভেন্টে ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা, ঠিক করেছে দেরি করে ম্যাগনেট অ্যাকটিভেট করবে। দুই সেকেণ্ড পর চালু করল ম্যাগনেটিক চার্জ। অনেক উপর থেকে এল ধুম! আওয়াজ। একপাশের গোল স্টিলের দেয়ালে আটকে গেছে শক্তিশালী চুম্বক।

৯:৫৮:২০

প্রথমে সরসর করে উঠতে লাগল রানা। ওর পিছনে খবির।

কয়েক সেকেণ্ডে চুম্বুকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, গোল দেয়ালে চার হাত-পা ব্যবহার করে নিজেদেরকে আটকে রাখল ওখানে, আবার ফায়ার করল ম্যাগনেটিক চার্জ।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সমান্তরাল এক ক্রস ভেন্টে।

৯:৫৮:৪০

ফুটবল হাতে ভেন্টে ঢুকে পড়ল রানা, দৌড় শুরু করেছে প্রাণপণে। পিছনে ছুটছে খবির।

৯:৫৮:৫০

পৌঁছে গেল ওরা বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের ধারে। ওদের সামনে এখন কালো আঁধার।

আলো বলতে সামান্য আগুনের শিখা, কমলা রঙের। প্ল্যাটফর্ম উঠে গেছে অনেক উপরে। তার একজায়গায় মিনি এলিভেটারের খোপ, ওখান থেকে আসছে আলো।

ক্রস ভেন্টের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা ও খবির। ওরা আছে লেভেল থ্রি-তে।

মুখের সামনে কবজির মাইক তুলল রানা।

'তিশা! তিশা! তোমরা কোথায়?'

শাফটের উপর থেকে এল কণ্ঠ: 'এই যে!'

মিষ্টি নারীকণ্ঠ।

ঝট্ করে উপরে চাইল রানা। ছোট সাদা এক আলো দেখল রানা।

ওটা কোনও অস্ত্রের ফ্ল্যাশলাইট। টিপটিপ করে জ্বলছে বিশাল শাফটের ওদিকে। লেভেল টু-র চওড়া দরজার কাছে কে যেন।

ওদিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করল রানা, দুই সেকেণ্ড পর দেখতে পেল উদ্বিগ্ন তিশার মুখ।

৯:৫৯:০০

'তিশা!'

'হ্যাঁ, এবার?'

রানার ইয়ারপিসে পরিষ্কার ভেসে এল জোরালো কণ্ঠ। পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের রেডিয়ো। রেঞ্জ কমে গেছে অনেক।

'আমি ভেবেছিলাম এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম এখানে থাকবে!' বলল রানা।

'বন্দিরা ওটা তুলে নিয়ে গেছে মেইন হ্যাঙারে,' বলল তিশা।

৯:৫৯:০৫

৯:৫৯:০৬

'হায় আল্লা, রানা,' তিশা ভুলে গেছে সবার সামনে কী সম্বোধন করে। 'এবার কী করব? হাতে একমিনিটও নেই!'

একই কথা ভাবছে রানা।

ষাট সেকেণ্ড নেই, তার আগেই...

এর ভিতর শাফট বেয়ে নেমে যেতে পারবে না ও। সাঁতার কেটে ওদিক দিয়ে আবার উপরে ওঠা তো অসম্ভব! ম্যাগহুক বড়জোর দেড় শ' ফুট যাবে। মাঝের শাফট পেরুতে পারবে না ও!

'শালার কপাল!' ভাবল রানা।

মাথা থেকে কিছু বের করো!

'সিডনি হার্বার ব্রিজ করলে কেমন হয়?' ইয়ারপিসে নিশাতের কণ্ঠ শুনল রানা।

হার্বার ব্রিজ আসলে কল্পনার এক ম্যাগহুক কৌশল। দু'জন লোক যদি উল্টো দিক থেকে ম্যাগহুক ফায়ার করে, আর দুই হুক যদি আটকে যায় মাঝ আকাশে, তা হলে...

সিডনি হার্বার ব্রিজের কারণে ওই কৌশলের নাম রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ল্যাণ্ডমার্ক একপাশ থেকে শুরু হয়েছে, মাঝে গিয়ে মিলিত হয়েছে সেতুর দুই অংশ।

একবার কয়েকজন মেরিন সৈনিককে ওই কৌশল ব্যবহার করবার চেষ্টা করতে দেখেছে রানা। কেউ সফল হয়নি।

'না, সম্ভব নয়,' জানিয়ে দিল রানা। 'মাঝ আকাশে কেউ ম্যাগহুক আটকাতে পারেনি। কিন্তু...'

৯:৫৯:০৯

৯:৫৯:১০

একবার চট্ করে প্রেসিডেন্ট ও তিশাকে দেখল রানা। ওরা লেভেল টু-র দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। মাঝের দূরত্ব আরেকবার দেখল ও।

এবার উপরের দিকে চাইল। অনেক উপরে এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের নীচের অংশ।

নিশাতের পরামর্শ শুনে অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে ওর মনে।

দুটো ম্যাগহুক হয়তো...

'তিশা! জলদি!' তাড়া দিল রানা। 'মিনি এলিভেটার কোথায়?'

'আগে যেখানে ছিল সেখানেই, লেভেল ওয়ানে,' বলল তিশা।

'লেভেল ওয়ানে উঠে যাও! দেরি কোরো না! শাফটের সামনে মেইন এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের এক শ' ফুট নীচে থামবে। যাও! জলদি!'

তর্ক করবার মানসিকতা নেই তিশার। সেই সময়ও নেই। খপ্

করে প্রেসিডেন্টের হাত ধরল ও, ঘুরেই দৌড় শুরু করেছে।

মুহূর্তে আড়ালে চলে গেল দু'জন।

৯:৫৯:১৪

৯:৫৯:১৫

খবিরকে পাশ কাটাল রানা, ছুটছে মেইন ভেন্টের সমান্তরাল ক্রস-ভেন্ট লক্ষ্য করে।

খাড়া ভেন্টিলেশন শাফটের সামনে পৌঁছে গেল রানা। আবারও উপরে ফায়ার করল ম্যাগহুক।

এবার পুরো দেড় শ' ফুট দড়ি বেরুতে দিল, তারপর গ্র্যাপলিং হুকের ম্যাগনেটিক সুইচ টিপল। খুলে গেছে চুম্বকের আঁকশি। ঠং করে লেগে গেল ভেন্টের ধাতব দেয়ালে। টান দিয়ে দেখল রানা, খুলে এল না।

৯:৫৯:২২

৯:৫৯:২৩

দ্রুত শাফট বেয়ে উঠছে রানা।

ওর সঙ্গে আসেনি খবির, ম্যাগহুক আবারও নীচে পাঠাবার সময় হাতে নেই। আপাতত একা থাকতে হবে খবিরকে। তা ছাড়া, রানার দরকার ম্যাগহুক...

ম্যাগহুকের লঞ্চার দড়ি গুটিয়ে উপরে উঠছে, সে সঙ্গে উঠছে রানাও। চারপাশে এয়ার ভেন্টের ধাতব দেয়াল। হুকের রিলিং মেকানিযমের কাছে পৌঁছে গেল রানা। এবার আরেকটা ক্রস ভেন্ট ব্যবহার করে উঠে এল উপরের লেভেলে। এখনও এক শ' ফুট উপরে মেইন হ্যাঙার। ঝেড়ে দৌড় দিল ক্রস-ভেন্টের ভিতর দিয়ে।

৯:৫৯:২৯

৯:৫৯:৩০

আবারও বেরিয়ে এল এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের মুখে।

এখন উপরের বিশাল এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম অনেক কাছে মনে হলো। মাত্র এক শ' ফুট নীচে রানা। স্পষ্ট শুনল গোলাগুলির আওয়াজ। হৈ-চৈ করছে পলাতক বন্দিরা। এক সেকেণ্ডের জন্য রানা ভাবল, লোকগুলো উপরে উঠে কী করছে!

৯:৫৯:৩৪

৯:৫৯:৩৫

ঠিক তখনই ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইটে দেখল রানা, ওদিকে উঠে এসেছে মিনি এলিভেটার। থেমে গেছে প্রকাণ্ড এলিভেটারের এক শ' ফুট নীচে। দুই শ' ফুট দূরে দেখল তিশা, জেসিকা, নিশাত ও প্রেসিডেন্টকে।

৯:৫৯:৩৭

৯:৫৯:৩৮

সমান উচ্চতায় থেমেছে মিনি এলিভেটার।

'ওখানেই থামো!' বলল রানা।

ঝাঁকি খেয়ে থামল মিনি এলিভেটার।

রানা এবং ওটার মাঝে দুই শ' ফুট দূরত্ব, মাঝে গভীর চৌকো কূপ।

দুই শ' ফুট ব্যবধানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

৯:৫৯:৪০

'ঠিক আছে, তিশা,' রেডিয়োতে জানাল রানা, 'এবার তোমার ম্যাগহুক আটকে দাও এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের নীচে।'

'তার ফলে ভেসে আসতে পারবেন না প্রেসিডেন্ট, আর...'

'জানি। কিন্তু দুই ম্যাগহুক মাঝের দূরত্ব পেরুতে পারবে। প্ল্যাটফর্মের চার ভাগের এক ভাগ জায়গায় আটকে দেবে। প্রেসিডেন্ট ঝুলে আসবেন। আর এদিক থেকে আসব আমি। মাঝখানে দেখা হবে আমাদের।'

৯:৫৯:৪৬

নিজের ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা। টায়ার ফুটো হওয়ার মত আওয়াজ তুলল ওটা; বাতাসে ছিটকে উঠল হুক, আড়াআড়ি ভাবে উঠে গেল এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের নীচে, আটকে গেল ক্লিং আওয়াজ তুলে।

৯:৫৯:৪৮

একইরকম ক্লিং আওয়াজ এল শাফটের ওদিক থেকে। রানার মতই একই কাজ করেছে তিশা।

৯:৫৯:৪৯

৯:৫৯:৫০

ম্যাগহুক একহাতে শক্ত করে ধরল রানা, আগেই খুলে ফেলেছে ফুটবলের ডালা, ভিতরে দেখা গেল কাউন্টডাউন টাইমার চলছে:

০০:০০:১০.., ০০:০০:০৯

খোলা ফুটবলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে ধরল রানা। মাইকে বলল, 'ঠিক আছে, তিশা, এবার প্রেসিডেন্টের হাতে ম্যাগলঞ্চার দাও। আট সেকেণ্ড, মাত্র একবার সুযোগ পাবেন তিনি।'

'মিস্টার রানা পাগল হয়ে গেছেন,' বলে উঠল জেসিকা।

শাফটের অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের হাতে ম্যাগহুক লঞ্চার তুলে দিয়েছে তিশা। 'গুড লাক, স্যর,' বলল ও।

বিশাল গভীর কংক্রিট কূপের দু'পাশে দাঁড়িয়েছে রানা ও প্রেসিডেন্ট।

'রওনা হন!' বলল রানা।

৯:৫৯:৫২

নিজে দেরি করেনি।

খাদের ভিতর দু'দিক থেকে ঝুলতে ঝুলতে চলল দু'জন। যেন দুটো পেণ্ডুলাম এগিয়ে চলেছে দড়ির শেষে। যেন ট্রাপিজ আর্টিস্ট, পরস্পরের দিকে ছুটে চলেছে। একহাতে খোলা ব্রিফকেস ধরেছে

রানা, ওদিক থেকে ডানহাত সামনে বাড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে আসছেন প্রেসিডেন্ট।

৯:৫৯:৫৪

৯:৫৯:৫৫

ঝুলে যাওয়ার শেষ অংশে পৌঁছে গেছে রানা, এখন উঠে আসতে শুরু করেছে উপরে। আবছা আলোয় দেখল ঢিলের মত আসছেন প্রেসিডেন্ট, চেহারায় ভীষণ ভয়। কাঁধের কাছে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছেন দড়ি, হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছেন, অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সামনে।

পেণ্ডুলামের মত উপরে উঠছে দু'জন। দুলুনির শেষে পৌঁছে গেছে।

৯:৫৯:৫৭

এলিভেটার শাফটের তলা থেকে চার শ' ফুট উপরে প্রায় অন্ধকার খাদের ভিতর মুখোমুখি হয়েছে রানা ও প্রেসিডেন্ট। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক, আর ঠিক তখনই অ্যানালাইযার প্লেট স্পর্শ করল তাঁর তালু।

বিপ!

আওয়াজটা শুনে মস্ত শ্বাস ফেলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে রিসেট হয়ে গেছে ফুটবল।

০০:০০:০২ থেকে আবারও ৯০:০০:০০ মিনিটের টাইমার চালু হয়েছে। কাউন্টডাউন করছে নতুন করে।

চার শ' ফুট উপরে পরস্পরকে পাশ কাটাল রানা ও প্রেসিডেন্ট, আবারও ফিরছে নিজেদের গন্তব্যের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মিনি এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট, খপ্ করে ওঁকে ধরে ফেলল তিশা ও নিশাত।

এলিভেটার শাফটের আরেক প্রান্তে ক্রস ভেন্টের কাছে পৌঁছে গেছে রানা। টানেলের মুখে আস্তে করে নেমে পড়ল, হাতে

ফুটবল।

কাজ আপাতত শেষ।

নতুন করে আবারও পাওয়া গেছে নব্বুই মিনিট।

এবার খবিরকে নিয়ে যেতে হবে প্রেসিডেন্টের ওদিকে, তারপর ঠিক করতে হবে কী করা যায়।

ম্যাগহুক রিল করে নিল রানা, ঘুরে রওনা হয়েছে, কিন্তু... সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তিনজন লোক!

তারা এগুতে দেবে না ওকে।

পরনে তাদের নীল জিন্স, গায়ে শার্ট নেই। বুকে নানান উল্কি আঁকা। ফুলে আছে বাইসেপ, সামনের দাঁতগুলোর বেশিরভাগ নেই। হাতে পাম্প-অ্যাকশন রেমিংটন শটগান।

তাদের একজন শটগান তাক করে বলল, 'এবার আকাশের দিকে হাত তোলো তো দেখি, চাঁদু!'

এগারো

নিচু ছাতের কংক্রিটের এস্কেপ টানেলে ছুটে চলেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। আগে ছুটছে পাইথন ইউনিটের তিন কমাণ্ডো। পিছনের আসছে মেজর জন স্কল্ট।

কর্নেল বার্নটন ডানকানকে পিছনে ফেলে এসেছে তারা। পলাতক বন্দিদের হাতে কন্ট্রোল রুমে আটকা পড়েছে অন্যরা। দৌড়ের গতি কমছে না এদের কারও। জলদি পৌঁছে যেতে হবে উপরের দরজায়।

এতক্ষণে এস্কেপ-প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পড়েছে ইনমেটরা,

হয়তো একটু পরেই পৌঁছে যাবে উপরের দরজার কাছে।

জন স্কল্টের দল বাঁক ঘুরল, সামনে পড়ল কংক্রিটের ভিতর ডেবে থাকা এক স্টিলের পুরু দরজা। কি টিপে কোড দিল আর্লিং এফ ব্রুকস, দরজা খুলে যেতেই পা বাড়াল ওদিকে।

একটু যেতেই উপরের একসিট টানেল পাওয়া গেল।

একটা পথ গেছে বামে, অন্যটা ডানে।

ডানদিকে গেলে বেরুতে পারবে এক হ্যাঙারের ভিতর দিয়ে। আর বামদিকে পড়বে আরেকটা বাঁক, ওটা চলে গেছে রেগুলার এলিভেটার শাফটের সামনে।

এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

সামনের বাঁকে বেরিয়ে আছে একটা কমব্যাট বুট। ওই কালো জুতো কোনও মৃত নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোর।

বাঁক পেরুল ব্রুকস।

ওই জুতোর মালিক র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্টের। রক্তাক্ত দেহ, মরে পড়ে আছে। অজস্র গুলি লেগেছে বুকে-পেটে। এ গিয়েছিল পল ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে। তার পাশে পড়ে আছে দলের আর সবাই।

রাগে লাল হয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

তাকে ঠকানো হয়েছে।

মেরে ফেলা হয়েছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের সবাইকে।

আশপাশে কোথাও নেই পল।

ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্টের পাশের দেয়ালে রক্তে লেখা সিম্বল। মারা যাওয়ার আগে একটা 'ডাবলিউ' লিখে গেছে সে।

ওটার দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল ব্রুকস।

পাশে চলে এল মেজর স্কল্ট। 'কী হলো, স্যর?'

'সেকেণ্ডারি কমাণ্ড পোস্টে চলো,' চাপা স্বরে বলল ব্রুকস। 'ওখানে পৌঁছে যাওয়ার পর তোমাদের প্রথম কাজ হবে ওয়াং

ইউনিটকে খুঁজে বের করা। ওরা খুন করেছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের সবাইকে।'

মেরিন ওয়ানের পেটের নীচের এয়ার ভেন্ট থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ওকে ঘিরে রেখেছে চারজন সশস্ত্র পলাতক। ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে ফুটবল। এখন এক লোকের হাতে ঝুলছে, নতুন খেলনা পেয়ে খুশি।

প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টারের তলা থেকে বেরুতেই রানা শুনল হাততালি ও চিৎকার।

হঠাৎ গুড়ুম করে গর্জে উঠল একটা অস্ত্র।

পরক্ষণে জোরে জোরে প্রশংসা করল কারা যেন।

বুম্ করে উঠল আরেকটা অস্ত্র।

আবারও এল হৈ-চৈ ও প্রশংসা।

বুঝতে দেরি হলো না রানার, কী ঘটছে।

নরকের দিকে হাঁটতে হচ্ছে ওকে। ওর দিকে পিঠ দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমপক্ষে তিরিশজন পলাতক, ঘিরে রেখেছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

রানা নীচের এয়ার ভেন্টে ধরা পড়বার সময় হ্যাঙারের মেঝে থেকে দশফুট নীচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওই প্ল্যাটফর্ম। ওখানে পড়ে আছে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান। প্রকাণ্ড চারকোনা খাদ তৈরি হয়েছে হ্যাঙারের মাঝে।

নিজেদের তৈরি খাদের চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইনমেটরা, সবাই উত্তেজিত। ভঙ্গি এমন, যেন মোরগের লড়াই দেখতে এসেছে। হাত মুঠো করে ঝাঁকাচ্ছে, সেইসঙ্গে হৈ-চৈ। চুলে দীর্ঘ জট্ পড়া এক লোক অন্যদের চেয়ে অনেক জোরে চিৎকার করছে: 'দৌড়া! দৌড়া শালা! হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

কখনও এদের মত এত নোংরা লোক আগে দেখেনি রানা।

গালে-মুখে-কপালে ক্ষতের দাগ, নানা জায়গায় উল্কি। নিজেদের ইউনিফর্মে পরিবর্তন এনেছে এরা। কেউ কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে শার্টের আস্তিন, ওটা দিয়ে কপালে বেঁধেছে ব্যাণ্ডানা। অন্যদের শার্টের বোতাম সব খোলা, বা শার্টই নেই।

পিঠে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে খাদের পাশে আনা হলো রানাকে।

খাদের ভিতর চোখ বোলাল ও।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভাঙা টুকরোগুলোর ভিতর একপাশে কংক্রিটের একটা চৌকো গর্ত। ওটা পাশ কাটিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে নীল ইউনিফর্ম পরা তরুণ দুই এয়ার ফোর্স কেরানি। মাড় দেয়া পরিষ্কার ইউনিফর্ম, রানা বুঝল, এরা অফিসে ছিল, রেডিয়ো অপারেটার বোধহয়। চোখেমুখে ভীষণ ভয়। তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত পালাতে চাইছে।

তাদের পিছু নিয়েছে মুসকো পাঁচ ইনমেট, প্রত্যেকের হাতে শটগান। নানান জঞ্জালের ভিতর দিয়ে মানুষশিকারে নেমেছে তারা। প্রথম সুযোগে খুন করবে দুই রেডিয়ো অপারেটারকে।

আরও দুটো লাশ দেখল রানা। এরাও রেডিয়ো অপারেটার। খাদের এক কোণে পড়ে আছে নিজেদের রক্তের পুকুরের ভিতর। একটু আগে শিকার করা হয়েছে এদেরকে, আর তখন হৈ-হৈ করে প্রশংসা করেছে এই পিশাচগুলো।

ঠিক তখনই ভীষণ চমকে গেল রানা।

এইমাত্র হ্যাঙারের এক কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোট একদল বন্দি। তাদেরকে ঘিরে নিয়ে আসছে পলাতকরা। এদের ভিতর রয়েছে তিশা, নিশাত, জেসিকা ও ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট!

জিভ-গলা-বুক শুকিয়ে গেল রানার।

লেভেল ওয়ানে আঁধার হ্যাঙারে এলিভেটার শাফটের দিকে চেয়ে

আছে প্রেসিডেন্টের ডোমেস্টিক পালাস অ্যাডভাইযার হফসন নিরো, নার্ভাস।

মিনি এলিভেটার থেকে এখনও ফিরল না প্রেসিডেন্ট এবং তার তিন মহিলা নিরাপত্তা-কর্মী। বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে নিরোর।

'পলাতকরা ধরে ফেলল ওদেরকে?' কোসলোস্কির উদ্দেশে বলল নিরো।

মেইন হ্যাঙার থেকে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ ও হৈ-চৈ। মনে হচ্ছে স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ফুটবল খেলা, উপস্থিত হয়েছে দুই দল দর্শক।

'না ধরলে বাঁচি,' ফিসফিস করে বলল কোসলোস্কি।

শাফটের উপরের দিকে চেয়ে আছে নিরো, তার মনে হলো ওখানে জ্বলছে হাজারখানেক মশাল। ভীষণ ভয় লাগছে এখন, ভাবছে কীভাবে বাঁচবে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে।

পেরিয়ে গেল পাক্কা একমিনিট।

'এবার কী করা উচিত মনে করেন?' একটু পর বলল নিরো। ঘুরে চাইল না।

জবাব দিল না কেউ।

ভুরু কুঁচকে গেল নিরোর, চরকির মত ঘুরে চাইল। 'মিস্টার কোসলোস্কি...' বরফের মূর্তির মত জমে গেল সে।

চারপাশে কোথাও নেই চাক কোসলোস্কি।

বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে বিশাল হ্যাঙার, অন্ধকারে ডুবে আছে চারপাশ। ছায়ার মত দেখা গেল প্রকাণ্ড অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

হতবাক হয়ে গেছে নিরো।

ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে চাক কোসলোস্কি!

নীরবে, গোপনে, চোরের মত— একমিনিটের ভিতর ভেগে গেছে কাপুরুষ লোকটা!

যেন ভুলেই গেছে ওরও বাঁচতে ইচ্ছা করে!

মন থেকে মুছে ফেলেছে ওকে!

হঠাৎ ভীষণ আতঙ্ক খপ্ করে ধরল নিরোকে, আঁকড়ে আসতে চাইল বুক।

এখন সে একা, এ পাতাল হ্যাঙারে যে-কোনও সময়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। ফ্যাসিলিটির ভিতর ঘুরছে একদল এয়ার ফোর্স কম্যাণ্ডো, শুধু তাই নয়, একদল খুনি বেরিয়ে এসেছে ওদেরকে খুন করতে!

হঠাৎ ওটা দেখল নিরো।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে মেঝের উপর। একটু আগে ওখানে ছিল চাক কোসলোস্কি। সামনে বেড়ে উবু হলো নিরো, তুলে নিল জিনিসটা।

ওটা একটা আংটি।

অফিসারদের সোনার আংটি।

অ্যানাপলিস থেকে গ্র্যাজুয়েশন করবার সময় ওটা দেয়া হয়েছিল চাক কোসলোস্কিকে!

মেইন হ্যাঙারে খাদের ভিতর বেশিক্ষণ টিকল না দুই রেডিয়ো অপারেটার।

খাদের ভিতর গর্জে উঠল দুটো শটগান।

ধাক্কা দিয়ে রানা ও তিশাকে সামনে বাড়াল পলাতকরা। ওদের সঙ্গে রয়েছে অন্যরা।

'রানা, খারাপ লাগছে তোমাকে এখানে দেখে,' নিচু স্বরে বলল তিশা।

'তোমাদেরকে ধরে ফেলবে বুঝতে পারিনি,' শুকনো গলায় বলল রানা।

প্রেসিডেন্ট রানার কথামত ঝুঁকিপূর্ণ ট্রাপিজ করবার পর তিশাদের কপাল ভাল ছিল না, রানার মতই ধরা পড়েছে ওরাও।

প্রেসিডেন্ট মাত্র এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে ফিরেছেন, এমন সময় হঠাৎ করেই জোর এক ঝাঁকি খেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল মিনি এলিভেটার— কেউ ডেকে নিয়েছে ওটাকে মেইন হ্যাঙারে।

একটু পর হ্যাঙারে উঠে এল ওরা, আর তখনই ওদেরকে ঘিরে ফেলল দুঃস্বপ্নের মত ভীতিকর একদল লোক।

এরা সবাই বয়েস ইংগিলসের প্রাক্তন টেস্ট সাবজেক্ট— আর তারাই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে এয়ার বেস যিরো নাইন।

তিশাদের অস্ত্র লুকাবার কোনও উপায় ছিল না, কিন্তু শাফট বেয়ে এলিভেটার উঠতে শুরু করতেই ম্যাগহুক লুকিয়ে ফেলেছে ও। যন্ত্রটা আছে এখন ডিটাচেবল এলিভেটারের নীচে, ম্যাগনেট ওটাকে আটকে রেখেছে।

কপাল মন্দ, গ্রাউণ্ড লেভেল হ্যাঙারে মেইন প্ল্যাটফর্মের একপাশে উঠল খুদে প্ল্যাটফর্ম, তখনও তিশার হাতে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স।

পলাতকদের চোখ এড়িয়ে মিনি এলিভেটারের উপর ওটা রেখে দিয়েছে তিশা। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনাবশত ছোট এক লাথি দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিয়েছে একটু দূরে।

আর এখন খাদের ভিতর মানুষশিকার শেষ, পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। সবার চোখ পড়ে আছে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দেহরক্ষীদের উপর।

ইনমেটদের ভিড় থেকে বেরিয়ে এল এক বয়স্ক বন্দি, মাথার উপর তুলে রেখেছে শটগান। তাকে দ্বিতীয়বার দেখবে যে-কেউ।

বয়স পঞ্চাশ মত। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে হাঁটছে। দলের সবাই তাকে সম্মান করছে, সরে যাচ্ছে পথ থেকে। চুলের ভিতর গোল একটা টাক, পিছনের পাকাকাঁচা চুলগুলো গিয়ে নেমেছে চওড়া কাঁধে। ঈগলের ঠোঁটের মত বেঁকে নেমেছে দীর্ঘ নাক, ত্রিকোণ মুখের ত্বক ফ্যাকাসে, চোয়ালের ভিতর গর্ত, দুপাশের

গালে রাখতে পারবে একটা করে পিংপং বল।

'মাকড়সা মনে মনে বলে, এসো আমার আস্তানায়, ভাই মাছি,' দীর্ঘকেশী লোকটা এসে দাঁড়াল প্রেসিডেন্টের সামনে। মখমলের মত মসৃণ স্বরে নরম করে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, খুশি হলাম আপনি আমাদের মাঝে আছেন। ...আমার কথা মনে পড়ে আপনার?'

চুপ করে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

'কিন্তু আমি আপনাকে ভুলতে পারিনি,' বলল বন্দি। 'এই আমিই তো আপনার প্রেসিডেনসির শুরুর দিকে বন্দি হই টাইটেল ১৮, পার্ট ১, চ্যাপ্টার ৮৪ আইনের কোডে। ওই আইনে বলা হয়েছে, কোনও আমেরিকান কখনও প্রেসিডেন্টকে হত্যা করবে না কেউ। ম্যাকলিন, রনি ম্যাকলিন আমার নাম।' প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আপনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর আমাদের দেখা হয়। আপনি তখন ছিলেন এলএ-র হিলটন হোটেলে, বেরুচ্ছেন। আমি ছিলাম আণ্ডারগ্রাউণ্ড কিচেনে, আপনার মগজের ভিতর বুলেট ঢোকাতে চেয়েছিলাম।'

নীরব থাকলেন প্রেসিডেন্ট, বাড়িয়ে দিলেন না হাত।

'আপনি পরিস্থিতি সামলে নেন, এমনিতে সবসময় সবার সামনে হাজির হতে পছন্দ করেন, কিন্তু সেবার প্রায় কাউকে বুঝতে দেননি কী ঘটতে যাচ্ছিল,' বলল ম্যাকলিন। 'বুদ্ধিমান লোক আপনি। তা ছাড়া, দেশের সবাইকে চিন্তিত করে তোলাও ঠিক নয়— ঠিক কি না? সাধারণ মানুষ ভাবতে থাকুক আপনার কখনও কোনও বিপদ হতে পারে না। জ্ঞানীরা বলে: কিছু না জানা মানেই আসলে আনন্দে থাকা।'

এবারও কথা বললেন না প্রেসিডেন্ট।

আপাদমস্তক তাঁকে দেখল ম্যাকলিন। চকচক করছে দুই

চোখ। ভদ্রলোকের পরনে কালো কমব্যাট ইউনিফর্ম। ওই একই পোশাক পরেছে তাঁর সঙ্গের এক মেয়ে। অবশ্য অন্য দুই মেয়ের পরনে এখনও মেরিনদের নোংরা ইউনিফর্ম।

মৃদু হাসল রনি ম্যাকলিন। তৃপ্ত মনে হলো তাকে।

যে ইনমেট ফুটবল পেয়েছে, তার কাছে চলে গেল সে। হাত বাড়িয়ে নিল রুপালি ব্রিফকেস, ওটা খুলে কাউন্টডাউন ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখে নিয়ে আবারও ফিরল প্রেসিডেন্টের সামনে।

'মনে হচ্ছে আমাদের মত বন্দিদের জন্য ফুর্তির ব্যবস্থা হয়েছে,' বলল লোকটা। 'সেলের ভিতর থেকে দেখেছি একটু আগে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছিল, আর আপনি দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন,' চুকচুক করে আওয়াজ করল সে। 'আসলে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, বলতেই হচ্ছে, আপনাকে এভাবে পালিয়ে বেড়ানো মানায় না। একেবারেই না।'

চোখ সরু করল রনি ম্যাকলিন।

'কিন্তু এমন দারুণ প্রতিযোগিতা ঠেকাবার আমি কে? একদিকে প্রেসিডেন্ট আর তার বডিগার্ডরা, অন্যদিকে বিপজ্জনক মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স।' ঘুরে চাইল ম্যাকলিন। 'গ্রিজলি! এঁর বিরোধী দলের সবাইকে এখানে নিয়ে এসো!'

কথাটা শেষ হতে না হতেই ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক লোক, আসলেই সে গ্রিজলি ভালুকের মতই দানব। রওনা হয়ে গেল ভিতরের এক দালানের দিকে। লোকটার বাইসেপ গাছের গুঁড়ির মত মোটা, চ্যাপ্টা ধরনের মাথাটা দেখলে মনে হতে পারে সিনেমার সেই ফ্রাংকেনস্টাইন হাজির হয়েছে। এমন কী কপালে ফোলা একটা আবও আছে। এখন কপালের হাড়ের জায়গায় ইস্পাতের পাত থাকলেই চলত। দৈত্যের হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, অন্যহাতে রান্নার ম্যাগনুক।

একটু পর ফিরে এল

তার পিছনে ছয়জন এয়ার ফোর্সের লোক।

তারা হতভাগা দুই অফিসার, চার কমাণ্ডো। তাদের দু'জন আহত। কিছুক্ষণ আগে কন্ট্রোল রুমের ভিতর বন্দি হয়েছে।

সবার আগে হাঁটছে কর্নেল বার্নটন ডানকান, পিছনে ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড। আজ সকাল থেকে আর্লিং এফ ব্রুকসের কন্ট্রোল রুমের ছায়ায় যে লোক বসে ছিল, সে সবার পিছনে হাঁটছে, সপ্তম লোক।

তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনল রানা।

চমকে গেলেন প্রেসিডেন্টও।

'হ্যাঙ্ক ডিক্সন...' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

ওয়ারেন্ট অফিসার, ফুটবলের অফিশিয়াল কর্তৃপক্ষ। এখন এয়ার ফোর্সের লোকগুলোর ভিতর অস্বস্তি বোধ করছে। বারবার এদিক ওদিক সরছে চোখের দুই মণি। যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

'শুয়োরের বাচ্চা, তোর বাপের পোঁদ দিয়ে বেরিয়েছিস,' গর্জে উঠল নিশাত সুলতানা। 'তুই তুলে দিয়েছিস আর্লিং এফ ব্রুকসের হাতে ফুটবল! বিক্রি করে দিয়েছিস তোদের প্রেসিডেন্টকে!'

একটা কথাও বলল না লোকটা।

চুপ করে দেখছে রানা। এখনও নিশ্চিত নয় নাইন্থ স্কোয়াড্রন লোকটাকে কিডন্যাপ করেছিল, না নিজে থেকেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঘটনা যাই হোক, প্রেসিডেন্টকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে হলে আর্লিং এফ ব্রুকসকে আগে ফুটবল পেতে হতো, সেটা সে পেয়েছে হ্যাঙ্ক ডিক্সনের কাছ থেকেই।

জোরাজুরি করতে হয়নি— ফুটবলের হ্যাণ্ডেলের রক্ত আসলে নকল। প্রেসিডেন্ট এয়ার বেস যিরো নাইনে আসবার অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গেছে লোকটা।

'বাছারা, এবার শোনো,' বলল রনি ম্যাকলিন। তুলে ধরল ফুটবল। 'শক্তি জমিয়ে রাখো তোমরা। সঠিক সময়ে প্রতিশোধ

নেবে। কিন্তু তার আগে...' এয়ার ফোর্সের কর্নেলের দিকে চাইল সে। 'অবশ্য, আগে কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। জানতে হবে কীভাবে এই ফ্যাসিলিটি থেকে বেরুতে পারব। ...কর্নেল, এবার বলো, কীভাবে বেরুনো যায়?'

'বেরুবার কোনও উপায় নেই,' মিথ্যা বলল ডানকান। 'গোটা ফ্যাসিলিটি লক ডাউন করা হয়েছে। কেউ বেরুতে পারবে না।'

শটগান তুলল রনি ম্যাকলিন, মাযল তাক করল ডানকানের মুখের উপর। তার আগে পাম্প করে নিয়েছে শটগান, গুলি এখন চেম্বারে, তৈরি। 'আমি বোধহয় তোমাকে ভালভাবে বোঝাতে পারিনি।'

ঘুরেই দুটো গুলি পাঠাল সে। ডানকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই আহত কমাণ্ডো ধড়াস্ করে পড়ল, লাশ হয়ে গেছে এক পলকে।

আবার ডানকানের দিকে বন্দুক ঘোরাল ম্যাকলিন, বারকয়েক ভুরু নাচাল।

হাড়ের মত সাদা হয়ে গেছে কর্নেলের মুখ। এবার আস্তে করে মাথা দুলিয়ে রেগুলার এলিভেটার দেখিয়ে দিল। 'পারসোনেল এলিভেটার শাফটে একটা দরজা আছে। ওটার নাম দিয়েছি আমরা উপরের দরজা। ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় বাইরে। কি-প্যাড ব্যবহার করতে হয়। কোড: ৬৬৫৩৫৫৫।'

'সত্যি কর্নেল, অনেক সহায়তা করলে,' বলল ম্যাকলিন। 'এবার তোমরা যে খেলা শুরু করেছিলে, সেটার শেষ দেখব আমরা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে, বোঝোই তো, তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। আসলে মন আমাদের ভীষণ নরম, সুযোগ দেব তোমাদেরকে। তাতে আমরাও সবাই মজা পাব।

'তোমরা পরস্পরকে খুন করবার সুযোগ পাবে। পাঁচের বিরুদ্ধে

পাঁচ। লড়াই হবে খাদের ভিতর। যারা জিতবে, তারা মরার আগে জানবে এই গৃহযুদ্ধে কারা জিতল।' গ্রিজলির দিকে ঘুরে চাইল ম্যাকলিন। 'এয়ার ফোর্সের লোকদের এখানে নামিয়ে দাও। অন্য দিকে নামবে প্রেসিডেন্টের টিম।'

বারো

অস্ত্রের মুখে রানা এবং অন্যদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো খাদের আরেক প্রান্তে। এদিকটা হ্যাঙারের পুবদিক।

ওদেরকে এবার বাধ্য করা হলো খাদে নেমে পড়তে।

ঠিক উল্টো দিকে খাদে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এয়ার ফোর্সের লোকগুলোকে। কর্নেল বার্নটন ডানকান, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড, তার দুই কমাণ্ডো এবং ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন আছে দুই শ' ফুট দূরে, বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ওদিকে।

'এবার তা হলে শুরু হোক লড়াই,' বড় বড় দাঁত বের করে হাসল রনি ম্যাকলিন। 'মৃত্যু পর্যন্ত লড়বেন আপনারা।'

নানা জঞ্জাল পড়ে আছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর। অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভাঙা অংশগুলো গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে বিমানের ভাঙা ডানার বেশ কয়েকটা টুকরো, এখনও ওগুলো থেকে টপটপ করে পড়ছে পানি। একদিকে প্রকাণ্ড একটা ইঞ্জিন। খাদের মাঝে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের মস্ত ফিউজেলাজ, ওটাকে সিলিণ্ডারের মত গোল মনে হচ্ছে। ভচকে গেছে নাক। বিমানটা যেন মৃত বিশাল কোনও পাখি।

আঁধার হ্যাঙারের ভিতর বেশিদূর চোখ চলছে না।

অবশ্য ইনমেটদের হাতে জ্বলছে বেশকিছু মশাল। খাদের ভিতর পড়ছে মস্ত সব দানবীয় ছায়া।

'আমার সঙ্গে আসুন,' কয়েক পা সামনে বেড়ে মশালের আলো থেকে আড়াল নিল রানা। সবাই পাশে আসতেই বলল, 'ঠিক আছে, এবার জরুরি কাজ সেরে নিই।' থাই পকেট থেকে বের করে ফেলেছে একটা অ্যাম্পুল এবং একমাত্র সিরিঞ্জটা। অ্যাম্পুলের ঘাড় মটকে দিল, সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিল ভিতরের তরল।

'ওটা দিয়ে কী হবে, মিস্টার রানা?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'এটা ডুমস ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট,' বলল রানা। 'ধারণা করছি এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা চলে যায়নি। ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে। আগেই তৈরি থাকা উচিত। সবাই হাত বাড়িয়ে দিন।'

এবার আপত্তি তুললেন না প্রেসিডেন্ট।

প্রথমে তাঁর বাহুতে সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিডোট ইনজেক্ট করল রানা, তারপর অন্যদের বাহুতে।

কাজটা শেষ হতেই ওর হাত থেকে সিরিঞ্জ নিল তিশা, শেষ তরলটুকু ইনজেক্ট করল রানার বাহুতে।

খাদের আরেকদিকে চলে গেছে রনি ম্যাকলিন এবং তার সঙ্গীরা। এবার বুম্ করে গর্জে উঠল একটা বন্দুক। ছররা এসে লাগল রানার মাথার একটু উপরের দেয়ালে।

চেঁচিয়ে উঠল রনি ম্যাকলিন, 'লড়াই শুরু হলো! মৃত্যু পর্যন্ত! কেউ লড়তে না চাইলে, তাকে আমরা এখান থেকে গুলি করে ফেলে দেব।'

মনে মনে ভাবল রানা, সত্যিই নরকে পৌঁছেছি।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে খাদের পুবদিকে, পিছনে খাড়া কংক্রিট দেয়াল। ওদিক দিয়ে বেরুতে পারবে না কেউ।

'হায় যিশু!' নিচু স্বরে বলল জেসিকা গোল্ডিং।

'হাতে একদম সময় নেই,' দ্রুত বলল রানা। 'মনে রাখবেন, শুধু যে বাঁচতে হবে তা নয়, বেরুতে হবে এই ফাঁদ থেকে।'

'মিনি এলিভেটার,' ডানদিকে ইশারা করল তিশা। উত্তর-পুবে ডিটাচেবল এলিভেটার। কিন্তু ওখানে পাহারা দিচ্ছে পাঁচ সশস্ত্র ইনমেট।

'ডাইভারশন চাই,' বলল রানা। 'এমন কিছু, যেটার কারণে...'

কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই উড়ন্ত এক ধাতুর টুকরো কেটে নিয়ে যেতে চাইল ওর মাথা। ঝট্ করে মাথা নামিয়ে নিয়েছে রানা। পিছন-দেয়ালে গিয়ে বিঁধল কুঠারের মত টুকরোটা।

ওটা কোথা থেকে এল বুঝতে চাইল রানা। আবছা আঁধারে দেখল, কোবরা ইউনিটের দুই কমাণ্ডোকে। বিমানের ভাঙা টুকরো ছুঁড়তে শুরু করেছে তারা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধাতুর ধারালো এবড়োখেবড়ো পাত, তলোয়ারের মত ব্যবহার করতে চাইছে। মাত্র এক সেকেণ্ড পর ধেয়ে এল লোকদুটো!

'সবাই ছড়িয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিল রানা।

ওর দিকে ছুটে আসছে এক কমাণ্ডো, হাতে বিশ্রী চেহারার নাঙ্গা তলোয়ার।

তিন সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল রানা, ওর মাথা লক্ষ্য করে নামছে লোকটার তলোয়ার, ঠিক তখনই সামনে বেড়ে খপ্ করে ধরল তার কবজি।

ওদিকে দ্বিতীয় কমাণ্ডোর হামলা ঠেকাতে ব্যস্ত তিশা।

সামনের লোকটার তলপেটে লাথি দেয়ার চেষ্টা করল রানা, অবশ্য তার আগেই ছিটকে পিছিয়ে গেল লোকটা।

নিশাত, জেসিকা ও প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে বলল রানা, 'আপনারা সরে যান!'

এক সেকেণ্ড পর আঁধারে ছুট দিল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু দ্বিধার ভিতর পড়ে গেছে নিশাত।

'আপা! প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকুন!' তাড়া দিল রানা, লোকটা আবারও আসছে তলোয়ার নিয়ে, আগের চেয়ে সতর্ক।

খুশি হয়ে হৈ-হৈ করে উঠল পলাতকরা। পুবের দেয়ালের কাছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোর সঙ্গে লড়তে শুরু করেছে রানা। ওর পিছনে কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোর সঙ্গে যুঝছে তিশা।

একটু দূরে প্রেসিডেন্ট ও জেসিকা, উত্তরদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে, পিছনে ছুট দিয়েছে নিশাত— ওরা আঁধারে গোলকধাঁধার ভিতর চলেছে মিনি এলিভেটার লক্ষ্য করে।

ওদের মাথার উপরে খাদের কিনারায় লোকগুলো যা দেখছে, সেটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। উত্তর দেয়ালের কাছ থেকে ছুটে আসছে তিনজন: কর্নেল বার্নটন ডানকান, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন।

এদিকে পিঠে-পিঠ ঠেকিয়ে লড়ছে রানা ও তিশা।

মেঝে থেকে একটা পাইপ তুলে নিয়েছে তিশা, ওটা দিয়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছে কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোর তলোয়ারের আঘাত।

ধাতুর পাত দুই হাতে তলোয়ারের মত করে ধরেছে লোকটা, বিঁধিয়ে দিতে চাইছে শত্রুর বুকে। কিন্তু বারবার পাইপ দিয়ে পাত সরিয়ে দিচ্ছে তিশা।

শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার ফাঁকে জানতে চাইল রানা, 'তোমার কী অবস্থা, তিশা?'

'এখনও মরিনি...' চাপা স্বরে বলল তিশা।

'প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছাতে হবে।'

'জানি...' পাইপ দিয়ে ধারালো পাত সরিয়ে দিল তিশা। 'কিন্তু... আগে... তোমাকে বাঁচাতে হবে।'

চট্ করে একবার রানাকে দেখে নিল, ঝর্নার স্রোতের মত হেসে ফেলেছে ও। দুই সেকেণ্ড আগে দেখতে পেয়েছে, সুযোগ

তৈরি করে নিয়েছে রানার শত্রু।

'রানা! বসে পড়ো!'

ভারী পাথরের মত ঝুপ করে বসে পড়ল রানা।

ওর মাথার উপর দিয়ে শ্-শ্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল কমাণ্ডের তলোয়ার। তাল সামলাতে পারল না সে, দুই পা এগিয়ে এসেছে তিশার দিকে।

অপেক্ষা করছিল তিশা, এক সেকেণ্ডের জন্য নিজের শত্রুর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে, ঘুরেই বেসবল ব্যাটের মত ধাঁই করে চালিয়ে দিয়েছে পাইপ।

জোরালো আওয়াজ হলো।

ঠকাস্!

মাথার পাশে প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে ধুপ করে পড়ল কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডো, মগজের ভিতর গেঁথে গেছে করোটির ভাঙা হাড়।

একই সময়ে আবারও ঘুরে গেছে তিশা, যেন ব্যালে ড্যান্সার। ঠক্ করে ঠেকিয়ে দিল শত্রুর তলোয়ার।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা। 'প্রেসিডেন্টের কাছে যাও!'

একপলক তিশাকে দেখল রানা, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুট দিল আঁধার জঞ্জালের ভিতর দিয়ে।

তিশা ও রানার কাছ থেকে পঁচিশ গজ দূরে উত্তরদিকে জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট, নানা ভাঙা টুকরোর ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে চলেছে উত্তর-পুব লক্ষ্য করে।

ওদের জানা নেই বাম দিক থেকে আসছে তিন শত্রু।

প্রথমে তাদেরকে দেখতে পেল জেসিকা।

বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের পিছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে দু'জন— তারা ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও আর্মির অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন। জেসিকাকে একপাশ থেকে ক্র্যাশ-ট্যাকল করল

তারা। হুড়মুড় করে একপাশে ছিটকে পড়ল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

ওকে পড়ে যেতে দেখেছেন প্রেসিডেন্ট, চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

জেসিকা গোল্ডিঙের উপর চেপে বসেছে দুই মুসকো লোক।

এবার প্রেসিডেন্ট দেখলেন, অ্যাওয়্যাক্স বিমান ধ্বংসাবশেষের ভিতর দূর থেকে দেখছে কর্নেল বার্নটন ডানকান।

জেসিকাকে সাহায্য করতে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। আর ঠিক তখনই ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বড়সড় এক আকৃতি, ঝড়ের গতি তার, সাঁৎ করে পাশ কাটাল প্রেসিডেন্টকে।

নিশাত সুলতানা।

প্রেসিডেন্টের মনে হলো মহিলার জন্ম হয়েছে লাইনব্যাকার হওয়ার জন্য।

দুই সেকেণ্ড পর মুড়মুড় আওয়াজ উঠল।

কাঁধ দিয়ে গণ্ডারের মত জর্জ বোলেণ্ডের বুকে চার্জ করেছে নিশাত। আরেকটু হলে মট্ করে ভেঙেই যেত লোকটার ঘাড়। জেসিকার উপর থেকে ছিটকে আরেকদিকে গিয়ে পড়ল সে। গাঁজাখোরের মত ঝিম মেরে থাকল কয়েক মুহূর্ত, বুঝতে পারছে না কোথায় আছে।

হঠাৎ সঙ্গীকে হারিয়ে ভয় পেয়ে গেল হ্যাঙ্ক ডিক্সন, কী ঘটছে বুঝবার জন্য ঘাড় ফেরাল সে। ঠিক তখনই নাকের উপর নামল নিশাতের ভয়ঙ্কর এক ঘুষি।

মোটাসোটা লোক হ্যাঙ্ক ডিক্সন, কিন্তু চড়ুই পাখির মত ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের জঞ্জালের ভিতর। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল চার ফুট লম্বা ধারালো এক পাত হাতে নিয়ে। ওটা দিয়ে কষে বাড়ি দিতে চাইল নিশাতের পাঁজরের পাশে।

লাগল ঠিকভাবেই।

বেতের মত চড়াৎ করে পড়েছে কাঁধে, ব্যথা পেয়ে চাপা গর্জন ছাড়ল নিশাত।

একইসময়ে তেড়ে এল হ্যাঙ্ক ডিক্সন।

মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল মরণপণ লড়াই।

দু'জনই ভারী ওজনের, হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাটে অভিজ্ঞ, দৈর্ঘ্যে ছয় ফুটের বেশি।

একপাশ থেকে পাত চালাল ডিক্সন, তলোয়ারের মত করে ব্যবহার করতে চাইছে।

বসে পড়ে ধারালো পাত এড়িয়ে গেল নিশাত, চট্ করে তুলে নিল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ডানার ফ্লিপের এক অংশ। ওটাকে ব্যবহার করবে বর্ম হিসাবে।

ওর বর্ম ঠেকিয়ে দিল ডিক্সনের তলোয়ার। কিন্তু লোকটা বারবার সামনে বাড়ছে, বাধ্য হয়ে পিছাতে হচ্ছে নিশাতকে। বিমানের ভাঙা ডানার দিকে নিয়ে চলেছে ওকে লোকটা।

কয়েকবার তলোয়ারের খোঁচা ঠেকাবার পর বাধ্য হয়ে আরও পিছিয়ে গেল নিশাত, একপাশ থেকে চট্ করে তুলে নিল এবড়োখেবড়ো একটা পাত। এবার একটা তলোয়ার পেয়েছে ও।

পাল্টা হামলা করতে চাইল নিশাত, কিন্তু ডিক্সন এখনও এগুতে চাইছে। আবারও তলোয়ার চালাল সে। নিশাতের কাঁধে তৈরি হলো গভীর ক্ষত, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল রক্ত।

'তোকে শেষ করব!' দাঁতে দাঁত পিষল নিশাত। হাত থেকে পড়ে গেছে বর্ম, পরের তিন খোঁচা ঠেকিয়ে দিল নিজের তলোয়ার দিয়েই।

নিশাত ভাবছে: মাত্র একবার, একবার সুযোগ পেলেই...

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বেঈমানি করলি কেন!' হামলার তোড় ঠেকাতে গিয়ে পিছাতে হচ্ছে ওকে। কথা বলে মনোযোগ নষ্ট

করতে চাইছে লোকটার।

'একসময় মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, হারামজাদী!' পাল্টা বলল ডিক্সন, বাধ্য করছে নিশাতকে পিছাতে। 'কোনও দলে যোগ দিতেই হয়! আমি দেশের জন্য লড়েছি! আমার বন্ধুরা মারা পড়েছে! আর ওই চুতিয়া রাজনীতিকরা... তারপর যখন সুযোগ পেলাম, বসে থাকলাম না! পতিতার বাচ্চাগুলো দেশ ডুবিয়ে দেবে... আর দেখব? শুয়োরের বাচ্চারা...'

একপাশ থেকে তলোয়ার চালিয়েছে হ্যাঙ্ক ডিক্সন।

পাত এড়াতে ঝট্ করে পিছিয়ে গেল নিশাত, লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে বিমানের ডানার এক অংশে। এখন আছে তিনফুট উপরে। ওর ওজনে সামান্য নড়তে শুরু করেছে ডানা। এক সেকেণ্ডের জন্য ভারসাম্য হারাল নিশাত। সুযোগ পেয়ে আবারও পাশ থেকে পাত চালাল ডিক্সন। তাক করেছে নিশাতের গোড়ালি। এত দ্রুত এগিয়েছে, এবার তাকে ঠেকাতে পারবে না কেউ।

তার তলোয়ার প্রচণ্ড জোরে নামল নিশাতের গোড়ালির উপর।

জোরালো আওয়াজ হলো: ঠং!

থরথর করে কেঁপে উঠল ডিক্সনের তলোয়ার। হাতের তালু কেটে গেল।

নিশাতের ইউনিফর্মের গোড়ালির উপর নেমেছে তলোয়ার।

হাঁ হয়ে গেল লোকটা।

'আরে...'

'তুমি জানো না?' হাসল নিশাত, 'টাইটেনিয়াম অ্যালয়!'

দ্বিধান্বিত চেহারা লোকটার, আর প্রথমবারের মত সুযোগ পেয়েছে নিশাত। গায়ের সমস্ত জোরে একপাশ থেকে তলোয়ার চালাল ও।

আওয়াজ হলো: ফচ্!

হ্যাঙ্ক ডিক্সনের গলা ফাঁক হয়ে গেল, ছিটকে বেরুল তাজা

রক্ত। কাটা পড়েছে ক্যারোটিড আর্টারি।

লোকটার হাত থেকে পড়ে গেছে তলোয়ার। ধুপ করে হাঁটু ভেঙে বসল, দু'হাতে চেপে ধরল চেরা গলা। কয়েক সেকেণ্ড পর হাত নিয়ে এল চোখের সামনে। রক্ত দেখে বিস্মিত চেহারা হলো। ভীষণ ভয় নিয়ে নিশাতের দিকে চাইল, তারপর ধপ্ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিজের রক্তের ভিতর।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠেছে ইনমেটরা।

ভালভাবে লড়াই দেখবার জন্য আগেই উত্তরদিকের কিনারায় সরে এসেছে তারা।

তাদের কয়েকজন আমেরিকান অলিম্পিক সাপোর্টারদের ভঙ্গিতে প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে চিৎকার শুরু করেছে: 'ইউ-এস-এ! ইউ-এস-এ!'

অন্যদিকে খাদের পুবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোর সঙ্গে এখনও জান হাতে নিয়ে লড়ছে তিশা। লোকটার তলোয়ার ঠেকিয়ে দিচ্ছে পাইপ দিয়ে।

জঞ্জালের ভিতর লড়ছে দু'জন, পাইপ বা এবড়োখেবড়ো পাত দিয়ে আঘাত করতে চাইছে পরস্পরকে।

বারবার তিশাকে পিছাতে হচ্ছে লোকটার হামলার মুখে। অনেক ভাল অবস্থানে আছে আমেরিকান কমাণ্ডো।

রাগের কারণেই বোধহয়, আগের চেয়ে অনেক জোরে তলোয়ার চালাচ্ছে সে।

তিশার একমাত্র ভরসা: লোকটা পরিশ্রম করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠবে।

নিজেও খুব হাঁপিয়ে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি নিয়েছে তিশা। টলতে টলতে পিছিয়ে চলেছে, কোনওমতে ঠেকিয়ে দিচ্ছে তলোয়ার।

কয়েক মুহূর্ত পর ওর উপর কোনাকুনিভাবে তলোয়ার নামিয়ে

আনতে চাইল আমেরিকান কমাণ্ডো, কিন্তু তার হাতের গতি আগের চেয়ে কম। পরিষ্কার বোঝা গেল হাঁপিয়ে গেছে সে।

এতক্ষণ ভীষণ ক্লান্ত ভঙ্গি নিয়েছে তিশা, এবার চট্ করে নিচু হয়ে বসে পড়ল। ওর উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল তলোয়ার। পরের সেকেণ্ডে উঠে দাঁড়াল তিশা, গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে পাইপটা চালিয়ে দিল উপরের দিকে। হতবাক লোকটার গলায় বিঁধল পাইপ, চুরমার হলো অ্যাডাম্স্ অ্যাপল। ভচ্ করে দুই ইঞ্চি ভিতরে ঢুকে গেছে ডিমটা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল আমেরিকান কমাণ্ডো, চোখ বড় বড় করে দেখল তিশাকে, টলল কয়েকবার, তারপর দড়াম করে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর— ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। তারপর হঠাৎই থেমে গেল সব।

তার অভিব্যক্তিহীন চোখ দুটো চেয়ে রইল তিশার মুখে।

একদম চুপ হয়ে গেছে মুক্তিপ্রাপ্ত পলাতকরা। অবাক হয়ে দেখছে সুন্দরী মেয়েটা শেষ করে দিয়েছে তাগড়া এক মর্দাকে!

তারপর হঠাৎ করেই চিৎকার ও প্রশংসা এল চারপাশ থেকে। নেকড়ের হুঙ্কার ছাড়ছে কেউ কেউ। হাততালি শুরু হলো এক সেকেণ্ড পর।

'ওরে সোনা, তোকেই তো চাই!'

'দিবি না কি?'

'আয়রে, আমার ডাণ্ডা...'

খাদের উত্তরদিকে জেসিকা গোল্ডিঙের পাশে মেঝেতে ধপ করে বসে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। পরক্ষণে প্রায় একইসঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন দু'জন।

এইমাত্র অ্যাওয়্যাক্স বিমানের উল্টে থাকা ইঞ্জিনের এক পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে কর্নেল বার্নটন ডানকান। তার পাশেই মেঝেতে করুণ সুরে ককিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড। নিশাতের কাঁধের গুঁতো খেয়ে এখনও সামলাতে পারেনি।

ছ্যা-ছ্যা করছে ইনমেটরা।

তাদের একদল হৈ-হৈ করে উঠল:

'আগে বাড়ো, প্রেসিডেন্ট!'

'হাতে রক্ত কই তোমার!'

'ওই শালা কোঁ-কোঁ করে কেন, শেষ কর্ শালাকে!'

'গু খা শালা, ডানকানের বাচ্চা!'

'ইউ-এস-এ! ইউ-এস-এ!'

ডানকান সবই বুঝতে পারছে।

তার সব ক'জন লোক মৃত, বা আহত!

তারপরও তাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হলো।

হঠাৎ পকেট থেকে কী যেন বের করল সে।

খুব হাই-টেক কোনও গ্রেনেড মনে হলো ওটাকে। ছোট, প্রেশারাইযড সিলিণ্ডারের মত ক্যানিস্টার। উপর অংশে নাযল, নীচের চারপাশে কাঁচের জানালা।

আর ওই গ্রেনেডের কাঁচের জানালার ওদিকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট একধরনের তরল।

শর্ষের মত হলুদ রঙের।

'হায় ঈশ্বর!' প্রায় ফিসফিস করে বললেন প্রেসিডেন্ট।

কর্নেল ডানকানের হাতে বায়োলজিক্যাল গ্রেনেড।

ভিতরে রয়েছে মহাচিনের তৈরি ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস!

প্রেশার সিল্ড বিস্ফোরক ফাটলে...

অশুভ হাসি ঝুলছে ডানকানের ঠোঁটে।

'ভাবিনি শেষে একাজ করতে হবে,' বলল সে। 'কপাল ভাল যে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোদের মত করেই আমাকেও দেয়া হয়েছে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট। সাহসী বাঙালি অফিসার আর তোমরা, তোমাদের কপাল মন্দ, তোমাদেরকে দেয়া হয়নি অ্যান্টিডোট।'

পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল সে।

অবশ্য দেরি হয়ে গেছে তার, বিদ্যুদ্বেগে কে যেন হাজির হয়েছে জঞ্জালের বামপাশ থেকে!

এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ডানকানের পাশে পৌঁছে গেছে রানা। হঠাৎ করেই অন্ধকার থেকে হাজির হয়েছে, ওর হাতের পাইপ কাজ করল বেসবল ব্যাটের মত।

কর্নেলের কবজির নীচে খঠাস্ করে লাগল পাইপ, হাত থেকে ছিটকে উপরে রওনা হয়ে গেল ডুমস্ ডে ভাইরাসের গ্রেনেড!

তীর গতি তুলে উপরে উঠছে ওটা!

অবশ্য অন্যদের মনে হলো, বড় স্লো-মোশনে আকাশে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে গ্রেনেড। খাদের উত্তরাংশের কিনারা পেরিয়ে আরও অনেক উপরের দিকে রওনা হয়েছে ওটা।

বিস্ফারিত চোখে ওদিকে চেয়ে রইল সবাই।

হাঁ হয়ে গেছে পলাতকদের মুখ।

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

নীচ এবং অশুভ হাসি ফুটে উঠেছে ডানকানের মুখে।

ওয়ান, ওয়ান থাউস্যাণ্ড...

টু, ওয়ান থাউস্যাণ্ড...

থ্রি, ওয়ান থাউস্যাণ্ড...

তেরো

খাদের উত্তর দিকে তিরিশ ফুট উপরে উঠেই ফাটল ডুম্‌স ডে ভাইরাসের গ্রেনেড।

নরপিশাচদের জ্বলন্ত মশালের কমলা আলোয় গ্রেনেডের অ্যারোসলের বিস্ফোরণটা হলো দেখবার মত।

যেন পানিভরা কোনও পটকা ফেটেছে।

বিস্ফোরিত নক্ষত্রের মত নানাদিকে ছড়াল সূক্ষ্ম জলকণার মত হলুদ কুয়াশা। প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে আসতে শুরু করেছে মস্ত এক ছাতার মত। কমলা আগুনের আলোয় প্রতিটি কণা আলাদাভাবে দেখা গেল।

ধীরে ধীরে নামছে ভাইরাসের কুয়াশা। বাইরের দিকের অংশ আগে পড়ছে, যেন অলস জলকণার তুষার।

হ্যাঙারের মেঝে থেকে কমপক্ষে বিশফুট উপরে ফেটেছে গ্রেনেড। সবচেয়ে আগে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের উপর আক্রমণ এল ভাইরাসের।

হঠাৎ করেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল লোকগুলোর মধ্যে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা মেঝের উপর। গলা চেপে ধরে কাশতে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সবুজ-বাদামি বমি। আগেই হাত থেকে পড়ে গেছে মশাল ও অস্ত্র।

একমিনিটও পেরুল না, তার আগেই মেঝের উপর স্থির হয়ে গেল লোকগুলো। কেউ কেউ করুণ সুরে গোঙাচ্ছে।

মাত্র দু'জন এখনও দাঁড়িয়ে রইল।

এরা দু'জন রনি ম্যাকলিন ও গ্রিজলি।

হলদে মেঘ কোনোই ক্ষতি করতে পারেনি তাদের।

মৃত ডক্টর বয়েস ইংগিলস শুধু জানত গতকাল বিকেলে এই দু'জনকে ডুম্‌স ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট দিয়েছে সে পরীক্ষা করার জন্য।

শুধু এ দু'জনের রক্তে বইছে শিশু পলের কাছ থেকে পাওয়া ভ্যাকসিন।

তারা পুরোপুরি ইমিউন্‌ড্‌।

আবছা আঁধারে নেমে আসছে হলুদ-মৃত্যু!

খাদের পুবে হঠাৎ করেই দেখেছে তিশা, অনেক উপরে ফেটেছে গ্রেনেড।

দেখার মত সুন্দরভাবে অ্যারোসল ছিটিয়ে পড়েছে চারপাশে।

ওর বুঝতে দেরি হয়নি, ওটা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট।

ডুম্‌স ডে ভাইরাস!

তিশা নিশ্চিত হতে পারেনি রানার পুশ করা অ্যান্টিডোট কাজ করবে কি না। একটু দূরে পড়ে থাকা অ্যাওয়্যাক্স বিমানের প্রকাণ্ড এক কালো চাকা গড়িয়ে এনেছে কংক্রিট দেয়ালের পাশে। ওটার উপর চেপে উঠে এসেছে হ্যাঙারের মেঝেতে।

তখনও কিনারা থেকে তিনফুট উপরে ভাসছে হলদে কুয়াশা।

বিশগজ দূরে তিশা দেখতে পেয়েছে হ্যাঙারের ভিতরে এক অফিস। ওটার দোতলায় অবযার্ভেশন জানালা দেখেই বুঝে গেছে, ওটা কন্ট্রোল রুম।

ওটাই আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ড সেন্টার।

প্রায় উবু হয়ে দৌড় শুরু করেছে তিশা, পৌঁছে গেছে ওই দালানের দরজার কাছে। একবার দেখে নিয়েছে, খাদের ভিতর নামতে শুরু করেছে হলদে কণা।

লড়াই দেখতে খাদের উত্তরদিকে এসেছিল পলাতক কয়েদিরা, এখন একজনও দাঁড়িয়ে নেই। কাতর চিৎকার ও গোঙানি মিলিয়ে গেছে ওদিক থেকে।

বুক ধক-ধক করছে তিশার।

রানার কিছু হলো না তো?

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল তিশা, তারপর মনস্থির করে নিল, আগে দায়িত্ব পালন করতে হবে ওকে, নইলে রানার কাছে ছোট হয়ে যাবে।

খাদে নামতে শুরু করেছে হলদে ভাইরাস।

ব্যস্ত হয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা।

হ্যাঙারের মেঝে থেকে লোকগুলোর গোঙানির আওয়াজ আসছে। হাত থেকে মশাল ফেলে দিয়েছে তারা। আরও আঁধার হয়ে উঠেছে খাদের ভিতর অংশ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে কর্নেল ডানকান এখানেই ছিল, কিন্তু এখন আর তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

গ্রেনেড ফাটতেই একদৌড়ে লেজ তুলে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে লোকটা।

খচ্ খচ্ করছে রানার মন, আঁধারে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে হারামি লোকটা, আবারও কী করবে...

খাদের একফুট ভিতরে নেমে এসেছে কুয়াশা, পড়ছে ধীর গতি তুলে।

চট্ করে প্রেসিডেন্ট এবং জেসিকার দিকে চাইল রানা।

অ্যান্টিডোট কাজ করবে কি না কে জানে!

ওদের পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ইউনিফর্ম, ওটার ঘাড়ের সঙ্গে রয়েছে ইআরজি-৬ হাফ-ফেস গ্যাস মাস্ক।

'রানা! আপনার মুখোশ! পরে নিন!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। নিজেরটা মুখে আটকে নিলেন। 'ফুসফুসে সরাসরি ভাইরাস গেলে কয়েক সেকেণ্ডে মরতে হয়! মুখোশ থাকলে মৃত্যু আসে ধীরে ধীরে!'

নিশাত সুলতানার কোনও মুখোশ নেই, ওর পরনে মেরিনদের পোশাক।

চট্ করে ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা, খপ করে মুখোশ ছুটিয়ে নিল ইউনিফর্ম থেকে, ওটা বাড়িয়ে দিল নিশাতের দিকে।

'পরে নিন, আপা!'

'আপনার, স্যর?' আপত্তির সুরে বলল নিশাত।

'তর্ক করবেন না! জলদি চলুন, এদিকে!' তাড়া দিল রানা।

দুই সেকেণ্ড দ্বিধা করে মুখোশ পরে নিল নিশাত, বুঝতে পেরেছে, জেদাজেদি করলেও ছাড়বে না তার লিডার।

ধ্বংসাবশেষের ভিতর আঁধারে ছুটতে শুরু করেছে রানা, চলেছে উত্তর-পুবে, মিনি এলিভেটারের দিকে।

ওর পিছু নিল সবাই।

আঁধারে ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে সবাই।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর মিনি এলিভেটারের সামনে পৌঁছে গেল রানা।

ওটার মেঝের উপর পড়ে আছে একটা জ্বলন্ত মশাল।

এলিভেটার পাহারা দিচ্ছিল পাঁচ ইনমেট, ভাইরাসের হামলা শুরু হতেই পালাতে চেয়েছে। বেশিদূর যাওয়া হয়নি তাদের।

মশালটা তুলে নিল রানা, ওই আগুন দেখাল দলের সবাইকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট ও নিশাত।

এবার সবাই খেয়াল করল, জেসিকা আসেনি।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভিতর রয়ে গেছে স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং। মাসুদ রানা ও অন্যদের পিছু নেবে, এমন সময় শক্তিশালী একটা হাত খপ করে ধরেছে ওর গোড়ালি। ধুপ করে পড়ে গেছে জেসিকা।

ওই হাত ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ডের, মেঝের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে লোকটা। এখনও পুরো হুঁশ ফেরেনি। তবে বুঝতে পেরেছে, ওই মেয়ে শত্রুদের দলের।

পা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে জেসিকা, কিন্তু ছাড়ছে না লোকটা।

ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে ক্যাপ্টেন, দুই সেকেণ্ড পর বুটের ভিতরের খাপ থেকে বের করল দীর্ঘ এক কে-বার ছোরা। ওটা

উপরে তুলেই নামিয়ে আনল।

বিস্ফারিত হলো জেসিকার দুই চোখ।

খচ্ করে ওর গোড়ালিতে বিঁধেছে বোলেঙের ছোরা।

পরক্ষণে বুম্ করে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

ফাটা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো জর্জ বোলেঙের মাথা। হ্যাঙারের মেঝে থেকে গুলি করেছে কেউ।

নিখুঁত লক্ষ্যভেদ!

লাশের কাছ থেকে ধড়মড় করে সরে গেল জেসিকা, উঠে দাঁড়াল। আঁধারে বুঝতে চাইছে কে বাঁচালো ওকে।

খাদের দক্ষিণ দিকে হ্যাঙারের মেঝের উপর নড়ছে একটা জ্বলন্ত মশাল। হাত নাড়ছে কে যেন। এবার তার কণ্ঠ ভেসে এল: 'মিস গোল্ডিং! এজেন্ট গোল্ডিং!'

আগুনের আলোয় আবছা দেখা গেল মশালের মালিককে।

পরনে তার নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো ইউনিফর্ম। ডানহাতে নিকেল-প্লেটেড পিস্তল।

নাম্বার টু, খবির।

•

'জেসিকা, আপনি কোথায়?' রেডিয়ো মাইকে জানতে চাইল রানা। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারে।

জবাব এল খবিরের কাছ থেকে, 'স্যর, আমি খবির। আমার সঙ্গে আছেন জেসিকা। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'গুড, খবির। তিশা বেঁচে আছে?'

জবাব এল না কোনও।

বরফের মূর্তি হয়ে গেল রানা।

এক সেকেণ্ড পর এল কণ্ঠ: 'আমি এখানে।'

শ্বাস আবারও চালু হলো রানার। 'কোথায় তুমি?'

'হ্যাঙারে, পুব দালানে। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সরে যান। আমার

জন্যে ভাববেন না।'

'ঠিক আছে...' এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর বলল, 'শোনো, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে এয়ার বেস যিরো এইটে। চায়নিজ কমাণ্ডোরা পলকে ধরে নিয়ে গেছে ওখানে। সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাচ্ছি। পরে আসবে তুমি... আরে! হায় হায়...'

'কী হলো?'

'ফুটবল। হ্যাঙারের ভিতর কোথাও আছে ওটা। রনি ম্যাকলিন নিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, ওটা জোগাড় করব,' বলল তিশা। 'প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নিয়ে যান। যত দ্রুত সম্ভব এয়ার বেস যিরো এইটে আসব।'

'ঠিক আছে, তিশা,' বলল রানা। 'আর আরেকটা কথা...'

'সেটা কী?'

'সাবধান থেকো।'

ওদিক থেকে দুই সেকেণ্ড পর বলল তিশা: 'তুমিও সতর্ক থেকো।'

এবার দেরি করল না রানা, টিপে দিল মিনি এলিভেটারের সুইচ। দ্রুত নামতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্ম।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ড পর রানার কাঁধে টোকা দিল কেউ।

ঘুরে চাইল রানা।

মুখোশ খুলে ফেলেছে নিশাত। 'স্যর, এয়ার বেস যিরো এইটে কেন?'

উপযুক্ত কোনও জবাব দিতে পারবে না রানা, কিন্তু লেভেল সিক্স-এ নাইন্থ স্কোয়াড্রনের চায়নিজ লোকগুলোকে দেখবার পর থেকেই খচ্‌খচ্‌ করছে ওর মন। ওরা নিয়ে গেছে পলকে। এক্স-রেল টানেলে ঢুকেছিল। তাদের গন্তব্য এয়ার বেস যিরো এইট।

তখন থেকে ওর মন বলছে, ওখানে যাওয়া দরকার, নইলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।

পল...

ওই ছেলেটা আছে আজকের সব কিছুর কেন্দ্রমূলে।

একটু পর বলল রানা, 'আসলে কী ঘটছে সেটা জানতে হবে আমাদেরকে। কিন্তু তার আগে দুটো বিষয় স্থির করতে হবে।'

'সে দুটো কী, স্যর?'

'প্রথমত, প্রেসিডেন্টকে সুস্থ রাখতে হবে,' বলল রানা।

'আর দ্বিতীয় কাজ?'

'পল,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'ওই ছেলেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তাই যেতে হবে আমাদেরকে এয়ার বেস যিরো এইটে।'

চোদ্দ

এয়ার বেস যিরো নাইনের রানওয়ে ধরে ছুটে চলেছে আর্লিং এফ ক্রকস ও পাইথন ইউনিটের জীবিত কয়েকজন কমাণ্ডো। মরুভূমি ও পাহাড়ে আগুন ঢালছে গনগনে সূর্য। মেইন কমপ্লেক্স থেকে এক শ' গজ দূরে পাঁচতলা এয়ারফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ার, ওটার দিকে চলেছে লোকগুলো।

উপরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছোট একটা সাইড হ্যাঙারে।

একমিনিট পেরুবার আগেই পৌঁছে গেল তাল্লা-টাওয়ারে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দ্বিতীয় কন্ট্রোল রুমে।

এই ঘর মেইন হ্যাঙারের ভিতরের ওই ঘরের মতই। সবাই

বসে পড়তেই চালু করা হলো মনিটরগুলো। টিপটিপ করতে লাগল কন্সোলের অসংখ্য বাতি।

'আগে ওয়াং ইউনিটের পারসোনেল লোকেটার খোঁজো,' নির্দেশ দিল আর্লিং এফ ব্রুকস।

মেজর জন স্কল্টের কয়েক সেকেণ্ড লাগল ইলেকট্রনিক লোকেটার খুঁজে নিতে। এসব লোকেটার বসিয়ে দেয়া হয়েছে লোকগুলোর কবজির চামড়ার নীচে।

'ওরা এক্স-রেল সিস্টেম ব্যবহার করছে। প্রায় পৌঁছে গেছে এয়ার বেস যিরো এইটে।'

'পেনিট্রেটারগুলোর ইঞ্জিন চালু করো,' বলল ব্রুকস। 'আমরা এয়ার বেস যিরো এইটে যাচ্ছি।'

এয়ার বেস যিরো নাইন কমপ্লেক্সের পাতাল ওয়ান লেভেল হ্যাঙারে ভীষণ ভয় ও দ্বিধা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হফসন নিরো। তার মনে হচ্ছে, দুনিয়ায় সে ছাড়া কেউ নেই, যে-কোনও সময়ে মস্ত কোনও বিপদ এসে হাজির হবে, আর মরতে হবে করুণভাবে।

রহস্যজনকভাবে চাক কোসলোস্কি পালিয়ে যাওয়ার পর এখন নিরো জানে না কী করা উচিত।

জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আনমনে হাঁটছে সে আঁধার হ্যাঙারে, খুঁজছে কোথায় গেছে চাক কোসলোস্কি। একটা র‍্যাম্পের বিশ গজ দূরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ওদিক থেকে উঠে আসছে কী যেন। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। আতঙ্কে কুঁকড়ে আছে মন, তার উপর ওদিকে ওটা কী? ভীষণ দ্বিধা নিয়ে চেয়ে রইল হফসন নিরো।

এক সেকেণ্ড পর এল চরম উৎকণ্ঠা, মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে।

একটা আস্ত পরিবার, ভালুকের!

হ্যাঁ, ওগুলো র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এসেছে লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে!

সামনে প্রকাণ্ড এক মর্দা, পিছনে আকারে একটু ছোট মাদিগুলো। পিছন পিছন আসছে পুতুলের মত তিনটে বাচ্চা। কিন্তু এখন ওগুলোকে দেখেও ভীষণ ভয় লাগছে নিরোর। চার হাত-পায়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটছে ভালুকগুলো। বারবার কুঁচকে যাচ্ছে নাক, বাতাসে হাই অকটেনের গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না ওদের।

থরথর করে কাঁপছে নিরোর দুই হাঁটু। একবার মনে হলো ধুপ করে বসে পড়বে। কিন্তু সাহস হলো না।

হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল সে, ঝেড়ে দৌড় দিল মেইন এলিভেটার শাফট লক্ষ করে।

আঁধার এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট বেয়ে সাঁই-সাঁই করে নামছে মিনি এলিভেটার। ওটার উপর দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট। রানার হাতে জ্বলন্ত মশাল।

দেখতে না দেখতে নেমে আসছে সবাই।

মশালের শিখা বেশি দূরে যাচ্ছে না। বামহাতে মশাল নিল রানা, ডানহাতে থাই পকেট থেকে বের করল একটা অ্যাম্পুল। প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল। 'কতক্ষণ টিকবে কোনও লোক?'

'অ্যান্টিডোট না দিলে আধঘণ্টার ভিতরই সিম্পটম শুরু হবে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ত্বকে ঢুকে হামলা করবে। অবশ্য অ্যান্টিডোট দিলে নিউট্রালাইয হবে ভাইরাস।'

'খবিরকে অ্যান্টিডোট দেয়া হয়নি,' নিশাতকে বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে দিতে হবে,' বলল নিশাত। 'আমরা কি লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে নামব?'

'হ্যাঁ।'

মেঝের সুইচ টিপে দিল নিশাত।

কয়েক সেকেণ্ড পর মিনি এলিভেটার এসে থামল লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে।

ওরা নড়বার আগেই আঁধার থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এল হফসন নিরো। পিংপং বলের মত গোল হয়ে গেছে চোখদুটো। 'আমি... মনে হয়... না... আপনাদের ওদিকে যাওয়া উচিত,' হড়বড় করে বলল।

'কেন যাওয়া উচিত নয়?' জানতে চাইল রানা।

'ভালুক, বিশাল সব ভালুক,' নাটকীয়ভাবে বলল নিরো।

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল। ওর ধারণা হয়েছে, বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে হফসন নিরো।

'চাক কোসলোস্কি কোথায়?' জানতে চাইল নিশাত।

'উধাও হয়েছে,' বলল নিরো। 'পালিয়ে গেছে আমাকে ফেলে। মাত্র একমিনিট আগে ছিল, পরের সেকেণ্ডে দেখি সে নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এটা পেয়েছি।'

কোসলোস্কির অ্যানাপলিস গ্র্যাজুয়েশন আংটি দেখাল সে।

অবাক হয়ে চাইল রানা, বুঝতে পারেনি।

ও বুঝতে না পারলেও প্রেসিডেন্ট বুঝেছেন।

'হায় যিশু,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'ও বেরিয়ে গেছে।'

'কে বেরিয়েছে?' জানতে চাইল নিশাত।

'এই কমপ্লেক্সে মাত্র একজন লোক কাউকে কিডন্যাপ করবার পর আংটি বা গহনা ফেলে যায়,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'সে সিরিয়াল কিলার ডেভিল ডেভিডসন।'

'সার্জেন অভ লাসভেগাস...' বিড়বিড় করে বলল রানা। ওই লোকের মহান কীর্তির কথা চট্ করে মনে পড়ে গেছে ওর।

'সর্বনাশ,' নিচু স্বরে বলল নিশাত। 'আরেক ঝামেলা। ফ্যাসিলিটির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে পিশাচটা।'

রানার দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিস্টার রানা, আপনার কী মনে হয়, এসব নিয়ে ভাববার সময় আছে আমাদের? আর্লিং এফ ব্রুকস চুরি করে নিয়ে গেছে ছেলেটাকে, আর...'

ভাবছে রানা, চাক কোসলোস্কি যত খারাপ লোকই হোক, তাকে মরতে ফেলে যাওয়া...

রানা কিছু বলবার আগেই নিচু স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'মিস্টার রানা, আপনার উপর ভরসা করছি আমরা। এখন একঘণ্টা ধরে কোসলোস্কিকে খুঁজে বের করবার সময় আমাদের নেই। আমেরিকা টিকবে কি না তা নির্ভর করছে আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর। আর ওই ছেলেকে যে ভাবে হোক ফিরে পেতেই হবে।'

নিশাতকে হাতের ইশারা করল রানা।

নতুন করে নামতে শুরু করল মিনি এলিভেটার। কয়েক সেকেণ্ড পর নেমে এল দ্বিতীয় লেভেলের হ্যাঙারে। প্রেসিডেন্টের পিছনে আড়াল নিয়ে সামনে বাড়ল হফসন নিরো।

কপাল ভাল, এই হ্যাঙারে কোনও ভালুক নেই।

ছুটতে ছুটতে ফায়ার এস্কেপে পৌঁছে গেল ওরা, ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। সামনে রয়েছে রানা, ওর হাতের জ্বলন্ত মশাল আলো ফেলছে। একটু আগে এয়ারক্রাফট এলিভেটারের খাদের ভিতর লড়াই করে এসেছে ওরা, কারও সঙ্গে কোনও অস্ত্র বা ফ্ল্যাশলাইট নেই। ভয়ের চোটে মিনি এলিভেটারে দৌড়ে উঠবার সময় ফ্ল্যাশলাইটও ফেলে এসেছে হফসন নিরো।

সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এল ওরা, পৌঁছে গেল লেভেল সিক্স-এর দরজার সামনে।

সাবধানে দরজা খুলল রানা।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে লেভেল সিক্সের এক্স-রেল প্ল্যাটফর্ম।

কোথাও আওয়াজ নেই বা প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই।

সামনে বেড়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল রানা। চারপাশে ছিটিয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত লাশ। কসাইখানার মত আঁশটে গন্ধ চারপাশে।

কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোদের কাছে পৌঁছে গেল রানা ও

নিশাত। ওখানেই পেয়ে গেল পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল ও সিগ-সাওয়ার পিস্তল। এক লোকের কাছে পাওয়া গেল ছোট এক ফার্স্ট এইড কিট। ওটা থেকে প্লাস্টিকে মোড়া হাইপোডারমিক নিডল নিল রানা, থাই পকেট থেকে অ্যাম্পুল বের করে মাথার দিক ভেঙে সবুজ তরল বের করল, ইনজেক্ট করল নিরোর বাহুতে।

কাজটা শেষ করে প্রেসিডেন্টের হাতে একটা সিগ-সাওয়ার পিস্তল তুলে দিল। ভুলেও অস্ত্র দিল না হফসন নিরোর হাতে। এখনই মরবার ইচ্ছে নেই ওর।

'এবার ওদিকে চলুন,' তাড়া দিল রানা।

প্ল্যাটফর্ম ধরে এগুতে শুরু করেছে। উত্তরদিকের ট্র্যাকে থম মেরে পড়ে আছে এক্স-রেল ইঞ্জিন। ওটার মুখ এয়ার বেস যিরো এইটের টানেলের দিকে।

এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের দশফুট গভীর খাদ থেকে জেসিকা গোল্ডিংকে টেনে তুলেছে হোসেন আরাফাত খবির। ওর পরনে ইআরজি-৬ মুখোশ।

চারপাশে এখনও ভাসছে ডুমস ডে ভাইরাসের হলদে কুয়াশা।

খাদ থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা চিৎকার শুনেছে জেসিকা গোল্ডিং।

আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে রন ম্যাকলিন ও গ্রিজলি নামের দৈত্যটা। উঠে পড়েছে তারা পারসোনেল এলিভেটারে।

রন ম্যাকলিনের হাতে এখনও ফুটবল।

'চলো!' তাড়া দিল জেসিকা। 'ওরা এলিভেটার শাফটে খোলা দরজার দিকে যাচ্ছে! এয়ার ফোর্সের কর্নেল ওদেরকে বলে দিয়েছে একসিট কোড!'

'ওই কোড আপনি জানেন?' জানতে চাইল খবির।

'নিশ্চয়ই!' বলল জেসিকা। 'তখন আমি ওখানেই ছিলাম।

চলো যাই!'

একদম একা হয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম। চারপাশ ভীষণ থমথম করছে। একটু দূরে বিশাল মেইন হ্যাঙার।

কমাণ্ড দালানে আঁধারে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ও। সাম্‌নে উঠে গেছে সিঁড়ি। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, ভীষণ সতর্ক তিশা।

হ্যাঙারের ভিতর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডুমস্ ডে ভাইরাস। ওর কোনও গ্যাস মাস্কও নেই। অ্যান্টিডোট কাজ করবে এমন নাও হতে পারে।

ঠিক আছে, ভাবল তিশা, এ ধরনের ফ্যাসিলিটিতে নিশ্চয়ই...

জিনিসগুলো পেল ও সিঁড়ির নীচের এক কাবার্ডে।

বায়োহ্যাযার্ড সুট।

হলুদ রঙের। বড়সড় লোকের জন্য তৈরি। বেলুনের মত প্লাস্টিকের কভারঅল, উপরে প্লাস্টিকের হেলমেট। সঙ্গে রয়েছে সেলফ-কনটেইণ্ড এয়ার প্যাক।

ওই একই কাবার্ডে পাওয়া গেল পেটমোটা ম্যাগলাইট ফ্ল্যাশলাইট। খুব কাজের জিনিস্।

দেরি না করে একটা সুট পরে নিল তিশা, টেনে নিল যিপলক যিপার। নিজস্ব অক্সিজেন দিতে শুরু করেছে সুট। ফুলে উঠেছে বেলুনের মত। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পরিষ্কার শুনল তিশা।

আপাতত ডুম্‌স্ ডে ভাইরাসের হাত থেকে নিরাপদ ও।

এবার অন্য একটা কাজ শেষ করতে হবে।

ওর মনে আছে কী কাজে এসেছে। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ড সেন্টার। ওখান থেকে জোগাড় করতে হবে ইনিশিয়েট/ টার্মিনেট ইউনিট— ব্রুকসের ট্র্যান্সমিটার। ওটা প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে কাজ করছে। ওই সিগনাল নকল

করতে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স এনেছিল।

এখন ডিটাচেবল এলিভেটারের কাছে কোথাও পড়ে আছে ব্ল্যাক বক্স।

ওটা লাগবে, কিন্তু তার আগে কমাণ্ড সেন্টার থেকে পেতে হবে আই/টি ইউনিট। জিনিসটা পেয়ে গেলে ব্ল্যাক বক্স লাগবে।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল তিশা। উঠে এল কমাণ্ড রুমের দরজায়।

হাঁ হয়ে আছে দরজা।

সামান্য দ্বিধা করে ভিতরে ঢুকে পড়ল তিশা। এলোমেলো হয়ে আছে গোটা ঘর।

মনে হলো ভিতরে তুমুল লড়াই হয়েছে।

ক্ষত-বিক্ষত দেয়ালে অসংখ্য বুলেট লেগেছে। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়েছে ঢালু জানালার কাঁচ। বেশ কয়েকটা কমপিউটার মনিটরের ভিতর ঢুকেছে বুলেট। অন্যগুলো চুপ করে বসে আছে, ইলেকট্রিসিটি নেই বলে নীরব।

বায়োহ্যাযার্ড সুট পরনে, ধীর গতিতে ঘরের ভিতর ঢুকল তিশা, টপকে গেল এক মৃত নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোকে। পড়ে আছে আরও কয়েকজন। কারও কাছে কোনও অস্ত্র নেই।

ইনমেটরা কেড়ে নিয়ে গেছে সব।

এয়ারটাইট সুটের ফেসপ্লেটের ভিতর দিয়ে কন্ট্রোল রুমে চোখ বোলাল তিশা।

ওই যে...

হ্যাঁ, ওটাই তো!

একটা কমপিউটার মনিটরের ছাতে রাখা। প্রেসিডেন্ট ওটার বর্ণনা দিয়েছিলেন। ইউনিটের হ্যাণ্ডেল লাল রঙের। মাথার কাছে মোটা অ্যান্টেনা। বুকে বসানো বাটন।

সামনে বেড়ে ইনিশিয়েট/ টার্মিনেট ইউনিট তুলে নিল তিশা।

জিনিসটা ছোটখাটো মোবাইল ফোনের মত।

বুকের ভিতর দুটো বাটন। সেগুলোর উপর টেপ লাগানো। কাগজে হাতে লেখা: ওয়ান এবং টু।

ভুরু কুঁচকে গেল তিশার।

আর্লিং এফ ব্রুকস দ্বিতীয় বাটন রাখল কেন...

চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দিল তিশা।

বায়োহ্যাযার্ড সুটের বুক পকেটে রেখে দিল আই/টি ইউনিট। এবার জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল। আঁধার এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের দিকে চাইল।

ওদিকে মিনি এলিভেটারের কাছে থাকবে ব্ল্যাক বক্স।

ওখানে ভাসছে হলদে ভাইরাস-কণা।

এখনও বেশ কিছু মশাল জ্বলছে মেঝের উপর।

কোথাও কিছু নড়ছে না।

আঁধারের ভিতর একের পর এক স্তূপ। পড়ে আছে লাশ। থম মেরে আছে মেরিন ওয়ান। বিধ্বস্ত হয়েছে একটা হেলিকপ্টার ও তেলাপোকা। ওগুলোর কাছে ক্রেট ও বাক্স দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল কোবরা ইউনিট।

তিশার ফ্ল্যাশলাইট অত্যন্ত শক্তিশালী আলো ফেলে। খাদের ভিতর একপাশে মিনি এলিভেটারের কাছে চকচক করছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স।

পাওয়া গেছে...

এবার বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

এমনসময় অদ্ভুত ফ্যাকাসে নীল আলো চোখে পড়ল ওর।

ওখানেই থমকে গেল তিশা।

চোখের কোণে আলো কীসের?

ঘুরে চাইল। কন্ট্রোল রুমের সব মনিটর নিভে গেছে তা বোধহয় ঠিক নয়। একটা স্ক্রিনে আলো দপদপ করছে।

ভুরু কুঁচকে ফেলল তিশা।

ফ্যাসিলিটির সমস্ত পাওয়ার বন্ধ। তার মানে সব সিস্টেম বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু ওই আলো আসছে অন্য কোনও পাওয়ার সোর্স থেকে। আর তার মানেই ওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও...

সামনে বেড়ে মনিটরের উপর থেকে দেয়ালের প্লাস্টার সরিয়ে দিল তিশা।

স্ক্রিনে দপদপ করছে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ. এয়ার বেস (আর) যিরো নাইন

ফেইলসেফ সিস্টেম হিস্টরি

৮-২-৩৪৫৭০২২৪১

টাইম

কি অ্যাকশন

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬৬৭ অথোরাইযড লকডাউন প্রোটোকল ॥ ইনিশিয়েট কোড এন্টার্ড এনেবল ॥ ০৮০১ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল এক্সটেনশন কোড ইন্টার্ড ॥ কন্টিনিউ ॥ ০৯০০ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল ॥ এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ॥ কন্টিনিউ ॥ ১০০৫ ॥ নো অথোরাইযড কোড ॥

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট এন্টার্ড

মেকানিযম আর্মর্ড ॥ ১০০৫

.....

ওয়ার্নিং: ইমার্জেন্সি প্রোটোকল অ্যাকটিভেটেড। ইফ ইউ ডু নট এন্টার অ্যান অথোরাইযড লকডাউন এক্সটেনশন অর টার্মিনেট কোড বাই ১১০৫ আওয়ার্স, ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউয়েন্স উইল বি অ্যাকটিভেট। সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউয়েন্স

ডিউরেশন: ১০:০০ মিনিট্স্।

ওয়ার্নিং!

বড় বড় হয়ে গেল তিশার দুই চোখ।

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স...

এই কমপিউটার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আলাদাভাবে এটার জন্য অন্য পাওয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যে কারণেই হোক, সঠিক সময়ে ব্রুকসের লোকরা লকডাউন এক্সটেনশন কোড দিতে পারেনি। তখন বোধহয় এই ঘরে এসে ঢুকেছিল ইনমেটরা। তখন বা পরে সকাল দশটার সময় থেকে সতর্ক করতে শুরু করেছে এই কমপিউটার।

এখন যদি কেউ এগারোটা পাঁচ মিনিটের ভিতর এয়ার বেস যিরো নাইনের সেলফ-ডেসট্রাকশন সিকিউয়েন্স বন্ধ না করে, আর মাত্র দশমিনিট পর ফ্যাসিলিটির নীচে ফাটবে এক শ' মেগাটন থার্মোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড!

'হায় আল্লা,' বিড়বিড় করে বলল তিশা।

চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি।

এখন সকাল দশটা পনেরো মিনিট।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল তিশা, আর ঠিক তখনই ওর মাথার উপর নামল লম্বা এক স্টিলের পাইপ। হেলমেট পুরো রক্ষা করল না তিশাকে, ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। জানে না কখন জ্ঞান হারিয়েছে।

জানল না, ওকে কাঁধে তুলে নিয়েছে এক কুৎসিত দানব।

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরুল দৈত্য, সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

পনেরো

টানেলে ঝড়ের মত শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছে এক্স-রেল ট্রেন, রকেটের মত গতি ওটার, বিদ্যুদ্বেগে পিছনে পড়ছে ট্র্যাক— মাসুদ রানার বাহন যেন উড়ছে এয়ার বেস যিরো এইট লক্ষ্য করে।

বেশিক্ষণ লাগবে না গন্তব্যে পৌঁছতে। ঘণ্টায় দুই শ' মাইলের বেশি গতিতে বিশ মাইল পেরুতে বড়জোর ছয় মিনিট।

রানা এখনও জানে না পলকে কোথায় নিচ্ছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা। ওর শুধু জানা আছে, তারা চলেছে এয়ার বেস যিরো এইটে।

একেবারেই কিছু না জানবার চেয়ে একটু জানা অনেক ভাল।

এক্স-রেল ট্রেন চলছে অটোপাইলট মোডে, ড্রাইভিং কমপার্টমেণ্টে আবারও ফিরল রানা। চুপ করে বসে আছে নিশাত সুলতানা ও প্রেসিডেণ্ট। পিছনের ছোট বগিতে রয়ে গেছে হফসন নিরো। কী নিয়ে খুব চিন্তিত, বারবার টিপছিল সেলুলার ফোনের বাটন।

নিশাত ও প্রেসিডেণ্টের পাশে বসে পড়ল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'বলুন তো, মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, আসলে কী ঘটছে এয়ার বেস যিরো এইট বা নাইনে?'

দুই ঠোঁট চেপে বসল পরস্পরের উপর, কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, প্রেসিডেণ্ট কিছু বললেন না।

'শুরু থেকে বলুন কেন সবার সামনে আপনাকে খুন করতে চাইছে এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর্লিং এফ ক্রকস,'

বলল রানা। 'সে চাইছে জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্ড এক ছেলেকে। ওই ছেলে নিজেই ভ্যাকসিন, আর ওই ভাইরাস হয়ে উঠতে পারে এথনিক বুলেট।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'সত্যি বলতে আর্লিং এফ ব্রুকস এখন আর এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নয়। ধরে নেয়া হয়েছিল সে মারা গেছে। এ বছর জানুয়ারির বাইশ তারিখে আমার ইনোগিউরেশন সেরেমনির দিন চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য টেরে হউটে নিয়ে লিথাল ইঞ্জেকশন দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আগে সে চাইত, এ দেশ যেন একদম বদলে যায়। কৃষ্ণাঙ্গরা থাকবে চাকর হয়ে। আর শ্বেতাঙ্গরা হবে তাদের মনিব। কিন্তু এসব করতে হলে প্রথমে দুটো কাজ করতে হবে তাকে। প্রথম কাজঃ সবার চোখের সামনে আমাকে মেরে ফেলতে হবে। ছোট করতে হবে সরকারী দল এবং বিরোধী দলকে। সবাই যেন বুঝতে পারে, রাজনীতিকদের কোনও ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় কাজঃ হাতে পেতে হবে ডুমস্ ডে ভাইরাস ও তার অ্যান্টিডোট। এ দুটো পেয়ে যাওয়ার পর গোটা দুনিয়ার সবাইকে পায়ের নীচে পিষতে পারবে। তার সঙ্গে রয়েছে একদল বর্ণবাদী অফিসার ও সৈনিক।

'আপনার প্রথমে বুঝতে হবে, আর্লিং এফ ব্রুকস কী ধরনের গোঁড়া লোক। মিলিটারির ভিতর ব্রাদারহুড নামের আণ্ডারগ্রাউণ্ড এক সংগঠন গোপনে দেশের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে অনেক দিন ধরে। ওই সংগঠনের উচ্চ পদে ছিল ব্রুকস। এরা ঘৃণা করে অন্য বর্ণের মানুষকে। ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই চাই না এদের।'

'এবার তা হলে একটু খুলে বলুন এদের কাজ কী ধরনের।'

'আশির দশকে মিলিটারির ভিতর গোপন এক সংগঠনের নাম ছিল বিচ কিলার। এরা চেয়েছিল মিলিটারির ভিতর যেন কোনও

মেয়ে না থাকে, আর সেকারণে নানাভাবে তারা মেয়েদের ত্যক্ত করত। বাইশটার বেশি ধর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটে এদের মাধ্যমে। অবশ্য প্রমাণ করা যায়নি কারা করেছে। নিজেদের কাজ গোপনে চালিয়ে গেছে। অদৃশ্য লোকের মত এরা, হয়তো দেখাও গেল না, সামান্য মাথার ইশারা করল হলওয়েতে— পরদিন কৃষ্ণাঙ্গ অফিসার, সৈনিক বা নারী সামরিক অফিসারকে রাতের আঁধারে প্রচণ্ড পেটানো হলো, ভেঙে দেয়া হলো হাত-পা-পাঁজর।'

বেশিরভাগ দেশের সামরিক বাহিনীতে এমন সংগঠন থাকে, রানা ভাল করেই জানে।

'এরা নানা কারণে এসব সংগঠনে যোগ দেয়। কেউ ধর্মের কারণে, অন্যরা ফুর্তির জন্য। সবাই চায় কোনও দলে থাকতে, তাতে অনেক লাভ। এমন কী এল.এ.পি.ডি-র ভিতর বর্ণবাদী অফিসার আছে। এ ধরনের লোক হিংস্র হয়, প্রতিটি সার্ভিসে এরা আছে।

'নেভির ভিতর তাদের নাম: অর্ডার অভ হোয়াইট আমেরিকা। আর্মির ভিতর: ব্ল্যাক ডেথ। এয়ার ফোর্সের ভিতর এদের নাম: ব্রাদারহুড। এদের কাজ কৃষ্ণাঙ্গ অফিসার-সৈনিকদের বা নারী অফিসার বা সৈনিককে মেরে তাড়ানো।

'সবাই ভেবেছিল উনিশ শ' আশির দশকে ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স এসব বর্ণবাদীদেরকে বের করে দিয়েছে আর্মি বা নেভি থেকে। কিন্তু কিছুদিন আগে জানা গেল, এয়ার ফোর্সে এখনও ভালভাবেই কাজ করছে ব্রাদারহুড। তাদের অন্যতম উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা।

নড়েচড়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট।

'আর্লিং এফ ব্রুকসের বিরুদ্ধে খুনের মামলা হয়। সে নির্দেশ দিয়েছিল দু'জন অ্যাডমিরালকে খুন করতে। তাঁরা ছিলেন জয়েন্ট

অভ স্টাফের পরামর্শক। আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ব ঘোষণা দেয়ার ক' দিন পর ওই দুই নেভির অ্যাডমিরালের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল ব্রুকস। পাল্টে দেবে তারা বর্তমানের আমেরিকাকে। প্রথমেই সরিয়ে দেয়া হবে প্রেসিডেন্টকে। নষ্ট রাজনীতিকদেরকে ভরে দেয়া হবে কারাগারে, বা মেরে ফেলা হবে। দেশ চালাবে সামরিক বাহিনী। কিন্তু এসব শুনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন দুই অ্যাডমিরাল। সতর্ক হয়ে ওঠে এফবিআই ও সিক্রেট সার্ভিস। কিন্তু তারা দুই অ্যাডমিরালকে রক্ষা করতে পারেনি। মেরে ফেলা হয় তাঁদেরকে।

'হত্যাকারী ও দেশদ্রোহী হিসাবে গ্রেফতার করা হয় আর্লিং এফ ব্রুকসকে। সামরিক আদালতে বিচার হয়। এদিকে এফবিআই তথ্য খুঁজতে থাকে কারা এ পরিকল্পনা করেছিল। ধারণা করা হয়, এয়ার ফোর্সের উচ্চপদস্থ কয়েকজন জেনারেল এসবের পিছনে ছিল। গড়ে তুলেছে তারা ব্রাদারহুড নামের বর্ণবাদী সংগঠন। এরা ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণ এলাকার লোক। অবশ্য, তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফেঁসে গেল ব্রুকস, দুই অ্যাডমিরালের সঙ্গে তার কথার ভিডিয়ো টেপ ছিল নেভির হাতে। বিচার শেষে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। সে এমন কী একবারের জন্য আপিলও করেনি। এর কিছুদিন পর আমরা জানলাম, কার্যকর করা হয়েছে ব্রুকসের মৃত্যুদণ্ড।'

'আপনি বোধহয় জানতেন এমন পরিস্থিতি হতে পারে, কিন্তু কোর্টে কিছুই বলা হয়নি?' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট।

'গত দশবছর ধরে ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্সের বেশিরভাগ বেসের দায়িত্বে ছিল আর্লিং এফ ব্রুকস, সেই ফ্লোরিডা থেকে নেভাডা এয়ার বেস পর্যন্ত। ওয়াইয়োমিঙের ওয়ারেনে আইসিবিএম স্টকপাইল, সেসব ছিল তার দায়িত্বে। স্যাটালাইট ও

স্পেস মিশন নিয়ন্ত্রণ করে কলোরাডোর ফ্যালকনের স্পেস ওয়ারফেয়ার ডিফেন্স, তারও প্রধান ছিল সে। এয়ার বেস যিরো নাইন তো বটেই, ফ্লোরিডার হার্লবাট ফিল্ডের এএফএসওসি নিয়ন্ত্রণ করত সে। এয়ার ফোর্সের ক্র্যাক স্পেশাল অপারেশন টিম, বা নাইন্থ স্কোয়াড্রন চলত তার কথায়। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে তার অনুচর। নিজ হাতে এদেরকে পদোন্নতি দিয়েছে ব্রুকস। আমরা ধারণা করতাম, এদের বেশিরভাগই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বর্ণবাদী সংগঠন ব্রাদারহুডের সদস্য।

'আর্লিং এফ ব্রুকস এ দেশের বেশিরভাগ এয়ার বেসে কী আছে ভাল করেই জানত। কিছুই গোপন ছিল না তার কাছে। শুরু থেকেই চোখ রেখেছে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস ও অ্যান্টিডোটের উপর। এই ভাইরাস বা অ্যান্টিডোট কী করতে পারে, ভাল করেই জানত।

'খুবই বুদ্ধিমান লোক— খুবই। সহজেই বুঝে ফেলেছে, একজন লোক ওই এথনিক বুলেট এবং তার ভ্যাকসিন হাতে পেলে তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ থাকবে না। আগেই আমার হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার বসিয়ে দিয়েছে, এবার বাকি রইল সঠিক সময়ে আমাকে সরিয়ে দেয়া। ডুম্‌স ডে ভাইরাস ও অ্যান্টিডোট তো সে পেয়েই গেল। ...আর কী চাই তার?'

চুপ করে শুনছে রানা ও নিশাত।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনারা তো শুনেছেন এ দেশের কোন্ কোন্ শহরে প্লাজমা বোমা রাখা হয়েছে। চোদ্দটা পারমাণবিক ওয়ারহেড। কথাটা ঠিক নয়। গোটা দেশে এসব ছড়িয়ে দেয়া হয়নি। শুধু রাখা হয়েছে দেশের উত্তরদিকের শহরে। নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডি.সি., শিকাগো, এলএ, স্যান ফ্রান্সিসকো, সিয়েটল ইত্যাদি। দক্ষিণে শেষ বোমা সেন্ট লুইয়ে। আটলান্টা, হিউস্টন বা মায়ামিতে নেই। আসলে টেনেসি-কেন্টাকি স্টেট সীমানার নীচে দক্ষিণে কোনও বোমা রাখা হয়নি।'

'কিন্তু এসব শহরে বোমা কেন?' নিচু স্বরে বলল নিশাত।

'কারণ এসব শহর দেশের উত্তরাংশের, এসব শহরের লোক বর্ণবাদী নয়, বড় বড় কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই উৎপাদন করে না। আর্লিং এফ ব্রুকস আসলে উত্তরাংশ বাদ দিয়ে আমেরিকা চাইছে।

'এখন হাতে এসেছে ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাস ও অ্যান্টিডোট, এবার উত্তরাংশের লোকগুলো টুঁ শব্দ করবে না। করলে শেষ করে দেবে তাদেরকে। সাদা, কালো, শিশু— কাউকে ছাড়বে না। ভ্যাকসিন না পেলে কারও বাঁচবার উপায় নেই।'

ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'ধারণা করছি, প্রথমে মরবে কালোমানুষরা। বশ্যতা মেনে নিলে অ্যান্টিডোট দেয়া হবে উত্তর এলাকার শ্বেতাঙ্গদেরকে।

'আগেই বলেছি, এখন মাত্র দুটো বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসকে। প্রথম কথা: হাতে চাই অ্যান্টিডোটের ফ্যাক্টরি পলকে। দ্বিতীয় কথা: আগে খুন করতে হবে আমাকে। সত্যিকারের কোনও বিপ্লব চাইলে শাসকদের রক্ত লাগে। ফ্রান্সের রাজা-রাণী হোক বা রাশার জার, আগে তাদেরকে খুন করতে হয়েছে, নইলে লোকে বুঝবে কী করে নতুন শাসক এসেছে!

'কৌশলী হলে প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলতে পারে যে-কেউ, কিন্তু তার ফলে সমাজ বদলে যায় না। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের হত্যা করলে চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেয়া যায়: কী করতে পারল এরা, দিলাম তো শেষ করে!

'আমেরিকার জনগণের সামনে তাই দেখাতে চাইছে ব্রুকস। গরীব, মধ্যবিত্ত, বড়লোক— সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাইছে সে আসলে কে। দরিদ্র দক্ষিণের লোক এমনিতেই খেপে আছে বড়লোকদের উপর। নিউ ইয়র্কের বা শিকাগোর বড়লোকরা ক্যাপেচিনো কফিতে চুমুক দিচ্ছে, কিন্তু বোমা দিয়ে তাদেরকে

উড়িয়ে দেবে ব্রুকস।'

'তার ফলে দেশটা তো ফিরবে আদিম আমলে,' মন্তব্য করল নিশাত। 'ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়া দেশ দিয়ে কী করবে সে?'

'তার বোধহয় ধারণা, আবারও গড়ে নেবে দেশ, তখন আর কালোমানুষ বা বড়লোক শ্বেতাঙ্গরা থাকবে না। পরিষ্কার করতে চাইছে গোটা একটা সমাজকে। নতুন করে শুরু করবে সব। দক্ষিণের শহরগুলো ঠিকই থাকবে। মাঝের রাজ্যগুলোর খুব ক্ষতি হবে না। যা উৎপাদন হবে তাতে সবার ভালভাবেই চলবে।'

'অন্য সামরিক বাহিনী কী করবে?' জানতে চাইল রানা।

'মিস্টার রানা, জানেন,' তিক্ত হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'অন্য সব সার্ভিস যে ফাণ্ড পায়, সবমিলেও এয়ার ফোর্সকে তার চেয়ে বেশি দেয়া হয়। এদের সদস্য বড়জোর তিন লাখ পঁচাশি হাজার, কিন্তু তাদের হাতে তুলে দিয়েছি আমরা অন্যদের চারগুণ মিসাইল ও ওয়ারহেড। এদের স্ট্রাইক কেপাবিলিটি নেভি বা আর্মির চেয়ে অনেক বেশি।

'আর আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে রয়েছে ব্রাদারহুড। প্রত্যেকে তারা তার লোক। সংখ্যায় এরা এয়ার ফোর্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এখন যদি তার কথায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ বম্বার আকাশে ওঠে, সহজেই উড়িয়ে দেবে আর্মি বা নেভির গুরুত্বপূর্ণ সব ইন্সটলেশন। আর যেসব এয়ার বেস তাকে মানবে না, তারা কাউন্টারঅফেন্স শুরু করবার আগেই মিশে যাবে মাটিতে।

'বিদেশি রাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ব্রুকসের স্টেলথ বম্বার, স্ট্রাইক ফাইটার ও নিউক্লিয়ার মিসাইলের আঘাতে ধ্বংসস্তূপ হবে সব। তার প্রশিক্ষিত বাহিনী যে-কোনও দেশকে পায়ের নীচে পিষবে।

'মিস্টার রানা, মনের ভিতর কোনও ভুল ধারণা রাখবেন না, আবারও সবার কাছ থেকে আলাদা হবে ইউনাইটেড স্টেটস অভ

আমেরিকা। তাতে এ দেশের ক্ষতি নেই, দুনিয়ার ষাট ভাগ সম্পদ এ দেশে, কিন্তু গোটা দুনিয়া মস্ত হোঁচট খাবে। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার চালাবে এই সোনার দেশ। পরিবেশ হবে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের সেই বদ্ধ কূপের মত।'

'হারামজাদা লোকটা...' বলতে শুরু করেও চুপ হয়ে গেল নিশাত।

ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, যদি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পান, আপনি কি ডুমস ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট প্রতিটি দেশের সরকারের হাতে তুলে দেবেন?'

গম্ভীর চেহারায় কী যেন ভাবলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর বললেন, 'সত্যি যদি ফিরতে পারি, ঠিক তাই করতে চাইব আমি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'অর্থাৎ আর্লিং এফ ব্রুকস্ যদি হেরে যায়...'

'আজই নির্দেশ দেব প্রতিটি দেশে অ্যান্টিডোট পৌঁছে দিতে।'

'সন্দেহ নেই সহজে হার মানবে না সে,' বলল নিশাত। 'সেক্ষেত্রে বোমাও ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'এ কাজ করতেই পারে,' গম্ভীর সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

চুপ করে চারকোনা সুড়ঙ্গের বহু দূরে চেয়ে রইল রানা, কী যেন ভাবছে।

ষোলো

পারসোনেল এলিভেটারের দরজা খুলে যেতেই 'উপরের দরজা'র

একসিটের সামনে পৌঁছে গেছে হোসেন আরাফাত খবির ও জেসিকা গোল্ডিং। কর্নেল বার্নটন ডানকানের কোড: ৬৬৫৩৫৫৫ ভালভাবেই মনে রেখেছে স্পেশাল এজেন্ট, কি প্যাডে লেখা শেষে এন্টার টিপে দিল সে।

জোরালো হিস্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল ভারী টাইটেনিয়াম দরজা।

এপারে এসে কংক্রিটের করিডোরে দৌড় শুরু করল ওরা, দু'জনের হাতে একটা করে নিকেল-প্লেটেড পিস্তল।

চল্লিশ গজ যাওয়ার পর আরেকটা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল জেসিকা সাধারণ এক এয়ারক্রাফট হ্যাঙারে। সামনে চওড়া দরজা, ওদিক দিয়ে গনগনে রোদ পড়ছে মেঝেতে। হ্যাঙারের ভিতর কিছুই নেই। না বিমান, না কোনও গাড়ি।

কিন্তু...

পিছনের দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল দানব গ্রিজলি।

প্রথমে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে জেসিকা, আর ঠিক তখনই ওর মাথার পাশে চেপে ধরেছে লোকটা পি-৯০ রাইফেলের মাযল।

'বুম! আর তুমি শেষ, সোনা,' খিঁকখিঁক করে হাসল ভালুকের মত লোকটা।

ট্রিগারে চাপ দিতে শুরু করেছে, কিন্তু সে জানে না পিছনে রয়ে গেছে খবির— ঝট্ করে সামনে বাড়ল ও, বিদ্যুদ্বেগে পি-৯০র চার্জিং হ্যাণ্ডেল পিছিয়ে দিল। চেম্বার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল বুলেট।

ক্লিক!

জেসিকার মাথার পাশে ঠেঁসে ধরা মাযল গর্জে উঠল না।

'আরিহ্ স্লা...' চট্ করে খবিরের দিকে ঘুরে চাইল গ্রিজলি।

বিজলির ঝলকের মত ঘটল পরের ঘটনা।

একটানে গ্রিজলির পি-৯০-র ব্যারেল সরিয়ে দিল জেসিকা,

পিস্তল তুলেই গুলি করতে চাইল। কিন্তু ঠিক তখনই দানবটার অন্যহাতে ধরা ম্যাগহুক নেমে এল জেসিকার মুখের পাশে। রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার পর যন্ত্রটা বয়ে চলেছে সে।

পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল ও জেসিকা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল সামনের মেঝেতে। খট-খটাং আওয়াজ তুলে সরে গেল রাইফেল।

বেরেটা উঁচু করল খবির, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত নয় ও।

খপ করে ওর পিস্তল ধরল গ্রিজলি, ভয়ঙ্কর গর্জন ছেড়ে ঘুরে চাইল।

একই পিস্তল ধরে রেখেছে দু'জন।

গ্রিজলি ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে অস্ত্রটার মাযল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত থুতনি খবিরের মুখের সামনে নামিয়ে আনল দানব। বাঙালি সৈনিকের স্বাভাবিক তর্জনির উপর চেপে বসল কলার মত আঙুল।

বুম-বুম-বুম-বুম-বুম-বুম-বুম-বুম!

খালি হ্যাঙারের ভিতর বিকট আওয়াজ তুলছে পিস্তল।

হ্যাঁচকা টানে পিস্তল খবিরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে গ্রিজলি। আর কয়েক রাউণ্ড গুলি শেষে পিস্তল তাক হবে খবিরের মাথা লক্ষ্য করে!

লড়ছে দু'জন যেন পাঞ্জা!

পিস্তলের নল ঘুরে আসছে, গায়ের জোরে ওটাকে সরাতে চাইছে খবির। কিন্তু গ্রিজলি যেন ভয়ঙ্কর কোনও অসুর।

বুম-বুম-বুম!

পিস্তলের নল এখন খবিরের বাম বাহুর দিকে...

বুম!

বিস্ফোরিত হলো খবিরের বাম বাইসেপের মাংস। ওর চোখে-মুখে ছিটকে লাগল রক্তের ফোঁটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল বাঙালি সৈনিক।

এক সেকেণ্ড পর দেখল অস্ত্রের নল এখন ঠিক ওর মুখের দিকে তাক করা...

ক্লিক!

বুলেট শেষ।

'এ-ই ভাল হলো,' ভয়ঙ্কর নোংরা দাঁতের হাসি দিল গ্রিজলি। 'এবার বাপের ব্যাটার মত লড়ব আমরা।'

একটানে পিস্তল নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল সে। অন্যহাতে খপ করে ধরেছে খবিরের গলা, ওকে হ্যাঁচকা টানে তুলে ঠেসে ধরল দেয়ালে।

খবিরের পাদুটো ঝুলছে মেঝে থেকে পনেরো ইঞ্চি উপরে।

ছটফট করতে শুরু করেছে খবির। ভীষণ জ্বলছে আহত বামবাহু। ডানহাতে দুর্বল ঘুষি দিল গ্রিজলির ফোলা কপালে।

মনে হলো না গ্রিজলি টের পেয়েছে।

খবিরের মনে হলো, কপালে লেগে ছিটকে এল ওর ঘুষি।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল গ্রিজলি। 'স্টিলের প্লেট। ওটার জন্যে বুদ্ধি বাড়েনি বটে, কিন্তু বুলেট ঠেকিয়ে দেয়।'

অন্যহাতে ম্যাগহুক তুলল সে, মাযল তাক করল খবিরের ডান চোখের দিকে।

'সোলজার বয়, তোমার কপালের হাড় কেমন শক্ত? দেখি তো ছোট্ট এই হুক গান তোমার কপাল ভাঙে কি না! ...এবার দেখব ভাঙল কি না, আর...'

ম্যাগহুকের শীতল ম্যাগনেটিক হেড ঠেকিয়ে দিল সে খবিরের নাকে।

ঘাড় ধরে ওকে উঁচু করে রেখেছে লোকটা, দুই হাতে ম্যাগহুক ধরল খবির, বামবাহুর ব্যথা ভুলতে চাইছে। ম্যাগহুক ঠেলে দিতে চাইল দানবের দিকে। খাড়া হয়ে গেল ম্যাগহুক, তারপর ভীষণ ভয় নিয়ে খবির দেখল, আবারও যন্ত্রটা ওর মুখের দিকে ফিরছে।

এবারের এই পাঞ্জা যুদ্ধেও হারতে শুরু করেছে খবির।

তারপর হঠাৎ বুদ্ধি এল ওর মগজে।

'আরে, একটা কথা জানো?' হঠাৎ করে বলল খবির।

'কী?' ঘোঁৎ করে উঠল গ্রিজলি।

'এটা!' ডানহাত বাড়িয়ে ম্যাগহুকের লঞ্চারের 'এম' বাটন টিপে দিল ও। মুহূর্তে কাজ শুরু করল গ্র্যাপলিং হুকের শক্তিশালী ম্যাগনেটিক চার্জ।

পরক্ষণে ফল পেল খবির।

জ্বলে উঠেছে ম্যাগহুকের ম্যাগনেটিক হেড, খুঁজতে শুরু করেছে ধাতব কিছু।

পেয়েও গেল, গ্রিজলির কপালের ভিতরের স্টিলের প্লেট। ঠাস্ করে লাগল ম্যাগনেটিক হেড! প্রচণ্ড জোরে লেগেছে লোকটার ভুরুর উপর। আটকে রইল চুম্বুক, যেন চুষতে শুরু করেছে ত্বক।

ভীষণ ব্যথায় গর্জন ছাড়ল গ্রিজলি। কপাল থেকে টেনে সরাতে চাইল ম্যাগহুক। ফলে ছেড়ে দিল খবিরকে।

আলতো পায়ে মেঝেতে নামল সার্জেন্ট, বামবাহুর লাল ক্ষতটা চেপে ধরেছে, ব্যথায় কুঁচকে গেছে চেহারা।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল গ্রিজলি। মুখে আটকে থাকা ম্যাগহুকের সঙ্গে বোকার মত কুস্তি শুরু করেছে লোকটা।

দূরত্ব বজায় রাখল খবির, তারপর যেই দেয়ালের দিকে পিঠ দিল লোকটা, ঝট্ করে সামনে বাড়ল সার্জেন্ট, খপ করে ধরল ম্যাগহুকের হ্যাণ্ডগ্রিপ, পরক্ষণে সামান্যতম দয়া না করেই টিপে দিল ট্রিগার।

হুম্প!

ডিসচার্জ করবার সময় বিদঘুটে আওয়াজ তুলল ম্যাগহুক।

ভয়ঙ্কর গতিতে পিছিয়ে গেল গ্রিজলির মাথা। উল্টোদিকে নব্বুই ডিগ্রি কাত হলো ঘাড়। পিছনের দেয়ালে খট্টাস্ করে লাগল

ইঁটের মত মাথা। কংক্রিটের মাঝে তৈরি হলো ক্রিকেট বল আকৃতির গর্ত।

ম্যাগহুকের উল্টো ধাক্কা খেয়ে নিউটনের তৃতীয় আইন অনুযায়ী কয়েক গজ দূরে দিয়ে পড়েছে খবির।

কিন্তু গ্রিজলি নামের দানবের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় আছে ও।

দেয়াল ঘেঁষে নেমে এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে লোকটা, চোখগুলো গলফ বলের মত বড় হয়ে উঠেছে, ফাটা ডিমের মত চুরচুর হয়ে গেছে করোটি, ওই গর্ত থেকে বেরুতে শুরু করেছে রক্ত ও মগজের সুপ।

প্রাণপণ এই লড়াই দেখবার সময় ছিল না জেসিকার, ঘোর কেটে যেতেই খুঁজতে শুরু করেছে পিস্তল। একটু দূরে পেয়ে গেল ওটা। জিনিসটা তুলে নিয়ে ঘুরতেই হতবাক হয়ে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে বিশগজ দূরে।

হ্যাঙারের আরেক পাশে।

রন ম্যাকলিন!

'এবার মনে পড়ল তুমি কে,' সামনে বাড়তে শুরু করেছে লোকটা।

একটা কথাও বলল না জেসিকা, অপলক চেয়ে রইল। লোকটার একহাতে ফুটবল, অন্যহাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। ওটার মাযল তাক করেছে ওর কপালে।

'ওই হোটেলে রাজাসাহেবকে গুলি করবার আগে তোমাকে দেখেছিলাম,' নিচু স্বরে বলল রন ম্যাকলিন। 'তুমি সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। তোমার কাজ বিপদ হলেই প্রেসিডেন্টকে আড়াল দেয়া। আসলে সাহস আছে তোমাদের।'

নীরব রইল জেসিকা।

ওর ডান উরুর পাশে ঝুলছে নিকেল বেরেটা পিস্তল।

কপালের দিক থেকে মাযল সরিয়ে বুকে তাক করল রন ম্যাকলিন, মৃদু মৃদু হাসছে।

'এবার গুলি ঠেকাও দেখি, এজেন্ট!' পি-৯০-র ট্রিগার টিপতে শুরু করেছে সে।

বরফের মত ঠাণ্ডা রেখেছে জেসিকা মাথাটা। ওর জানা আছে, মাত্র একবার সুযোগ পাবে। সিক্রেট সার্ভিসের অন্যদের মতই দুর্দান্ত মার্কসওউম্যান ও। এটাও জানে, বেশিরভাগ সন্ত্রাসী উরুর কাছ থেকে গুলি করে, তাদের প্রথম গুলি লাগে না টার্গেটে।

এবং ওই প্রথম সুযোগেই পিস্তল তুলতে হবে ওকে, ঠিক নিশানায় গুলি লাগাতে হবে।

এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রন ম্যাকলিন ট্রিগার টিপবার সময় ঝট্ করে পিস্তল তুলল জেসিকা। দেরি না করেই গুলি করেছে, ওদিকে পর পর তিনটে বুলেট পাঠিয়েছে লোকটা।

জেসিকার মনে হলো, মস্ত ভুল করেছে ও।

একইসঙ্গে পিছনে গিয়ে ছিটকে পড়ল দু'জন— যেন আয়নার একই প্রতিবিম্ব। হ্যাঙারের মেঝে ভেসে গেল তাজা রক্তে।

চকচকে মেঝের উপর চিত হয়ে পড়েছে জেসিকা, পাগল হয়ে উঠেছে ব্যথায়। ঘনঘন শ্বাস নিতে শুরু করেছে। চেয়ে আছে সিলিঙের দিকে। ওর বাম কাঁধে তৈরি হয়েছে লাল গর্ত।

ওদিকে রন ম্যাকলিন চুপ, আর নড়ছে না।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কোনও সাড়া নেই।

চিত হয়ে পড়ে আছে।

জেসিকা এখনও জানে না, কিন্তু ওর গুলিটা ফুটো করে দিয়েছে ম্যাকলিনের নাকের গোড়া। গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে রক্ত। কাপের মত গর্ত তৈরি করে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

কোনও সন্দেহ নেই মারা পড়েছে রন ম্যাকলিন।

পাশেই প্রেসিডেন্টের ফুটবল।

চারকোনা সুড়ঙ্গের ভিতর তুমুল গতি তুলে ছুটে চলেছে এক্স-রেল ট্রেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ শেষ করে ড্রাইভারের সিটে বসে পড়েছে রানা। আর দু'এক মিনিট পর এয়ার বেস যিরো এইটে পৌঁছবে ওরা। পিছনের ছোট বগিতে গিয়ে বসেছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল নিশাত।

ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের দরজা খুলবার হুস্ আওয়াজ হলো, আবারও ভিতরে এসে ঢুকল নিশাত।

'এর পর কী করব আমরা?' রানার পাশের সিটে বসল ও।

'ঘুম থেকে উঠে একবারও ভাবিনি আজকের দিনটা এমন হবে,' নিচু স্বরে বলল রানা। দূর আঁধারে চেয়ে আছে।

'আচ্ছা, ভাইডি... আমাদের তিশা...' হঠাৎ শুরু করেই আবারও থেমে গেল নিশাত।

'কিছু বলবেন, আপা?' অবাক হয়েছে রানা।

নিশাত সুলতানা তো কখনও নিজের জন্য কিছু চায় না কারও কাছে!

'ওই তিশা, ওর কথাই বলছিলাম।'

'বলুন, কী হয়েছে?'

'ওকে ডিনারে নিয়ে গেলেন, ওর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, কিন্তু...' আর কিছুই বলছে না নিশাত।

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। 'আপা, আপনি কোনওদিন কূটনীতিক হবেন না।'

'তা বোধহয় ঠিক।' কয়েক মুহূর্ত পর নিশাত বলল, 'কাঁধে তো একটা হাত রাখতে পারতেন? ...আজ যদি মরেই যাই, কৌতূহল

থাকবে কেন ওকে...'

চুপ করে আছে রানা।

'তিশা খুব হতাশ হয়েছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। ভেবেছিল অন্তত হাতটা একটু ধরবেন, আর...'

নিশাত থেমে যেতে বলল রানা, 'কেমন যেন ভয় লেগেছিল ওকে কাছে টানতে।'

'ভয়? কীসের?' নড়চড়ে বসল নিশাত। 'আপনিও ভয় পান? ...ওই মেয়ে তো আপনাকে পাগলের মত ভালবাসে!'

'আমিও তো ওকে... ' হঠাৎ থেমে গেল রানা।

'তা হলে বাধা কোথায়?'

'জানি না,' দ্বিধা নিয়ে বলল রানা। 'ও অন্য মেয়েদের মত নয়। যদি কষ্ট দিয়ে ফেলি?'

'দূরে সরে যেতেও কষ্ট, তাই না? দেখেছেন ওর আঁধার-সাগর কালো চোখ? ও আপনাকে প্রাণমন দিয়ে চায়।'

জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে নিশাত।

'হয়তো শেষে হতাশই হবে,' বলল রানা।

'সেসব না হয় বুঝবে তিশা,' হাসতে শুরু করেছে নিশাত। বুঝে ফেলেছে, সত্যিই প্রেমে পড়েছে ওর নির্ভীক, দুর্ধর্ষ স্যর।

'অমন হাসছেন কেন, আপা?' অসহায় শোনাল রানার কণ্ঠ।

'আপনিও মানুষের মত কাজ করেন, তাই ভেবে হাসছি। আপনি বরফের উঁচু ক্লিফ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন, লাফ দেন গভীর, বিশাল এলিভেটার শাফটে— কিন্তু সাহস করে একটা চুমু দিতে পারেন না ভালবাসার মেয়েটাকে। সত্যিই আপনি অদ্ভুত সুন্দর মনের মানুষ।'

চুপ করে রইল রানা।

'কিন্তু আমাকে কথা দিন, স্যর, পরের বার...' রানার দিকে

ঘুরে চাইল নিশাত।

আস্তে করে মাথা কাত করল রানা বাচ্চা ছেলের মত।

হলদে মরুভূমির তলা দিয়ে চারকোনা সুড়ঙ্গের ভিতর তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে রানার এক্স-রেল ট্রেন, কিন্তু ওদিকে এয়ার বেস যিরো এইট কমপ্লেক্সের কাছে পৌঁছে গেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। তার সঙ্গে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের চার কমাণ্ডো। দুই পেনিট্রেটার নিয়ে আকাশ থেকে নামতে শুরু করেছে তারা রানওয়ের দিকে। এক্স-রেল ট্রেন মাত্র দু-এক মিনিট পিছনে আছে।

হেলিকপ্টার থেকে নীচে দেখা গেল মরুভূমির কর্কশ জমিতে কয়েকটা দালান।

এয়ার বেস যিরো এইট আসলে এয়ার বেস যিরো নাইনের ছোটখাটো সংস্করণ। ছোট বাক্সের মত দুটো হ্যাঙার, একপাশে পাঁচতলা এয়ারফিল্ড কণ্ট্রোল টাওয়ার। সামনেই কালো বিটুমেন রানওয়ে, চলে গেছে অনেক দূরে।

দুই পেনিট্রেটার এগিয়ে চলেছে। সেগুলোর একটা থেকে নীচে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস। ওদিকে দেখা গেল কমপ্লেক্সের মাঝে বড় এক হ্যাঙার, ওটার দরজা হাঁ হতে শুরু করেছে।

আরও খুলে যাচ্ছে কবাট।

ওদিকে চেয়ে চোয়াল ঝুলে গেল ব্রুকসের।

হ্যাঙারের ভিতর থেকে বেরুতে শুরু করেছে বিশাল এক বিমান।

এক সেকেণ্ড পর দেখল আসলে দুটো বিমান। প্রথমটা প্রকাণ্ড এক বোয়িং ৭৪৭ জাম্বো জেট, চকচক করছে রুপালি রং। নাকটা ওটার হংসীর মত, দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল দুই ডানা, হ্যাঙারের ছায়া থেকে বেরুতে শুরু করেছে সব।

আর ওই ৭৪৭ বিমানের পিছনে, পিঠের উপর বসে আছে ছোট

এক এয়ারক্রাফট।

ওটাকে বর্তমানের বিমান মনে হলো না ব্রুকসের।

নাসার সাধারণ স্পেস শাটলের মতই শরীর ওটার সাদা, একপাশে আঁকা আমেরিকান পতাকা, পাশে মোটা করে লেখা: ইউনাইটেড স্টেটস। বিমানের নাক কুচকুচে কালো, পেট একই রঙের।

কিন্তু ওই বিমান সাধারণ কোনও শাটল নয়।

ওটা এক্স ৩৭।

এয়ার বেস যিরো এইটের দুই মিনি শাটলের একটা।

অন্যদেশের স্যাটালাইট ফেলে দেয়ার জন্য ওগুলোকে ব্যবহার করবে ইউনাইটেড স্টেটসের এয়ার ফোর্স। দখল করে নেবে ভিনদেশি স্পেস স্টেশন, বা ধ্বংস করে দেবে।

আকৃতি ওটার সাধারণ শাটলের মতই— তিনকোনা প্ল্যাটফর্ম, কনকর্ডের মত ত্রিকোণ ডানা, লেজ অত্যন্ত অ্যারোডাইন্যামিক, পিছনে তিনটে থ্রাস্টার। অন্য শাটলের চেয়ে অনেক শক্তপোক্ত মনে হলো ওটাকে। আটলান্টিস বা সিস্টার শাটলগুলো ভারী সব স্যাটালাইট মহাশূন্যে তুলবার কাজ করে, কিন্তু এ জিনিস তৈরি করা হয়েছে শুধু প্রচণ্ড গতিতে চলবার জন্য। স্পোর্টস্ ভার্শন বলা যেতে পারে। মুহূর্তে উড়িয়ে দেবে স্যাটালাইট বা স্টেশন।

ডানার নীচে চারটে বিশেষ ভাবে ডিজাইন করা যিরো গ্র্যাভিটি অ্যামব্রাম মিসাইল। শাটলের নীচে, বাইরের দিকে বিশাল দুটো পেগাসাস ১১ বুস্টার রকেট। ওগুলোর পেটে রয়েছে সিলিণ্ডারের ভিতর লিকুইড অক্সিজেনের থ্রাস্টার।

বেশিরভাগ মানুষ জানে না, আজও স্পেস ফ্লাইটে উনিশ শ' ষাট দশকের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। ইউএস ও সোভিয়েত স্পেস-রেসের সময়কালে স্যাটার্ন ৫ বা টাইটান ১১ বুস্টার আজও ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু এক্স ৩৭ আলাদা। লঞ্চের জন্য ওটা ব্যবহার করবে ৭৪৭ বিমানের প্ল্যাটফর্ম, সঙ্গে থাকবে পেগাসাস ১১ বুস্টার। এবং এ কারণেই এ শাটল সত্যিকারের প্রথম অরবিটার, নির্দ্বিধায় বলা যায় একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত।

এক্স ৩৭-এর লঞ্চার হিসাবে কাজ করবে ৭৪৭ বিমান, ওটার রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইটনি টার্বোফ্যান ইঞ্জিন। বিমানের ভিতর অংশ রেডিয়েশন মুক্ত রাখতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ প্রেশারাইযেশন সিস্টেম। সাধারণ কমার্শিয়াল জাম্বো জেট উঠতে পারে বড়জোর তেতাল্লিশ হাজার ফুট উপরে, কিন্তু প্রকাণ্ড বোয়িং বিমান ষাতষট্টি হাজার ফুট উপরে তুলে দেবে শাটলকে। আগেই বিমানের পিঠে শাটল অনেক উপরে উঠে যাবার ফলে তিন ভাগের এক ভাগ পাওয়ার/লিফট রেশিয়ো ব্যবহার করতে হবে না এক্স ৩৭কে।

সঠিক সময়ে কাজ শুরু করবে পেগাসাস ১১ বুস্টার।

টাইটান ১১১-র চেয়ে অনেক শক্তিশালী ওটা, সহজেই তুলে দেবে নিচু মহাশূন্যে। কাজ শেষে বুস্টারগুলো খসে পড়বে শাটল থেকে। ততক্ষণে এক্স ৩৭ পৌঁছে গেছে পৃথিবীর দুই শ' দশ মাইল উপরে, ভাসছে অরবিটে। এরপর সহজেই মহাশূন্যে ঘুরবে শাটল, অন্যদেশের স্যাটালাইট ফেলে দেবে। কাজ শেষে আবারও কোঅর্ডিনেটস দেখে নেমে আসবে নিজের ইঞ্জিন ব্যবহার করে।

অদ্ভুত সুন্দর বিমান এবং শাটল।

জন স্কল্টের দিকে ঘুরে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'ওই শাটল উঠতে দেয়া...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, ঠিক তখনই কোনও সতর্কতা ছাড়াই আঁধার হ্যাঙারের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল পাঁচটা স্টিংগার মিসাইল। রুপালি ৭৪৭-র ডানাকে পাশ কাটাল ওগুলো, তারপর সাঁই-সাঁই করে উঠতে লাগল সোজা দুই পেনিট্রেটার লক্ষ্য

করে।

ওয়াং ইউনিট দেখে ফেলেছে ব্রুকসের দুই কপ্টারকে।

এয়ার বেস যিরো এইটের এক্স-রেল স্টেশন ঠিক এয়ার বেস যিরো নাইনের পাতাল স্টেশনের মতই। দু'পাশে দুটো ট্র্যাক, মাঝে প্ল্যাটফর্ম। উত্তরদিকের ট্র্যাকের কাছে দেয়ালে এলিভেটার।

পাক্কা সাত মিনিট প্রচণ্ড গতি তুলে চলবার পর রানার এক্স-রেল ট্রেন এইমাত্র এসে পৌঁছেছে স্টেশনে, ক্রমেই কমে আসছে গতি। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে স্টেশনে।

হিসহিস আওয়াজ তুলে খুলে গেল ট্রেনের দরজাগুলো, রানা-নিশাত ও প্রেসিডেন্ট প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন বগি থেকে।

একদৌড়ে পৌঁছে গেল ওরা উত্তর দেয়ালের এলিভেটারের সামনে। পিছনে ছুটে আসছে হফসন নিরো, কানে ধরে রেখেছে সেল ফোন।

এলিভেটারের কল বাটন টিপে দিল রানা। ওরা অপেক্ষা করছে, যে-কোনও সময়ে নেমে আসবে লিফট। প্রথমবারের মত ভাল করে হফসন নিরোর দিকে চাইল রানা। লোকটার পরনের হোয়াইট হাউসের সুট ময়লা হয়ে গেছে। তার চেয়ে বড় কথা, লোকটা কথা বলছে মোবাইল ফোনে।

কার সঙ্গে বলছে?

'না,' বিরক্ত হয়ে বলল হফসন। 'তার আগে বলো তুমি কে! আমার ফোন ধরলে কেন? চেনো আমাকে? আমার স্টকব্রোকারের সঙ্গে এখনই কথা বলতে হবে! তুমি কে!'

'কী করছেন?' জানতে চাইল রানা।

ভুরু আরও কুঁচকে ফেলল লোকটা। মনেই হলো না বর্তমানে আছে। খুব গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি আমার ব্রোকারকে ফোন দিয়েছি। আজ যা শুরু হয়েছে, আমেরিকান ডলারও বিক্রি করে

দেয়া উচিত। টানেল থেকে বেরুতেই ফোন দিয়েছি, মাত্র লাইন পেয়েছি, আর ওমনি কোথাকার এক গাধার সঙ্গে ক্রস কানেকশন হয়ে গেল!'

হ্যাঁচকা টানে মোবাইল কেড়ে নিল রানা।

'আরে!' হাঁ হয়ে গেল লোকটা।

কথা বলতে শুরু করেছে রানা, 'আমি মেজর মাসুদ রানা, ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পসের তরফ থেকে বলছি। প্রেসিডেন্টের ডিটাচমেন্টে আছি। হোয়াইট হাউসে আমার কোড: এমআর৯। ...কে আপনি?'

ফোনে ভেসে এল পুরুষ কণ্ঠ: 'আমি কেভিন কনলন, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থেকে। ডি.সি.-র একটা মনিটরিং স্টেশন থেকে বলছি। আমরা ইউটা মরুভূমির দুটো এয়ার বেসের সমস্ত ট্র্যান্সমিশন স্ক্যান করছি। আমাদের ধারণা, দুই এয়ার বেসের একটাতে নকল এয়ার ফোর্স কমাণ্ডো ইউনিট আছে। এবং মস্ত বিপদে আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। এইমাত্র আপনার বন্ধুর কল পেলাম।'

'মিস্টার কনলন, আপনারা জানেন না এখানে কী ঘটছে,' বলল রানা।

'প্রেসিডেন্ট এখন নিরাপদে আছেন তো?'

'আমার পাশেই আছেন,' প্রেসিডেন্টের দিকে ফোন বাড়িয়ে দিল রানা।

ওটা নিয়ে বললেন তিনি, 'আমি ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট বলছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার মাসুদ রানা।'

রানা একটু উঁচু স্বরে বলল, 'আমরা আপাতত নকল ওই কমাণ্ডো ইউনিটের পিছু নিয়েছি। এদের সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে বলুন।'

ঠিক তখনই খুলে যেতে লাগল এলিভেটারের দরজা।

'একমিনিট!' এলিভেটারের দিকে পি-৯০ তাক করেছে রানা।

পুরোপুরি খুলে গেল দরজা। ভিতরের দেয়ালে দাগড়া দাগড়া রক্তের ছোপ। মেঝের উপর পড়ে আছে তিন এয়ার ফোর্স কর্মকর্তা, মৃত। বুঝতে দেরি হলো না রানার, এরা এয়ার বেস যিরো এইটের স্কেলিটন ক্রুদের ক'জন।

'এইমাত্র এদেরকে মেরে ফেলেছে,' মন্তব্য করল নিশাত।

প্রায় হুড়মুড় করে লিফটের ভিতর ঢুকল রানা ও নিশাত।

পিছনে রয়ে গেল হফসন নিরো। কিছুতেই বিপদের ধারে-কাছে যাবে না। অবশ্য রানা ও নিশাতের সঙ্গে থাকতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই।'

'কিন্তু, মিস্টার প্রেসি...'

'মিস্টার রানা, আজ যদি এ দেশের নাগরিক হিসাবে মরতেই হয়, আমি মরব, কিন্তু কাপুরুষের মত বাঁচতে চাই না। তা ছাড়া, আপনাদের সাহায্য লাগতে পারে। দলে আপনারা মাত্র দু'জন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক আছে, আসুন। আমাদের পিছনে থাকবেন, এবং ঠিক লক্ষ্যে গুলি করবেন।'

প্রেসিডেন্ট উঠবার কয়েক সেকেণ্ড পর বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটারের দরজা, গ্রাউণ্ড লেভেলে উঠবার জন্য বাটন টিপে দিল রানা।

এবার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে হফসনের মোবাইল নিয়ে কানে ঠেকাল ও। 'ঠিক আছে, মিস্টার কনলন, পঁচিশটা শব্দের ভিতর বলুন নকল এয়ার ফোর্স ইউনিট সম্পর্কে।'

ভূগর্ভস্থ অফিসের ভিতর নিজ চেয়ারে পিঠ-সোজা করে বসল কেভিন কনলন।

ঘটনা যাই হোক, খুব ভয়ঙ্কর কিছুই হবে।

এয়ার বেস যিরো এইট থেকে হঠাৎ করেই একটা ছাগল ফোন দিয়েছিল, তারপর কথা বলতে লাগল এক কঠোর কণ্ঠের লোক,

সে আবার প্রেসিডেন্টের মেরিনদের হেলিকপ্টারের কেউ, তারপর কথা বললেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট! তখনই হোয়াইট হাউসের ডেটা বেসে সার্চ করবার জন্য ও এমআর৯ অক্ষরগুলো ও সংখ্যা তুলে দিয়েছে কমপিউটারে। এখন একের পর এক অকল্পনীয় তথ্য আসতে শুরু করেছে। ওই ল্লোক মস্ত এক যোদ্ধা, আপাতত আছেন মেরিন ওয়ানের দায়িত্বে!

'জী, বলছি,' হেডসেট মাইকে বলল কনলন। 'আমি ডিআই এর সঙ্গে আছি। আনঅথোরাইযড ট্র্যান্সমিশন আসছিল এসব বেস থেকে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ওগুলো আসছে দক্ষিণ-আফ্রিকান রেকণ্ডোদের কাছ থেকে...'

'ওসব বাদ দিন। ওদেরকে মেরে ফেলেছি আমরা,' বলল রানা। 'নকল ইউনিট সম্পর্কে বলুন।'

'ও... হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল কনলন। 'এরা নাইন্থ স্কোয়াড্রনের পাঁচ ইউনিটের একটা। এদের কাজ ছিল এয়ার বেস যিরো নাইন পাহারা দেয়া। নাম ছিল: ওয়াং ইউনিট। কিন্তু...'

দ্রুত উপরে উঠছে এলিভেটার।

এক সেকেণ্ড পর আবারও শোনা গেল কনলনের কণ্ঠ: 'আমাদের ধারণা চিন সরকারকে গদি থেকে ফেলে দেয়ার জন্য কয়েকজন জেনারেল ওই ভাইরাসের অ্যান্টিডোট চাইছে। সেজন্য ওটা বের করে নিয়ে যেতে চাইছে আমেরিকা থেকে।'

'আপনি কি জানেন, কীভাবে সরিয়ে নেবে অ্যান্টিডোট?' জানতে চাইল রানা।

'অ্যাঁ? ...হ্যাঁ,' বলল কনলন। 'বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু...'

'যা খুশি বলবেন, আমি বিশ্বাস করব,' বলল রানা। 'যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।'

'এয়ার বেস যিরো এইটের একটা স্যাটালাইট-কিলার শাটলে তুলবে অ্যান্টিডোট। মহাশূন্যে উঠবার পর মিলিত হবে চায়নিজ

আর্মির এক স্পেস শাটলের সঙ্গে। ওটা ক'দিন আগে অরবিটে উঠেছে। আবারও নামবে গিয়ে চায়নার কোনও দুর্গম এলাকায়। তারপর চায়নিজ জেনারেলরা...'

'বুঝলাম,' বলল রানা।

'আপনি হয়তো ভাবতে পারেন...'

'সহজেই আমেরিকা থেকে সরিয়ে নেবে কীভাবে, এই তো?' বলল রানা। 'বাধা না দিলে তাই করবে ওরা।'

'ঠিক, স্যর।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার কনলন। এবার মেরিন ও আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওরা যেন মোবিলাইয করে এয়ার কেপেবল ইউনিটগুলো। ক্যারিয়ার, কপ্টার, যা পারে— সরাসরি যেন আসে এয়ার বেস যিরো এইট লক্ষ্য করে। ভুলেও এয়ার ফোর্সকে কিছু জানাতে যাবেন না। নতুন কোনও নোটিফিকেশন না দেয়া পর্যন্ত এয়ার ফোর্সের সদস্যদেরকে সন্দেহের আওতায় রাখতে হবে।'

কথা বলবার ফাঁকে এলিভেটারের জ্বলজ্বলে প্যানেলের দিকে চেয়েছে রানা। টিকটিক করে উঠছে সংখ্যা ও অক্ষর: এসএল-৩... এসএল-২...

'এবার কাজে নামতে হবে আমাদেরকে, পরে কথা হবে আপনার সঙ্গে,' বলল রানা।

'আপনারা কী করবেন? প্রেসিডেন্টের কী হবে?'

এসএল-১ হয়ে গেল 'জি'। অর্থাৎ গ্রাউণ্ড লেভেলে পৌঁছে গেছে এলিভেটার। দরজার ওদিক থেকে আবছা গোলাগুলির আওয়াজ পেল রানা।

'টিং!' শব্দ তুলল এলিভেটার।

'ভ্যাকসিনের পিছু নেব আমরা,' বলল রানা। 'পরে কথা হবে।'

লাইন কেটে বুক পকেটে ফোন রেখে দিল রানা।

এক সেকেণ্ড পর খুলে গেল এলিভেটারের দরজা।

সতেরো

গনগনে রোদে পুড়ছে মরুভূমির এয়ার বেস যিরো এইট।

জুলাই, তৃতীয় দিবস।

সকাল দশটা তিরিশ মিনিট।

নতুন করে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছে রানা, নিশাত; সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট।

হ্যাঙারের বাইরে একটার পর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ, সেই সঙ্গে চলছে গোলাগুলি।

হ্যাঙারের বিশাল চওড়া কবাটের ওদিক থেকে আসছে সোনালী রোদ। কিন্তু উল্টোদিকে পঞ্চাশ গজ দূরে এইমাত্র খুলতে শুরু করেছে এলিভেটারের দরজা, ওখানে পৌঁছায়নি ওই সোনালী রোদ। তার মূল কারণ, হ্যাঙার থেকে বেরুতে শুরু করেছে বিশাল এক ৭৪৭ রুপালি বিমান।

ওই বিমানের পিঠে বসে রয়েছে স্পেস শাটল।

লিফটের কবাট খুলে যেতেই ভীষণ চমকে গেছে রানা।

গোলাগুলির আওয়াজ হ্যাঙারের দরজার কাছে।

ওদিকে কালো ইউনিফর্ম পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের পাঁচজন কমাণ্ডোকে দেখল রানা।

এরা ওয়াং ইউনিটের সদস্য, চরম বিশ্বাসঘাতক।

'লোকগুলো দরজার আড়াল নিয়ে পি-৯০ দিয়ে গুলি করছে বাইরের দিকে।

'আমার সঙ্গে আসুন,' তাড়া দিল রানা, ঝটপট বেরিয়ে এল

এলিভেটার থেকে।

একটা হামভি ও দুটো তেলাপোকাকে পাশ কাটাবার পর দূরে পরিষ্কার দেখা গেল হ্যাঙারের দরজা। বাইরে টারমাকের সামান্য উপরে ভাসছে দুই পেনিট্রেটার কপ্টার। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি: শাটল পিঠে তোলা ৭৪৭ বিমানকে যে ভাবে হোক বাধা দেবে। হ্যাঙারে লুকিয়ে থাকা ওয়াং ইউনিটকে লক্ষ্য করে আকাশ থেকে তুমুল বর্ষণের মত আসছে অজস্র ট্রেসার গুলি। বাইরে থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে চায়নিজদেরকে। মাত্র বিশ গজ পেরুতে পারলে তারা উঠে পড়তে পারবে ৭৪৭-র স্টেয়ারওয়েলে।

দুই পেনিট্রেটারের স্টাব থেকে আসছে একের পর এক মিসাইল। নিশানা তাক করেছে ৭৪৭ বিমানের উপর, কিন্তু জাম্বো জেট সম্ভবত ব্যবহার করছে সর্বাধুনিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কাউন্টারমেজার। ওটার কাছে যেতে পারছে না একটা মিসাইলও, তার আগেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে, সাঁই-সাঁই উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, একটু পর আছড়ে পড়ছে বালি বা রানওয়ের উপর— ছিটকে উঠছে কংক্রিট ও বালির ফোয়ারা।

এমন কী কপ্টারের তপ্ত কমলা ট্রেসার বুলেট বাঁক নিয়ে আরেক দিকে রওনা হচ্ছে। ধীর গতি তুলে সামনে বাড়ছে প্রকাণ্ড ৭৪৭ জাম্বো। অদৃশ্য কোনও ম্যাগনেটিক শিল্ড রক্ষা করছে ওটাকে।

একটা তেলাপোকার আড়ালে থেমে গেছে রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট। সামনের কপ্টারের কেবিনে পরিচিত দু'জনকে দেখল রানা। তারা আর্লিং এফ ব্রুকস ও জন স্কল্ট।

ওয়াং ইউনিটের বিশ্বাসঘাতকতায় খেপে আছে প্রাক্তন জেনারেল, ভাবল রানা। বেশিক্ষণ হয়নি লোকটা এসে হাজির হয়েছে। তখন মাত্র বিমানে উঠতে শুরু করেছিল ওয়াং ইউনিটের সবাই। দেরি না করেই গোলাগুলি শুরু করেছে ব্রুকস।

ওই পাঁচ কমাণ্ডোর সঙ্গে পলকে দেখল না রানা। তার মানে, আগেই ওকে তুলে দিয়েছে বিমানে।

হঠাৎ করেই ইঞ্জিনের গতি বাড়ল বোয়িং ৭৪৭ জাম্বোর। গর্জে উঠেছে প্রকাণ্ড সব জেট ইঞ্জিন। পিছনে বইছে তুমুল হাওয়া। হ্যাঙারের ভিতরে আলগা সবকিছু উড়ে যেতে শুরু করেছে।

ধীরে ধীরে গতি তুলছে দানব বিমান, এবার হ্যাঙার থেকে বেরুবে রানওয়েতে— সরাসরি সামনে পড়বে দুই পেনিট্রেটার। মেঝের উপর খট্-খট্ আওয়াজ তুলছে বিমানের স্টেয়ারকেস।

ভাল বুদ্ধি করেছে কপ্টারের দুই পাইলট।

তাদের জানা আছে, বিমান ৭৪৭-র বিপুল ওজনের সামনে তারা কিছুই নয়, কাজেই ভীত পায়রার মত দু'পাশে সরে গেল।

গুমগুম আওয়াজ তুলে সামনে বাড়ছে প্রকাণ্ড বিমান। পাশের ডোরওয়েতে এক লোককে দেখতে পেল রানা। পরনে তার নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিফর্ম। হাত নাড়ছে নিজ দলের লোকদের উদ্দেশে। নীচে ফেলে দিল পাতলা এক দড়ির মই।

দূর থেকে খুদে মনে হলো ওই দরজা।

ছুটন্ত বিমান থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে দড়ির মই।

চোখের কোণে হ্যাঙারের দরজার সামনে নড়াচড়া দেখল রানা। ঝট করে ঘুরল ও।

পাঁচ ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডো দৌড়ে আসছে পাশের হামভি লক্ষ্য করে।

সামান্য দূরে তেলাপোকার আড়ালে বসে আছে রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট।

চলন্ত বিমানে উঠতে চায় লোকগুলো।

তাদের দিকে আসছে দুই পেনিট্রেটারের অসংখ্য ট্রেসার বুলেট। খুবলে তুলছে কংক্রিট।

ছিটকে পড়ল দুই চায়নিজ কমাণ্ডো, যেন বিস্ফোরিত হয়েছে

দেহ। চারপাশে ছিটকে গেল লাল কা যেন। অন্য তিন কমাণ্ডো পৌঁছে গেছে হামভির পাশে। দেরি না করে উঠে পড়ল কেবিনে। চালু হয়ে গেছে হামভির ইঞ্জিন, হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ড গাড়ি, কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকাগুলো। বড় একটা বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল হ্যাঙারের দরজা লক্ষ্য করে।

তখনই ওদিক থেকে ভিতরে ঢুকল মিসাইল। সোজা এল হামভির লক্ষ্য করে।

মাত্র দুই সেকেণ্ড সময় পেল হামভির লোকগুলো।

হামভির নাকে এসে বিঁধল মিসাইল। ওখানেই থেমে গেল প্রকাণ্ড জিপ, পরক্ষণে ছিটকে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল হ্যাঙারের পিছলা মেঝের উপর। ভিতর থেকে বেরুল অতি উজ্জ্বল আলো। চারপাশে ছিটিয়ে গেল হাজারো ধাতব টুকরো, একেকটা গ্রেনেডের শ্র্যাপনেলের মত ধারালো।

'উচিত শাস্তি হয়েছে হারামজাদাদের!' বলল নিশাত।

'এবার চলুন!' তাড়া দিল রানা। 'জলদি!'

'কী করব আমরা?' অবাক হয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

হ্যাঙারের বাইরে জাম্বো জেটের দিকে আঙুল তুলল রানা। 'আমরা ওই বিমানে উঠব।'

মরুভূমির বেশিরভাগ এয়ার বেসের মতই এয়ার বেস যিরো এইটের রানওয়ে L-র মত। বাহুর ছোট অংশের মুখে রয়েছে হ্যাঙারের দরজা। বাঁক নিয়ে মূল রানওয়েতে পৌঁছবার পর বিমান ছুটতে শুরু করে।

এই বেসের মূল রানওয়ে পাঁচ হাজার গজ দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত বাহু বড়জোর চার শ' গজ।

পিঠে চকচকে এক্স ৩৭ স্পেস শাটল নিয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে ট্যাক্সিওয়েতে বেরিয়ে গেছে রুপালি ৭৪৭ বিমান। দুই পাশে ভাসছে দুই পেনিট্রেটার কপ্টার।

বিমানের চারপাশে বালির চাদর উড়ছে। সূর্যের আলোয় চকচক করছে জাম্বো জেটের দু'পাশ।

ট্যাক্সিওয়ের মাঝে পৌঁছে গেছে ওটা, এমনসময় মেইন হ্যাঙারের দরজা দিয়ে ছিটকে বেরুল ওটা।

একটা তেলাপোকা।

একটু আগেও হ্যাঙারের ভিতর পড়ে ছিল। জিনিসটা দেখতে থান ইঁটের মত, অবশ্য চাকা আছে নীচে। ট্যাক্সিওয়ে ধরে দ্রুত গতি তুলে বিমানের দিকে ছুটছে ওটা।

তেলাপোকার ঠাসাঠাসি ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্টের প্রায় সবটা জুড়ে বসে ড্রাইভ করছে নিশাত। গম্ভীর।

প্যাসেঞ্জার সিটে কোনওমতে চাপাচাপি করে বসেছে রানা ও প্রেসিডেন্ট।

'আপা, গতি বাড়ান!' তাড়া দিল রানা। 'ধরতে হবে ওটাকে! একবার ফ্লাইট রান শুরু হলে আর ধরতে পারব না!'

তেলাপোকার উঁচু গিয়ার, অর্থাৎ তৃতীয় গিয়ার এনগেজ করল নিশাত। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল টোয়িং ভেহিকেল, ভি৮ ইঞ্জিন বিকট গর্জন ছাড়ছে। মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে নিশাত। মরুভূমির ভিতর থরথর করে কাঁপছে দূরের দৃশ্য।

বিদ্যুদ্বেগে ছুটতে শুরু করেছে তেলাপোকা, দূরত্ব কমিয়ে আনছে শাটল পিঠে নিয়ে ছুটন্ত বিমানের সঙ্গে।

বিদঘুটে গাড়ির দিকে গুলি পাঠাতে শুরু করেছে পেনিট্রেটার কপ্টার দুটো। কিন্তু ঝট্ করে প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে ফেলল রানা, নিশাত এবং ওর রাইফেলদুটোর মাযল বের করে দিল বাইরে, নিশানা তাক করেই গুলি শুরু করল এক পেনিট্রেটারের নাকের ভালকান ক্যানন লক্ষ্য করে।

চট্ করে সরে পড়ল পেনিট্রেটার, গুলি করছে দূরে সরে গিয়ে, বুলেট এসে বিঁধছে দ্রুতগামী তেলাপোকার শরীরে।

'আপা! বিমানের নীচে যান!' বলল রানা। 'কাউন্টারমেজারের আড়াল চাই!'

গতি আরও বাড়ছে তেলাপোকার। তুলছে টপ স্পিড। ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্রকাণ্ড বিমানের দিকে এগুতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর দুলতে থাকা বিমানের লেজের নীচে ঢুকে পড়ল।

ওরা যেন পানির নীচে ঢুকেছে মস্ত কোনও বুদ্বুদের পেটে।

এখন আর চারপাশে লাগছে না গুলি। দূরে রানওয়ের উপর নামছে গুলির স্রোত।

ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে তেলাপোকা। বিমানের পিছনের ল্যাণ্ডিং গিয়ার সামনে। ওটার উপর ভর করে চলেছে মস্ত দানব।

৭৪৭ বিমানের বাম ডানার তলা দিয়ে চলেছে তেলাপোকা, সাঁই-সাঁই করে পিছনে পড়ছে কালো রানওয়ে। গাড়ি সরে আসছে বিমানের দড়ির মইয়ের দিকে।

'ধূর!' প্রকাণ্ড বিমানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নিশাত, আবারও বেরিয়ে এসেছে রোদের ভিতর।

'মেইন রানওয়েতে উঠে যাচ্ছে!' বলল রানা।

মস্ত দানব পাখির মত পিঠে এক্স ৩৭ শাটল নিয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছে বিমান। এবার উঠে পড়বে প্রধান রানওয়েতে।

'আপা, মইয়ের কাছে যান!' নিচু স্বরে বলল রানা।

আবার অ্যাক্সেলারেটার পুরো দাবিয়ে ধরল নিশাত। বনবন করে ঘুরিয়ে নিল স্টিয়ারিং হুইল। নতুন উদ্যমে রওনা হয়েছে তেলাপোকা। কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে এসেছে জাম্বো বিমানের ইলেকট্রম্যাগনেটিক নিরাপত্তা থেকে। ছুটছে এখন দড়ির মইয়ের দিকে। কিন্তু এইমাত্র ৭৪৭-এর সামনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে একটা পেনিট্রেটার, এক সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করল ওটা।

তেলাপোকার সামনে রানওয়ের উপর নামল অসংখ্য ট্রেসার বুলেট। বিটুমেন থেকে তুলছে রঙিন ফুলকি, ছিটকে যাচ্ছে নানা

দিকে।

খটা-খট কয়েকটা বুলেট এসে লাগল তেলাপোকার বডিতে। ফুটো হয়ে গেল কয়েক জায়গায় উইণ্ডশিল্ড। টোয়িং ভেহিকেলের বাম্পারের নীচে লেগেছে কমপক্ষে বিশটা গুলি। তিনটা লেগেছে গাড়ির স্টিয়ারিং কলামে।

ফলাফল হলো খুব খারাপ।

দুই হাতে ধরা নিশাতের স্টিয়ারিং হুইল পাগল হয়ে উঠল।

নানাদিকে ছুটতে চাইছে তেলাপোকা। দু'পাশে দুলতে শুরু করেছে। এখনও রানওয়ের উপর আছে, এগিয়ে চলেছে বিমানের ডানার নীচ দিয়ে। মাতালের মত একবার ডানে আবার বামে সরতে চাইছে।

গায়ের জোরে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেখেছে নিশাত। সঠিক দিক থেকে সরতে দেবে না গাড়ি।

ট্যাক্সিওয়ে শেষে প্রধান রানওয়ের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড বিমান। কয়েক সেকেণ্ডে সিধে হয়ে গেল।

সামনে শুধু বিশাল রানওয়ে। কালো রঙের, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে।

'আপা...' গলা উঁচু করল রানা।

'জানি!' পাল্টা চেঁচাল নিশাত। 'উঠে যান ছাতে! মইয়ের কাছে নিয়ে যাব! সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে নিন!'

'কিন্তু আপা, আপনার কী হবে?'

'আহ্! বড়জোর বারো সেকেণ্ড! ওই বিমান সত্যি সত্যি দৌড় শুরু করলে বাচ্চাটাকে আর পাব না! ড্রাইভ করতে হবে আমাকে! নইলে... যাও!'

'একবার বিমানের আড়াল থেকে বেরুলেই তো দুই পেনিট্রেটার আপনাকে...'

'জানি, তাই বলছি প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে যান!' কড়া ধমক

দিল নিশাত। 'আমার কথা ভাবতে হবে না! দেখবেন, ওদের পোঁদে লাথি দিয়ে ঠিকই বেঁচে আছি! ...যাও তো এবার!'

মনটা খুব ছোট হয়ে গেল রানার। বাঁচবে না আপা।

কঠোর চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে নিশাত। হঠাৎ করেই রানার মনে হলো, সত্যি ওর কোনও বড়বোন থাকলে বোধহয় এমনই বকা দিত!

যেভাবেই হোক তেলাপোকা চালিয়ে যাবে নিশাত, থামবে না কিছুতেই। মরতে হলে মরবে। নীরবে যেন বলে দিয়েছে, যেভাবে হোক প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বিমানে ওঠো, উদ্ধার করে নিয়ে এসো ছেলেটাকে!

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল রানা। 'আসুন। আপনি আমার সঙ্গে আসছেন।'

প্রকাণ্ড বিমানের পাশে ছুটছে তেলাপোকা। আবারও আড়াল পেয়েছে ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজারের। বোয়িঙের বামদিকের দরজার দিকে সরতে শুরু করেছে গাড়ি। ওদিকে ঝুলছে সরু দড়ির মই।

কয়েক সেকেণ্ড পর কালো কমব্যাট ড্রেস পরা প্রেসিডেন্ট ও রানা উঠে পড়ল টোয়িং ভেহিকেলের ছাতে। কপাল ভাল ওদের নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিফর্মের সঙ্গে রয়েছে গগলস। ওগুলো পরে নিয়েছে ওরা, এখন আর বুলেটের বেগে এসে চোখে পড়ছে না বালি।

গাড়ির ভিতর স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে লড়ছে নিশাত সুলতানা, সোজা রাখতে চাইছে গতি পথ।

তেলাপোকার ছাতে তুমুল হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে রানা ও প্রেসিডেন্টকে। পিনের মত এসে লাগছে মুখে বালিকণা। উড়ন্ত দড়ির মইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। নানা দিকে সরছে ওটা। নাগাল থেকে একটু দূরে।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ ছাড়ল ৭৪৭ বোয়িং জেট।

প্রথমবার সত্যিকারের মত চালু হয়েছে চার জেট ইঞ্জিন।

ধক্ করে উঠল রানার বুক।

এবার টেকঅফ করবার জন্য দৌড় শুরু করবে বিমান। সামনে শুধু লম্বা রানওয়ে। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনে পড়বে তেলাপোকা, তুমুল গতি তুলবে বিমান, তারপর নির্দিষ্ট রানওয়ে পেরিয়ে ভেসে উঠবে আকাশে।

এখনই শেষ সময়।

পাগলা হাওয়ায় ন্যাকড়ার মত ভাসছে দড়ির মই। তেলাপোকা থেকে মাত্র দুই ফুট সামনে। চারপাশে শুধু মেঘের মত বালিকণা, হাতে-মুখে এসে পিনের মত লাগছে।

গলা ফাটিয়ে প্রেসিডেন্টকে বলল রানা, 'ঠিক আছে! আমি মই ধরব! আর আপনি ধরবেন আমাকে!'

'কী?'

'নিজেই বুঝবেন!'

তেলাপোকার ছাতে দৌড় শুরু করল রানা। চলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লে মারাত্মক আহত হবে। মাত্র দুই সেকেণ্ড পর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাতাসে ভেসে উঠেছে, দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে... এক সেকেণ্ড পর ধরে ফেলল দুল্যমান দড়ির মইয়ের শেষ ধাপ।

বারকয়েক মাথা নেড়ে ইশারা করল রানা। ওর পিছু নেবেন প্রেসিডেন্ট।

'লাফ দিয়ে ধরে ফেলুন আমার কোমর!'

ভীষণ দ্বিধা নিয়ে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট, 'আচ্ছা!'

পরক্ষণে দৌড় দিলেন তেলাপোকার ছাতে, কয়েক পা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সামনে। আর অমনি বিকট গর্জন ছাড়ল বিমানের ইঞ্জিনগুলো, বিদ্যুদ্বেগে ছুট দিয়েছে রুপালি ৭৪৭ বোয়িং।

তেলাপোকার একফুট সামনে ভেসে উঠেছেন প্রেসিডেন্ট, আর ঠিক তখনই মাথা দিয়ে গুঁতো দিলেন রানার নিতম্বে। দুই হাতে জাপ্টে ধরে ফেললেন দুঃসাহী মানুষটার কোমর।

রানা দুই হাতে ধরে রেখেছে মইয়ের শেষ ধাপ।

প্রায় উড়ছে দু'জন।

পিছিয়ে গেল নিশাতের তেলাপোকা, বাঁক নিতে শুরু করেছে আরেকদিকে। হতাশ হয়ে বিমানের পিছু নেয়া বাদ দিয়েছে দুই পেনিট্রেটারের পাইলট, ভাসছে রানওয়ের আকাশে।

দড়ির মই থেকে ঝুলছে রানা ও প্রেসিডেন্ট, উড়ে চলেছে এক শ' মাইল গতি তুলে। তারই ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়েছে রানা, গলা শুকিয়ে গেল ওর। এক পেনিট্রেটার মিসাইল ছেড়েছে নিশাতের তেলাপোকা লক্ষ্য করে!

তেলাপোকার পিছনে গিয়ে লাগল মিসাইল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। রান'ওয়ে থেকে পাঁচ ফুট উপরে লাফ দিল গাড়ির পিছন অংশ।

ভীষণ এক মোচড় খেলো তেলাপোকা, রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ছে, গিয়ে নামল একপাশের বালির মেঝেতে— ছিটকে উঠল বিপুল বালি— ধুপ করে চিত হলো ভেহিকেল, লক্ষ্যহীন লাটিমের মত গড়াতে শুরু করেছে— একবার, দু'বার, তিনবার— তারপর বিকট আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ল ককপিটের উপর ভর করে। উড়ন্ত বালি ঢেকে ফেলল গাড়ির চারপাশ।

দূরে পড়ে রইল নিশাতের তেলাপোকার ধ্বংসাবশেষ।

বাঁচবার কোনও সম্ভাবনা নেই নিশাত সুলতানার।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

এবার অন্য কাজে ব্যস্ত হতে হবে ওকে।

রানওয়ে ধরে তুমুল গতি তুলছে ৭৪৭ বোয়িং জাম্বো জেট।

বামদিকের দরজার কাছে ভাসছে ওরা, ছোট দুটো মূর্তি।

গতি আরও তুলছে বিমান। পিঠে এক্স ৩৭ শাটল রয়েছে বলে অতিরিক্ত রানওয়ে ব্যবহার করতে হচ্ছে ওটাকে।

রানা ও প্রেসিডেন্টের চারপাশে চাপড় দিচ্ছে দমকা হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দড়ির মই।

'আপনি আগে উঠুন!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা। 'কমব্যাট হার্নেস ধরে উঠবার পর মই বেয়ে উঠবেন!'

এক মুহূর্ত পর নির্দেশ মেনে নিলেন প্রেসিডেন্ট।

সাঁই-সাঁই করে নীচে পিছিয়ে চলেছে রানওয়ে।

রানার কমব্যাট ওয়েবিং ধরে বেয়ে উঠছেন ভদ্রলোক। ব্যবহার করছে চার হাত-পা। কয়েক সেকেণ্ড পর রানার কাঁধের পা রাখলেন, তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেলেন বিমানের কেবিনে।

তাঁর পর পর মই বেয়ে উঠল রানা, ডোরওয়েতে পৌঁছে গেল। প্রচণ্ড হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। একবার নীচে চাইল ও, বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে রানওয়ে। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে হঠাৎ করেই অনেক নীচে চলে যেতে লাগল সব।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার ঢোক গিলল রানা।

ওরা ভেসে উঠেছে আকাশে!

আঠারো

দেখতে না দেখতে উপরে উঠছে দ্রুত গতি বিমান। আস্তে করে রানওয়ে স্পর্শ করল আর্লিং এফ ক্রুকসের পেনিট্রেটার কপ্টার। ওটা নেমেছে নিশাতের বিধ্বস্ত তেলাপোকা থেকে মাত্র বিশ-গজ দূরে।

কপ্টার থেকে নেমে পড়ল ব্রুকস, চেয়ে রইল বহু দূরে চলে যাওয়া বিমানের দিকে।

মিসাইল লাগা তেলাপোকার কাছে চলে গেল মেজর জন স্কল্ট।

দুমড়ে-মুচড়ে গেছে গাড়িটা।

চারপাশে ছিটিয়ে আছে ইস্পাতের টুকরো।

পুরো তুবড়ে গেছে ড্রাইভারের কমপার্টমেণ্ট। একেবারে ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে উইণ্ডশিল্ড ও ছাত ধরে রাখা স্ট্রাট। সব যেন আলিউমিনিয়ামের ক্যানের মত চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়েছে।

চোখ সরিয়ে নেবে স্কল্ট, এমন সময় হঠাৎ করেই দেহটা দেখল। বিধ্বস্ত গাড়ির সামনে বালির ভিতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুচড়ে গেছে শরীর। বোধহয় একটা হাড়ও আস্ত নেই। গাড়ির নীচ থেকে বেরিয়ে আছে লাশের বুক ও দুই হাত। মাথা দেখা গেল না। বোধহয় তেলাপোকার সামনের বাম্পারের নীচে চাপা পড়েছে মাথা। গাড়ি আছড়ে পড়তেই শক্ত বালির উপর পিষে গেছে। ছিঁড়ে পড়েছে বাম হাঁটু।

আবারও আর্লিং এফ-ব্রুকসের পাশে ফিরল স্কল্ট।

দূরে চলে যাওয়া বিমানের দিকে এখনও চেয়ে আছে লোকটা।

'ছেলেটাকে নিয়ে গেছে ওয়াং ইউনিট,' বলল স্কল্ট। 'আর বাঙালি সৈনিকরা নিয়ে গেছে প্রেসিডেণ্টকে।'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বলল ব্রুকস। দূরের ওই বিমানের উপর থেকে চোখ সরাল না সে। 'কপাল মন্দ, এবার অন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তার মানেই, আবারও আমাদেরকে ফিরতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনে।'

বিমানের দরজার পাশেই ধপ্ করে বসে পড়েছেন প্রেসিডেণ্ট। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছেন।

ধুপ আওয়াজ তুলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, ঘুরে চাইল। ওর মন চাইল মেঝেতে শুয়ে পড়তে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর।

একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের পাশে বসে পড়ল রানা। ওদের চোখে এখনও গগলস, এক সেকেণ্ড পর ভীষণ চমকে গেল ও। এইমাত্র প্রকাণ্ড বিমানের আপার ডেক থেকে নেমে এসেছে এক লোক। ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডো সে।

পরনে পাইলটের ঢিলাঢালা উজ্জ্বল কমলা রঙের ফ্লাইট সুট।

সঙ্গে সঙ্গে ওটা চিনল রানা।

জিনিসটা প্রেশার সুট।

হাই-অল্টিচ্যুড বা লো-অরবিটাল ফ্লাইটে অবশ্যই প্রেশার সুট ব্যবহার করতে হয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ঢিলাঢালা, কিন্তু আসলে ভিতর অংশ সেঁটে থাকে শরীরে, কবজি ও গোড়ালির শেষে থাকে ইলাস্টিক কাফ। ওগুলোর কাজ হাত-পায়ের রক্ত স্বাভাবিক রাখা, যেন মুখ-নাক-কান দিয়ে বেরুতে না পারে রক্ত।

লোকটার সুটে গলার কাছে গোল ধাতব রিং, তার সঙ্গে আটকে নেয়া হবে স্পেস-ফ্লাইট হেলমেট; সংযুক্ত হবে কোমরের হোস সকেটে, ওটা বেরিয়ে আছে লাইফ সাপোর্ট ইউনিট থেকে।

'যাক, উঠতে পেরেছ,' রানাদের দিকে আসতে আসতে বলল চায়নিজ কমাণ্ডো। এখনও রানা ও প্রেসিডেন্টের নোংরা নাইন্থ স্কোয়াড্রন আউটফিট ও বালিভরা গগলস খেয়াল করেনি। 'সরি, বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে ফেলে যেতে হচ্ছিল। ওয়াং যোগাযোগ করেছে। উপরে যেতে হবে। শুধু আমি আর লি চিং-হুয়া রয়ে গেছি। অন্যরা উঠে গেছে শাটলে...'

'ধুপ!'

প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, ওর ডানহাতি ঘুষি নেমেছে লোকটার নাকের উপর। এক সেকেণ্ড টলল সে, তারপর

ধড়াস্ করে পড়ে গেল মেঝের উপর, অজ্ঞান।

'তোর সরির খ্যাঁতা পুড়ি,' বিড়বিড় করল রানা। প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই অপেক্ষা করুন।'

'বেশ,' সংক্ষেপে সারলেন প্রেসিডেন্ট।

এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উপরে উঠছে ৭৪৭ বিমান।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল রানা, তরতর করে উঠতে লাগল জাম্বো জেটের উপর ডেকে। দশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ককপিটের কাছে। পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে। আগে নিরস্ত্র করতে হবে দ্বিতীয় পাইলটকে। তার নাম বোধহয় লি চিং-হুয়া।

পেয়েও গেল রানা তাকে। এইমাত্র বেরিয়েছে ককপিট দরজা দিয়ে, এমন সময় তার মাথার উপর নামল পি-৯০-র বাঁট। কার্টুনের ভিলেনদের মত ধুপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার আগেই চেতনা হারিয়েছে।

চট্ করে ককপিটে ঢুকল রানা, চোখ বোলাল ডিসপ্লের উপর।

আশা করেছিল আবারও ঘুরিয়ে নিয়ে নেমে পড়তে পারবে এয়ার বেস যিরো এইটের রানওয়েতে।

সে সুযোগ নেই।

ককপিটের ডিসপ্লে স্ক্রিন বলছে, বিমান চলছে অটোপাইলটে। ওই অদৃশ্য পাইলট উড়োজাহাজ নিয়ে যাবে ষাতষট্টি হাজার ফুট উপরে। এবং কাজটা শেষ হতেই পিঠের স্পেস শাটল রওনা দেবে মহাশূন্যের দিকে।

স্ক্রিনের নীচে কয়েকটা শব্দ:

অটোপাইলট এনগেজ ॥
টু ডিজএবেল অটোপাইলট অর অল্টার সেট কোর্স

'সেরেছে, অথোরাইযেশন কোড?' বিড়বিড় করল রানা।

সহজ কোনও পথে অটোপাইটের সুইচ অফ করা যাবে না। তার মানে, এই বিমান নামাতে পারবে না ও।

এবার কী? ভাবল রানা। চট্ করে চারপাশ দেখে নিল। উইণ্ডশিল্ডের ওদিকে সাদা সব মেঘ। ককপিটের বাইরে মেঝের উপর পড়ে আছে পাইলট লি চিং-হুয়া।

কখন জ্ঞান ফিরবে কে জানে!

ককপিট থেকে বেরিয়ে একবার লোকটাকে দেখল রানা, তারপর কাঁধে তুলে নিল তাকে, রওনা হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে এল প্রেসিডেন্টের সামনে। ধপ্ করে কাঁধ থেকে ফেলে দিল ভারী লোকটাকে। মাথা কাত করে অচেতন দুই পাইলটকে দেখাল।

'আসুন, ওদের ফ্লাইট সুট পরে নিই।'

দেরি না করে বসে পড়ে একজনের সুট খুলতে শুরু করেছে রানা। একমিনিট পর পাইলটের পরনে থাকল শুধু লাল জাঙ্গিয়া। অন্যজন পুরোই উলঙ্গ!

পরবর্তী তিন মিনিটে ফ্লাইট সুট পরে নিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর আগেই সত্যিকারের পাইলট হয়ে উঠেছে রানা।

উজ্জ্বল কমলা প্রেশার সুট পরে পরস্পরের দিকে চাইল ওরা দু'জন। থাই পকেটে রেখে দিয়েছে সিগ-সাওয়ার পিস্তল দুটো।

'এবার কী?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে চাইল রানা। 'এবার আমরা চলেছি সেখানে, যেখানে আগে কেউ যায়নি।'

'আপনি টিভির স্টার-ট্রেক মুভি দেখেছেন,' মন্তব্য করলেন প্রেসিডেন্ট।

লঞ্চ করবার জাম্বো জেটের পিঠের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে এক্স ৩৭ স্পেস শাটল। মাঝে সিলিণ্ডারের মত আম্বিলিকাল। ৭৪৭ বিমানের পিঠে রয়েছে ছয়টি টাইটেনিয়াম স্ট্রাট, ওগুলো ধরে রেখেছে শাটল। মাঝে পুরু হোসের মত অ্যাক্সেস টিউব। ওদিক দিয়ে ওঠা যায় স্পেস শাটলে। আবার ওখান থেকে নেমে আসা যায়।

জিনিসটা খাড়া টিউবের মত, উঠে গেছে শাটল পর্যন্ত। জাম্বো জেটের পেট থেকে শুরু হয়েছে ওই টানেল।

হনহন করে হেঁটে আম্বিলিকালের সামনে পৌঁছে গেল দু'জন।

তার আগে দুই সিটে পেয়েছে ওয়াং ইউনিটের সদস্যদের জন্য সাতটা সাদা ব্রিফকেস। ভিতরে রয়েছে সেলফ কন্টেইণ্ড এয়ার কনডিশনার। এসব ব্যবহার করে শাটলের নভোচারীরা। পাশেই সোনালী স্পেস হেলমেট। দুটো সাদা ব্রিফকেস ও হেলমেট তুলে নিয়েছে ওরা। ঝুলিয়ে নিয়েছে কোমরে ছোট ব্রিফকেস। প্রেশার সুটের গলার রিঙে আটকে নিয়েছে হেলমেট।

সোনালী হেলমেটের গম্বুজের মত ভাইযার ঠেকাবে মহাশূন্যের ভয়ঙ্কর আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন।

অন্য কারণে খুশি হয়ে উঠল রানা।

কেউ দেখবে না ওদের চেহারা।

আম্বিলিকাল দিয়ে উপরে উঁকি দিল রানা। চিকন স্টিলের ধাপ উঠে গেছে ছাত ভেদ করে।

একবার প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল ও। ভদ্রলোকের স্পেস সুট ভালভাবেই মানিয়ে গেছে। আর সোনালী ভাইযারের কারণে কেউ দেখবে না উনি কে।

আম্বিলিকালের ভিতর আবারও উঁকি দিল রানা। তিরিশ ফুট উপরে এক্স ৩৭-র মেঝে। একবার উঠে গেলেই ঢুকে পড়তে পারবে ওরা নভোযানের ভিতর।

আকাশের দিকে আঙুল তাক করল রানা, তারপর মই বেয়ে উঠতে শুরু করল।

উনিশ

গোল আম্বিলিকালের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে রানা ও প্রেসিডেন্ট। পুরু স্পেস সুট এবং লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেস বেশ ভারী।

একমিনিট উঠবার পর উপরের গোল হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এল রানার হেলমেট পরা মাথা।

পৌঁছে গেছে ও নভোযানের মেঝেতে।

মইয়ের ধাপে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিল।

স্পেস শাটলের পিছনে কার্গো কমপার্টমেন্ট প্রায় হাই-টেক বাসের মত। বাড়তি কোনও জায়গা নেই কোথাও। খুব ছিমছাম। লোক বহন করতে পারবে, আবার দরকার পড়লে বইবে অস্ত্র বা ছোট স্যাটালাইট। দুধসাদা দেয়ালে একের পর এক লাইফ-সাপোর্ট সকেট, কিপ্যাড ও ইকুইপমেন্ট আটকে রাখবার স্টাড

আপাতত কেবিনের ভিতর যাত্রী বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝে পথ, দু'পাশে একটা করে ভারী ফ্লাইট সিট, ওপাশে মুখোমুখি আরেক জোড়া সিট; সবই ভাল ট্রেনের সিটের চেয়ে ঢের বিলাসবহুল।

বেশ কয়েকটা সিটে বসেছে ওয়াং ইউনিটের যোদ্ধারা। কার্গো কেবিনে তারা পাঁচজন। পরনে একইরকম কমলা রঙের স্পেস সুট ও সোনালী হেলমেট। আলো পড়ে ঝিকঝিক করছে ভাইযার।

সুটের কাঁধে সেলাই করে দেয়া হয়েছে ইউএসএ-র পতাকা।

প্রত্যেকে নিজেকে ভালভাবে আটকে নিয়েছে সিটের বেল্টে। মহাকাশযান অরবিটের দিকে রওনা হলে এসব বেল্ট সহ্য করবে ভয়ঙ্কর জি ফোর্স।

ককপিটের দরজার ফাঁক দিয়ে আরও তিন স্পেস সুট পরা লোককে দেখল রানা। এরা শাটল ফ্লাইট টিম। পাশ দিয়ে দেখা গেল পরিষ্কার নীল আকাশ।

শাটলের মেঝের হ্যাচ দিয়ে মাঝামাঝি উঠে এসেছে রানা, শিরার ভিতর টের পেল অ্যাড্রেনালিনের স্রোত।

হেলমেটের সোনালী ভাইযারের কারণে ওদের দু'জনকে চিনতে পারবে না লোকগুলো। তবুও ভীষণ সচেতন হয়ে উঠল রানা। নিজেকে চোর-চোর লাগছে। শত্রুর ডেরায় ঢুকে পড়েছে।

কমপার্টমেন্টের সামনের দিকে কয়েকটা সিট খালি। বোধহয় জেট বিমানের দুই পাইলট ও ওয়াং ইউনিটের সদস্যদের ওখানে বসবার কথা।

ধীর ভঙ্গিতে আম্বিলিকাল টানেল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

সন্দেহ নিয়ে চাইল না কেউ। চট্ করে কেবিনের ভিতর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতর।

ছেলেটা নেই!

সত্যিই নেই!

তা হলে...

তারপর রানা দেখল, স্পেস সুট পরা পাঁচ মূর্তির একজন কুঁকড়ে আছে সিটে। ঢলঢল করছে সুট।

হাস্যকর লাগছে তাকে। ঝুলছে সুটের দুই বাহু, মেঝের উপর বেকায়দাভাবে পড়ে আছে দুই বুট।

সুটের তুলনায় অনেক ছোট বেচারা।

পল!

গ্লাভস্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি ওর কবজি।

বাধ্য হয়ে ওর প্রেশার সুটের কবজি ও গোড়ালি আচ্ছামত রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে দিয়েছে ওয়াং ইউনিটের কেউ, নইলে সুটের ব্লাড-রেগুলেটিং কাফ কাজ করবে না।

বড় সুটে ঢুকে পড়া চার্লি চ্যাপলিনের মত লাগছে পলকে।

আম্বিলিকাল হ্যাচ থেকে সরে এল রানা, ভাবতে শুরু করেছে: 'এবার ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাই কী করে?'

লোকগুলো সিট-বেল্ট খুলে বাধা দেয়ার আগেই যদি পলকে খপ করে ধরে নিয়ে নেমে পড়ে বিমানে?

মাত্র ভেবেছে রানা, ঠিক তখনই খপ্ করে ওর বাহু ধরল একজন, কানের ভিতর রিনরিনে কণ্ঠ বলল: 'অ্যাই চিং-হুয়া।'

লোকটা শাটলের পাইলটের একজন। সোনালী ভাইযারের ওপাশে তার চেহারা দেখা গেল না। এইমাত্র এসে ঢুকেছে পারসোনেল কেবিনে। হেলমেট ইন্টারকমে চড়ুই পাখির মত পিনপিন করে কথা বলছে।

'তোমরা মাত্র দু'জন? অন্যদের কী হলো?'

ভীষণ দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়ল রানা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' মুখবিহীন নভোচারী বলল। ককপিটের পিছনের দেখিয়ে দিল দুটো সিট। 'সিটে বসে স্ট্র্যাপ আটকে নাও।'

এবার আম্বিলিকাল থেকে প্রেসিডেন্ট বেরিয়ে আসতেই উবু হলো লোকটা, বন্ধ করে দিল হ্যাচের ঢাকনি।

আবারও গিয়ে ঢুকল ককপিটে। ইন্টারকমে ম্যাণ্ডারিন ভাষায় বলল, 'পার্সোনেল, লঞ্চ ভেহিকেল থেকে সরে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকো। তিরিশ সেকেণ্ড পর সেপারেশন।'

ধুপ্ করে বন্ধ হলো ককপিট দরজা।

কেবিন থেকে নিজেদেরকে সিল করে দিয়েছে।

এক মুহূর্ত বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল রানা, একবার দেখে নিল মেঝের প্রেশার হ্যাচ। ওর মন চাইলে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে ওখানে চলে যাবে, লাফ দিয়ে নেমে পড়বে বিমানের ভিতর, তারপর...

সর্বনাশ! এবার মরেছি! ঝড়ের গতিতে ভাবছে ও।

ওদেরকে তুলে দেবে লোকগুলো অরবিটে!

পিছনে প্রেসিডেন্ট, এক সেকেণ্ড পর দৃঢ় পায়ে ককপিটের পিছনের দুটো সিটের সামনে চলে গেল রানা।

আগেই খেয়াল করেছে কীভাবে শাটলের সেন্ট্রালাইযড্ লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম ব্যবহার করেছে ওয়াং ইউনিটের সদস্যরা।

ঝটপট সিটে বসে পড়ল রানা, কোমরের লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেসের সঙ্গে আটকে নিল সেকেণ্ডারি হোস, ওটা বেরিয়ে এসেছে সিটের বাহু থেকে। এবার ঠিকভাবে আটকে নিল সিট হার্নেস।

ওর কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন প্রেসিডেন্ট, অনুকরণ করলেন। ওপাশের সিটে বসেছেন, ঠিকভাবে আটকে নিলেন নিজেকে।

কাজ শেষে মুখ তুলে চারপাশে চাইল রানা, একবার দেখল প্রেসিডেন্টকে। এবার ঘুরে চাইল পিছনে। প্রেসিডেন্টের ঠিক পিছনের সিটে কাত হয়ে বসে আছে পল। মস্ত স্পেস সুটের ভিতর ওকে দেখতে হাস্যকর লাগছে।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

পল হাত নাড়ল ওর দিকে চেয়ে।

কিন্তু ছেলেটা কী করে বুঝল, ও কে?

ল্যাগব্যাগ করছে কনুই দুটো।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

ওর মুখ ঢেকে রেখেছে সোনালী ভাইযার। কারও বাপের সাধ্য নেই বলবে, ও আসলে কে। অথচ মনে হলো ছেলেটা ঠিকই

চিনতে পেরেছে!

সত্যিই কি চিনেছে?

কীভাবে?

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল রানা। হয়তো যে-কোনও নভোচারীর দিকেই হাত নাড়ে ওই ছেলে।

আবারও প্রেসিডেন্টের উপর মনোযোগ ফিরিয়ে আনল রানা। ভদ্রলোক ভাল করেই বুকের সঙ্গে আটকে নিয়েছেন সিট হার্নেস। মনে হলো একবার বড় করে শ্বাস নিলেন।

রানা আন্দাজ করতে পারল, তাঁর মন এখন কেমন করছে।

হঠাৎ হেলমেট ইন্টারকমে ভেসে এল কয়েকটা কণ্ঠ:

'বুস্টার ইগনিশন স্ট্যাণ্ডিং বাই...'

'অ্যাপ্রোচিং লঞ্চ হাইট...

'আম্বিলিকাল রিলিয ইন থ্রি... টু... ওয়ান... মার্ক।'

শাটলের নীচে জোরালো ঘট-ঘঠাং আওয়াজ উঠল, ঠিক তখনই হালকা হয়ে গেল স্পেসক্রাফট, যেন ভেসে উঠেছে বাতাসে।

'আম্বিলিকাল হ্যাব সেপারেটেড... আমরা সরে গেছি লঞ্চ ভেহিকেল থেকে...

চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। তারপর বলে উঠল ওয়াং ইউনিটের চিফ: 'বার্ন করুন।'

'নিশ্চয়ই, স্যর। এনগেজ করছি পেগাসাস বুস্টার... ইগনিশন তিন সেকেণ্ডের ভিতর...'

ভীষণ গুড়গুড় আওয়াজ শুরু করেছে শাটল।

'টু...'

বুকের ভিতর ধুপধাপ করছে রানার হৃৎপিণ্ড।

'...ওয়ান... মার্ক!'

মনে হলো কেউ জ্বেলে দিল ফ্লেম থ্রোয়ার।

পরক্ষণে জ্বলে উঠল এক্স ৩৭-র পেগাসাস বুস্টারগুলো।

পরিত্যক্ত ৭৪৭-বিমানের একটু উপরে ছিল স্পেস শাটল, ফলে বুস্টারদুটো তাদের লেজ তাক করেছে রুপালি জাম্বো জেট বিমানের পেটে।

একইসময়ে জ্বলে উঠেছে অতি উজ্জ্বল ম্যাগনেযিয়াম আগুন। এক্স ৩৭-র দুই সিলিণ্ডারের মত বুস্টার থেকে বেরুল সাদা দুই দীর্ঘ জিভ, যেন বজ্রের মত দুই আগুন নামল বিমানের মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে মাখনের মত দু' টুকরো হয়ে গেল বিমান। যেন ব্লো টর্চ ব্যবহার করা হয়েছে।

দু'ভাগ হয়ে গেল এতবড় বিমান। পরক্ষণে জ্বলে উঠল ডানার ফিউয়েল। বডির দুই অংশ গিলে নিল আগুন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো মাঝ আকাশে ঝরঝর করে নীচে রওনা হয়ে গেল হাজারো টুকরো।

বিমান ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখবার সময় পায়নি রানা, বেচারা আছে অন্য জগতে।

বুস্টার জ্বলে উঠতেই ভীষণ ঝাঁকি খেয়েছে ও। জীবনে এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজও শোনেনি।

চারপাশে রইল শুধু বিকট বুম-বুম-বুম! আওয়াজ।

জেট ইঞ্জিন চালু করলে এ ধরনের শব্দ হয়, কিন্তু এই আওয়াজ তার কমপক্ষে একহাজার গুণ বেশি।

এক সেকেণ্ড পর উপরে নাক তাক করল শাটল, উঠতে লাগল রকেটের গতি তুলে

জি ফোর্সের টান খেয়ে সিটের ভিতর গেঁথে গেল রানা। থরথর করে কাঁপতে লাগল কেবিন নব্বুই বছরের বুড়োর মত চেপ্টে গেল ওর দুই গাল। দাঁতে-দাঁত চিপে নিজেকে সামলে নিতে চাইল রানা।

কার্গো কমপার্টমেন্টের সামনে ককপিটের দরজায় রয়েছে পাঁচ

ইঞ্চি পুরু কাঁচ। ওদিক দিয়ে চাইল ও। উইণ্ডশিল্ড দেখা গেল। লালচে হয়ে উঠছে আকাশ। ক্রমেই আরও উপরে উঠছে শাটল।

পরের কয়েক মিনিট শুধু উঠল শাটল, বিশাল বুস্টারগুলো তুলে দিচ্ছে ওটাকে আরও উঁচু আকাশের দিকে।

তারপর হঠাৎ করেই রকেটের গর্জনের উপর দিয়ে ভেসে এল ফ্লাইট টিমের লোকগুলোর কথা:

'এবার ত্যাগ করতে হবে বুস্টারগুলো, এরপর সেলফ কন্টেইণ্ড পাওয়ার ব্যবহার করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'বুস্টার রিলিযের জন্য তৈরি থাকুন। থ্রি... টু... ওয়ান... মার্ক!'

জোরালো আওয়াজ হলো: কারচুঙ্ক!

পরিষ্কার টের পাওয়া গেল অসম্ভব ভারী এবং প্রকাণ্ড বুস্টারগুলো খসে পড়েছে শাটল থেকে।

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল রানা। ভদ্রলোক শক্ত করে ধরে আছেন দুই হাতল।

স্বস্তি বোধ করল ও, উনি ঠিকই আছেন, চেতনা আছে।

আকাশ চিরে ছুটে চলেছে এক্স ৩৭।

থেমে গেছে থরথর করে কাঁপা, মসৃণভাবে চলেছে নীরবে, যেন ভেসে আছে চুপচাপ।

এবার একটু সুযোগ পেয়ে চারপাশে চাইল রানা।

প্রথমে ওর চোখ পড়ল ককপিটের দরজার কি প্যাডের উপর। ওটার লকিং মেকানিজম আছে, কেবিনের প্রেশার নষ্ট হওয়ার মত জরুরি কোনও ইমার্জেন্সির সময়ে ওটা ব্যবহার করা হবে।

এবার নিজের স্পেস সুট মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। বাম আস্তিনের কাছে ছোট একটা ইউনিট। মনে হলো ওটা হেলমেট ইণ্টারকম নিয়ন্ত্রণ করে। ডিসপ্লেতে এখন লেখা: ০৫ চ্যানেল।

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল রানা। ইশারা করে কবজির ইউনিট

দেখাল। আঙুল তুলল: চ্যানেল তিনে সুইচ করুন।

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'আমার কথা শুনছেন?'

'হ্যাঁ। কী করতে চান এবার?'

'চুপ করে বসে থাকব। অপেক্ষা করব। তারপর সুযোগ বুঝে এই পাখি দখল করে নেব।'

খাড়াভাবে উঠছে শাটল।

উইণ্ডশিল্ডের বাইরে ক্রমেই বদলে চলেছে আকাশ। যেন জমেছে লালচে মেঘ। তারপর সব কালো হয়ে গেল।

হঠাৎ করেই যেন সরিয়ে নেয়া হয়েছে একটা পর্দা। ওদিকে কোটি কোটি নক্ষত্র দেখল রানা। কুচকুচে আকাশে ফুটে আছে জ্বলজ্বলে হীরার মত সব তারা। অনেক নীচে পৃথিবী, দুই পাশে চাইলে দেখা যায়, ঢালু হয়ে নেমে গেছে কোথাও। নীলচে, বিশাল গোলক টলমল করছে। এতই প্রকাণ্ড, মন মানতে চায় না যে এত বড় কিছু থাকতে পারে।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে শ্বাস আটকে আসতে চায়।

ওরা অনেক উপরে উঠতে পারেনি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর অংশ ও মহাকাশের নীচের অংশ এখানে মিলিত হয়েছে। জমি থেকে দুই শ' মাইল উপরে ভাসছে শাটল।

পৃথিবীর মস্ত বাঁক দখল করে রেখেছে রানার দৃষ্টির চারভাগের তিনভাগ।

চুপ করে চেয়ে রইল ও, মহাকাশে ভাসছে নীলচে গোলক। ওটার উপর দিয়ে নক্ষত্ররাজির দিকে চাইল। সাদা-নীল-লাল-হলুদ বিন্দুগুলো ঝকমক করছে! সংখ্যায় এতই বেশি, অসহায় লাগে—আমি এতই ছোট, আর এই মহাকাশ বা চারপাশের সব এত বড় কেন!

তারপর হঠাৎ করেই দেখা গেল, নক্ষত্রগুলোর ভিতর থেকে

এগিয়ে আসতে শুরু করেছে একটা তারা।

বারকয়েক চোখ পিটপিট করে আবারও ওটার দিকে চাইল রানা।

সন্দেহ নেই, ওই বিশেষ নক্ষত্র নড়ছে! বড় হচ্ছে ক্রমে।

হঠাৎ করেই বুঝে ফেলল রানা।

ওটা কোনও নক্ষত্র নয়।

স্পেস শাটল। আকৃতি আমেরিকান শাটলের মতই।

ওজনশূন্যতার ভিতর অনায়াসে ভেসে আসছে ওদের শাটলের দিকে। কাছে চলে এল ওটা।

লেজের কাছে লাল ও হলুদ রঙে আঁকা পতাকা।

মহাচিনের শাটল।

চায়নিজ আর্মির।

চট্ করে চ্যানেল পাঁচ-এ ফিরল রানা।

তখনই ওয়াং ইউনিটের হেডের কথা শুনতে পেল:

'নীল ড্রাগন, উড়ন্ত ঈগল বলছি। আপনাদেরকে দেখতে পেয়েছি। আমরা থ্রাস্ট কমিয়ে আনছি। অরবিটে পার্ক করব। তিরিশ সেকেণ্ড পর এগিয়ে আসতে পারবেন।'

কথাটা শেষ হতেই একপাশে সরে গেল ককপিটের স্লাইডিং ডোর, বেরিয়ে এল এক্স ৩৭-র দুই পাইলট।

চট্ করে মুখ তুলে চাইল রানা।

ওরা আছে লো অরবিটে, কেবিনের ভিতর নড়াচড়া করতে পারবে। ওজনশূন্যতা চলছে। যিরো গ্র্যাভিটি। সিলিঙের হ্যাণ্ডগ্রিপ ধরে প্রায় ভাসতে ভাসতে চলেছে লোক দু'জন।

দুই পাইলটের মাথায় এখনও হেলমেট, কোমরে লাইফ-সাপোর্টের ব্রিফকেস। রানা ও প্রেসিডেন্টকে পাশ কাটিয়ে গেল তারা, চায়নিজ শাটলের সঙ্গে ডক করবার জন্য প্রস্তুতি নেবে।

কার্গো হোল্ডে সিট-বেল্ট খুলতে শুরু করেছে ওয়াং ইউনিটের

সদস্যরা। বোধহয় দুই পাইলটকে সাহায্য করবে।

সুযোগটা নিল রানা, রেডিয়োর চ্যানেল তিন-এ আবারও ফিরে গেল। প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবার তৈরি থাকুন। আমার পিছু নেবেন।'

অলস ভঙ্গি করে সিট-বেল্ট খুলে লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেসের সঙ্গে এয়ার হোস আটকে নিল রানা।

একই কাজ করলেন প্রেসিডেন্ট।

বেল্ট খুলে যেতেই রানা টের পেয়েছে, ভাসতে শুরু করেছে ও। অন্য কেউ বাধা দেয়ার আগেই খপ্ করে ধরল সিলিঙের হ্যাণ্ডহোল্ড, প্রায় উড়ে চলে গেল পল ছেলেটার পাশে। ওর লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেস সরিয়ে নিল সিট থেকে।

মুখ ঢাকা হেলমেটের ভিতর দিয়ে রানার দিকেই চাইল কয়েকজন ওয়াং ইউনিট কমাণ্ডো, কৌতূহলী।

ককপিটের দিকে ইশারা করল রানা। ছেলেটাকে বোঝাতে চাইল: ঘুরে দেখতে চাও?

আস্তে করে মাথা দোলাল পল।

আবারও নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওয়াং ইউনিটের লোকগুলো।

সিলিঙের হ্যাণ্ডহোল্ড ব্যবহার করল রানা, সামনে ছেলেটাকে এবং পিছনে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ককপিটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ওরা ককপিটে।

এখান থেকে দেখতে আরও অদ্ভুত লাগে মহাকাশ। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে বিশাল পৃথিবী। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত, যেন ঢেউ তোলা প্রকাণ্ড কোনও নীল কনভেক্স লেন্স।

ওরা ভিতরে এসে ঢুকতেই সিটের উপর ঘুরে চাইল তৃতীয় পাইলট।

রেডিয়ো চ্যানেল পাঁচ-এ কাশবার ফাঁকে ম্যাণ্ডারিন ভাষায় বলল রানা, 'ভাবলাম একবার দেখে যাই এদিকটা।'

'দারুণ সুন্দর, তাই না? ভাইযার আবার খুলতে যেয়ো না। রেডিয়েশন খুন করবে। তা ছাড়া, সূর্যের আলো এখানে অতিরিক্ত উজ্জ্বল।'

ছেলেটাকে কো-পাইলটের খালি সিটে বসিয়ে দিল রানা। ঘুরে চাইল প্রেসিডেন্টের দিকে। রেডিয়োর চ্যানেল আবারও বদলে নিয়েছে তিন-এ।

'আপনি এর সিট-বেল্ট খুলুন, ওটা দিয়ে আচ্ছামত বেঁধে দেবেন দুই হাত। আমি সরিয়ে নেব লাইফ-সাপোর্ট হোস।'

'হ্যাঁ? কী? কখন?'

'এই ঘটনার পর...' বলল রানা।

ঘুরেই সামনে ঝুঁকল ও, খপ্ করে ধরল পাইলটের সোনালী ভাইযার, হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল ওটা।

'আহ্!' গর্জে উঠল পাইলট। চোখে এসে পড়েছে সূর্যের ভয়ঙ্কর সাদা আলো। ভাইযারের নীচে পরিষ্কার কাঁচের চশমা পরা, ওটা অতি উজ্জ্বল রোদ ঠেকাতে পারল না।

বিদ্যুদ্বেগে হাত চলছে রানার। সাদা দেয়ালের সকেট থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম। আর ঠিক তখনই লোকটার সিট-বেল্ট খুলে ফেললেন প্রেসিডেন্ট, ঘুরিয়ে আনলেন সিটের পিছনে, কষে বেঁধে দিলেন। দেহের দু' পাশে আটকা পড়েছে পাইলটের দুই হাত।

এমনিতেই লাইফ-সাপোর্ট নেই, তার উপর দুই হাত দু'পাশে বাঁধা— মস্ত একটা হাঁ করে খাবি খেতে শুরু করেছে লোকটা।

এবার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ককপিট দরজার সামনে চলে গেল রানা। পাশের দেয়ালে কবাট বন্ধ করবার সুইচ। ওটা টিপে দিতেই ঝট্ করে বন্ধ হয়ে গেল স্লাইডিং ডোর। ককপিটে আটকা পড়েছে

ওরা চারজন।

ঘুরে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার কী...'

কিন্তু এখনও কাজে ব্যস্ত রানা, ওর জানা আছে, আর বড়জোর তিন সেকেণ্ড, তার পর কার্গো কমপার্টমেন্ট থেকে এসে কেউ খুলে ফেলবে দরজা।

কবাটের পাশে আছে একটা কিপ্যাড, বাইরেও ওই একই জিনিস রাখা হয়েছে।

কিপ্যাডের পাশে পৌঁছে গেল রানা।

প্যানেলে ওপেন/ক্লোজ সুইচের নম্বর লেখা বাটনগুলোর নীচে রয়েছে লম্বা লাল এক বাটন। ওটা আছে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের সেফটি কেসিঙের ভিতর। উপরে লেখা:

ইমার্জেন্সি ইউয ওনলি:
ককপিট সিকিউরিটি লক

টান দিয়ে সেফটি কেসিং খুলে ফেলল রানা, টিপে দিল লাল রঙের বড় বাটন।

জোরালো খট-খট-খট-খট-খট আওয়াজ উঠল। দরজার ভিতর দিক থেকে আটকে গেল পাঁচটা ইমার্জেন্সি ডেডবোল্ট। ব্যাঙ্কের ভল্টের মত হয়ে উঠেছে ককপিট।

এক সেকেণ্ড পর দরজার ওদিক থেকে এল ধুপ-ধাপ আওয়াজ। কার্গো হোল্ডের ভিতর খেপে উঠেছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

পাঁচ ইঞ্চি পুরু জানালার ওপাশে দেখা গেল সোনালী হেলমেট। হাত তুলে ঘুষি দেখাচ্ছে লোকগুলো।

পাত্তা দিল না রানা।

আপাতত এই শাটল ওর সম্পত্তি।

কো-পাইলটের সিটে বসা পলের দিকে ঝুঁকে এল রানা, উইণ্ডশিল্ড দিয়ে দেখা গেল পৃথিবী ও তারকারাজ্য।

আরেকটা দৃশ্য ওকে চিন্তিত করে তুলেছে। এক্স ৩৭-র ফ্লাইট কন্সোলে ছোট ছোট অসংখ্য বাটন, বাতি, সুইচ এবং মনিটর। দেখতে জাম্বো জেট বিমানের ককপিটের মতই, কিন্তু আরও অনেক জটিল।

ন্যাভিগেটারের সিটে বসে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। কোলে তুলে নিয়েছেন ছোট্ট ছেলেটাকে।

'এবার?' জানতে চাইলেন। 'এবার কি বলবেন আপনি স্পেস শাটলও চালাতে পারেন?'

'কপাল মন্দ যে পারি না,' বলল রানা। খাবি খেতে থাকা পাইলটের দিকে ঘুরে গেল ও। 'কিন্তু এই লোক পারে।'

থাই পকেট থেকে সিগ-সাওয়ার বের করল ও, ঠেসে ধরল পাইলটের ভাইযারের পাশে।

প্রেসিডেন্ট আবারও লোকটার লাইফ-সাপোর্ট হোস আটকে দিলেন। খাবি খাওয়া বন্ধ করেছে পাইলট, তার ইন্টারকম রেডিয়োর চ্যানেল তিন-এ নিয়ে গেল রানা।

'তোমার সাহায্য চাই, আবার ফিরব পৃথিবীতে,' বলল।

'মর্ শালা, হারামজাদা...' শুরু করেছিল চায়নিজ পাইলট, কিন্তু থমকে গেল।

প্রেসিডেন্টের দিকে ইশারা করেছে রানা। ফলে দেরি না করেই পাইলটের লাইফ-সাপোর্ট খুলে নিয়েছেন তিনি সকেট থেকে।

পানি থেকে তোলা বোয়াল মাছের মত মস্ত এক হাঁ করে খাবি খেতে শুরু করেছে পাইলট।

নরম স্বরে বলল রানা, 'মন দিয়ে শোনো, তুমি হয়তো নামাবে না শাটল, সেক্ষেত্রে আমি নিজেই নামাতে চাইব ইউটার এয়ার বেসে। আর এ কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটবে। হয়তো জ্বলে

ছাই হয়ে গেলাম, বা পড়লাম গিয়ে পাহাড়ের উপর। যাই হোক, সেক্ষেত্রে আমরা সবাই মরব। ...এবার ভেবে দেখো, আমাকে শিখিয়ে দেবে কি না, নইলে দেখবে চেষ্টা করতে গিয়ে মরছি আমরা সবাই।'

আবারও পাইলটের লাইফ-সাপোর্ট হোস আটকে দিলেন প্রেসিডেন্ট। হাত-বাঁধা লোকটা প্রায় নীল হয়ে উঠেছে।

'ঠিক আছে,' বড় করে শ্বাস নিল সে। 'ঠিক আছে।'

'আমিও তো বলি সব ঠিক,' বলল রানা, 'এবার প্রথম কাজ হবে...'

মনোযোগ দিল রানা। ককপিটের স্বচ্ছ হেডস্ আপ ডিসপ্লে, বা উইণ্ডশিল্ডের উপর ভেসে উঠছে সবুজ শব্দগুলো:

উড়ন্ত ঈগল, আমি নীল ড্রাগন। তুমি বদলে নিয়েছ কোর্স। নতুন করে কোর্স পাল্টে নাও ভেক্টর থ্রি-যিরো-ওয়ানে।

স্বচ্ছ পর্দার দিকে চেয়ে আছে রানা। অক্ষরগুলো যেন ভাসছে নক্ষত্ররাজির ভিতর।

তারপর তারাগুলোর ভিতর দিয়ে দেখা গেল আসছে চায়নিজ আর্মির শাটল। অনেক কাছে চলে এসেছে। আগের চেয়ে ঢের বড় মনে হচ্ছে। মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে আসছে মেঘের মত করে।

আর বড়জোর তিন শ' গজ দূরে।

উড়ন্ত ঈগল, আমি নীল ড্রাগন। নতুন করে কোর্স বদলে নাও ভেক্টর থ্রি-যিরো-ওয়ানে।

'নতুন করে কোর্স পাল্টে...' বিড়বিড় করল রানা। চোখ বোলাচ্ছে ককপিটের অসংখ্য সুইচের উপর। কয়েক সেকেণ্ড পর

পেয়ে গেল ওয়েপন্সের সেকশনের সুইচগুলো।

চট্ করে দুই লাল বাটনের উপরের সেফটি কেসিং খুলে ফেলল, বাটনের উপর লেখা: **মিসাইল লঞ্চ**।

দুই বাটন টিপে দেয়ার সময় একপলকের জন্য আপার হাসিমুখ ভেসে উঠল রানার চোখে। ভাবল, এরা সবাই মিলে শেষ করে দিয়েছে অনেক তাজা প্রাণ!

বিশ

মহাশূন্যে আড়াই শ' গজ দূরে মুখোমুখি হয়েছে দুই শাটল, ভাসছে ওজনশূন্যতায়। অনেক নীচে নীল পৃথিবী, আর এত উপরে ওরা। উড়ন্ত ঈগলের প্রায় দ্বিগুণ বড় চায়নিজ আর্মির শাটল।

হঠাৎ আমেরিকান শাটলের ডানার নীচ থেকে ছিটকে বেরুল দুটো সাদা রেখা। ওগুলো যিরো গ্র্যাভিটি অ্যাম্রাম। দুই শাটলের মাঝের শূন্যতায় বিদ্যুদ্বেগে পথ করে নিল মিসাইল।

গতি অকল্পনীয়, ডানাওয়ালা দুটো পিনের মত গিয়ে বিঁধল চায়নিজ আর্মির শাটলের দেহে।

কোনও ধোঁয়া তৈরি হলো না। সামান্যতম আগুনের শিখা রইল না। ভ্যাকিউমের ভিতর কিছুই থাকে না। নক্ষত্রভরা কালো আকাশের পটভূমিতে দেখা দিল শুধু মিসাইলের কমলা রঙের দুই টেইল থ্রাস্টার।

চায়নিজ আর্মির শাটলের কিছুই করবার ছিল না।

কোনও আত্মরক্ষার উপায় থাকে না আকাশের এত উপরে।

একইসময়ে চায়নিজ শাটলে লেগেছে দুই মিসাইল। একটা

শাটলের পেটে, অন্যটা নাকের উপর।

মুহূর্তে চুরচুর হলো শাটল।

ওটার ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল চোখ ধাঁধানো সাদা আলো। পরক্ষণে কোটি টুকরোয় বিস্ফোরিত হলো শাটল। মনে হলো ছড়িয়ে পড়ছে সব খুব ধীরে।

আর কখনও পৃথিবীতে ফিরবে না নীল ড্রাগন।

এখনও ককপিটের দরজার ওপাশে ধুপধাপ আওয়াজ তুলছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

হাত বাঁধা পাইলটের পরামর্শে এক্স ৩৭-র অটোমেটেড রি এন্ট্রি প্রসিড্যুর শুরু করল রানা।

কার্গো হোল্ডে কিছুই করবার রইল না ওয়াং ইউনিট কমাণ্ডোদের।

ককপিট ডোর তিন ইঞ্চি পুরু টাইটেনিয়াম পাত দিয়ে তৈরি। আর পাঁচ ইঞ্চি কাঁচের জানালা দিয়ে গুলি করা মোটেও বুদ্ধির কাজ নয়, বিশেষ করে মহাশূন্যে।

ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রিত ভাবে অরবিটের নীচের দিকে রওনা হয়ে গেছে এক্স ৩৭ শাটল। পৃথিবীর পরিবেশে ঢুকবার আগেই হিট শিল্ড চালু করল রানা।

বাইরে ৪,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা।

শাটলের সবাই আবারও বসে পড়েছে যার যার সিটে, আটকে নিয়েছে সেফটি হার্নেস।

রকেটের মত শাটল নামিয়ে আনছে অটোপাইলট। শেষবারের মত মাথা তুলে আকাশভরা নক্ষত্র দেখে নিল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ডুবে গেল ওরা লালচে এক সাগরে। তারপর হঠাৎ করেই আবারও উদয় হলো ঝকমকে নীল আকাশে।

হড়বড় করে গালি দিতে শুরু করেছে চায়নিজ পাইলট। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন প্রেসিডেন্ট। মাথার পেছনে

রানার পিস্তলের একটা গুঁতো খেয়ে পাইলট মুখটা হাঁ করতেই তার মুখে গুঁজে দিলেন সেটা।

পুবে চলেছে এক্স ৩৭, বেশিক্ষণ অরবিটে ছিল না বলে মাত্র অর্ধেক কলোরাডো পেরুতে পেরেছে। পশ্চিমের দিকে তাক করে নামছে ওরা, অনেক নীচে ধূসর পর্বতমালা। তারই ফাঁকে একের পর এক সবুজ উপত্যকা। ওদের পিছনের দিগন্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে, ওখানে রয়েছে ইউটার হলুদ মরুভূমি।

একবার দেখে নিল রানা ঘড়ি:

সকাল ১০:৩৬

বেশিক্ষণের জন্য মহাশূন্যে ছিল না ওরা। বড়জোর বিশ মিনিট। এখন সুপারসনিক গতিতে নেমে চলেছে, আর কয়েক মিনিট পর পৌঁছে যাবে ইউটার আকাশে।

হঠাৎ করেই হেডস্-আপ ডিসপ্লে জ্যান্ত হয়ে উঠল:

সোর্স এয়ারফিল্ড
বিকন ডিটেকটেড
এয়ারফিল্ড আইডেনটিফায়েড অ্যাব
ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স
এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো এইট

প্রোসিডিং টু সোর্স এয়ারফিল্ড

ওটা এয়ার বেস যিরো এইট, মনে মনে বলল রানা।

না, ওখানে যেতে চায় না ও।

এয়ার ফোর্সের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে, ওর প্রথম কাজ হওয়া উচিত প্রেসিডেন্ট ও ফুটবল নিয়ে সরে যাওয়া।

কিন্তু সেটা করতে হলে আগে চাই ফুটবল।

ওই ব্রিফকেসের কাউন্টডাউনের কথা মনে আছে ওর। সকাল সাড়ে এগারোটার আগেই প্রেসিডেন্টের হাত রাখতে হবে পাম অ্যানালাইযার প্লেটে। কিন্তু ফুটবল আছে এখন এয়ার বেস যিরো নাইনে, ওটার দখল নিয়েছিল রনি ম্যাকলিন।

শাটলের বন্দি পাইলটের দিকে ফিরল রানা, তার মুখ থেকে রুমাল বের করে বলল, 'আমাদের নামতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনে।'

দ্রুত কয়েকটা কথা বলে চুপ হয়ে গেল লোকটা। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার শুরু করেছে কুৎসিত গালি।

রানার কাছ থেকে রুমাল নিয়ে আবারও তার মুখে গুঁজে দিলেন প্রেসিডেন্ট। এবার ব্যথা দেয়ার আগে নিজেই মুখ হাঁ করল পাইলট।

বিদ্যুদ্বেগে পশ্চিমে নামছে এক্স ৩৭ শাটল। চলেছে সোজা ইউটার মরুভূমি লক্ষ্য করে।

বিকট গর্জন ছাড়তে ছাড়তে এয়ার বেস যিরো এইটের দিকে নেমে চলেছে শাটল, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর অটোপাইলট ডিযএনগেজ করল রানা, ম্যানুয়ালি সাধারণ বিমানের মত চালাতে লাগল। এয়ার বেস যিরো এইটের উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল শাটল।

মাত্র একমিনিট, তার আগেই পেরিয়ে গেল বিশ মাইল।

নীচে দেখা গেল খাটো পাহাড়শ্রেণী। একপাশে কয়েকটা দালান ও হ্যাঙার, বালির ভিতর অনেক দূরে চলে গেছে বিটুমেন রানওয়ে। বহু দূর দিগন্তে ছিটিয়ে আছে লেক পাওয়েল এবং তার সবুজ পানিভরা ক্যানিয়নগুলো।

রানওয়ের দিকে শাটল তাক করল রানা, উড়ে এল নিচু পাহাড় ও দালানের মাথা ছুঁয়ে— বিকট আওয়াজে থরথর করে কাঁপতে লাগল এয়ার বেস যিরো নাইনের কমপ্লেক্স। পুব থেকে পশ্চিমে

গেছে রানওয়ে, সোজা ওটার উপর নেমে এল রানা।

কিন্তু অনেক বেশি গতি শাটলের। সে কারণেই রানা দেখল না হ্যাঙারের কাছে নিশ্চুপ দুই পেনিট্রেটার কপ্টার।

টাচ-ডাউন করতেই টারমাক ধরে রকেটের মত ছুটল এক্স ৩৭ শাটল। চাকা থেকে ভুস-ভুস করে উঠতে লাগল কালো ধোঁয়া। স্পেসক্রাফটের গতি কমিয়ে আনতে চাইল রানা। বাটন টিপে খুলে দিল ব্রেক প্যারাশুট। পিছনে ফুলে উঠল ওটা। এবার দ্রুত কমে আসতে লাগল গতি।

একটু পর একেবারেই থেমে গেল শাটল। পাইলটের কাছ থেকে শেখা কয়েকটা সুইচ টিপে দিল রানা। ঠিক করেছে, শাটল নিয়ে গিয়ে রাখবে মেইন হ্যাঙারে।

কিন্তু শাটল আর ঘোরাতে পারল না ও, সে সুযোগই পেল না।

ঠিক তখনই দেখল কোথা থেকে হাজির হয়েছে অশুভ চেহারার এক পেনিট্রেটার, বাতাসে ঝুলছে শাটলের নাকের কাছে। ভয়ঙ্কর রাগী কোনও বাজপাখির মত লাগল ওটাকে।

একদিকে স্পেস শাটল, আরেকদিকে ডানাওয়ালা অ্যাটাক কপ্টার— যেন বুনো পশ্চিমের দুই গানস্লিঙ্গার মুখোমুখি হয়েছে, এবার ড্র করবে সিক্সগান।

শাটল রানওয়ের উপর, মুখোমুখি আকাশে পেনিট্রেটার।

ঝট্‌পট্‌ মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলল রানা। একই কাজ করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এবার কী?' হতাশ হয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

ধুম!

থরথর করে কেঁপে উঠল ককপিট ডোর।

ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা লাফ দিয়ে সিট ছেড়েছে, তাদের তাড়া রানাদের চেয়ে অনেক বেশি।

হঠাৎ রেডিয়োতে ভেসে এল পেনিট্রেটারের পাইলটের কণ্ঠ।

এরা আর্লিং এফ ব্রুকসের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোক।

'এক্স ৩৭, আমি এয়ার ফোর্সের পেনিট্রেটার। মনে রেখো, আমরা তোমাদের উপর মিসাইল লক করেছি। এখনই ছেলেটাকে বের করে দাও।'

ঝট্ করে পিচ্চি পলের দিকে চাইল রানা, ঝড়ের গতিতে ভাবতে শুরু করেছে।

মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা। বাইরে পেনিট্রেটার কপ্টার, এদিকে ভিতরে শত্রু-বিভীষণ ওয়াং ইউনিট। ...ওদিকে মিসাইল তাক করেছে...

পল ছেলেটার পাশে, উঁচু দেয়ালে এক কমপার্টমেন্টের উপর চোখ পড়েছে ওর।

প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি কি পলের সুট খুলতে পারবেন?'

কথা না বলে কাজে নেমে পড়লেন ভদ্রলোক। এদিকে টক বাটনে চাপ দিল রানা। 'এয়ার ফোর্স পেনিট্রেটার, তোমরা কী চাও?'

কথার ফাঁকে দেয়ালের কমপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছে গেল রানা। টান দিয়ে ডালা খুলল।

দরজার উপরের প্যানেলে লেখা: সারভাইভাল কিট।

ককপিটের দরজায় ধুমধাম আওয়াজ তুলছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

"ছেলেটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও,' বলল কপ্টার পাইলট, 'তার বদলে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।'

'খুন করে ছেড়ে দেবে,' বিড়বিড় করল রানা।

শাটলের সারভাইভাল কম্পার্টমেন্টের ভিতর পাগল হয়ে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। মনে মনে বলল, 'অন্তত একটা তো থাকবে! সব সময় থাকে!'

অবশ্য মাইকে বলল, 'আর আমরা যদি ছেলেটাকে ছেড়ে না দিই?'

'সেক্ষেত্রে তোমাদের সবাইকে খুন করব।'

ঠিক তখনই কম্পার্টমেন্টের ভিতর পছন্দের জিনিস খুঁজে পেল রানা। জিনিসটা দেখতে দুই ফুটি সিলিণ্ডারের মত, ধাতব টিউব।

খপ করে ওটা তুলে নিল, চোখ তুলে চাইল ককপিটের পিছনের পাঁচ ইঞ্চি পুরু কাঁচের জানালার দিকে। ওদিক থেকে তাক করা হয়েছে একটা পিস্তল ওর মুখের দিকে!

চুপ করে বসে নেই ওয়াং ইউনিট!

আগুনের অতি উজ্জ্বল সাদা ঝলক দেখল রানা।

নিঃশব্দে গর্জে উঠেছে পিস্তল।

চোখ বুজে ফেলেছে রানা। এবার কাঁচ ভেদ করে ওর কপালে বা নাকের ডগায় এসে বিঁধবে বুলেট। ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে মগজ।

এক সেকেণ্ড পর চোখ খুলে চাইল রানা। ওই কাঁচ অতিরিক্ত পুরু। ওদিকে লেগে পিছলে আরেক দিকে গেছে বুলেট।

খুশি হয়ে নতুন করে আবারও শ্বাস ফেলল রানা। কয়েক পা সরে এল নিজের সিটের পাশে। গদির উপর বসে পড়ে বলল, 'এয়ার ফোর্স পেনিট্রেটার... ঠিক আছে...' ঝটপট সিটবেল্ট আটকে নিতে শুরু করেছে। কাজের ফাঁকে বলল, 'শুনুন, আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট, তাঁকেও কি...' ভদ্রলোককে ইশারা করল রানা, তিনি যেন তাঁর সিট বেল্ট খুলে ফেলেন।

'কী বললেন? আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট...'

'জী। আমি ছেলেটার সঙ্গে তাঁকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাগ করবেন না তো? আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিলে আমাদের উপর গুলি করবেন না।'

'ঠিক কথাই বলেছেন।'

'বেশ,' পল ও প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বলল রানা, 'আমি

যখন হ্যাচ খুলব, দ্রুত শাটলের কাছ থেকে সরে যাবেন।'

'আচ্ছা,' বলল পল।

মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু আপনার কী হবে?'

জবাব না দিয়েই লিভার ব্যবহার করে হ্যাচ খুলে ফেলল রানা।

তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো: হিস্-হুস্!

বন্দি পাইলটের ঠিক উপরে শাটলের ছাতের এক অংশ উড়ে গেছে। অনেক উপরে উঠে দূরে গিয়ে মরুভূমির ভিতর পড়ল ওটা।

মাথার উপর চার কোনা নীল আকাশ দেখা গেল।

'শাটল থেকে যতটা পারেন দূরে সরবেন,' আবারও বলল রানা। 'একটু পর আসব আমি। তার আগে একটা হেলিকপ্টার ফেলতে হবে।'

মরুভূমির প্রচণ্ড তাপদাহ এসে ঢুকেছে শাটলে। ককপিটের হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ও পল।

প্রেসিডেন্টের পরনে এখনও কমলা ফ্লাইট সুট। অবশ্য এখন হেলমেট নেই। পলের পরনে সাধারণ পোশাক। ঢোলা সুটের নীচে ওসব ছিল।

শাটলের উপরে জোরালো দুপদুপ আওয়াজ তুলে ভাসছে পেনিট্রেটার। হুস-হুস করে নীচে নামছে তুমুল হাওয়া।

এস্কেপ হ্যাচ উড়ে যেতেই আপনাআপনি খুলে গেছে প্লাস্টিকের মই, নেমে গেছে রানওয়ের উপর।

প্রায় বাঁদরের দক্ষতায় মই বেয়ে নামলেন প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে পল।

তাদের উপর চোখ রেখেছে পেনিট্রেটারের তিন ক্রু।

উত্তপ্ত টারমাকে নেমেই পলকে নিয়ে শাটল থেকে ছুটে সরে যেতে শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট।

শাটলের ককপিটে দেরি করছে রানা, অধীর অপেক্ষা করছে গুরুত্বপূর্ণ দু'জন বিদেয় হোক।

একবার হাত বাঁধা পাইলটের দিকে চাইল। 'চোখ বড় বড় করে কী দেখো?' জানতে চাইল ও।

'হুঁ-হাঁ!' প্রেসিডেন্টের ক্লোরোফর্ম রুমাল মুখে নিয়ে কী যেন বলতে চাইছে লোকটা।

ঠিক তখনই কমলা আগুনের ফুলকি দেখল রানা। পিছনের দরজা থেকে আসছে!

আরে...

ব্লো টর্চ ব্যবহার করে দরজা কাটতে শুরু করেছে ওয়াং ইউনিট!

বোধহয় অপেক্ষা করছিল কখন প্রেসিডেন্ট ও পল সরবে।

ঠিক তখনই পেনিট্রেটারের পাইলটের কণ্ঠ শুনল রানা:

'ধন্যবাদ, এক্স ৩৭। আমি সত্যিই দুঃখিত, বোকা বানানো উচিত হয়নি। কিন্তু তোমাদেরকে উড়িয়ে দেব এবার। নালিশ কোরো ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হলে...'

কথা শেষ না করেই কাজে নেমে পড়েছে সে। পেনিট্রেটারের ডানদিকের ডানার স্টাব থেকে ছিটকে বেরুল সাইডওয়াইণ্ডার মিসাইল। পিছনে রেখে আসছে ঘুরপাক খাওয়া ধোঁয়া। বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে নামছে মিসাইল। সোজা এসে শাটলের উইণ্ডশিল্ডে ডেটোনেট করবে।

ককপিটের পিছনের দরজার ফাঁক দিয়ে ব্লো টর্চের ফুলকি ভিতরে এসে পড়ছে।

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল রানা। এবার লেজ তুলে ভাগতে হবে। ভাবতে যা দেরি, ঝট্ করে সিটের পাশের ইজেকশন লিভারে টান দিল ও।

শুভ নববর্ষের পটকার মত হুউউউস্ আওয়াজ তুলে আকাশে উঠল রানার ভারী সিট। রকেটের মত চলেছে সূর্যের দিকে।

রানা যেন ত্রিকোণের একটা বাহু, আরেকটা বাহু স্পেস শাটল,

অন্য বাহু পেনিট্রেটার হেলিকপ্টার।

পরক্ষণে একইসঙ্গে সব ঘটতে শুরু করল।

প্রথমে, পেনিট্রেটারের মিসাইল গিয়ে লাগল রানার অনেক নীচের এক্স ৩৭-এর নাকে, ওয়াং ইউনিটের সবাইকে নিয়ে বিস্ফোরিত হলো স্পেস শাটল। আগুনের মস্ত এক লাল ফুটবল তৈরি হলো।

ততক্ষণে আরও অনেক উপরে উঠে গেছে রানা ওর সিট নিয়ে। আরোহণের শেষসীমায় পৌঁছে মুহূর্তের জন্য থামল, হতবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে পাশের কপ্টারের ক্রুরা।

আর ঠিক তখনই তারা দেখল: যমের অরুচি লোকটা সারভাইল কিট থেকে কী যেন নিয়ে এসেছে, কাঁধেও তুলে নিয়েছে।

কিন্তু ওটা সাধারণ কোনও টিউব নয়।

রকেট লঞ্চার!

বেঁটেখাটো এম-৭২ সিংগ্‌ল্ শট ডিসপোযেবল রকেট লঞ্চার। বাধ্য হয়ে শত্রু এলাকায় ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং করতে হতে পারে, তাই সারভাইভাল কিটের সঙ্গে ওটা মহাকাশচারীদের দেয়া হয়। হালকা ওজনের অস্ত্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিশালী।

ইজেকশন সিটে মহারাজার মত বসে আছে রানা, নীচে বলকে উঠছে বিস্ফোরিত এক্স ৩৭-এর মস্ত আগুনের কুণ্ডলী, আয়েস করে রকেট লঞ্চারের ট্রিগারে আঙুল রাখল ও, পরক্ষণে চাপ দিল।

ওর কাঁধের টিউব থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল এম-৭২ অ্যারোডাইন্যামিক ওয়ারহেড, তীব্র গতি তুলে মুহূর্তে পৌঁছে গেল পেনিট্রেটারের ককপিটে।

ওয়ারহেড ভেদ করেছে হেলিকপ্টারের সাইড উইণ্ডশিল্ড, তখনই বিস্ফোরিত হলো গোটা উড়োজাহাজ। বাইরের দিকে ছিটকে এল কপ্টারের দেয়াল, পরক্ষণে হাজারো টুকরো হলো।

মুহূর্তে চুরচুর হয়ে গেছে মাঝ আকাশে।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল বিস্ফোরিত কপ্টারের টুকরোগুলো, সেসব ঘিরে রাখল পুরু কালো ধোঁয়া ও লকলকে কমলা আগুন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর টারমাকের উপর নেমে এল পোড়া জঞ্জাল।

এবার শটাক্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল রানার প্যারাশুট। সিট থেকে একটান খেয়ে আকাশে উঠে গেল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর অনেক নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ল ভারী সিট।

তার কিছুক্ষণ পর আস্তেধীরে রানওয়েতে নেমে এল রানা। একটু দূরে দেখল মস্ত দুটো অগ্নিশিখা— একটা বিস্ফোরিত স্পেস শাটল, অন্যটা ভয়ঙ্কর ভাবে বিধ্বস্ত পেনিট্রেটার।

প্রেসিডেন্ট ও পল ওর দিকে ছুটে আসছে।

'যা দেখালেন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পল। 'সিনেমার মত!'

'ঠিক,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'যদি কখনও ভুল করে লোডেড অস্ত্র আপনার দিকে তাক করি, আমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দেবেন আপনি কে!'

কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ খুলে টারমাকে প্যারাশুট ফেলে দিল রানা, ওর চোখ চলে গেছে এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন দালান ও মেইন হ্যাঙারের দিকে।

ওর খেয়াল অন্যখানে। আপাতত ফুটবল বা এই দেশের নিয়তি নিয়ে ভাবছে না।

ওর মন পাগল হয়ে উঠেছে তিশার কথা ভেবে।

একুশ

রানা চুপ করে চেয়ে আছে মেইন হ্যাঙারের দিকে। শেষবার তিশাকে দেখেছে খাদের ভিতর। তখনই কর্নেল বার্নটন ডানকান ফাটিয়ে দিল ভাইরাসের গ্রেনেড। তারপর একেবারেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল ওরা।

হ্যাঙারের পাশে আরেকটা পেনিট্রেটার দেখে সচেতন হয়ে উঠল রানা।

আর্লিং এফ ব্রুকস ও জন স্কল্টের পেনিট্রেটার চুপ করে বসে আছে হ্যাঙারের পাশে।

'আবারও এয়ার বেস যিরো নাইনে ফিরেছে ওরা,' মন্তব্য করল রানা। 'কিন্তু কীজন্য, জানি না।'

এয়ার ফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছে এক লোক, দুর্বল ভাবে নাড়ছে একটা হাত।

ওই তো, হোসেন আরাফাত খবির!

এয়ারফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ারের সামনে মিলিত হলো খবির, রানা, প্রেসিডেন্ট ও পল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে খবিরের মুখ। বাম বাইসেপের উপর পুরু ব্যাণ্ডেজ। ওর কাঁধ থেকে কে যেন অদক্ষ হাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে স্লিং।

'স্যর,' ব্যথা সহ্য করবার ফাঁকে বলল খবির। 'চলুন, জরুরি একটা জিনিস দেখাতে হবে।'

সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে উঠতে শুরু করল ওরা।

'আর্লিং এফ ব্রুকস এয়ার বেস যিরো নাইনে আবারও এল

কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কয়েক মিনিট আগে ফিরেছে। সবাই গেছে উপরের দরজার দিকে। তখন লুকিয়ে ছিলাম এজেন্ট জেসিকা আর আমি। তারপর উঠে এসেছি এখানে। দেখলাম পেনিট্রেটারের কপালে কী ঘটল। আর তখন হ্যাঙারের দরজা কাছ থেকে সবই দেখেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। তারপর চলে গেছে কমপ্লেক্সের ভিতর।'

'ভিতরে গেল... কেন?' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। মুখ তুলে চাইল। 'তিশার কোনও খবর জানো?'

'না, স্যর,' বলল খবির। 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গেই আছেন।'

'ভাইরাসের গ্রেনেড ফেটে যাওয়ার সময় আলাদা হয়ে যাই, তিশা বোধহয় আছে কমপ্লেক্সের ভেতর।'

কন্ট্রোল টাওয়ারের উপর তলায় উঠে এসেছে ওরা। বড়সড় ঘরে ঢুকে জেসিকা গোল্ডিংকে দেখতে পেল রানা। মেয়েটা এলিয়ে পড়ে আছে একটা চেয়ারে, কাঁধে বুলেটের ক্ষত। ফ্যাকাসে মুখ। পাশেই রেখেছে ফুটবল।

'কী দেখতে হবে, বলেছিলে?' খবিরের কাছে জানতে চাইল রানা।

'দেখুন,' বলল খবির। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল একটা কমপিউটার। ওটার মনিটরে জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা শব্দ।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

ফ্যাসিলিটির সমস্ত পাওয়ার বন্ধ। তার মানে সব সিস্টেম বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু ভিন্ন কোনও পাওয়ার সোর্স থেকে শক্তি পাচ্ছে এই কমপিউটার। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনও...

স্ক্রিনে দপদপ করছে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ. এয়ার বেস (আর)
যিরো নাইন
ফেইলসেফ সিস্টেম হিস্টরি
৮-২-৩৪৫৭০২২৪১
টাইম
কি অ্যাকশন

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬৬৭ অথোরাইযড লকডাউন প্রোটোকল ॥ ইনিশিয়েট কোড এন্টার্ড এনেবল ॥ ০৮০১ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ॥ কন্টিনিউ ॥ ০৯০০ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল ॥ এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ॥ কন্টিনিউ ॥ ১০০৫ ॥ নো অথোরাইযড কোড ॥

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট এন্টার্ড
মেকানিযম আর্মড ॥ ১০০৫

.....

ওয়ার্নিং: ইমার্জেন্সি প্রোটোকল অ্যাকটিভেটেড। ইফ ইউ ডু নট এন্টার অ্যান অথোরাইযড লকডাউন এক্সটেনশন অর টার্মিনেট কোড বাই ১১০৫ আওয়ার্স, ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউরেন্স উইল বি অ্যাকটিভেট। সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউরেন্স ডিউরেশন: ১০:০০ মিনিট্স্।

.....

ওয়ার্নিং!

.....

চট্ ঘরে ঘড়ির দিকে চাইল রানা।

সকাল দশটা তেতাল্লিশ মিনিট।

আর মাত্র বাইশ মিনিট পর কাজ শুরু করবে ফ্যাসিলিটির সেলফ-ডেস্ট্রাকশন মেকানিযম। তার দশ মিনিট পর ফাটবে

থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা!

এদিকে তিশার কোনও হদিস নেই।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল খবির, 'আবারও চালু করতে পেরেছি জেনারেটারগুলোকে। অবশ্য খুব লো ভোল্টে জ্বলছে বাতিগুলো। কয়েকটা সিস্টেমও চালু করতে পেরেছেন জেসিকা। তার মধ্যে কমিউনিকেশন লাইন আর ইন্টারনাল ব্রডকাস্ট সিস্টেমও আছে।'

'তাতে?' জানতে চাইল রানা।

'এবার এটা দেখুন।' একটা সুইচ টিপে দিল খবির, টিপটিপ করে জীবন ফিরে পেল একটা মনিটর।

মেইন হ্যাঙারের ভিতরের কন্ট্রোল রুমের দৃশ্য ভেসে উঠল।

ঘরের ভিতর যেন বয়ে গেছে তুমল ঝড়। এ ঘর থেকেই তার বক্তৃতা দিয়েছিল আর্লিং এফ ব্রুকস।

তারচে' বড় কথা, এখন সেখান থেকেই ক্যামেরার দিকে চেয়ে চওড়া হাসি দিচ্ছে লোকটা!

এবার বলে উঠল, টাওয়ারের স্পিকারে গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ: 'স্বাগতম: মিস্টার প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকার জনগণ! জানি, সময়ের আগেই বক্তৃতা দিচ্ছি, কিন্তু মনে করি না আপনারা অখুশি হবেন আমার ভাষ্য শুনে।

'নিহত হয়েছে আমার বেশিরভাগ সৈনিক, এবার শেষ হয়ে এল এই লড়াই। প্রশংসা করছি প্রেসিডেন্টের সাহসী সৈনিকদের। বিশেষ করে বাংলাদেশি সৈনিকরা জান বাজি রেখে প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করেছে। তার পরও বলব, আমি হেরে যাইনি। চিরদিনের জন্য চলে যেতে হচ্ছে আমাকে, কিন্তু তার আগে মাত্র একটা কথাই বলব: আজ থেকে একেবারে বদলে যাবে এই মহান দেশ। কারণ...'

এবার আর্লিং এফ ব্রুকস যা করল, গলা শুকিয়ে গেল রানার।

লোকটা টান দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে কমব্যাট ফেটিগ, দেখা গেল রোমহীন বুক।

অজান্তে ঢোক গিলল রানা।

আর্লিং এফ ক্রুকসের বুকে হৃৎপিণ্ডের উপর দীর্ঘ কাটা চিহ্ন। কোনও সময়ে অপারেশন হয়েছিল ওখানে।

অশুভ হাসি ঝুলছে ঠোঁটে, বদ্ধ-উন্মাদ মনে হলো লোকটাকে।

'এবার মরতে আপত্তি নেই আমার,' নিচু স্বরে বলল।

'ব্যাপারটা কী?' বিড়বিড় করলেন প্রেসিডেন্ট।

চুপ করে আছে রানা।

সবই বুঝতে পেরেছে।

পকেট থেকে বের করল একটা কাগজ। ওটা পেয়েছিল মেরিন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। তখনই প্রথমবার ওরা বুঝতে পেরেছিল প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বসানো হয়েছে।

মনোযোগ দিয়ে প্রিন্টআউট দেখল রানা। গোল করে ওখানে দাগ দিয়েছিল বার্নি বেনেট।

তখন ছেলেটা বলেছিল: 'এটা সাধারণ রিবাউণ্ডিং সিগনেচার। মনিটরের খাড়া স্পাইকগুলো সব ধনাত্মক। একেকটা দশ গিগাহার্টযের। আর মাটিতে আছেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর কাছ থেকে পাল্টা সিগনাল আসছে। এগুলো। নীচের নেগেটিভ স্পাইক।

'সার্চ এবং রিটার্ন,' গম্ভীর স্বরে বলেছিল। 'ইন্টারফেয়ারেন্স বাদ দিলে ফিরতি সিগনেচার দেখে মনে হচ্ছে, এটা ঘটছে পঁচিশ সেকেণ্ড পর পর। মিথ্যা বলছে না এয়ার ফোর্সের জেনারেল। বেসের ভিতর ট্র্যান্সমিটার আছে, বহু দূরের কোনও স্যাটালাইটে মাইক্রোওয়েভ সিগনাল পাঠাচ্ছে।'

'ইন্টারফেয়ারেন্স বাদ দিলে...' বিড়বিড় করল রানা। চেয়ে আছে প্রিন্টআউটের দিকে। 'কিন্তু এখানে কোনও ইন্টারফেয়ারেন্স নেই... আলাদা দুটো সিগনাল। তার মানে দুটো সিগনাল পেতে

হবে স্যাটালাইটকে...'

ডেস্ক থেকে কলম তুলে নিল রানা; গোল দুটো দাগের পর আরও দুটো এঁকে নিল। এবার চারটে দাগকে দুই ভাগে ভাগ করে নিল।

'এই গ্রাফ দেখাচ্ছে দুটো আলাদা সিগনাল প্যাটার্ন,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'প্রথম এবং তৃতীয়। তারপর আবার দ্বিতীয় আর চতুর্থ।'

'কী বলছেন, কিছুই তো বুঝছি না,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এই ফ্যাসিলিটিতে আপনি একমাত্র রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার সংযুক্ত লোক নন। ওটাই আর্লিং এফ ব্রুকসের তুরুপের তাস, শেষ ভরসা। যুদ্ধে হেরে গেছে, কিন্তু তার পরও জিতবে সে। এখন যদি মারা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক বোমা ফাটবে চোদ্দটা এয়ারপোর্টে।'

'লোকটা আছে এখন ফ্যাসিলিটির ভিতর,' ব্যথায় কোঁচকানো মুখে বলল খবির। 'আর ঠিক বিশ মিনিট পর ফ্যাসিলিটি উড়ে যাবে আরেকটা পারমাণবিক বোমার আঘাতে।'

'জানি,' বলল রানা। 'আর্লিং এফ ব্রুকসও তা জানে। এবার এমন এক কাজ করতে হবে, যেটা আমি চাইনি। আবারও ঢুকতে হবে এয়ার বেস ফিরো নাইনের মৃত্যু-কূপে। যেভাবে হোক বাঁচিয়ে আনতে হবে লোকটাকে!'

বাইশ

ইউটা মরুভূমির এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) ফিরো নাইন।

সকাল পৌনে এগারোটা।

নতুন করে সশস্ত্র হয়ে নিচ্ছে মাসুদ রানা।

সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির ও স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং আহত, কাজেই রানাকে একা গিয়ে ঢুকতে হবে ফ্যাসিলিটির ভিতর।

খবিরের কাছ থেকে নিয়েছে ওর ম্যাগহুক, পিঠের হোলস্টারে রেখে দিয়েছে। রনি ম্যাকলিনের আনা পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল এখন ওর কাছে। ম্যাগাযিনে আছে মাত্র চল্লিশটা বুলেট— কিছুই না থাকার চেয়ে ভাল। কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছে দুই হোলস্টার, গুঁজে রেখেছে খবিরের এম৯ এবং ওর নিজের ডেযার্ট পিস্তল। এসব কাজ শেষে পানিতে প্রায় নষ্ট কবজির মাইক ও ইয়ারপিস পাল্টে নিয়েছে জেসিকার কাছ থেকে।

টাওয়ারের উপর তলায় থাকবে খবির ও জেসিকা, একটা পি-৯০ রাইফেল হাতে পাহারা দেবে প্রেসিডেন্ট, পল ও ফুটবলকে। আর্মি আর মেরিনরা আসবার পর ওদের ছুটি।

ইফসন নিরোর সেল ফোন বের করল রানা, ডায়াল কল থেকে নাম্বার নিয়ে ফোন দিল কেভিন কনলনকে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল যুবক।

'মিস্টার কনলন, সাহায্য দরকার,' বলল রানা।

'কী লাগবে, বলুন?'

'এয়ার বেস যিরো নাইনের লকডাউন রিলিয কোডগুলো চাই। আরেকটা ব্যাপার: সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট মেকানিযমের কোড লাগবে। ওটা থাকবে কোনও লগ বুকে। আগে আপনাকে লোকাল নেটওঅর্ক খুঁজতে হবে। খুব জরুরি।'

'সময় কতক্ষণ পাব?' জানতে চাইল কনলন।

'বড়জোর উনিশ মিনিট।'

'ঠিক আছে, কাজ শুরু করলাম।' ফোন রেখে দিল যুবক।

এম৯ পিস্তলের পিছনে নতুন ম্যাগাযিন ভরে নিল রানা। চোখের কোণে দেখল পিচ্চি ছেলেটা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমার মনে হয় উনি বেঁচে আছেন,' হঠাৎ করেই বলল।

এক পলক ছেলেটাকে দেখল রানা, তারপর নরম স্বরে বলল, 'কী করে বুঝলে যে আমি ওর কথাই ভাবছি?'

'আমি জানি। আগেই জানতাম ডক্টর বয়েস ইংগিলস এয়ার ফোর্সের লোকগুলোকে মিথ্যা বলছে। সবই বুঝতে পারি মন দিয়ে। আপনি আসলে খুব ভাল, এখন কারও জন্যে খুব চিন্তিত। তাকে আপনি ভালবাসেন। সে আছে ওই ফ্যাসিলিটির ভিতর।'

'এজন্যেই স্পেস শাটলের ভিতর আমাকে চিনে ফেলেছিলে?'

'জী।'

অস্ত্রগুলো লোড করেছে রানা। গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার কোনও পরামর্শ?'

পিচ্চি ছেলেটা বলল, 'মাত্র একবার তাঁকে দেখেছি। আপনারা আমার ঘরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন মনে হয়েছে: আপনাকে উনি খু-উ-ব পছন্দ করেন। তাই বলছি, ওঁকে বাঁচান।'

ক্লান্ত হাসল রানা। 'চেষ্টা তো করবই।'

প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন, আর্মির রেসকিউ হেলিকপ্টার তুলে নেবে আপনাদের।'

রওনা হয়ে গেল ও।

টাওয়ার থেকে নেমে প্রথমে ঢুকতে চাইল হ্যাঙারের উপর দরজা দিয়ে।

কপাল মন্দ।

ম্যানুয়ালি কোড পাল্টে দিয়েছে আর্লিং এফ ব্রুকস।

সময় নেই যে কেভিন কনলন কোড ভাঙবে।

কাজেই একমাত্র উপায় এখন: ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট।

ছুটতে ছুটতে আর্লিং এফ ব্রুকসের পরিত্যক্ত পেনিট্রেটারের

পাশে পৌঁছে গেল রানা।

দুই মিনিট পর সকাল দশটা আটচল্লিশ মিনিটে ব্রুকসের পেনিট্রেটার তৈরি করল ধুলোবালির ঝড়, নেমে পড়ল ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের পাশে। ককপিট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, ছুটতে শুরু করেছে। ইইভি খুঁজতে কষ্ট হয়নি, একটু দূরেই পড়ে ছিল মৃত মিস্টার ম্যাকআর্থারের সবুজ, খুদে বিমান টাইগার মথ।

লাফ দিয়ে বালির ট্রেঞ্চের ভিতর নামল রানা, ছিটকে গিয়ে ঢুকে পড়ল একসিটের খোলা স্টিলের দরজা দিয়ে।

দশটা একান্ন মিনিটে লেভেল সিক্স-এর আঁধার এক্স-রেল ট্র্যাকের পাশে পৌঁছে গেল রানা, উঁচু করে রেখেছে অস্ত্র।

এত নীচে ঘুটঘুটে আঁধার। সামান্য আলো বলতে পি-৯০-এর ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইটের সরু আলো। আবছা দেখা গেল সকালের লড়াইয়ে রক্তাক্ত লাশগুলোকে— শুকিয়ে গেছে রক্ত, এখন খয়েরি দেখাচ্ছে।

এয়ার ফোর্স ভার্সেস সিক্রেট সার্ভিসের লড়াই।

দক্ষিণ-আফ্রিকান রেকণ্ডো ও এয়ার ফোর্সের খণ্ড যুদ্ধ।

রানার দল ও মেরিনদের বিরুদ্ধে এয়ার ফোর্স।

দুই কারণে আবার ঢুকেছে ও এই ফ্যাসিলিটিতে। ভাবতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করল রানা: এক, যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসকে! বিষিয়ে উঠতে চাইছে ওর মন। আবারও পলের কথা মনে পড়ল। আর দুই, তিশা। বাচ্চাটা ঠিকই বলেছে, নিজ স্বার্থেই আবার এই মৃত্যু-কারাগারে এসে ঢুকেছে ও।

খুঁজে বের করতে হবে তিশাকে।

ভাইরাসের গ্রেনেড ফাটবার পর তিশার কী হয়েছে, জানে না। কী ঘটেছিল মেইন হ্যাঙারে? ওর বারবার মন বলছে: আর যাই হোক, তিশা মারা যায়নি। বাচ্চাটাও সেটা কনফার্ম করেছে।

কবজির মাইকে বলে উঠল রানা, 'তিশা! তুমি কোথায়? রানা

বলাছ, ফিরে এসোছ। শুনতে পাচ্ছ?'

এয়ার বেস যিরো নাইনের আঁধার কোথাও একটু নড়ে উঠল লেফটেন্যান্ট তিশা করিমের দেহ।

ওর স্বপ্নের ভিতর অদ্ভুত পুরুষালী ওই কণ্ঠ কী যেন বলছে!

'...এসেছি। শুনতে পাচ্ছ?'

প্রায় একঘণ্টা চেতনা ছিল না তিশার। জানে না, কোথায় আছে, এতটা সময়ে কী ঘটেছে।

মনে পড়ছে, ও ছিল কন্ট্রোল রুমে, তখন জরুরি কী নিয়ে যেন ভাবছিল, তারপর হঠাৎ করেই...

আর কিছুই মনে নেই।

পিটপিট করে চোখ মেলল তিশা। ওর পরনে এখনও উজ্জ্বল হলদে বায়োহ্যাযার্ড সুট। তবে এখন আর হেলমেট নেই মাথায়। ওটা সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

এবার কাঁধের ব্যথাটা টের পেল তিশা। পুরো চোখ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল বরফের মত ঠাণ্ডা স্রোত।

দুই স্টিলের গার্ডারের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে ওর উর্ধ্বাঙ্গ। ওকে আধ-শোয়া করে রেখেছে এক্স-এর মত করে। মাথার উপরে দুই কবজি, যেন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে ওকে। ডাক্ট টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে ওর দুই বাহু। গলার পুরু টেপ এক্স-এর সঙ্গে আটকানো। ওই একই জিনিস ওর দুই গোড়ালিতে।

অজান্তেই ঘনঘন শ্বাস ফেলতে শুরু করেছে তিশা।

কী ঘটছে এসব?

ও এখন কারও বন্দি!

ক্রুশে অসহায় ভাবে আটকানো। বড় বড় হয়ে উঠেছে ওর দুই চোখ। আস্তে আস্তে ফিরছে হুঁশ। চারপাশে চোখ ফেলল।

প্রথমে বুঝল, এখানে কোনও বৈদ্যুতিক বাতি নেই। আবছা

লালচে আলো আসছে তিনটি আগুনের কুণ্ডলী থেকে।

আবছা আভায় দেখা গেল কর্নেল চাক কোসলোস্কিকে। তাকে ক্রুশে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওর ডানদিকে। মেঝের উপর দুই পা, দুই হাত ক্রুশের উপর। চোখ বন্ধ করে রেখেছে। মাথা নেমে এসেছে বুকের উপর। সর্বক্ষণ গুঙিয়ে চলেছে।

চারপাশে চাইল তিশা।

একটা মঞ্চের কাছে কোনও ছাউনির নীচে রাখা হয়েছে ওকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাচ্চাদের অসংখ্য খেলনা। মেঝের উপর ভাঙা কাঁচ।

তিশার বুঝতে দেরি হলো না, কোথায় আছে।

এখানেই রাখা হতো পলকে, স্টেরেলাইযড লিভিং এরিয়ায়।

একটু দূরেই অবযার্ভেশন ল্যাব।

ওখান থেকে দেখা হতো ছেলেটাকে।

ঘরের ভিতর তৃতীয় এক লোককে দেখল তিশা।

তিক্ত হয়ে উঠল ওর মন।

এয়ার ফোর্স কর্নেল বার্নটন ডানকান।

বা বলা উচিত তার অবশিষ্ট!

তিশার বামের ক্রুসে রয়েছে লোকটা। দুই কবজি ক্রুসের সঙ্গে আটকানো। বুকের উপর নেমে এসেছে মাথা। আরও নামত, কিন্তু গলার টেপ বাধা দিচ্ছে।

লোকটার নিম্নাঙ্গ দেখে চমকে গেল তিশা।

ডানকানের দুই পা নেই!

কুঠার দিয়ে কেটে নেয়া হয়েছে!

কোমরের কাছ থেকে কোপ মেরে নামিয়ে দিয়েছে!

লোকটাকে দু' টুকরো করেছে। কাঁচা লালচে থকথকে মাংস বেরিয়ে আছে। চারপাশে গরু জবাইয়ের মত থিকথিকে রক্ত। মেরুদণ্ডের হাড়ের নীচের অংশ খোঁচা দিচ্ছে মেঝেতে।

জীবনে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেনি তিশা।

চোখ সরিয়ে নিয়ে ঘরের চারপাশে চাইল।

বুঝে ফেলেছে ওর পরিণতি কী হতে চলেছে।

এবার দানবটাকে দেখতে পেল তিশা।

বেশি দিন হয়নি এয়ার বেস যিরো নাইনে এসেছে পিশাচটা।

ডেভিল ডেভিডসন!

লাসভেগাসের সার্জেন!

এই লোক ইন্টারস্টেট জুড়ে মানুষ তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে খুন করত। প্রাক্তন মেডিকেল ছাত্র। শিকার ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কেটে খেয়ে ফেলত এই লোক।

বুকের ভিতর ভীষণ ভয় টের পেল তিশা।

দানবের মত বিশাল লোক সে, কমপক্ষে পৌনে সাত ফুটি। মুখ ভরা উল্কি।

একবার চাক কোসলোস্কির দিকে চাইল তিশা।

ওরা দু'জন এবং ওই দানব ছাড়া অবযার্ভেশন এলাকায় আর কেউ নেই।

এই কারণে আরও ভয় লাগছে তিশার।

লেভেল সিক্সে পুবের স্টেয়ারওয়েলে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা। ওকে পৌঁছে যেতে হবে মেইন হ্যাঙারের কন্ট্রোল রুমে। এগারোটা পাঁচ মিনিটের আগেই টারমিনেশন কোড লাগবে, নইলে এগারোটা পনেরো মিনিট বাজতেই ফাটবে নিউক্লিয়ার বোমা।

ঝটকা দিয়ে সিঁড়ি-ঘরের দরজা খুলল রানা, আর অমনি আঁৎকে উঠল ভয়ে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড এক মর্দা ভালুক, পিছনে একের পর এক মাদি ভালুক ও বাচ্চা!

ছোট ফ্ল্যাশলাইটের আলো চোখে পড়তেই থমকে গেছে মর্দা ভালুক। সিধে হয়ে দাঁড়াল আট ফুটি দানব, উঁচু করে ধরেছে দুই

থাবা। বিকট এক গর্জন ছাড়ল।

অত দেখবার সময় কই রানার, এক্স-রেল প্ল্যাটফর্মের কোনায় ক্ষিপ্র বাঁদরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বেচারা। ভয়ে শুকিয়ে গেছে গলা।

মর্দা তার বউ-বাচ্চা নিয়ে রওনা হয়ে গেল আরেক দিকে।

গাধা হফসন নিরো লোকটা ঠিকই বলেছে, তিক্ত মনে ভাবল রানা।

ভালুকের পাল বেরিয়ে এসেছে খাঁচা থেকে।

মস্ত মর্দা ভালুক হঠাৎ করেই থামল, নাক তুলে কী যেন শুঁকল, তারপর চলল পশ্চিমদিকে। ওটা স্টেশনের উল্টো দিকে।

পিছু নিয়েছে তার দলের সবাই।

পানির গন্ধ পেয়েছে। চলেছে বোধহয় লেক পাওয়েল লক্ষ্য করেই!

ভালুকের পাল একটু দূরে সরে যেতেই সাহসী হয়ে উঠল রানা, এক ছুটে ঢুকে পড়ল স্টেয়ারওয়েলে।

কেভিন কনলন প্রায় উন্মাদের মত সুপার কমপিউটারের কি বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে। শ্বাস ফেলবার সময় নেই তার।

পাঁচ মিনিট পর খুঁজে পেল এয়ার বেস যিরো নাইনের সেলফ-ডেস্ট্রাকশন রিলিয কোড।

কাজ খারাপ করিনি, ভাবল কনলন। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে।

কোডের নাম্বার ছয় শ' চল্লিশ মিলিয়ন ডিজিট!

দ্রুত টাইপ করতে লাগল কনলন।

রানা দেখে নিল আরেকবার ঘড়ি:

১০:৫২

ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি ভাঙছে। প্রায় অন্ধকার চারপাশ। আলো

বলতে শুধু রাইফেলের ফ্ল্যাশলাইটের সামান্য রশ্মি। এয়ারওয়েভে আবারও যোগাযোগ করতে চাইল।

'তিশা! রানা বলছি। শুনছ?' ফিসফিস করে বলছে। 'তিশা, আমি রানা...'

জবাব নেই কোনও।

ঝড়ের গতিতে লেভেল পাঁচের ফায়ার ডোর পাশ কাটাল রানা। দরজার পাশ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে পানি।

পৌঁছে গেল চতুর্থ লেভেলে। এটা ল্যাব লেভেল।

আর তখনই আবারও রানার কণ্ঠ শুনল তিশা। মনে হলো কত দূর থেকে আসছে ওই অদ্ভুত পুরুষের কণ্ঠ!

'আবারও বলছি, তিশা। আমি রানা।'

রানা?

ওর ইয়ারপিসে কথা বলছে মানুষটা!

কান থেকে প্রায় খসে এসেছে ওর ইয়ারপিস। তখন ওর মাথায় বাড়ি দিয়েছিল দানবটা।

বাম কবজির দিকে চাইল তিশা। ডাক্ট টেপ আটকে রেখেছে ওর কপালটাও।

কবজির উপর এখনও রয়ে গেছে সিক্রেট সার্ভিস মাইক। কিন্তু ওটার কাছে মুখ নিতে পারবে না।

আঙুলগুলো পিছনে ঘুরিয়ে নিয়ে মাইক্রোফোনে টোকা দিতে শুরু করল তিশা।

ওদিকে লেভেল টু-র দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। ওখানেই হঠাৎ থমকে গেল।

ইয়ারপিসে অদ্ভুত আওয়াজ।

ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাআপ। ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাআপ...

দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত টোকা আসছে।

মোর্স কোড!

মোর্স কোডে বলছে: 'তি....শা! তি... শা!'

'তুমি, তিশা? প্রথম আওয়াজের জন্য— "না"। দুবার আওয়াজ তুলবার জন্য— 'হ্যাঁ'!'

ট্যাপ-ট্যাপ।

'তুমি ঠিক আছ?'

ট্যাপ।

'তুমি কোথায়? শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে দাও কোন্ লেভেলে।'

ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ।

ঘড়ি দেখবার সময় নেই, কিন্তু সময় এখন ১০:৫৩।

লেভেল চারের ফায়ার ডোর খুলে ঝড়ের গতিতে ডিকমপ্রেশন চেম্বার এরিয়ায় ঢুকল রানা, হাতে উদ্যত অ্যাসল্ট রাইফেল।

চারপাশ আঁধার।

কালির মত ঘুটঘুটে।

না, লালচে আবছা আলো আসছে কোথা থেকে যেন!

এই ফ্লোরের আরেকদিকে তেমন কিছুই নেই। ডিকমপ্রেশন চেম্বার ফাঁকা, উল্টোদিকে খালি টেস্ট চেম্বার, উপরে ক্যাটওয়াক। একদিকে উপরে এবং নীচের লেভেলে যাওয়ার দরজা ও র‍্যাম্প।

লেভেল পাঁচে নামবার দরজা এখনও খোলা।

গত কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেক উপরে উঠেছে পানি। ছল-ছলাৎ লাগছে লেভেল চারের মেঝের নীচে। সমান্তরাল দরজাটা ছোট চারকোনা পুলের মত লাগছে।

পানির নীচে পুরো ডুবে গেছে লেভেল পাঁচ।

চারকোনা পুল পাশ কাটাল রানা, ওটার ভিতর ঝলাৎ আওয়াজ তুলল কী যেন। চরকির মত ঘুরে গেল রানা, রাইফেল তাক করল, কিন্তু ওখানে যাই থাক, সরে গেছে আগেই।

ধড়াস ধড়াস করে লাফাতে শুরু করেছে ওর হৃৎপিণ্ড।

এই ফ্যাসিলিটির সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে মস্ত সব ভালুক, অস্ত্র হাতে কোথাও লুকিয়ে আছে আর্লিং এফ ব্রুকস ও জন স্কল্ট। বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে ভয়ঙ্কর সব অপরাধী, অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে খুশি।

লেভেল চারের মাঝ দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল রানা, ঝটকা দিয়ে খুলল দরজা, কাঁধে তুলে নিয়েছে রাইফেল।

তখনই তিশাকে দেখল। ও আছে পলের চারকোনা ভাঙা কাঁচের ঘরে। বিদঘুটে এক স্টিলের ক্রুশের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে ওকে।

প্রায় উড়ে অবযার্ভেশন এরিয়া পেরুল রানা, গিয়ে বসে পড়ল তিশার পাশে। হাত থেকে নামিয়ে রাখল পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, দুই হাতে আলতো করে ধরল তিশার মুখ, কী করছে বুঝবার আগেই চুমু দিল ঠোঁটে।

অবাক হয়ে বড় বড় চোখে ওকে দেখছে তিশা। তারপর বুঝল, সত্যিই রানা ওকে চুমু দিয়েছে!

এবার সাড়া দিল তিশা।

কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে নিল।

তিশার দু'পাশে দুই ক্রুশে দু'জনকে দেখল রানা।

চাক কোসলোস্কি, বোধহয় চেতনা হারিয়েছে ভয়ে।

উল্টো দিকে মৃত কর্নেল ডানকান। কোমরের নীচ থেকে কেটে নেয়া হয়েছে তার দুই পা। ছুরির মত বেরিয়ে আছে লোকটার কাটা মেরুদণ্ড।

'সর্বনাশ...' ফিসফিস করে বলল রানা।

'হাতে সময় নেই, রানা,' কেঁপে গেল তিশার কণ্ঠ। 'লোকটা যে-কোনও সময় ফিরবে।'

'কে সে?' চড়াৎ চড়াৎ আওয়াজে তিশার ডাক্ট টেপ খুলতে শুরু করেছে রানা।

'ডেভিল ডেভিডসন।'

হাতের গতি বাড়ল রানার। খুলে এল তিশার গলার উপরের টেপ। এবার খুলতে চাইল কবজির টেপ।

তখনই মনে হলো দেয়ালের ভিতর দিয়ে বেরুল জোরালো আওয়াজ।

রানার চোখে চাইল তিশা, ভীষণ ভয় পেয়েছে।

'এয়ারক্রাফট এলিভেটার...' নিচু স্বরে বলল রানা।

'উপরে গিয়েছিল লোকটা,' চাপা শ্বাস ফেলল তিশা। 'এখন ফিরছে। রানা, জলদি!'

দ্রুত চলছে রানার হাত, টেনে খুলছে আঠালো ডাক্ট টেপ। কিন্তু খুব শক্ত করে সেঁটে দিয়ে গেছে ডেভিল ডেভিডসন। সময় লাগছে অনেক বেশি।

পলের মঞ্চের মত উঁচু জায়গায় একগাদা ভাঙা কাঁচ। ধারালো কোনও টুকরো দিয়ে ডাক্ট টেপ কাটতে পারবে। উঠে দাঁড়িয়ে ওখানে চলে গেল রানা, উবু হয়ে খুঁজতে শুরু করেছে ভাল টুকরো। পেয়েও গেল, আর তখনই পিছন থেকে বলল তিশা, 'রানা!'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ওখানেই থমকে গেল। মস্ত কাঁধওয়ালা এক দানব এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে।

মাঝে বড়জোর তিন ফুট, ছায়ার ভিতর থেকে নিস্পৃহ চেহারায় ওকে দেখছে সে।

মোটেও নড়ছে না।

রানার মাথা থেকে পৌনে এক ফুট উপরে লোকটার মাথা। নীরবে চেয়ে আছে ঘোর লাগা চোখে।

এতই চমকে গেছে রানা, টের পেল না সে সামনে বাড়ছে।

'কুমিরের বাড়ি থেকে কখনও চুরি করে না শেয়াল, কথাটা কখনও শুনেছ?' ছায়ার ভিতর দাঁড়ানো লোকটা বলল।

ঠোঁট নড়তে দেখেনি রানা। আস্তে করে ঢোক গিলল ও।

'শেয়াল চুরি করতে যায় না, কারণ, ও জানে না কখন কুমির বাড়ি ফিরবে,' বলল লোকটা।

আগুনের আলোয় একপাশে সরল সে।

এবার ভয়ঙ্কর মুখটা দেখল রানা। বিকট, সারাজীবনে এমন কাউকে দেখেনি। বামগাল ও কপালে কালো উল্কি, যেন পাঁচটা আঙুল খুবলে তুলছে মাংস।

উচ্চতায় পৌনে সাত ফুট হবে লোকটা। দুই কাঁধ ও পা গাছের গুঁড়ির মত। পরনে কয়েদিদের নীল জিন্স শার্ট ও প্যান্ট। ছিঁড়ে নিয়েছে শার্টের কবজি। কালো দুই মণির ভিতর কোনও মানবিক অনুভূতি নেই। যেন কালো দুটো কূপ।

হাসতে শুরু করেছে ডেভিল ডেভিডসন, বেরিয়ে এল নোংরা হলদে বড় বড় দাঁত।

রানার মনে হলো ওকে সম্মোহন করা হচ্ছে। চট্ করে একবার তিশার দিকে চাইল। ওখানে রেখে এসেছে পি-৯০ রাইফেল। পরক্ষণে হোলস্টারে থাবা দিল, বের করে ফেলল দুই পিস্তল।

ও কী করবে, আগেই বুঝেছে দানবটা।

ঝট্ করে সামনে বেড়েই কেউটের মত ছোবল দিয়েছে। মস্ত দুই হাত নেমেছে রানার দুই কবজির উপর।

রানা কিছু করবার আগেই বুঝল, চাপ বাড়ছে ওর কবজির হাড়ে।

এমন ভীষণ ব্যথা আগে কখনও লাগেনি। রানা হঠাৎ বুঝল, বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে নিতে চাইছে। ওর দুই কবজি ঢুকে গেছে দানবের দুই মুঠোর ভিতর। বন্ধ হয়ে গেছে গোটা হাতের রক্ত চলাচল। টকটকে লাল হয়ে গেল আঙুলগুলো, মনে হচ্ছে, এবার ডগা ফেটে ফিনকি দিয়ে বেরুবে রক্ত।

হাত থেকে ঠং-ঠং শব্দে মেঝেতে পড়ল দুই পিস্তল। লাথি

দিয়ে ওগুলোকে সরিয়ে দিল দানব।

শত্রুর হাতে পিস্তল নেই, এবার একহাতে রানার গলা ধরল লোকটা, তুলে ফেলল শূন্যে, তারপর উড়িয়ে ফেলে দিল পলের ঘরের আরেক প্রান্তে।

ছেঁড়া কাপড়ের পুতুলের মত মঞ্চের আরেক দিকে গিয়ে নামল রানা, মেঝেতে ছেঁচড়ে চলেছে, নানাদিকে ছিটকে গেল খেলনাগুলো, তারপর মঞ্চ পেরিয়ে ধুপ করে পড়ল ও মেঝেতে।

মঞ্চ পাশ কাটিয়ে রানার দিকে রওনা হয়ে গেছে ডেভিল ডেভিডসন। প্রতি পদক্ষেপে মুড়মুড় করে ভাঙছে কাঁচ।

উপর থেকে মেঝেতে পড়ে গুঙিয়ে উঠেছে রানা, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইল।

সেজন্য কষ্ট করতে হলো না ওকে।

বড় কয়েক পা ফেলে পৌঁছে গেছে ডেভিল ডেভিডসন।

কমব্যাট ওয়েবিং ধরে রানাকে টেনে তুলল সে, ওর চোয়ালে বসিয়ে দিল ভয়ঙ্কর এক ঘুষি। ঝটকা খেয়ে পিছিয়ে গেল রানার মাথা।

হতবাক হয়ে সব দেখছে তিশা। এখনও ডাক্ট টেপে বন্দি ওর দুই হাত। পাশেই রানার পি-৯০ রাইফেল।

নাকে-মুখে একের পর এক ঘুষি লাগতেই ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে অসহায় রানার মাথা।

একতরফা মার চলছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিরতি নিল ডেভিল, দুই হাত সরিয়ে নিতেই ধুপ করে স্তূপের মত মেঝের উপর পড়ল রানা।

নতুন উদ্যমে সামনে বাড়ল লোকটা। টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াতে চাইল রানা।

ঠিক তখনই ওকে খপ করে ধরল দানব, ছুঁড়ে ফেলে দিল লেভেল চারের মাঝের দরজা দিয়ে ওপাশে। মেঝেতে পড়ে পিছলে

চলে গেল রানা ডিকমপ্রেশন এরিয়ায়।

পিছু নিয়েছে দৈত্যটা।

তার বেদম এক লাথি খেয়ে গড়াতে শুরু করেছে রানা, দু'বার গড়িয়ে যাওয়ার পর পৌঁছে গেল মেঝের দরজার পাশে।

আর তখনই পাশের পানির পুল থেকে উঠে এল বিশাল এক সরীসৃপ, রানার মাথা গিলে নেয়ার জন্য মস্ত চোয়াল হাঁ করেছে!

গিজগিজে দাঁত দেখল রানা, স্রেফ পাগল হয়ে উঠল সরে যাওয়ার জন্য। ওর খাড়া নাক থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে খপাৎ করে বন্ধ হলো প্রকাণ্ড গিরগিটির চোয়াল।

সর্বনাশ! ভীষণ ভয় পেয়েছে রানা। শরীর গড়িয়ে সরে যেতে চাইল।

কমোডো ড্রাগনও ছাড়া পেয়েছে!

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গিরগিটি। সুযোগ পেলে মানুষ চিবিয়ে খায়। প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, এই বেসে এসব আছে। লেভেল পাঁচ-এ কোডিয়াক ভালুক আর কমোডো ড্রাগন রাখা হয়েছে ভাইরাসটা পরীক্ষা করবার জন্য।

জানোয়ারগুলোর খাঁচার দরজায় ইলেকট্রিক তালা ছিল। ফ্যাসিলিটির পাওয়ার ফেইল করতেই সব বেরিয়ে পড়েছে।

পুলের ভিতর কমোডো ড্রাগন দেখেই অশুভ হাসি হাসতে শুরু করেছে ডেভিল ডেভিডসন। মেঝে থেকে খপ্ করে রানাকে তুলল সে, উঁচু করে ধরল সরীসৃপ ভরা পুলের উপর।

কোলে তুলে নেয়া নাদান বাচ্চার মত প্রাণপণে পা ছুঁড়ছে রানা, কিন্তু ওর দুই হাত আছে দানবের ডান মুঠোর ভিতর, অন্য হাতে ধরেছে দুই উরু।

আঁধার পানির ভিতর কমপক্ষে দুটো কমোডো ড্রাগন দেখেছে রানা। একেকটা অ্যালিগেটারের সমান বা তারচেয়ে বড়!

ভাববার মাত্র এক সেকেণ্ড সময় পেল রানা, তারপর ওকে

পুলের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেভিল।

ঝপাস্ করে পানিতে পড়েছে রানা। চারপাশে ছিটকে গেল ফেনা ও জলকণা।

এক সেকেণ্ড পর মেঝের দরজার পাশে প্যানেলের সুইচ টিপে দিল খুনিটা। খটাস্ করে বন্ধ হয়ে গেল স্লাইডিং ডোর।

সিল করে দেয়া হয়েছে।

এখন লেভেল পাঁচ থেকে উঠতে পারবে না কেউ।

স্লাইডিং ডোরের নীচ থেকে ধুপধাপ আওয়াজ শুনে জোরে হেসে উঠল ডেভিল ডেভিডসন।

নীচের ওই লোকটা বেরুতে চায়!

কিন্তু পারবে না!

ছল-ছলাৎ আওয়াজ হচ্ছে পুলের ভিতর। এবার ড্রাগনগুলো ছিঁড়ে খাবে গাধা লোকটাকে!

চওড়া হাসতে হাসতে আবারও তিশার পাশে পৌঁছে গেল ডেভিডসন।

ভীষণ ভয় নিয়ে ওকে দেখছে সুন্দরী মেয়েটা।

তাতে আরও ভাল লাগল ডেভিলের।

এদিকে তিশা ভাবছে: পিশাচটা নিশ্চয়ই রানাকে... না, এমন হওয়ার কথা নয়! ...না!

হাঁটুর উপর ঝুঁকে এসে তিশার চোখে চাইল ডেভিডসন। তার মুখ থেকে ভয়ঙ্কর বোটকা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। হয়তো মানুষের মাংস খায় বলেই!

কালো চুলগুলো নেড়ে দিল সে।

'কী লজ্জার কথা, কী বলো,' আদুরে সুরে বলল। 'রাজার চকচকে বর্ম পরা নাইট নিজেকে যতটা সাহসী মনে করেছিল, আসলে তা ছিল না। ...আর তারমানেই রয়ে গেলাম শুধু আমরা। এবার খুব কাছ থেকে চিনব তোমাকে। তোমার প্রতিটা রোম...'

'বোধহয় সম্ভব হবে না,' লোকটার পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল বেসুরো সুরে।

চরকির মত ঘুরে গেল দানবটা।

ডিকমপ্রেশন এরিয়ার এ পাশে এসে থেমেছে পানিতে চুপচুপে মাসুদ রানা।

'ওই মেয়ের গায়ে টোকা দেয়ার আগে আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে তোমার।'

বিকট গর্জন ছাড়ল ডেভিডসন, খপ্ করে তুলে নিল রানার পি-৯০ রাইফেল, পরক্ষণে ব্রাশ ফায়ার করল শত্রুকে শেষ করতে।

অবশ্য আগেই দরজার ওপাশে বেরিয়ে গেছে রানা, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে।

গুলির আওয়াজ চলল একটানা।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর রাইফেলের ম্যাগাযিনের গুলি ফুরিয়ে গেল, বিরক্ত হয়ে অস্ত্রটা ডিকমপ্রেশন এরিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল লোকটা।

ওখানে মেঝের দরজা পুরো খোলা। পানির ঢেউ লাগছে মেঝের নীচে। ঘুরছে কমোডো ড্রাগনগুলো।

অদ্ভুত কোনও কারণে রানাকে ধরতে আসেনি ওগুলো।

ডিকমপ্রেশন চেম্বারের কাছে পুলের পাশে রানাকে দেখল ডেভিল ডেভিডসন।

এতে ভীষণ রাগ হলো তার, তেড়ে গেল রানার দিকে। ডান হাত তুলেছে ঘুষি দেয়ার ভঙ্গিতে। এবং পৌঁছেও গেল শত্রুর কাছে।

আর ঠিক তখনই ঝট্ করে সরে গেল রানা, আগের চেয়ে অনেক শান্ত। শত্রুর নড়াচড়া খেয়াল করছে।

চরকির মত ঘুরল দানব, আবারও ঘুষি দিল শত্রুর বুক লক্ষ্য করে।

কিন্তু ততক্ষণে সরে গেছে রানা, এবার ওর ঘুষি ধুপ্ করে

নামল লোকটার মুখে।

ক্রচ্! আওয়াজ উঠল নীরবতার ভিতর।

ভচকে গেছে দানবের নাক।

ব্যথার চেয়ে বড় কথা, ভীষণ অবাক হলো লোকটা। হাত তুলে নাক ধরল, রক্ত দেখেই বিস্ময় ফুটল চেহারায়। যেন বুঝতে পারছে না, কীভাবে তাকে কেউ কষ্ট দিতে পারে!

রানার পরের ঘুষি নামল লোকটার চোয়ালের উপর। এবার সামান্য টলে গেল দানব।

রানার তৃতীয় ঘুষি নামল লোকটার ডান চোখের উপর। এক পা পিছিয়ে গেল ডেভিডসন।

রানার পরের ঘুষিটা ওর সারাজীবনের সেরা ঘুষি।

আরেক পা পিছাল দানব, পৌঁছে গেছে পুলের কিনারায়।

রানার পরবর্তী ঘুষি পড়ল ঠিক ওর ভাঙা নাকের উপর।

সামান্য কাত হয়ে গেল লোকটা, তখনই হড়কে গেল ডান পা। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল কমোডো ড্রাগন ভরা পুলের ভিতর!

চারপাশে ছিটকে উঠল পানি। নানাদিকে সরছে ফেনা। ওগুলো সরে যেতেই ব্যগ্র হয়ে ছুটে এল একপাল কমোডো ড্রাগন। কালো রঙের সরীসৃপগুলো কিলবিল করছে আঁধারে। নীচে কয়েকটা থাবা ও লেজ দেখল রানা।

সরীসৃপগুলো ব্যস্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডেভিল ডেভিডসনের উপর।

বারকয়েক কাতরে উঠল লোকটা। আগুনের আবছা আলোয় দেখা গেল লালচে হয়ে উঠেছে পানি। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার দুই পা। আরাম করে মাংস খেতে শুরু করেছে কমোডো ড্রাগন।

বোধহয় মাথা চিবিয়ে কেটে নিয়ে গেছে। দুই ভুরু কুঁচকে গেল রানার। লোকটা মস্ত পিশাচ ছিল, কিন্তু কারও এমন মৃত্যু কামনা করে না ও!

একপলক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর মেঝের দরজার পাশের সুইচ টিপে দিল। স্লাইডিং দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ফিরে চলল তিশার কাছে।

১০:৫৯

একমিনিট পেরুবার আগেই তিশাকে মুক্ত করল রানা, এরপর খুলে দিল কর্নেল চাক কোসলোস্কির টেপ। লোকটা ভীষণ ভয়ে নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়েছে।

'আমার জন্মদিন সত্যিই কুফা,' হতাশ হয়ে বলল তিশা।

ওরা চলেছে ডিকমপ্রেশন এরিয়ার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর তিশা বলল, 'ওখানে কী হলো? আমি ভেবেছিলাম...'

'কমোডো ড্রাগনের পুলের ভিতর ফেলে দিয়েছিল,' বলল রানা।

'তারপর ফিরলে কী করে?'

ম্যাগহুক বের করে দেখাল রানা। 'তখনই মনে পড়ল, পল বলেছিল সরীসৃপরা ম্যাগনেটিক ডিসচার্জ সহ্য করতে পারে না। টিপে দিয়েছিলাম ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলিং হুকের বাটন। আর ডেভিডসনের কপাল মন্দ, ও যখন পুলের ভিতর গিয়ে পড়ল, ওই জিনিস ছিল না ওর কাছে।'

'বেঁচেছি,' বিড়বিড় করল তিশা। কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল, 'প্রেসিডেন্ট আর পল কোথায়?'

'নিরাপদেই আছে। কমপ্লেক্সের বাইরে।'

'আবারও ফিরলে কেন?'

ঘড়ির দিকে চাইল রানা।

সকাল ১১:০০

'দুটো কারণে,' বলল রানা। 'প্রথমত: পাঁচ মিনিটের ভিতর ফ্যাসিলিটির সেলফ-ডেস্ট্রাকশন মেকানিযম অ্যাক্টিভেট হবে। তার দশ মিনিট পর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সব।

ওটা যদি ঠেকাতে না পারি, আগেই আর্লিং এফ ব্রুকসকে সরিয়ে নিতে হবে।'

'এক সেকেণ্ড,' অবাক হয়ে বলল তিশা। 'ব্রুকসকে বাঁচাতে হবে?'

'হ্যাঁ, ওই লোক প্রেসিডেন্টের ট্র্যান্সমিটারের মতই একটা বসিয়ে নিয়েছে নিজের হৃৎপিণ্ডে। ও যদি মরে, আমেরিকার চোদ্দটা শহরে ফাটবে পারমাণবিক বোমা।'

'সত্যিকারের কুকুর,' মন্তব্য করল তিশা। 'আর দ্বিতীয় কারণ?'

রানা ধীরে ধীরে বলল, 'তিশা নামের একটা মেয়ে...'

হাজার ওয়াটের বালবের মত জ্বলে উঠল তিশার মুখ। 'পরে না হয় শুনব,' চাপা স্বরে বলল। হঠাৎ ভীষণ লাল হয়ে গেছে ওর মুখ।

'আরেকদিন বেড়াতে যাব,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'সেবার... তোমাকে কিছু কথা...'

শেষ করতে পারল না ও, পিছন থেকে আসছে কে যেন!

'ভাইরে! ছেড়ে যাবেন না আমাকে!' করুণ আর্তি জানাল চাক কোসলোস্কি। পিছন থেকে ধেয়ে আসছে।

'তুমি কিন্তু পরেরবার ঘরে পৌঁছে দেয়ার সময়...' থেমে গেল তিশা।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'জানি, আপা বলেছেন।'

তেইশ

সকাল এগারোটা এক মিনিট।

দ্রুত গতিতে মিনি এলিভেটার নিয়ে উপরে চলেছে রানা ও

তিশা। ওদের কাছে অস্ত্র বলতে রানার দুই পিস্তল। তিশাকে দিয়েছে রানা এম৯ পিস্তল। নিজে রেখেছে ডেযার্ট ঈগল।

চাক কোসলোস্কিকে লেভেল ছয়-এ ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছে রানা। লোকটা যখন অর্ধেক কাটা কর্নেল বার্নটন ডানকানের দেহ দেখল, আর আপত্তি তোলেনি, খুশি মনে পালাতে শুরু করেছে এয়ার বেস যিরো নাইন ছেড়ে।

'জানি না তুমি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিস্টেম থামাতে পারবে কি না,' বলল তিশা। 'এগারোটা পাঁচের আগেই লক ডাউন কোড ব্যবহার করতে হবে। অথচ কোডই জানি না আমরা।'

'আরেকজনকে এ কাজটা দিয়েছি,' বলল রানা। পকেট থেকে বের করল সেল ফোন, রিডায়াল করল।

এক মুহূর্ত পর শোনা গেল কেভিন কনলনের কণ্ঠ: 'বলুন?'

'মিস্টার কনলন, কী অবস্থা?'

'লকডাউন টার্মিনেশন কোড ১০৪১০১,' বলল যুবক। 'ওই সিস্টেম হ্যাক করে বের করতে হয়েছে সোর্স কোড। কমপিউটার বলছে ওটার সত্যিকারের মালিক ছিল কর্নেল বার্নটন ডানকান।'

'ওটা আর কাজে লাগবে না ওর,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, মিস্টার কনলন, বেঁচে ফিরতে পারলে আপনাকে ঠাণ্ডা বিয়ার খাওয়াব।'

'অপেক্ষায় রইলাম।'

ফোন রেখে তিশার দিকে চাইল রানা।

'এবার নিউক্লিয়ার বোমার কাউন্টডাউন থামাতে হবে। তারপর লাগবে জীবিত আর্লিং এফ ব্রুকসকে।'

অন্ধকার শাফট বেয়ে উঠে চলেছে ওরা।

উপরে হাঁ হয়ে আছে মস্ত খাদ।

লালচে আলো আসছে মশালের আগুন থেকে।

ডেভিল ডেভিডসন নামিয়ে নিয়ে গেছে লেভেল চার-এ মেইন

এলিভেটার। রানা ও তিশা যখন অবযার্ভেশন ল্যাব থেকে বেরিয়ে মিনি এলিভেটারে উঠল, পাশেই ছিল মস্ত প্ল্যাটফর্ম। ওটার বুকে পড়ে ছিল কমপক্ষে পনেরোটা লাশ। এরা পলাতক-বন্দি, নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো, মেরিন যোদ্ধা ও হোয়াইট হাউসের স্টাফ। বোধহয় এসব লাশ বিকৃত করবার ইচ্ছা ছিল ডেভিডসনের।

এখন উপরে হাঁ হয়ে আছে মস্ত খাদ। দ্রুত গতি তুলে উঠছে রানা ও তিশার মিনি এলিভেটার। কয়েক সেকেণ্ড পর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তিশা, প্ল্যাটফর্মের নীচ থেকে বের করল কী যেন।

একটা ম্যাগহুক।

তিশা গতবার যখন ওঠে মিনি এলিভেটারে, প্ল্যাটফর্মের নীচে রেখেছিল যন্ত্রটা।

'তৈরি হয়ে নাও,' বলল রানা।

মেইন হ্যাঙারে উঠে আসছে ওদের প্ল্যাটফর্ম।

মনে হলো হ্যাঙারের গ্রাউণ্ড ফ্লোর আস্ত নরক।

চারপাশের মেঝেতে জ্বলন্ত মশাল। কমলা আগুনের আবছা আলো। চারপাশে ছিটিয়ে আছে লাশ।

নানা জায়গায় জঞ্জাল। বিধ্বস্ত হয়েছে কপ্টার ও তেলাপোকা, ছিটকে পড়েছে কোবরা ইউনিটের ব্যারিকেড, ভেঙে পড়েছে কাঁচের সব অফিস— যেন কিছুই আস্ত নেই।

হ্যাঙারের কণ্ট্রোল রুমের বেরিয়ে থাকা কাঁচের জানালা চুরচুর হয়ে খসে পড়েছে।

এমন কী উপরের ক্রেন সিস্টেমের মস্ত কাঠের এক ক্রেটের এক কোনা বিঁধেছে নাইটহক টু-র টেইল রোটরে।

কিন্তু সারা সকালে একটা জিনিস একদম নিখুঁত রয়ে গেছে— ওটা মেরিন ওয়ান। এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট থেকে পশ্চিমে ওটার কিছুই হয়নি।

হ্যাঙারের মেঝেতে মিনি এলিভেটার থামতেই চারপাশ একবার দেখে নিল রানা ও তিশা।

ঘড়ি জানিয়ে চলেছে: ১১:০২

'সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট কমপিউটার কন্ট্রোল রুমে,' বলল তিশা।

'আগে ওখানেই যাব,' বলল রানা।

রওনা হয়ে গেল ও নির্দিষ্ট দালানের দিকে।

'একমিনিট, দাঁড়াও,' বলল তিশা। ওর চোখ মেঝের উপর, কী যেন খুঁজছে।

'ওই একমিনিট আমাদের নেই,' তাড়া দিল রানা।

'তা হলে একা যাও,' বলল তিশা। 'বিপদ হলে ডেকে নিয়ো। একটা জিনিস খুঁজব।'

'ঠিক আছে।' কন্ট্রোল দালানের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা।

একবার ওকে দেখে নিয়ে মিনি এলিভেটারের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল তিশা, লাশ ও জঞ্জালের ভিতর কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে।

ওদিকে কন্ট্রোল রুমের নীচতলায় পৌঁছে গেছে রানা, ডেযার্ট ঈগল পিস্তল বাগিয়ে ঝড়ের গতিতে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। সারা সকালে প্রথমবারের মত নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে হলো ওর। হাতে চলে এসেছে কোড— ১০৪১০১। এবার শুধু টাইপ করবে কমপিউটারে, ডিজআর্ম করবে নিউক্লিয়ার বোমা।

আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ডোরা এখন ইতিহাস, এরপর সময়মত লোকটাকে খুঁজে নেবে ও। আত্মহত্যা করতে দেবে না, ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে বাইরে।

১১:০৩

কন্ট্রোল রুমের দরজার সামনে পৌঁছে গেল রানা, দড়াম করে খুলল কবাট, সামনে বাড়িয়ে রেখেছে পিস্তল। কিন্তু ভীষণ অবাক

হতে হলো ওকে।

প্রায় বিধ্বস্ত কমাণ্ড রুমের ভিতর নিজের সুইভেল চেয়ারে বসে আছে আর্লিং এফ ব্রুকস। যেন অপেক্ষা করছিল রানার জন্যেই। ঠোঁটে চাওড়া হাসি।

'জানতাম তুমি ফিরবে,' বলল স্বাভাবিক কণ্ঠে।

তার হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

'মেজর, তুমি কি জানো তোমার মত দক্ষ, কৌশলী অফিসার খুব কমই হয়? আমাদের দেশে তো এমন প্রায় নেই-ই। তোমার আছে সত্যিকারের সাহস ও বুদ্ধি, তবে কোনও যুক্তি বোঝো না। বোধহয় ভাবছ আমাকে রক্ষা করবে। এটা তোমার মস্ত ভুল ধারণা।' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সে। 'আর সেকারণে মরতে হবে তোমাকে।'

ঠিক তখনই রানার কানের পাশে ক্লিক আওয়াজ হলো। কক্ করা হয়েছে একটা পিস্তল।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা, ওখানেই থমকে গেল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেজর জন স্কল্ট। রুপালি সিগ-সাওয়ার পিস্তলের নল খোঁচা দিল রানার কানের পাশে।

১১:০৪

'এসো, রানা,' নরম স্বরে বলল ব্রুকস। 'ভিতরে এসো।'

পিছন থেকে রানার পিস্তল কেড়ে নিল স্কল্ট। পিঠে ধাক্কা দিয়ে রানাকে সামনে বাড়াল সে।

ঘরের ভিতর ভেঙেচুরে পড়ে আছে নানা কিছু।

'এসো, রানা, নিজ চোখে দেখো কীভাবে মরবে বর্তমানের আমেরিকা,' পাশের জ্বলজ্বলে মনিটর দেখাল ব্রুকস।

বাইরের কন্ট্রোল টাওয়ারে এই একই শব্দগুলো পড়েছে রানা অন্য মনিটরে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ, এয়ার বেস (আর) যিরো নাইন

ফেইলসেফ সিস্টেম হিস্টরি

৮-২-৩৪৫৭০২২৪১

টাইম

কি অ্যাকশন

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬৬৭ অথোরাইযড লকডাউন প্রোটোকল ॥ ইনিশিয়েট কোড এন্টার্ড এনেবল ॥ ০৮০১ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ॥ কন্টিনিউ ॥ ০৯০০ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল ॥ এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ॥ কন্টিনিউ ॥ ১০০৫ ॥ নো অথোরাইযড কোড ॥

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট এন্টার্ড

মেকানিযম আর্মর্ড ॥ ১০০৫

.....

ওয়ার্নিং: ইমার্জেন্সি প্রোটোকল অ্যাকটিভেটেড। ইফ ইউ ডু নট এন্টার অ্যান অথোরাইযড লকডাউন এক্সটেনশন অর টার্মিনেট কোড বাই ১১০৫ আওয়ার্স, ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউয়েন্স উইল বি অ্যাকটিভেট। সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউয়েন্স ডিউরেশন: ১০:০০ মিনিট্স্।

.....

ওয়ার্নিং!

.....

কমপিউটারের স্ক্রিনের নীচে টিকটিক করে চলছে ঘড়ি:

১১:০৪:২৯

১১:০৪:৩০

১১:০৪:৩১

'টিক-টিক-টিক করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে,' আয়েস করে বলল ব্রুকস। 'তোমার নিশ্চয়ই খুব হতাশ লাগছে? এবার কোনও কৌশল তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। স্পেস শাটল নেই যে ভেগে যাবে। কোনও গোপন পথ নেই। একবার দশমিনিটের সেলফ-ডেস্ট্রাকশন সিকিউয়েন্স চালু হলে কেউ ঠেকাতে পারবে না ওটাকে। আমি মরব, তুমি মরবে, মরবে আমেরিকার বহু লোক।'

ঘড়ি চলছে নিজ নিয়ম মেনে।

কাভার দিয়ে রেখেছে জন স্কল্ট, অসহায় ভাবে ঘড়ির দিকে চেয়ে রইল রানা।

এগারোটা পাঁচ মিনিট হতে আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড!

১১:০৪:৫৬

১১:০৪:৫৭

রাগ ও হতাশায় হাতের দুই মুঠো পাকিয়ে ফেলল রানা।

কোড় জানে ও। কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না।

তিশা কোথায় গেল?

করছে কী ও?

১১:০৪:৫৮

১১:০৪:৫৯

১১:০৫:০০

'বুঝলে রানা, উড়ে গেল তোমার রকেট,' হাসল ব্রুকস।

মুখ কালো হয়ে গেছে রানার।

স্পিকারে টিটটিট আওয়াজ উঠল। নতুন লেখা উঠল স্ক্রিনে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ, এয়ার বেস (আর) যিরো নাইন

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন সিকিউয়েন্স অ্যাকটিভেটেড.

১০:০০ মিনিট্স্ টু ডেটোনেশন.

এবার স্ক্রিনে শুরু হলো দপদপ করা কাউন্টডাউন:

১০:০০.

৯:৫৯.

৯:৫৮.

ঠিক তখনই কমপ্লেক্সের ভিতর জ্বলে উঠল ব্যাটারি চালিত লাল বাতি। রক্তিম আলোয় অদ্ভুত লাগছে মেইন হ্যাঙার। এয়ারক্রাফট এলিভেটার খাদে ওই একই বাতি। জ্বলতে শুরু করেছে কন্ট্রোল রুমের ভিতরও।

ইমার্জেন্সি পিএ সিস্টেমে গমগম করে উঠেছে এক ইলেকট্রনিক কণ্ঠ:

'ওয়ার্নিং! টেন মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

লাল বাতির ভিতর ওরা যেন টকটকে রক্তে ভাসছে। ঠিক তখনই একপলকের জন্য জন স্কল্টকে চোখ সরিয়ে নিতে দেখল রানা।

সুযোগটা নিল ও। আমেরিকান মেজরকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল কমপিউটার কন্সোলের উপর।

ঝট্ করে পিস্তল ঘোরাল লোকটা, কিন্তু একইসময়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা, হাতটা ধরেই কন্সোলের উপর নামিয়ে আনল কবজি— পিস্তলটা স্কল্টের হাত থেকে মেঝের উপর খটাস্ করে পড়ল।

চেয়ারে আরাম করে বসে আছে ব্রুকস্, তৃপ্তি নিয়ে হাসছে। তার সেরা কমাণ্ডোর সঙ্গে লড়তে চাইছে এক বাঙালি অফিসার।

লাল ইমার্জেন্সি বাতির ভিতর হাতাহাতি শুরু করেছে জন স্কল্ট ও মাসুদ রানা। আলাদা দুই দেশের এলিট ফোর্সের যোদ্ধা ওরা। প্রায় একই শিক্ষা পেয়েছে। প্রতিটা ঘুষি বা কারাতে চপ একই ধরনের।

কিন্তু আজ ভোর থেকে নানাদিকে ছুটতে হয়েছে রানাকে, হতক্লান্ত হয়ে উঠেছে। ওর তুলনায় জন স্কল্টের ঘুষিতে অনেক জোর।

রানার জোরালো একটা ঘুষি এড়িয়ে ভিতরে ঢুকে এল স্কল্ট, বামহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেই ট্যাকল করল। মেঝে থেকে তুলে ফেলেছে রানাকে, উড়িয়ে নিয়ে গেল ভাঙা জানালার দিকে।

কমাণ্ড রুমের ভাঙা জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল রানা। যাচ্ছে পিছন দিকে। হঠাৎ করেই নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল। চোখ বুজে ফেলেছে, এবার তিরিশ ফুট উপর থেকে আছড়ে পড়বে মেঝের কংক্রিটের উপর।

পড়ল, কিন্তু তেমন ব্যথা লাগল না।

ধুপ! করে একটা আওয়াজ শুনল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল। বেশ দুলছে ও। নেমেছে একটা কাঠের মেঝের উপর।

মেইন হ্যাঙারের সিলিঙের রেল নেটওঅর্ক থেকে ঝুলন্ত ক্রেটের উপর পড়েছে।

মনে পড়ল ওর, এই ক্রেট ভাসছিল কন্ট্রোল রুমের জানালা থেকে একটু বামে।

ছয় ফুট উপরের ওভারহেড রেল থেকে ঝুলছে পুরু তিনটে শিকল, ওগুলোই আটকে রেখেছে প্রকাণ্ড ক্রেট। শিকলগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে স্প্রিং দিয়ে তৈরি মেকানিযম। জিনিসটা নেকলেসের ল্যাচের মত।

রিঙের মেকানিযমের সঙ্গে রয়েছে চারকোনা কন্ট্রোল ইউনিট, ওটার ভিতর তিনটে বড় বাটন। ওগুলো দিয়েই সামনে-পিছনে বা ডানে-বামে সরিয়ে নেয়া হয় ক্রেট।

হঠাৎ খুব দুলে উঠল ক্রেট। মুখ তুলে রানা দেখল কন্ট্রোল রুমে থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছে জন স্কল্ট।

ওদিকে হঠাৎ জোরালো আওয়াজ শুনেছে তিশা হ্যাঙারের মেঝে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ করে উপরে চেয়েছে।

এইমাত্র জঞ্জালের ভিতর নিজের দরকারী জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে। মুখ তুলেই দেখল কন্ট্রোল রুমের জানালা দিয়ে উড়ে বেরুলো রানা। ধুপ করে পড়ল কাঠের এক ক্রেটের উপর। ওটা আছে চব্বিশ ফুট উপরে।

মাত্র দু' সেকেণ্ড পর তিশা দেখল, জানালা দিয়ে নেমে এল জন স্কল্ট। সহজেই পৌঁছে গেল সে পড়ে থাকা রানার পাশে।

'হায় আল্লা!' শ্বাস আটকে ফেলল তিশা। ঝট্ করে পিস্তল বের করল, কিন্তু ঠিক তখনই ওর চারপাশের মেঝেতে এসে ফুলকি তুলল কমপক্ষে দশটা গুলি।

ডাইভ দিয়ে কয়েকটা লাশের আড়ালে সরে গেল তিশা। মুখ তুলে দেখল, ভাঙা জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর্লিং এফ ব্রুকস। হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। গলা উঁচু করে বলল, 'না-না-না-না! সমানে সমানে লড়তে হবে!'

হ্যাঙারের স্পিকারগুলো ঘোষণা দিল: 'ওয়ার্নিং! নাইন মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

পড়ে থাকা রানার উপর চেপে বসেছে জন স্কল্ট। গায়ের জোরে ঘুষি মারল রানার চোয়ালে।

'আজ তুই অনেক জ্বালিয়েছিস!'

লাল আলোয় লোকটার রাগী মুখ দেখল রানা।

ওর ঠোঁটের পাশে লাগল আরেকটা জোরালো ঘুষি।

ক্রেটের উপর খটাস্ করে বাড়ি খেল রানার মাথার পিছন দিক। নাক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত।

জোরেশোরে দুলতে শুরু করেছে ক্রেট। ঠং-ঠং আওয়াজ তুলছে মেকানিক্যাল গিয়ার। হ্যাঙার ধরে আরেক দিকে রওনা হয়ে গেল ক্রেট। ওদিকে এয়ারক্রাফট এলিভেটারের গভীর খাদ। ওই

এলিভেটার চলে পেট্রল দিয়ে, কাজেই কমপ্লেক্সের পাওয়ার ফুরিয়ে গেলেও কাজ চালাতে পারে।

হ্যাঙারের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে ক্রেট। সেদিকে খেয়াল নেই স্কল্টের, মনের সুখে একের পর এক ঘুষি মারছে রানার মুখে।

'শালা! আমার মনে আছে...'

আরেকটা ঘুষি পড়ল রানার চোয়ালে।

'নেভির কমপিটিশনে তুই আরেকটু হলে আমার ইউনিটকে...'

রানার কপালে একটা ঘুষি পিছলে গেল।

'হারিয়ে দিতি! এবার দেখ্! খালি হাতে তোকে খুন করব! তুই শালা আবার নাকি অফিসার!'

আরেকটা ঘুষি পড়ল রানার ডান চোয়ালের উপর।

'শালার ভেতো বাঙালি! এবার...'

একের পর এক ঘুষির কারণে প্রায় চোখই খুলতে পারছে না রানা। ঠেকাতে পারছে না, ওকে খালি হাতে খুন করছে লোকটা!

ক্রেট চলে গেছে চার শ' ফুট গভীর এয়ারক্রাফট এলিভেটার খাদের উপর। কন্ট্রোল ইউনিটের বাটন টিপে দিল স্কল্ট। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল খাদের উপর থেমে গেল ক্রেট।

'ওয়ার্নিং! এইট মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

ক্রেটের পাশ থেকে নীচে চাইল রানা, বহু দূরে নেমে গেছে শাফটের কংক্রিট দেয়াল। দশ ফুট পর পর জ্বলছে লাল বাতি। ওই খাদ যেন অস্বাভাবিক খাড়া কোনও ক্লিফ।

'গুড বাই, মেজর রানা,' বলল স্কল্ট, খপ্ করে ধরেছে ওর কলার, টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দিল রানাকে, ঠেলে দিল কিনারার দিকে।

রক্তাক্ত, পরিশ্রান্ত, ফুরিয়ে যাওয়া রানা বাধা দিতে পারল না। ক্রেটের কিনারায় টলমল করছে। কয়েক শ' ফুট নীচে আবছা দেখা গেল ইস্পাতের প্ল্যাটফর্ম।

একবার ম্যাগহুকের কথা ভাবল রানা, কিন্তু হতাশ হয়ে গেল সিলিঙের দিকে চেয়ে। ওটা ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি। ম্যাগহুকের ম্যাগনেট ওখানে আটকাবে না। হুক ব্যবহার করেও কোনও কাজ হবে না।

লড়বার শক্তিও শেষ হয়ে গেছে ওর।

কোনও অস্ত্র নেই ওর কাছে।

ম্যাগহুক কাজ করবে না।

কোনও ইজেকশন সিট নেই এবার।

এই মুহূর্তে ওর চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম জন স্কল্ট।

লোকটা ওকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ করেই ক্রেটের কিনারা থেকে নীচে চোখ পড়ল ওর। ওই যে তিশা... লাল বাতি ও ছায়ার ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে, তারপর খাদের পুবে কয়েকটা লাশের আড়াল নিল।

এবার বিদায়, তিশা, মনে মনে বলল রানা।

পলকের জন্য ভাবল, হার মেনে নেব?

পরক্ষণে ঝট্ করে ঘুরল জন স্কল্টের দিকে।

ভীষণ চমকে গেছে আমেরিকান মেজর, তার দিকে চেয়ে হাসল রানা, হাত খুলে দেখাল। ওখানে সিক্রেট সার্ভিসের মাইক্রোফোন।

শত্রুর চোখে চাইল রানা, তারপর বলে উঠল: 'সিডনি হার্বার ব্রিজ, তিশা! তুমি দেবে নেগেটিভ চার্জ।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল জন স্কল্ট। 'কী বললে?'

ঠিক তখনই কোনও কথা না বলেই শেষ শক্তি ব্যবহার করল রানা। স্কল্টের কাঁধের উপর দিয়ে খুলে দিল স্প্রিং লোডেড রিং মেকানিযমের ল্যাচ। ওটাই ওভারহেড রেল থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল ভারী ক্রেট।

সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল মিলল।

লাল বাতির ভিতর প্রথমে ধীর গতি তুলে নীচের দিকে পড়তে লাগল ক্রেট। ওটার পিঠ থেকে খসে পড়ল জন স্কল্ট ও রানা।

রওনা হয়ে গেল ওরা চার শ' ফুট খাদে আছড়ে পড়তে।

বাতাস কেটে নীচে পড়ছে রানা। দুই সেকেণ্ড পর দেখল উঠে আসছে হ্যাঙারের মেঝে। পরক্ষণে পৌঁছে গেল শাফটের উপরে, খাদের ভিতর পড়তে শুরু করেছে। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল ওর, যেন সাঁই-সাঁই করে উপরে উঠছে ধূসর কংক্রিট দেয়াল! একবার উপরে চাইল রানা, দেখতে না দেখতে অনেক উপরে চলে যাচ্ছে খাদের মুখ।

পাশেই জন স্কল্ট। ভীষণ ভয় লোকটার চোখে-মুখে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মাসুদ রানা এমন কাজ করতে পারে।

উন্মাদ লোকটা খাদের ভিতর ক্রেট ফেলে দিয়েছে, ওকে নিয়ে চলেছে মরবার জন্য!

অবশ্য, রানা মনে মনে ভাবছে, তিশা কি শুনতে পেয়েছে আমার কথা?

লাল আলোর ভিতর দিয়ে পড়ছে রানা। ঠাণ্ডা মাথায় পিঠ থেকে বের করে নিল ম্যাগহুক, ম্যাগনেট অন করে, বাটন টিপে ওটার পজিটিভ চার্জ চালু করল— একবার আশা নিয়ে চাইল উপরে।

তিশা কি শুনেছে ওর কথা?

রানার জানবার কথা নয়, খাদের সামনে শুয়ে কোমর পর্যন্ত বাইরে বের করে দিয়েছে তিশা, তাক করেছে ওর ম্যাগহুক— ওটা নেগেটিভ চার্জ করা— 'রানা!' রেডিয়ো মাইকে বলল। 'প্রথমে তুমি। পরে তাক করব আমি।'

নীচে পড়বার ফাঁকে ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা। ছিটকে উপরে রওনা হয়ে গেল ম্যাগনেটিক বাল্‌ব্‌।

শাফটের ভিতর দিয়ে সোজা খাড়াভাবে রকেটের মত উপরে

উঠছে হুক। পিছনে ছুটছে ঘুরতে থাকা দড়ি।

রানার পাশেই পড়ছে জন স্কল্ট, শত্রু কী করছে বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল: 'না!'

'তিশা,' ফিসফিস করে বলল রানা।

ম্যাগহুকের নলের উপর দিয়ে নীচে চেয়ে আছে তিশা। চারপাশে লাল বাতি, ক্ল্যাক্সন বাজছে, খনখনে স্বরে ঘোষণা দিচ্ছে ইলেকট্রনিক সতর্ক-ধ্বনি— কিন্তু আগে কখনও এত মনোযোগী ছিল না ও। রানার উঠে আসা ম্যাগহুকের দিকে চেয়ে আছে তিশা। কালো খাদের ভিতর থেকে উঠে আসছে জ্বলজ্বলে ধাতব বালব।

'জীবনে কিছুই অসম্ভব নয়,' ফিসফিস করে নিজেকে জানাল তিশা। বরফের মত ঠাণ্ডা মগজে ম্যাগহুকের ট্রিগার টিপল।

লঞ্চারের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড। সোজা চলেছে খাদ চিরে। পিছনে রেখে যাচ্ছে দড়ি।

শাফটের ভিতর উপরে উঠছে রানার ম্যাগহুক।

তিশার ম্যাগহুক ছুটে চলেছে নীচের দিকে।

জন স্কল্ট, ক্রেট এবং রানা দ্রুত পড়ছে।

ম্যাগহুকের পুরো দড়ি ব্যবহার করেছে তিশা, বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'আল্লা, জীবনে আর কিছুই চাইব না, শুধু একবার রানাকে...'

পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ কাছ দিয়ে গেলেও দুটো মিসাইলের মত পরস্পরকে আঘাত হানবে।

নীচে চেয়ে আছে তিশা।

এক সেকেণ্ড পর জোরালো ঠং! আওয়াজ পেল।

মাঝ খাদের ভিতর সংঘর্ষ হলো দুই ম্যাগহুকের।

পৃথিবীতে প্রথমবারের মত ম্যাগহুক দিয়ে তৈরি করা হলো

সিডনি হার্বার ব্রিজ!

পরস্পরকে শক্ত ভাবে ধরেছে দুই চুম্বক।

দেরি না করে বড় একটা ক্রেটের কোনায় লঞ্চারের দড়ি জড়িয়ে নিয়েছে তিশা।

দুই ম্যাগহুকের দড়ি মিলে তিন শ' ফুট।

তার মানেই প্রচণ্ড ঝাঁকি সহ্য করা।

রানা যখনই দেখেছে তিশার ম্যাগনেটিক হুক আটকে গেছে ওর হুকে, তখনই পড়বার ফাঁকে বুক ও কাঁধ ঘুরিয়ে এনেছে লঞ্চারের দড়ি। বুঝে ফেলেছে, এবার ভয়ঙ্কর ঝাঁকি আসছে।

প্রচণ্ড ব্যথা পেতে হবে।

এবং তাই হলো।

সপাং করে আওয়াজ হলো। টানটান হয়ে গেল দুই ম্যাগহুকের দড়ি। বাতাসে ঝটকা দিয়ে উপরে রওনা হয়ে গেল রানা। প্যারাশুট খুলবার পর এভাবে ঝাঁকি সহ্য করে স্কাইডাইভাররা। নীচে চাইল রানা। জন স্কল্ট ও ক্রেট দ্রুত নেমে চলেছে। কয়েক মুহূর্ত পর সব গিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের উপর।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে বিস্ফোরিত হলো ক্রেট, নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা কাঠ।

একই পরিণতি হলো জন স্কল্টের।

ভীষণ চিৎকার করতে করতে নেমে গেছে লোকটা, গিয়ে পড়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের এবড়োখেবড়ো ধাতুর ভিতর। কাঁধ দিয়ে ধারালো ডানার উপর পড়তেই ছিটকে আরেক দিকে রওনা হয়েছে কাটা মুণ্ডু। অবশিষ্ট দেহ ভয়ঙ্কর ভাবে আছড়ে পড়েছে, অনেক উপর থেকে পড়লে এমনই হয় পাকা টমেটোর।

এদিকে রানা উপরে ছিটকে উঠবার পর, দড়ি ওকে দুলিয়ে নিয়ে গেছে শাফটের দেয়ালের কাছে।

দেয়ালে ভীষণ জোরে বাড়ি খেয়েছে রানা। ধাক্কা খেয়ে

আবারও সরে এসেছে দূরে। কয়েক সেকেণ্ড পর দুলুনি কমে আসতে নীচে চেয়েছে। এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম থেকে আশি ফুট উপরে ঝুলছে ও। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে টনটন করছে দুই কাঁধ ও বাহু। তবে খুশি যে বেঁচে আছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর দুই ম্যাগহুকের রিলিং মেকানিযমের কারণে খাদ বেয়ে উঠতে লাগল রানা।

চারপাশে শুনতে পেল: 'ওয়ার্নিং! সিক্স মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন।'

চব্বিশ

মেইন হ্যাঙার।

সকাল এগারোটা নয় মিনিট।

এইমাত্র প্রকাণ্ড, গভীর খাদের ভিতর থেকে উঠে এসেছে রানা। শুকনো স্বরে বলল তিশা, 'আমি ভাবতাম হার্বার ব্রিজ করা অসম্ভব।'

'সত্যি যে অসম্ভব নয় জেনে খুশি লাগছে,' বলল রানা।

ওর শুষ্ক গলা শুনে হেসে ফেলল তিশা। 'এবার আমরা কী করব, রানা?'

ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় চারপাশে এসে লাগল এক পশলা গুলি।

রক্তাক্ত হয়ে গেল তিশার ডান পা। ফুটো হয়ে গেছে গোড়ালি। এদিকে রানার বাম কাঁধে ঢুকেছে দুটো বুলেট। ওদের কানের পাশ

দিয়ে হুস্-হুস্ করে বেরিয়ে গেছে কমপক্ষে বিশটা গুলি।

দেরি না করে ধুপ্ করে মেঝের উপর পড়েছে রানা ও তিশা।

পরিত্যক্ত কন্ট্রোল দালান থেকে পি-৯০ রাইফেল কাঁধে ছুটে বেরিয়ে এসেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। লাল আলোয় চকচক করছে লোকটা পাগলাটে দুই চোখের মণি।

রানা-তিশা আহত।

কিন্তু তিশার মত নয়, সরে যেতে পারবে রানা।

কোবরা ইউনিটের বিনষ্ট ব্যারিকেডের আড়ালে তিশাকে সরিয়ে নিল ও। দেরি না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল উল্টোদিকের ক্রেটগুলোর পিছনে। তিশার উপর থেকে লোকটার মনোযোগ সরাতে হবে। বেরেটা হাতে রক্তিম আলোয় ছুট দিল রানা। পারসোনেল এলিভেটার ও বিধ্বস্ত নাইটহক টু-র দিকে চলেছে। আশা করছে, ওর পিছু নেবে আর্লিং এফ ব্রুকস।

মেরিন কর্পসের বিশাল সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার রয়েছে রেগুলার এলিভেটারের দরজার সামনে— তুবড়ে গেছে ওটা, বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত ককপিট।

লাল বাতি দপদপ করছে হ্যাঙার জুড়ে। তারই ভিতর রানার গোড়ালির পিছনে, মেঝেতে লাগছে ব্রুকসের বুলেট। খেপে গেছে লোকটা, খেয়াল নেই লক্ষ্যভেদ হচ্ছে না। দূর দিয়ে যাচ্ছে বুলেট।

পক্ষিরাজের মত উড়ে চলেছে রানা, তবে কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সুপার স্ট্যালিয়নের পাশে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাঙাচোরা ককপিটের ভিতর। একপশলা গুলি এসে লাগল পাশের দেয়ালে।

'বেরিয়ে এসো, হিরো!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রুকস। 'ভয় কী? গুলি ছুঁড়তে শেখোনি? ভয় কীসের তোমার? অস্ত্র তুলে নাও! পারলে গুলি করো!'

শুয়োরটা জানে গুলি করতে পারবে না ও, ভাবল রানা।

নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে চোদ্দটা শহর উড়িয়ে দেয়ার দায়-

দায়িত্ব নেবে কে!

খুবই বাজে পরিস্থিতির ভিতর পড়ে গেছে রানা।

ওর দিকে অনায়াসে গুলি করছে লোকটা, কিন্তু পাল্টা গুলি করতে পারছে না ও!

কবজির মাইকে বলল রানা, 'তিশা! তুমি ঠিক আছ?'

ব্যথা-কাতর চাপা কণ্ঠ এল: 'হ্যাঁ, ঠিক...'

'ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ফ্যাসিলিটি থেকে,' বলল রানা। 'কোনও বুদ্ধি, তিশা?'

তিশার কণ্ঠ ঢাকা পড়ল কমপ্লেক্সের ইলেকট্রনিক কণ্ঠের নীচে:

'ওয়ার্নিং! ফাইভ মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশ...'

বিধ্বস্ত কপ্টারের ছোট এক জানালা দিয়ে চাইল রানা। একপাশ থেকে গুলি করতে করতে হেঁটে আসছে লোকটা।

'কী বুঝলে, হিরো?' বলল এয়ার ফোর্স জেনারেল, 'কেমন লাগছে এখন!'

ভাঙা ককপিট থরথর করে কাঁপছে ব্রুকসের গুলির তোড়ে। দাঁতে দাঁত পিষল রানা, শক্ত করে ধরেছে পিস্তলের বাঁট। কাঁধে বুলেটের দুই গর্ত ভীষণ জ্বলছে, সেই সঙ্গে বেদম ব্যথা। এতক্ষণে অতি ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ত, কিন্তু ওকে চালিয়ে নিচ্ছে অতিরিক্ত অ্যাড্রেনালিন।

ফাটল ধরা ডোর-উইণ্ডোর ফাঁক দিয়ে ব্রুকসকে দেখল রানা। উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা, একের পর এক গুলি গেঁথে দিচ্ছে কপ্টারে। অস্ত্র বাগিয়ে হেঁটে আসছে ককপিটের দিকে।

বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড, এরপর পৌঁছবে। তারপর...

হঠাৎ ইয়ারপিসে তিশার কণ্ঠ শুনল রানা:

'রানা! আমি দেখছি অন্য উপায় পাওয়া যায় কি না! তা যদি না পাই, গুলি করে মেরে ফেলো ওকে!'

'গুলি করা সম্ভব নয়, তিশা!' আফসোস ঝরল রানার কণ্ঠে।

'মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড দাও আমাকে...'

তিশা ক্রল করে সরে গেছে এলিভেটার শাফটের পাশে, নতুন করে খুঁজে পেয়েছে যা চাইছিল। ওটা লেভেল টু-র অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স। নব্বুই মিনিট আগে মিনি এলিভেটার থেকে ওটাকে সরিয়ে দিয়েছিল লাথি দিয়ে।

হ্যাঙারের দপদপে লাল বাতির ভিতর বায়োহ্যাযার্ড সুটের থাই পকেট থেকে ছোট এক লাল ইউনিট বের করেছে তিশা। ওটার মাথার উপরে মোটা অ্যান্টেনা।

ওই ইউনিট ব্রুকসের ইনিশিয়েট/টার্মিনেট রিমোট-কন্ট্রোল। ওটার ভিতর দুটো বাটন, অন-অফ করা যায়।

ওই দুই সুইচ কীসের এইমাত্র বুঝেছে তিশা।

এই ইউনিট শুধু প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার অন বা অফ করে না, এই একই জিনিস চালু এবং বন্ধ করে ব্রুকসের হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটার।

বিধ্বস্ত ককপিটের কাছে পৌঁছে গেছে ব্রুকস, কাঁধে তুলেছে পি-৯০ রাইফেল।

আর মাত্র তিন সেকেণ্ড, তারপর ঝাঁঝরা করে দেবে রানাকে।

কড়কড় করে উঠল ব্রুকসের কণ্ঠ: 'আমি পৌঁছে গেছি, মাসুদ রানা!'

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুপার স্ট্যালিয়নের মেঝেতে বসে পড়েছে রানা, কোথাও যাওয়ার নেই ওর। এবার...

'তিশা, বিদায়, আর কখনও দেখা হবে না,' নিচু স্বরে বলল রানা।

দরদর করে ঘামছে তিশা। দপদপ করছে লাল বাতি। ভীষণ ব্যথা লাগছে ফুটো হয়ে যাওয়া গোড়ালিতে। কিন্তু পুরো মনোযোগ দিল ও।

'ওয়ার্নিং! ফোর মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

ব্ল্যাক বক্সের ছোট এলসিডি স্ক্রিনের স্পাইক দেখছে তিশা, এবার চালু করল আই/টি ইউনিট।

এখন শুধু দুটো প্রশ্ন বুকে বাজছে ওর— কোনটা প্রেসিডেন্টের ট্র্যান্সমিটার, আর কোনটা ব্রুকসের— এক নম্বর সুইচ, না দুই নম্বর সুইচ?

মন থেকে সব দ্বিধা সরিয়ে দিল তিশা।

আর্লিং এফ ব্রুকস সবসময় নিজেকে এক নম্বর মনে করবে।

এবার...

ব্ল্যাক বক্সের স্পাইক শেষে শুরু হয়েছে রেকারিং সার্চ ও রিটার্ন সিগনাল— ইনিশিয়েট/টারমিনেট ইউনিটের এক নম্বর সুইচ অফ করে দিল তিশা।

ব্রুকসের মাইক্রোওয়েভ সিগনাল থেমে যাওয়ার কথা।

ওই একই সময়ে টিপে দিয়েছে ব্ল্যাক বক্সের সুইচ, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের কালো বাক্স নকল করতে শুরু করেছে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালকে।

ওর যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, মহাশূন্যে স্যাটালাইট টেরও পায়নি নতুন সিগনাল পাঠানো হচ্ছে তাকে।

ব্ল্যাক বক্সের বুকে জ্বলতে শুরু করেছে খুদে সবুজ বাতি।

আর এক সেকেণ্ডও দেরি করল না তিশা, বলে উঠল, 'রানা! রেডিয়ো সিগনালের ব্যবস্থা হয়েছে! এবার গুলি করো কুকুরটাকে!'

ওই একইসময়ে রানাকে দেখল ব্রুকস। হাসতে শুরু করেছে সে, ককপিটের মেঝেতে পড়ে আছে তার অসহায় শিকার, তাক করে রেখেছে অস্ত্র, কিন্তু গুলি করতে পারবে না!

আঙুল তুলে রানার বুক দেখাল সে। 'না-না-না-না, মেজর, তোমার মনে রাখতে হবে, ব্রুকস আঙ্কেলকে গুলি করা যায় না।'

'তাই?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'বেশ,' হতাশ হয়ে বলল রানা। পরক্ষণে গুলি চালাল লোকটার বুকে।

ব্রুকসের বুক থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত।

'গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!'

চার গুলির আঘাতে এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেছে ব্রুকস, ভীষণ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল রানার দিকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। হাত থেকে পড়ে গেল পি-৯০, তারপর পা পিছলে ধুপ করে চিত হয়ে পড়ল ওটার উপর।

উঠে দাঁড়াল রানা, কপ্টার থেকে নেমে পড়ল, চলে গেল লোকটার পাশে। লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল জেনারেলের হাতের কাছ থেকে রাইফেল।

লোকটা এখনও বেঁচে আছে।

জানোয়ারটার ঠোঁটের কোণে জমছে তাজা রক্ত।

অসহায় মনে হলো লোকটাকে। এখন আর ক্ষমতাশালী কোনও জেনারেল নয় সে।

'কী... কী... করে?' রক্তে ভরা গলা থেকে বেরুল কথাটা। 'তুমি... তুমি... আমাকে মারতে পারো না!'

'পারি, ভালভাবেই পারি,' বলল রানা। 'এবার পড়ে থাকো এখানে।'

দেরি না করে ঘুরেই দৌড় দিল রানা, পৌঁছতে হবে তিশার পাশে। যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে!

'ওয়ার্নিং! থ্রি মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

তিশাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েই এক ছুটে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারে উঠে পড়ল রানা।

তিশা একেবারেই হাঁটতে পারবে না। কিন্তু কাজে বিরাম নেই ওর, সহায়তা করছে রানাকে।

ওকে বুকে তুলে নিয়েছে রানা, কিন্তু সবচেয়ে জরুরি জিনিস ওই ব্ল্যাক বক্স দুই হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে তিশা।

এখন ওদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার সরিয়ে নেয়া। ওরা জানে, এই ব্ল্যাক বক্সের সিগনাল থেমে গেলেই ফাটবে আমেরিকার চোদ্দটা শহরের নিউক্লিয়ার বোমা!

এসব শহরকে রক্ষা করতে হলে বাঁচতে হবে ওদেরকে।

কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

'এবার, রানা?' ব্যথা চেপে ক্লান্ত হাসল তিশা। 'নিউক্লিয়ার গ্রেনেড থেকে বাঁচি কী করে, বলো?'

মিনি-এলিভেটারের মেঝের প্যানেলে সুইচ টিপে দিল রানা। দ্রুত নামতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্ম।

রানা চট্ করে একবার দেখে নিল ঘড়ি:

১১:১২:৩০

১১:১২:৩১

'উপরের দরজা দিয়ে বেরুতে পারব না,' বলল রানা। 'ব্রুকস কোড পাল্টে দিয়েছে। ডিআইএ-র লোকটার দশ মিনিট লেগেছে বোমার কোড বের করতে। সময় মত বেরুতে পারব না ইইভি দিয়েও। ওই ভেন্ট বেয়ে নেমে আসতে খবির আর আমার লেগেছে পুরো একমিনিট। এখন দশমিনিটেও উঠতে পারব না। ততক্ষণে বাষ্প হয়ে যাবে এস্কেপ ভেন্ট।'

'তা হলে আমরা এখানেই...' চুপ হয়ে গেল তিশা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'নিজের জন্য খারাপ লাগছে না, কিন্তু... তুমি যদি কোনওভাবে বেরিয়ে যেতে পারতে!' নিখাদ ভালবাসা ঝরল মেয়েটির কণ্ঠ থেকে।

চমকে গেছে রানা। কী যেন পাকিয়ে উঠছে বুকের ভিতর, এমন ভালবাসা পেয়েছে খুব কমই। ঢোক গিলে বলল ও, 'এখনও

মরিনি তো আমরা, হতাশ হচ্ছ কেন?'

চুপ হয়ে গেছে তিশা।

'একটা উপায় আছে,' বলল রানা। 'হয়তো ঠিক সময়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

১১:১২:৪৯

১১:১২:৫০

লেভেল টু-র হ্যাঙারে মিনি এলিভেটার থামাল রানা, বুকে তিশাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল হ্যাঙারের আরেক পাশে।

'ওয়ার্নিং! টু মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

মাত্র আধ মিনিটে স্টেয়ারওয়েলে পৌঁছে গেছে রানা।

১১:১৩:২০

দরজা খুলেই তিন ধাপ করে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল।

ওর বুকের উপর দুলছে তিশা। বলল, 'গতি অনেক কমে যাচ্ছে তোমার, আমাকে রেখে যাও, রানা।'

'চুপ করো তো, মেয়ে!' ধমক দিল রানা। ভিজে গেছে চোখের কোণ।

পেরিয়ে গেল ওরা লেভেল থ্রি-র লিভিং কোয়ার্টার।

১১:১৩:৩২

লেভেল চার, দুঃস্বপ্নের মত এক এলাকা।

১১:১৩:৪১

লেভেল পাঁচ, ওই তলা ডুবে গেছে বন্যার পানিতে।

১১:১৩:৫০

লাথি দিয়ে লেভেল সিক্স-র সিঁড়ি-ঘরের দরজা খুলল রানা।

'ওয়ার্নিং! ওয়ান মিনিট টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

সামনেই এস্কেপ ভেহিকেল দেখতে পেল রানা।

স্টেয়ারওয়েল দরজার পাশেই ওটা।

ওই ট্র্যাক গেছে লেক পাওয়েলে।

সারাদিন ধরে পড়ে আছে খুদে ট্রেন।

এই মেইনটেন্যান্স রেলকার সম্পর্কে বিজ্ঞানী কার্টিস বলেছিল: এটা অন্য এক্স-রেল ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক ছোট, গতিও বেশি, বহন করতে পারে মাত্র দু'জন যাত্রী।

'ওয়ার্নিং! ফোরটি-ফাইভ সেকেণ্ড্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

তিশাকে নিয়ে ছোট্ট ড্রাইভিং কেবিনে ঢুকে পড়ল রানা।

'ওয়ার্নিং! থার্টি সেকেণ্ড্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

তিশাকে কাঁধে তুলে নিয়েই ড্রাইভিং কন্সোলে কালো স্টার্ট বাটন টিপে দিল রানা।

মৃদু গুঞ্জন করে উঠল ইঞ্জিন।

'টোয়েন্টি সেকেণ্ড্স্.... নাইনটিন... এইটিন...'

সামনের ট্র্যাকে চোখ রাখল রানা। অনেক দূরে হারিয়ে গেছে পথ, নির্দিষ্ট দূরত্বে জ্বলছে লাল বাতি। বেশ দূরে চারটে সমান্তরাল ট্র্যাক।

'রানা!' নেমে পড়তে চাইছে তিশা।

সেদিকে খেয়াল নেই রানার, হাঁটু দিয়ে সামনে ঠেলে দিল থ্রটল।

'ফিফটিন...'

প্রায় ছিটকে সামনে বাড়ল এক্স-রেল পড। দেখতে না দেখতে পিছনে পড়ল সাবওয়ে স্টেশন। সামনের ট্র্যাকে একটু দূরে দূরে লাল বাতি।

'ফোরটিন...'

প্রচণ্ড গতির কারণে বাধ্য হয়ে সিটে বসে পড়ল রানা।

পড চলেছে পঞ্চাশ মাইল বেগে।

'থার্টিন...'

বিপুল গতি তুলছে এক্স-রেল পড।

কাঁচের ওপাশে হুস-হুস করে পিছিয়ে চলেছে ট্র্যাক।

স্পিডোমিটার দেখল রানা: ১০০ এমপিএইচ।

'টুয়েল্‌ভ্‌... ইলেভেন...'

চারটে সমান্তরাল ট্র্যাকের একটা বেছে নিয়েছে পড, জোর একটা ঝটকা দিয়েই ঢুকে পড়েছে লেক পাওয়েলের টানেলে। পিছনে ফেলছে এয়ার বেস যিরো নাইন।

গতি ১৫০ মাইল।

'টেন...'

পডের গতি উঠল আড়াই শ' মাইলে। তার মানে প্রতি সেকেণ্ডে এক শ' দশ গজ পেরুবে। দশ সেকেণ্ডে এয়ার বেস যিরো নাইনকে পিছনে ফেলবে এক মাইল মত।

'নাইন... এইট...'

রানা ধারণা করছে, একমাইল পেরুতে পারলে ওরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতে পারবে।

পাশের সিটে তিশাকে নামিয়ে দিল রানা।

'সেভেন... সিক্স...'

চট্‌ করে একবার তিশাকে দেখল রানা। পরক্ষণে চুমু দিল ওর ঠোঁটে।

দু'জনের চোখ চেয়ে আছে পরস্পরের চোখে।

'ফাইভ... ফোর...'

এক ফোঁটা জল বেরিয়েছে তিশার ডান চোখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দিয়ে ওটা মুছে ফেলল রানা।

'থ্রি... টু...'

সুড়ঙ্গের ভিতর তুমুল গতি তুলে ছুটে চলেছে মেইনটেন্যান্স পড। পিছনে ফেলছে এয়ার বেস যিরো নাইনকে।

'ওয়ান...'

'...ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট্ অ্যাকটিভেটেড!'
পরক্ষণে ফাটল পারমাণবিক বোমা!

পঁচিশ

ওই ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজ অন্য কোনও শব্দের সঙ্গে মিলবে না। এয়ার বেস যিরো নাইনের ভিতর ফেটে পড়েছে নিউক্লিয়ার বোমা। যেন গর্জে উঠেছে কয়েক শ' কোটি দানব।

কোল্ড ওয়ারের সময় সরাসরি নিউক্লিয়ার বোমার আঘাত সইবার জন্য তৈরি করা হয়েছে ওই ফ্যাসিলিটি। নিজস্ব সুপার নিউক্লিয়ার বোমা যথেষ্ট ভালভাবে হজম করল ওটা।

ডাব্লিউ-৮৮ সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট ওয়ারহেড ছিল পাতাল ওই ফ্যাসিলিটির মাঝে, লেভেল টু-র দেয়ালের ভিতর। ওটা ফাটতেই গোটা ভূ-গর্ভস্থ ফ্যাসিলিটি হয়ে উঠল সাদা বাতির একটা অতি উজ্জ্বল বালবের মত। রকেটের মত নানাদিকে ছিটকে গেল সাদা এনার্জি, ফ্যাসিলিটির দেয়াল-মেঝে বা ছাত তা ঠেকাতে পারল না।

ন্যানো সেকেণ্ডে ফ্যাসিলিটির সব বাষ্পায়িত হলো। বিমান, টেস্ট চেম্বার, এলিভেটার শাফট— সবই। এমন কী ভুস্ করে বাতাসে মিলিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ক্রকস!

মেইন হ্যাঙারের মেঝের উপর পড়ে থেকে শেষবার হঠাৎ করেই সে দেখল ভীষণ আলো। তারপর ভয়ঙ্কর তাপ লাগল। আগে কখনও এমন গরম লাগেনি তার, আর কিছু ভাবতে হলো না তাকে।

কমপ্লেক্সের চারপাশের দুই ফুট পুরু টাইটেনিয়াম দেয়াল আটকে রাখল ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণকে।

নানাদিকে রওনা হলো কংকাশন ওয়েভ। টাইটেনিয়ামের দেয়ালের বাইরে শুরু হলো ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। ওটা ছড়িয়ে পড়ল কয়েক মাইল জুড়ে। যেন পুকুরে ঢিল দিয়েছে কেউ, আর বলকে উঠেছে পানি।

প্রথমেই উধাও হলো ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট।

প্রচণ্ড শক্তি এসে চুরচুর করে দিল কংক্রিটের দেয়ালগুলোকে। পাউডার হয়ে উড়ে গেল সব। ওটার ভিতর রানা ও তিশা থাকলে এতক্ষণে মিশে যেন ধুলো-বালির ভিতর।

এবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

মস্ত ওই ফ্যাসিলিটি ফাঁপা হয়ে গেছে নিউক্লিয়ার বোমার আঘাতে, চারপাশ থেকে নেমে এল পাহাড়ের গ্র্যানাইট পাথরের পুরু দেয়াল, বুজে দিল গর্তটাকে।

আকাশে বিমান থেকে কেউ চাইলে দেখবে, গোল এক জ্বালামুখের মত কী যেন তৈরি হয়েছে নীচে। আঠারো শ' গজ বৃত্তের বালি-মাটি ও গ্র্যানাইট কবর দিয়েছে ওই ফ্যাসিলিটিকে।

এখন আর নেই কোনও দালান, মেইন হ্যাঙার, এয়ারফিল্ড টাওয়ার বা সাধারণ হ্যাঙারগুলো। সব গিলে নিয়েছে পৃথিবী। মরুভূমির ভিতর পড়ে রইল আধ মাইল গভীর এক গহ্বর!

মাত্র দশমিনিট আগে মেরিন কর্পসের সুপার স্ট্যালিয়ন সরিয়ে নিয়ে গেছে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টকে।

তাঁর পাশে ঠাঁই পেয়েছে হোসেন আরাফাত খবির, জেসিকা গোল্ডিং ও পল ছেলেটা। অবাক হয়ে আকাশ থেকে দেখছে ওরা কোথায় গেল এয়ার বেস যিরো নাইন!

কিন্তু এক্স-রেল টানেলে তার ভয়ঙ্কর দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

দানব নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড।

পারমাণবিক বোমা ফেটেছে, কিন্তু বুলেটের গতি তুলে সোজা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটে গেছে রানাদের পড।

বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ওরা।

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে জমিন।

তারপর রিয়ার উইণ্ডো দিয়ে পিছনে চেয়েছে রানা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেছে। বিড়বিড় করে বলেছে, 'সর্বনাশ!'

পিছন ছাত থেকে পড়তে শুরু করেছে মস্ত সব পাথর। আর ওই পাথরের পতন ছুটে আসছে ওদের দিকেই!

ধসে পড়ছে ছাত!

তার ভিতর ছুটে আসছে কংকাশন ওয়েভ!

বলকে উঠছে যেন পিছনের সব!

মস্ত এক দানব যেন ধেয়ে আসছে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে!

ভয়ের কথা, ওই দানব ধরে ফেলছে ওদেরকে!

দুই শ' ষাট মাইল বেগে ছুটছে এক্স-রেল পড। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গতি তুলে মস্ত হাঁ করে আসছে এক দানব!

সুড়ঙ্গের ভিতর খসে পড়ছে মস্ত সব পাথর।

যেন পিছন থেকে চিবাতে আসছে ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণী!

ধুম!

বেস বল আকৃতির কংক্রিটের টুকরো পড়তে শুরু করেছে পডের ছাতে।

একবার চট্ করে ছাতের দিকে চাইল রানা।

ধুম! ধুম! ধুম! ধুম! ধুম! আওয়াজ শুরু হয়েছে ছাতে!

না! মনে মনে বলল রানা। এত কাছে মুক্তি, এখন মরতে চাই না! তিশাকে নিয়ে বাঁচতে চাই!

ভূমিধস্ ছুঁয়ে দিল এক্স-রেল পডকে। চারপাশের দেয়াল ও

ছাত ধসে পড়ছে।

বিকট আওয়াজ তুলে ফুটবলের মত মস্ত সব পাথর খণ্ড পড়ছে। ঝরঝর করে ভেঙে পড়ল উইণ্ডশিল্ড। ককপিটের ভিতর ঢুকছে ক্রিকেট বলের মত পাথর। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে পড। এবার চাপা পড়বে ভূমিধসের নীচে...

ঠিক তখন হঠাৎ করেই থামল পাথর-বৃষ্টি। আর কাঁপছে না পড। উড়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। পিছনে থেমে গেছে টানেল ধস্। যেন ধাওয়া বন্ধ করেছে ভয়ঙ্কর কোনও সাপ।

মিলিয়ে গেছে নানা দিকে ছড়িয়ে যাওয়া কংকাশন ওয়েভ।

সিটে বসে আছে তিশা, ওর দিকে ঘুরে চাইল রানা।

ওরা পিছনে ফেলে এসেছে ভয়ঙ্কর বিপদ!

সুড়ঙ্গের ভিতর তুমুল গতি তুলেছে এক্স-রেল পড।

তিশার দিকে ঝুঁকে গেল রানা, পরক্ষণে চুমু দিল প্রেমিকার ঠোঁটে।

পাল্টা যে চুমু এল, তা আরও অনেক উষ্ণ!

ছাব্বিশ

একটু আগে লেক পাওয়েলের এক্স-রেল লোডিং ডকের কাছ থেকে রানা ও তিশাকে তুলে নিয়েছে মেরিনদের একটা সিএইচ-৫৩ই কপ্টার। এরই ভিতর রওনা হয়ে গেছে ওরা, একটু পর আকাশ থেকে দেখল, এয়ার বেস যিরো নাইনের চারপাশে পৌঁছে গেছে আর্মি ও মেরিন কর্পসের হাজারখানেক অফিসার ও সৈনিক। তারা যেন খুদে সব পিঁপড়ে, পিলপিল করছে চিনির দলার উপর।

অবশ্য, রেডিয়েশনের ভয়ে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে।

নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টকে, কমপক্ষে পাঁচটা সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার ঘিরে রেখেছিল ওই মেরিন কপ্টারকে। প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ড থেকে ট্র্যান্সমিটার সরিয়ে নেয়া পর্যন্ত তাঁকে পাহারা দেবে মেরিনরা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের রানওয়ে থেকে প্রেসিডেন্টকে তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দিয়েছেন তিনি: ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার এয়ার ফোর্স আপাতত তাদের বিমান বা কপ্টার আকাশে তুলতে পারবে না।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোওয়েভ ট্র্যান্সমিটার ওরফে ব্ল্যাক বক্স নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হলো রানা ও তিশার এয়ার বেস যিরো এইটে। তাঁর পাশেই অপেক্ষা করছে নাম্বার টু খবির, এজেন্ট জেসিকা ও অদ্ভুত সেই ছেলে পল। এর বিশ মিনিট আগে প্রেসিডেন্টকে ঘিরে ফেলেছে দুটো মেরিন রিকন ইউনিট।

তারা ঝড়ের গতিতে ঢুকেছে বেসের ভিতর, এবং একটু পর ফিরেও এসেছে। এয়ার ফোর্সের জীবিত কোনও লোক নেই বেসে। অবশ্য, পাওয়া গেছে ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার হফসন নিরোকে। প্রেসিডেন্টের কাছে গজগজ করে নালিশ শুরু করেছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ভীষণ কড়া ধমক খেয়ে থেমে গেছে।

রানা ও তিশা পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্ট্রেচারে তুলে নেয়া হয়েছে তিশাকে, কর্পসের লোক সরিয়ে নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। যেতে হয়েছে রানাকেও, আপাতত ওর কাঁধের বুলেটের ক্ষত গজ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার। এখন গলা থেকে স্লিং, সেটা থেকে ঝুলছে ওর আহত হাত। ওদের জন্য এক ডোজ করে কোডিন দেয়া হয়েছে। অনেক কমে গেছে ব্যথা।

চুপ করে অন্যদের পাশে বসে ছিল রানা, এমন সময় দেখল কাছে চলে এসেছে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

'কী খবর আপনার, মিস্টার রানা?' সামনে এসে জিজ্ঞেস করল সে।

'আগে আপনার খবর বলুন,' বলল রানা। 'হঠাৎ কোথা থেকে এলেন?' ভেবেছিল, বোট বিস্ফোরণে মারা গেছে লোকটা।

'স্পিডবোট নষ্ট হতে সাঁতরে তীরে উঠেছি,' বলল কার্টিস। 'তারপর পাহাড় বেয়ে চূড়ায়। অনেকক্ষণ পর এল মেরিনদের কপ্টার। ওটায় চেপে হাজির হয়েছি এই বেসে। ...গুলি খেলেন কীভাবে?'

রানা বা বিজ্ঞানী নতুন কিছু বলবার আগেই সামনে এসে থামলেন প্রেসিডেন্ট, বললেন, 'খুবই খুশি হলাম পৌঁচেছেন, মিস্টার রানা। ..ক্রুকস বোধহয় ফিরতে পারেনি?'

'তা পারেনি,' বলল রানা। সুস্থ হাতে ব্ল্যাক বক্স তুলে ধরল। টিপটিপ করছে সবুজ বাতি। 'কিন্তু ওর আত্মা এটার ভেতর।'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'যেসব মেরিন এই বেসের চারপাশ খুঁজেছে, তাদের কয়েকজন বাইরে কিছু পেয়েছে।'

ভদ্রলোকের চোখে চাইল রানা। 'সেটা কী?'

'জিনিস নয়, এই অমূল্য রত্ন, আমাকে,' প্রেসিডেন্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নিশাত সুলতানা, লুকিয়ে ছিল।

এ কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত চওড়া হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আপা! কীভাবে...'

শেষবার রানা দেখেছে নিশাতকে নিয়ে ডিগবাজি দিতে শুরু করেছে দ্রুতগতির তেলাপোকা।

'আমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার লোকই নই,' নিজের অবশিষ্ট পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছে নিশাত। 'মিসাইল যখন লাগল, বুঝলাম তেলাপোকা শেষ। এরপর ক্রুকস বা তার লোক এসে ছাড়বে না আমাকে। তবে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়বার সময় তৈরি করেছি অনেক ধুলোবালির মেঘ। তারই ভিতর আছড়ে পড়ল তেলাপোকা।

ওটার পেট-থেকে বেরিয়ে এলাম, বালি খুঁড়ে ঢুকে পড়লাম বাম্পারের নীচে। নকল পা খুলে শুয়ে থাকলাম। যে-কেউ ভাববে, করুণভাবে মরেছি। তারপর একটু পর চলে গেল ব্রুকসের কপ্টারগুলো।'

'নকল পা খুলে ভান করেছেন, আপা?' হেসে ফেলল রানা। 'ভাল বুদ্ধি।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বলল নিশাত। থুতনি উঁচু করল। 'স্যর, এবার বলুন আপনার কী হয়েছিল। শেষবার দেখলাম প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছেন মহাশূন্যের দিকে!'

'তারপরই তো গোটা আমেরিকাকে রক্ষা করলেন মিস্টার রানা,' গম্ভীর ভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট।

এরপর হঠাৎ করেই যেন সবার সব কথা শেষ হয়ে গেল।

নীরবতা নামল।

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তি শেষে নীরবতা ভাঙল রানা, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি বলেছিলেন প্রতিটি দেশের সরকারের হাতে অ্যান্টিডোট তুলে দেবেন, এ কাজে ক'দিন লাগতে পারে?'

কথাটা শুনে কী যেন ভাবতে শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'বড়জোর একমাস লাগবে সবার হাতে অ্যান্টিডোট পৌঁছে দিতে। অবশ্য, কংগ্রেস থেকে আমার ওপর ভীষণ চাপ তৈরি হবে।'

তাঁর মানে তিনি পুরো নিশ্চিত নন যে অ্যান্টিডোট দিতে পারবেন, চাপা শ্বাস ফেলল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, 'প্রতি ঘণ্টায় ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেমের কারণে এখন কী ভাবছে আমেরিকার মানুষ?'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি তো চলে গেলেন, তখন কমপ্লেক্সের পাওয়ারের ইতিহাস দেখতে শুরু করলাম আমরা। এটা দেখুন, নিজেই বুঝবেন।'

এয়ার বেস যিরো নাইনের একটা প্রিন্টআউট পকেট থেকে বের করলেন তিনি। একটা এন্ট্রি দেখালেন।

০৭:৩৭:৫৬ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম ॥ ম্যালফাংশান লোকেটেড ॥ অ্যাট পাওয়ার ম্যালফাংশান টারমিনাল ১-এ২ ॥ রিসিভিং নো রেসপন্স ফ্রম সিস্টেম: ট্র্যাক্স্; অগয সিস-১; র‍্যাড কম-স্কিয়ার; এমবিএন; একসিট ফ্যান

'মনে পড়ে, আপনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন আণ্ডারগ্রাউণ্ড হ্যাঙারের জাংশান বক্স?' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তখন সময় ছিল সকাল সাতটা সাঁইত্রিশ মিনিট।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা। প্রায় সবই বুঝে ফেলেছে। ওই জাংশান বক্স গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হতো। বেসের অগযিলারি পাওয়ার সিস্টেম এবং রেডিয়োস্কিয়ার নিয়ন্ত্রণ করত ওটা।

'ওই বক্সের আরেকটা কাজ ছিল এমবিএন সিস্টেম চালু রাখা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এমবিএন মানে মিলিটারি ব্রডকাস্ট নেটওঅর্ক। পরে নাম হয়েছিল ইমার্জেন্সি ব্রড়কাস্ট সিস্টেম। ওই এমবিএন-র ট্র্যান্সমিশন কেবল পুড়ে গিয়েছিল মিসাইলের আঘাতে। সকালে এলবিজে প্রোটোকল কাজ করেনি। ব্রুকসের ট্র্যান্সমিশন পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য পিছিয়ে দিয়েছিল ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেম।'

'ওই সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় সাতটা সাঁইত্রিশ মিনিটে,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'আপনি বোধহয় বুঝেছেন,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ব্রুকস বক্তৃতা দিয়েছে ডিজিটাল ক্যামেরার সামনে, কিন্তু জানত না ট্র্যান্সমিট হচ্ছে না কিছুই। লোকটা বকবক করেছে শুধু এয়ার বেস যিরো নাইনের সবার উদ্দেশে। আসলে দেশের কেউ জানে না

কিছু।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'অবশ্য সারা সকাল অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তারা। হলিউডের দামি এক নায়িকা এবং তার প্রেমিক গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সেই ভাঙা গাড়ি ও দুই সেলিব্রেটিকে দশমিনিট পর পর দেখিয়েছে সিএনএন।'

রানা এবং প্রেসিডেন্টের আলাপের ছয় ঘণ্টা পর এয়ার বেস যিরো এইট থেকে ৭৪৭ বিমানের পিঠে বসে মহাশূন্যে রওনা হলো দ্বিতীয় এক্স ৩৭ শাটল।

ওটার মিশন: দক্ষিণ ইউটার মহাশূন্যে এক এয়ার ফোর্স রিকনিসেন্স স্যাটালাইট ধ্বংস করা।

শাটলের পাইলট একটু পর বুঝল, ওই স্যাটালাইট অদ্ভুত সিগনাল ধরছে ইউটা মরুভূমি থেকে।

পাইলট এসব নিয়ে ভাবতে গেল না, নির্দেশ মত উড়িয়ে দিল স্যাটালাইট।

এবং স্যাটালাইট আকাশ থেকে উধাও হতে চারপাশের এয়ারপোর্টের টাইপ ২৪০ প্লাজমা ওয়ারহেড বিকল হয়ে গেল। মাত্র দশ মিনিটের ভিতর সরিয়ে নেয়া হলো বোমাগুলোর সেন্সার।

পরের এক ঘণ্টার ভিতর ডিযআর্ম করা হলো প্রতিটি বোমা।

বাকি রয়ে গেল প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটার।

সেদিনই জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হসপিটালের বিখ্যাত এক সিভিলিয়ন হার্ট স্পেশালিস্ট সার্জেন অপারেশন করলেন প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে। উপস্থিত থাকলেন চারজন কার্ডিয়াক সার্জেন, সবাইকে পাহারা দিল দশজন মেরিন অফিসার, সৈনিক এবং সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা।

আগে কখনও কোনও সার্জেন এত সতর্ক এবং নার্ভাস ছিলেন না অপারেশন করতে গিয়ে।

সামান্য অ্যানেসথেশিয়া ব্যবহার করা হলো। সাধারণ মানুষ

কিছুই জানল না, কিন্তু আটাশ মিনিটের জন্য ইউনাইটেড স্টেটসের কর্তা ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

তখনই তিনি এয়ার বেস যিরো নাইন এবং এয়ার ফোর্স বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁকে সিক্রেট সার্ভিস থেকে ধারণা দেয়া হয়েছে: অন্তত আশিজন উচ্চপদস্থ অফিসার ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া বিচারের মুখে পড়তে পারে কয়েক শ' জুনিয়ার অফিসার এবং সৈনিক।

প্রায় চার লক্ষ পার্সোনেলের বাহিনীতে দুই-আড়াই শ' জনের বিচার, জেল-জরিমানা বা মৃত্যুদণ্ড মস্ত কোনও ক্ষতি নয়।

ঠিক করা হলো: এবার গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা হবে এয়ার ফোর্সের ব্রাদারহুডকে।

একইদিনে ওয়াশিংটন শহরে ফিরেই রানা এজেন্সির অফিসে ফোন দিল মাসুদ রানা।

তার একঘণ্টা পর পৌঁছে গেল ওই শাখায়।

প্রায় কারও সঙ্গে কথা না বলেই সোজা শাখা-প্রধান কাজী সাখাওয়াত হোসেনের অফিসে ঢুকে পড়ল রানা।

চেয়ারে বসে বেচারার নাকের কাছে টেবিলের উপর তুলে দিল পা।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সাখাওয়াত।

শেষে পাগল হয়ে গেল ওদের এত প্রিয় মাসুদ ভাই?

দ্রুত হাতে বুটের সোলের স্লট খুলছে রানা, কথার ফাঁকে নিরাপদ কফিন থেকে বের করল একের পর এক ভাইরাসের অ্যাম্পুল, অ্যান্টিডোট অ্যাম্পুল, পেন-ড্রাইভ এবং মাইক্রোফিল্ম।

রানার কথা শেষে সব সরিয়ে নিল সাখাওয়াত, রেখে দিল বিশেষ একটা সেফের ভিতর।

বুটের সোল ঠিক করে নেয়ার ফাঁকে এনক্রিপটেড ফোন থেকে বিসিআই-এ যোগাযোগ করল রানা।

দেরি না করেই রানার ফোনের লাইন দিল ইলোরা বৃদ্ধকে।

রানা জানিয়ে দিল, প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই পাওয়া গেছে।

ঢাকা থেকে জবাবে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান বললেন, 'জরুরি কাজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। আজই রাত বারোটার সময় বিমানে উঠবে। আর্মি অফিসার নিশাত সুলতানা আর সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবিরকে তোমার সঙ্গেই ফিরতে হবে। আর হ্যাঁ, রানা, ভেরি গুড জব!'

শুনে মস্ত বড় হয়ে গেল রানার বুকটা।

মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান রিসিভার রাখবার পর এবার ফোন করল ও চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সে, বন্ধু লিউ ফু-চুঙের কাছে।

চায়নিজ সুপার এজেন্ট 'হ্যালো, দোস্ত!' বলবার পর ওকে থামিয়ে দিল রানা, সংক্ষেপে পাঁচ মিনিটের ভিতর পরিস্থিতি খুলে বলল।

'আমরাও এমনই আঁচ করছিলাম,' রানার বক্তব্য শেষে বলল ফু-চুং। 'বিশেষ করে আমাদের আর্মির শাটল উড়ে যাওয়ার পর কাজে নেমে পড়ি। আগেই বেশকিছু তথ্য ছিল, তার উপর তোদের রত্ন কয়েকজন তরুণ এজেন্ট বেশ কিছু জরুরি তথ্য জোগাড় করে দেয়। এরপর দেরি করলে ভুল হতো। প্রধান আটজন জেনারেল মিলে কূ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সব গুছিয়ে নেয়ার আগেই তাদেরকে গ্রেফতার করেছি আমরা।' বিরতি নিল ফু-চুং, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আরও ভাল হতো যদি ওই অ্যান্টিডোট আমরা হাতে পেতাম।'

'পাবি,' বলল রানা। 'আমার চিফের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে, আমরা সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে অ্যান্টিডোট পৌঁছে দেব।'

'সত্যি, কৃতজ্ঞ হবে চিনের মানুষ,' বলল ফু-চুং।

আরও দু'চার কথা শেষে ফোন রেখে দিল দুই বন্ধু।

বিদায় নেবে বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

কিন্তু ওর তাড়া দেখে বলল সাখাওয়াত, 'আজ এসেই চলে যাবেন, মাসুদ ভাই? সবাই ভেবেছে অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে বসে ডিনার সারবে।'

'পরে কখনও আসব,' বলল রানা। 'আজ তাড়া আছে।'

সত্যিই রানা অফিস থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠতে ভীষণ হতাশ হলো রানা এজেন্সির সবাই।

নীচে নেমে এসে ঝড়ের গতি তুলল রানা নতুন ক্যাডিলাকে। সোজা ফিরল হোয়াইট হাউসে। ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে তিশাকেও।

আজ নিজের ঘরে না গিয়ে প্রথমেই তিশার ঘরে ঢুকল রানা।

ইযি চেয়ারে বসে আছে তিশা, ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। কী যেন আঁচ করছে ওর দুই কালো চোখ।

'আমাকে আজই ফিরতে হবে,' স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা।

'আমি সঙ্গে যাব না?'

'না গেলেও পারো। আপা আর খবির আমার সঙ্গে ফিরবে। তোমাকে তো ছুটি দিয়েছে আর্মি থেকে।'

'একা ভাল লাগবে না,' বলল তিশা। 'একসঙ্গে ফিরলে গল্প করতে পারব তোমাদের সঙ্গে।'

ঠিক তখনই ঘরে এসে ঢুকল নিশাত সুলতানা।

ওর পিছন পিছন খবির।

এবার ঘরে ঢুকল পাঁচজন বেয়ারা। হাতের ট্রেতে একের পর এক খাবারের ডিশ। ঘর ভরে উঠল দারুণ সুবাসে।

বেয়ারাদের একজন পরিষ্কার করে ফেলল মস্ত টেবিল। সাজিয়ে দিল ডিনারের প্লেট ও ডিশ।

'আপা, হঠাৎ এসব কী?' অবাক হয়েছে রানা।

'হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট,' বলল নিশাত। 'খাবার মাত্র আনতে শুরু করেছে এরা। ভদ্রলোক দুনিয়ার যত দামি খাবার অর্ডার করেছেন আমাদের জন্যে।'

'তবে আপা আর আমি ডাইনিং রুমে বসব,' বলল খবির।

'তা তো বটেই,' বলল নিশাত। চলে গেল ডেক-সেটের সামনে, ওটার ড্রাইভের ভিতর পুরে দিল ডিভিডি ডিস্ক। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে, হাতের ইশারায় নিয়ে গেল খবিরকে।

পাশের চেয়ারে বসল রানা, আস্তে করে স্পর্শ করল তিশার গাল।

আর তখনই বেজে উঠল চিত্রা সিং-এর ব্যর্থ-প্রেমের একটি বিখ্যাত গান: আকাশ মেঘে ঢাকা/ শাওন ধারা ঝরে...

রানার হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে স্পর্শ করল তিশা, চাপা স্বরে বলল, 'কখনও বাঁধতে চাইব না, যত কষ্ট হোক...'

কোথায় যেন ভীষণ হুতাশ রানার বুকে, মুচড়ে উঠছে অন্তর। নিজেকে খুঁজে পেল না কোথাও। তখনই ওর মনে হলো, তিশাকে হারাতে চায় না ও কোনও কিছুর বিনিময়েই।

(সমাপ্ত)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ আরজু আহাম্মেদ, মো: ০১৭৬৫৪৩৪৩১৮
দক্ষিণ ভবানীপুর, পো: মধুপুর, কুষ্টিয়া-৭০১০।

না কাজীদা, আর পারলাম না! এত ভাল লাগা কি নিজের ভিতর চেপে রাখা যায়? তাই তো আপনার এবং সেবা'র সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আসলে কাজীদা, আপনি এটা কী করেছেন বলতে পারেন? 'আগুন নিয়ে খেলা'টা আমার মতে মাসুদ রানার অন্যতম সেরা কাহিনি। এবার বই মেলা থেকে কিনেছিলাম অনেকগুলো বই। এবং তখনই মনে হলো 'আগুন নিয়ে খেলা'র ভিতর নিশ্চয়ই 'আগুন' আছে। বইটা শেষ করার পর বুঝলাম আসলে আগুন আর কী, তার চেয়েও বেশি কিছু আছে এটার মধ্যে। দ্বিতীয় খণ্ড অর্ধেক হবার পর উত্তেজনায় একটুর জন্যে পেটটা ফাস্ট হয় নাই। এমন বই-ই তো আমরা চাই, কাজীদা। এবং সাথে কিছুদিন না দেখা সোহানা এবং গিল্টি মিয়াকে। সূর্য-সৈনিক, সর্বনাশের দূত, হ্যাকার, স্নাইপার, কুরুক্ষেত্র বইগুলোও খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে হ্যাকার। আচ্ছা, কাজীদা, বলতে পারেন, 'বিপদজনক' এবং 'কুউউ'-এর কাহিনি একই কেন? ভুলবশত? পরিশেষে মাসুদ রানার কাছ থেকে সামান্য কিছু আয়ু আপনাকে ধার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

* না, ভাই, ওর কাছ থেকে একটি মিনিটও ধার করতে চাই না। আমার আয়ু থেকে বছরের পর বছর ধার দিয়ে ওকে সৃষ্টি করেছি— তার একটি সেকেণ্ডও আমি ফেরত চাই না। ...কী বলছেন, বিপদজনক আর কুউউ-র কাহিনি একই মনে হয়েছে আপনার কাছে? এর কারণ আমি না, আপনিই বলতে পারবেন। ...শুভেচ্ছা।

শাওন হোসেন রাজু,
বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৮১৩৫৩৪১৮২

এক সঙ্গে দুটি বই আমার হাতে এসে পড়েছে। একটি হচ্ছে মাসুদ রানা সিরিজের কড়কড়ে (সদ্য ছাপা হওয়া প্রেসের সুবাস মিশ্রিত) নতুন বই 'ডেথ ট্র্যাপ-', অন্যটি হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের অনুবাদ গ্রন্থ 'হিউ হিউ অর দ্য মনস্টার'।

ঈদের এখনও বেশ বাকি। কিন্তু নিজের মাঝে ঈদের আনন্দ অনুভব করছি বই দুটি পেয়ে! আর এই আনন্দের মাঝেই চিন্তায় পড়ে গেছি।

কোন্ বইটা আগে পড়ব?

ডেথ ট্র্যাপ-১?

নাকি, হিউ হিউ?

আপনার মাসুদ রানা আমার অতি প্রিয়। মরহুম হেনরির লেখাও চুম্বকের মত টানে, এখন কী করি? দুই বইয়ের চিপায় পড়ে স্যাণ্ডউইচ আমি শেষ পর্যন্ত ফাঁক গলে ঝুপ করে বেরিয়ে পড়লাম। মায়াবী চোখের বাঙালি যুবকের টান অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। পরম বন্ধুর মত আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল ও। বরফমোড়া অ্যাণ্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশনে তিমির মুখের ভেতর মাসুদ রানা। দুরু দুরু করে উঠল বুক। কেন জানি না গলার মধ্যে দলা পাকানো কিছু আটকে যাওয়ার অনুভূতি পেয়ে বসল আমাকে। ওকে এবার ভেজা কণ্ঠে বলতে হবে: রানা, বিদায়!

না, তা পারব না।

তিমির মুখ থেকে বেরিয়ে এল রানা, আমার দেহে ফিরে এল জান। শালা রানা, যমদূতকে ফাঁকি দেয়ার অভ্যাসটা আজও অটুট রেখেছে!

এখনও গল্পের অর্ধেক বাকি। সামনে আরও কঠিন লড়াই। দেখা যাবে তখন, তোর যমদূতকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল কতটা ধারাল! শুভ-কামনা রইল, বন্ধু।

✱ আপনার বন্ধু শেষ পর্যন্ত কেমন দেখাল দ্বিতীয় খণ্ডে?

অনিক রায় শুভ, মোবা: ০১৮১১-৫৪৫৪১৯
ডিপার্টমেন্ট অব ফার্মেসী, ইউ এস টি সি, চট্টগ্রাম।

অনেক দিন পর চিঠি লিখলাম বলে এই নয় যে, 'মাসুদ রানা'র সাথে ছিলাম না। 'মাসুদ রানা'র সেই প্রথম বই থেকে আছি এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত 'মাসুদ রানা'র সাথেই থাকব।

কাজীদা, 'ডেথ ট্র্যাপ-২'-তে 'আলোচনা বিভাগে সবার শেষে আমার একটি চিঠি ছাপানো হয়েছিল। ওই চিঠিতে আমি 'মাসুদ রানা' সিরিজে আমার প্রিয় ৫ টি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং এ-ও বলেছিলাম যে এই সিরিজের সব বই-ই আমার প্রিয়। কিন্তু অনেক পাঠক আমাকে ফোন করে বিভিন্ন বইয়ের কথা বলছেন, এবং জানতে চাইছেন, আমার সেরা ৫-এর তালিকায় অমুক অমুক বইগুলো নেই কেন? আমি তাঁদের আবারও বলব যে; 'রানা'র সব বই-ই আমার খুব প্রিয় এবং তাঁরা যেন প্রকাশিত চিঠিটি একটু ভাল করে পড়েন।

কাজী'দা, আমি সব সময় যে কোন অনুষ্ঠানে গেলে উপহার তালিকায় সবার প্রথমে রাখি 'মাসুদ-রানা' সিরিজ, তারপর অন্য উপহার। 'অগ্নিপুরুষ' বইটি আমি যে কতবার পড়েছি এবং কতবার উপহার দিয়েছে তার কোন হিসেব আমার জানা নেই।

সর্বশেষ, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ইতি টানলাম। ভাল থাকবেন।

✱ আপনিও স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবেন। নইলে আমার সঙ্গে আরও ৭৭ বছর টিকবেন কী করে?

মাসুদ রানা সিরিজের প্রকাশিত বই

ডেথ ট্র্যাপ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

কাজটা অত্যন্ত কঠিন: বরফ-মোড়া অ্যান্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশনে আটকা পড়া কয়েকজন বাঙালি ও আমেরিকান বিজ্ঞানীকে তুলে নিয়ে তুষার-ঝড়ের ভিতর দিয়ে নয় শ' মাইল দূরের ম্যাকমার্ডো স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। বিসিআই চিফের নির্দেশে সব কাজ ফেলে ছুটল রানা। বস বলে দিয়েছেন: শুনেছি, ওই স্টেশনের নীচে রয়েছে একটা স্পেসশিপ। সম্ভব হলে ওটার বিষয়ে সমস্ত তথ্য জোগাড় করবে। তবে সাবধান, ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করছি। হোভারক্রাফটে চড়ে দলবল নিয়ে আইস স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো সতর্ক রানা। পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই শুরু হলো হামলা। চোখের সামনে একের পর এক মারা যাচ্ছে ওর নিজের লোক। রুখে দাঁড়াতে চাইল রানা। কিন্তু ওর জানা নেই, একটি নয়, একাধিক প্রতাপশালী দেশের সেরা কমাণ্ডো ইউনিটগুলো হাজির হয়েছে ওদেরকে খুন করে স্পেসশিপ সরিয়ে নিতে। এই মরণ-ফাঁদ থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই রানার! নাকি আছে?

ডেথ ট্র্যাপ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফ্রান্সের দো খমিয়েখ খেযিমন্ত প্যাখাণ্ডতিস্ত দো'ইনফেন্তেখিয়্য দে মেখিন বা ফার্স্ট মেরিন প্যারাশুট রেজিমেন্টের সদস্যদের হামলা ঠেকিয়ে দিয়েছে রানা। কিন্তু যখন জানল, এবার আসছেন ব্রিটিশ এসএএস-এর লিজেণ্ডারি ব্রিটিশ কমাণ্ডার জেনারেল জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন স্বয়ং, তখন লেজ গুটিয়ে পালানো ছাড়া উপায় দেখল না। তিনি রানার শ্রদ্ধেয় গুরু... তিনিও শত্রু? তা হলে এবার হবে গুরু-শিষ্যের লড়াই? গুণ্ডারসনের সঙ্গে আছে দুনিয়াসেরা কমাণ্ডো দল! অথচ রানার আছে সাধারণ ক'জন অফিসার ও সেনা-সদস্য! এদের নিয়েই করতে হবে অসাধ্য সাধন। কীভাবে? ওদিকে যাদেরকে সাহায্য করছে রানা, তারাই হঠাৎ মারতে উদ্যত হলো কেন আবার? কী হচ্ছে এসব? আর ওই স্পেসশিপ? পাতাল-গুহা থেকে গেল কোথায় ওটা? রানার চারপাশেই শত্রু... বন্ধু কোথায়?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

০৮/১০/১৩ মরণডাক (ওয়েস্টার্ন) ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

বিষয়: পাঠক, বুনো পশ্চিমের আগুনঝরা দিনগুলোয় আবারও আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। গোটা একটি উপন্যাস, সেইসঙ্গে ছোট-বড় আরও আটটি গল্প নিয়ে এবারের এই সংকলন। লেখক তালিকায় আছেন বাংলায় ওয়েস্টার্ন কাহিনির জনক প্রয়াত কাজি মাহবুব হোসেন, রওশন জামিল, খসরু চৌধুরী, গোলাম মাওলা নঈম, কাজী মায়মুর হোসেন ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। একেকটি কাহিনি একেক স্বাদের, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটিতে রয়েছে পশ্চিমা জীবনের কঠোর রুক্ষতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নীচতা, মহত্ত্ব, সাহস, সংঘর্ষ, আত্মপ্রতিষ্ঠা... এবং প্রেম। নিশ্চিত থাকুন, আপনার ভালো লাগবে।

আরও আসছে

২৭/১০/১৩ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ১ সংখ্যা) নভেম্বর, ২০১৩

মাসুদ রানা

কিলার ভাইরাস

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বেদম তাড়া খেয়ে দলবলসহ পালাচ্ছে মাসুদ রানা। যেমন করে হোক ফাটবার আগেই নিষ্ক্রিয় করতে হবে চোদ্দটা নিউক্লিয়ার বোমা। আরও খারাপ খবর: কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্টের স্টিলের ব্রিফকেস খুলে সঠিক সময়ে তাঁর হাত পাম অ্যানালাইযারে না রাখলে শুরু হবে দুনিয়া জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!

কিন্তু প্রেসিডেন্ট আছেন কোথায়?

ওদিকে চিনের তৈরি ডুম্‌স ডে ভাইরাস ঠেকাতে পারে যে ছেলেটা, তাকে কিডন্যাপ করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকার একদল বর্ণবাদী কমাণ্ডো। অবস্থা এমন হয়েছে, মাথা-খারাপ অবস্থা রানার। আমেরিকান এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে রয়েছে দুনিয়াসেরা কমাণ্ডো দল! রানার সঙ্গে শুধু সাধারণ ক'জন অফিসার ও সৈনিক! লড়তে গিয়ে ও বুঝে গেল, এবার মৃত্যু অনিবার্য! কিন্তু তার পরেও উল্টো তাড়া করে গিয়ে উঠল রানা আমেরিকান এক অ্যাটাক শাটলের ভিতর! জমে উঠল এক জটিল নাটক!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০